রবীন্দ্রবীক্ষা

সংকলন ১০ ● পৌষ ১৩৯০

রবীন্দ্রবীক্ষা

রবীন্দ্রবীক্ষা

রবীন্দ্রচর্চার ষাণ্মাসিক সংকলন

সংখ্যা ১০

বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগ -বিষয়ে ভবনে যে-কাজ চলছে তার ধারার সঙ্গে পাঠককে যুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রভবন তথা রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের প্রযত্নে ষাণ্মাসিক সংকলন -রূপে রবীন্দ্রবীক্ষা প্রকাশিত হল। পত্রিকার বিষয়বস্তু হিসেবে থাকবে :

* রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা অপ্রকাশিত বাংলা ইংরেজি চিঠিপত্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট চিঠিপত্র ও রচনা।
* শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বা রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপির অপ্রচারিত বা বিরলপ্রচারিত সূচী, বিবরণ ও পাঠ।
* রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহের অন্যান্য বস্তুর তালিকা ও বিবরণ। যেমন :
  ক. রবীন্দ্র-অঙ্কিত চিত্রাবলি।
  খ. রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলি।
* দেশে বিদেশে নানা প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি বা রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তার তালিকা, বিবরণ ও চিত্র।
* নানা উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাপাঠ তথা অলিখিত ভাষণ-প্রতি-ভাষণ— এ-সবের বিবরণ, শ্রুতিলিখন, স্মৃতিলিখন।
* রবীন্দ্রনাথ-প্রযোজিত অভিনীত নাটক নৃত্যনাট্য গীতিনাট্য ঋতু-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ।
* রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গ্রন্থ তালিকা ও রচনার সূচী।
* রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-ভবন বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্দ্রানুরাগী সুধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

অম্লান দত্ত
উপাচার্য
বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন
৭ই পৌষ ১৩৯০

বিষয়-সূচী

চিত্রসূচী

চিত্র পরিচয় ॥

প্রচ্ছদ ॥ রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত নিসর্গ দৃশ্য। স্বাক্ষরিত। তারিখ ২৭.৭.১৯৩৫
কালি ও কলমের কাজ ২৫·৩ × ৩৫·৫ সেন্টিমিটার।
কপিরাইট বিশ্বভারতী ১৯৮২ ; রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ২০৬১

প্রবেশক ॥ রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত মুখাকৃতি। স্বাক্ষরিত। তারিখ নভেম্বর ১৯৩৯
প্যাস্টেল ও ক্রেয়নের কাজ ২৫ × ৩০ সেন্টিমিটার।
কপিরাইট বিশ্বভারতী ১৯৮২ ; রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ২৫২৫

অপ্রকাশিত কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আরোগ্যশালার বাব কবি

সুধাকান্ত আঁকে বসি প্রভাতের উজ্জ্বলতার ছবি।

মনে আছে একমাত্র আশা

বুদ্বুদের ইতিহাসে সুদীর্ঘকালের নেই ভাষা।

বাহিরে চলেছে দূরে বিনাশের প্রলয়ের পালা

অকিঞ্চিৎকরের স্তূপ জমাইছে এ আরোগ্যশালা।

লিখিবার বাণী কোথা যে দিকেই দু চক্ষু বুলাই

অর্থহীন ছড়া কেটে কোনোমতে নিজেরে ভুলাই।

ঠাকুর তারে দিচ্ছে খ্যাপা উনপঞ্চাশ বায়ু

এবেলা ও বেলা তার আয়ু।

পোশাকি নে সাজে
মাথা তুলে বসি সভামাঝে

যে আমার রংমাখা খেলনাগুলোয়

ঢিল লেগে তারা আজ খসেছে ধুলায়,

সুধীকান্ত ও নেপথ্যে লোক করে জড়ো,

পাঁচজনে খুশি হয় বড়ো।

তারা বলে বাহাবাহা

কবিবর কণ্ঠ দিয়ে আসে যাহা তাহা।

২৫ পৌষ
১৩৪৭

আরোগ্যশালার রাজকবি

সুধাকান্ত আঁকে বসি প্রত্যহের তুচ্ছতার ছবি।

মনে আছে একমাত্র আশা

বুদ্‌বুদের ইতিহাসে সুদীর্ঘকালের নেই ভাষা।

বাহিরে চলেছে দূরে বিরাটের প্রলয়ের পালা

অকিঞ্চিৎকরের স্তূপ জমাইছে এ আরোগ্যশালা।

লিখিবার বাণী কোথা যে দিকেই দু চক্ষু বুলাই

অর্থহীন ছড়া কেটে কোনোমতে নিজেরে ভুলাই।

ধাক্কা তারে দেয় পিছে ক্ষ্যাপা উনপঞ্চাশ বায়ু

এ বেলা ও বেলা তার আয়ু।

পোষাকি যে সাজে

মাথা তুলে বসি সভামাঝে,

সে আমার রং মাজা খোলোষগুলোয়

ঢিল লেগে তারা আজ খসেছে ধুলোয়,

সুধাকান্ত নেপথ্যেই লোক করে জড়ো,

পাঁচ জনে খুসি হয় বড়ো

যত তারা বলে বাহা বাহা

কবিবর ঝাঁট দিয়ে আনে যাহা তাহা।

২৫ পৌষ

১৩৪৭

কবিতা-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো কালিম্পঙ যান ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪০ (৩ আশ্বিন ১৩৪৭) এবং সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। গুরুতরভাবে পীড়িত কবিকে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতায় (২৬ সেপ্টেম্বর। ১০ আশ্বিন)। কিছুটা সুস্থ হয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরে আসেন (১৯ নভেম্বর। ৩ অগ্রহায়ণ)।

মুদ্রিত কবিতাটি কবির শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের প্রায় দু মাস পরে (২৫ পৌষ। ৯ জানুয়ারি ১৯৪১) রচিত। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে তিনি যা-কিছু লিখেছেন তার অধিকাংশই তাঁর 'রোগশয্যায়' ও 'আরোগ্য' গ্রন্থদ্বয়ে প্রকাশিত। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত যে-খাতায় (পাণ্ডুলিপি অভিজ্ঞান ১৮৬) উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের কবিতা লিপিবদ্ধ, তারই সর্বশেষ পৃষ্ঠায় আলোচ্য কবিতাটি দেখা যায়। এই কবিতা রচনার প্রেরণা— কবির অসুস্থতার সময় তাঁর সেবায় নিযুক্ত তাঁর স্নেহধন্যদের অন্যতম সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। আবাল্য শান্তিনিকেতনের ছাত্র, পরবর্তীকালে আশ্রমবিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশ্বভারতীর কর্মী এবং কবির একদা-একান্তসচিব সুধাকান্তবাবু রবীন্দ্রনাথের শতাধিক পত্রেরও গ্রাহক। তাঁকে লেখা রবীন্দ্র-পত্রাবলীর অধিকাংশের মধ্যে হাস্যপরিহাসের যে অন্তরঙ্গ সুর ধ্বনিত তারই অনুরণন সুধাকান্ত সম্পর্কে রচিত বর্তমান কবিতাটি। এটি রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে বা সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় নি। আমরা শুনেছি এই কবিতা প্রকাশের একমাত্র বাধা ছিল সুধাকান্তবাবুর সবিনয় সংকোচ। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, রবীন্দ্রবীক্ষায় মুদ্রিত উল্লিখিত কবিতাটিই সুধাকান্ত-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র ছন্দোবদ্ধ কবিতা নয়। একই ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি আরো একাধিক কবিতা লিখেছেন। এখানে শুধু তার একটি কবিতার উল্লেখ করা গেল। রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত অভিলেখ-অনুসারে সে-কবিতাটি রচনার তারিখ ১২ মার্চ ১৯৪১ (২৮ ফাল্গুন ১৩৪৭)। বত্রিশ পঙ্‌ক্তির এই কবিতার ২৩, ২৪, ২৬, ২৯, ও ৩০-সংখ্যক ছটি পঙ্‌ক্তি এবং পূর্বোক্ত কবিতার আঠারো পঙ্‌ক্তির মধ্যে ৩, ৪, ৬, ৯ ও ১০ এই ছটি পঙ্‌ক্তি অভিন্ন। শেষোক্ত কবিতাটি রচনা সম্পর্কে 'রবীন্দ্রজীবনী চতুর্থ খণ্ডে' (অগ্রহায়ণ ১৩৭৯, পৃ. ২৫৮) রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন,

'সুধাকান্ত সম্বন্ধে একটি কবিতা [কবি] মুখে মুখে বলেন, সেটি প্রকাশিত হয় নাই।'

কবিতাটি উক্ত গ্রন্থের পাদটীকায় মুদ্রিত দেখা যায় (দ্র. তদেব, পৃ. ২৫৮-৫৯)। একই ব্যক্তি সম্পর্কে দুই মাস সময়ের ব্যবধানে রচিত দুটি কবিতা একটি অন্যটির পাঠান্তরমাত্র নয়, এক বৃন্তে দুটি ফুল।

'রবীন্দ্রজীবনী'তে মুদ্রিত থাকায় দ্বিতীয় কবিতাটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হল না।

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১.　　　　　　　　　　　ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

তারকের[১] ব্যবহারে আমাদের অসন্তোষের কোন কারণ হয় নাই। কেবল সর্ব্বদা তাহাকে বিদ্যালয় হইতে দূরে রাখাতে সে বেচারার পক্ষে যে অত্যাচার হইতেছিল তাহার[২] আমার চক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। ছেলেটি বুদ্ধিমান—বোধহয় যে কোন অবস্থাতেই হোক্ পড়াশুনায় সে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

আমি একবার জ্যৈষ্ঠমাসের আরম্ভেই তিনচার দিনের জন্য কলিকাতায় যাইব। যদি সেখানে সেই সময়ে থাকেন খবর পাই আপনার সহিত দেখা করিব।

তারককে সোমবারে পাঠাইবার কথা ছিল। কিন্তু মনোরঞ্জনবাবু[৩] শনিবারে চুঁচুড়ায় গেলেন বলিয়া তাঁহার সঙ্গে পাঠানোই কর্ত্তব্য বোধ করিলাম। ইতি
২১শে বৈশাখ ১৩০৯

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২.　　　　　　　　　　　ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

বিনয় সম্ভাষণমেতৎ

আপনি যে ভাব হইতে অচ্যুতর[৪] অনুপস্থিতিকালের দেয় বাদ দিয়াছেন তাহা আমার পক্ষে ক্লেশকর হইয়াছে। কর্ম্মবিধি অনুসারেও ইহা বৈধ হয় নাই। আপনি জানেন আমার পক্ষে এ বিদ্যালয় ব্যবসায় নহে—আমি যাহা পাই তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যয় করিতে হয়—অতএব আমার দিক্ হইতে যখন হিসাব করিয়া কোন কাজ করা হয় নাই তখন আপনার দিক্ হইতে এমন কঠিন হিসাব

প্রত্যাশা করি নাই। আমি মনে জানি বেতনস্বরূপে আপনি আমার বিদ্যালয়কে আনুকূল্য করিতেছেন। অচ্যুতকেও আমরা সেই ভাবে দেখি—তাহার সহিত বিদ্যা ক্রয়বিক্রয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করি নাই—অতএব দিন হিসাবে মূল্য গণনার ভাব আমাদের পক্ষে বড় কঠোর বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক্ এ বিদ্যালয়কে স্থায়িত্ব দিতে হইলে ইহাকে কর্ম্মের নিয়মে বাঁধা আবশ্যক আমার বন্ধুরা এ কথা আমাকে বার বার বলিয়াছেন—এবং আমিও ইহা দেখিলাম যে, আমি যে ভাবেই চলিতে ইচ্ছা করি, যাঁহাদের সহিত এ বিদ্যালয়ের সংশ্রব তাঁহারা সকলে সে ভাবে চলিতে চাহেন না সুতরাং সমস্ত অসুবিধা ও ক্ষতি একা আমাকেই বহন করিতে হয়—অপর পক্ষেরা লেশমাত্র ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত নহেন। অথচ আমার সাধ্যের সীমা আছে—বিদ্যালয়ের নিয়মিত ব্যয় প্রতি মাসে আমাকে বহন করিতে হয়—একটা হিসাব করিয়া না চলিলে এক দিন বিদ্যালয়কে গুরুতর সঙ্কটের মধ্যে উপনীত করা হইবে। অতএব বেতন সম্বন্ধে আমি অন্যান্য বিদ্যালয়ের সাধারণ নিয়ম দৃঢ়ভাবেই রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। অর্থাৎ প্রতি মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে সেই মাসের বেতন প্রত্যাশা করিব—দশ দিনের পর হইতে প্রত্যহ এক আনা দণ্ড গ্রহণ করা হইবে—সেই মাস পূর্ণ হইলেও বেতন না পাইলে পর মাসের ১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া ছাত্রকে বিদ্যালয় হইতে বিদায় করিতে বাধ্য হইব। ছুটির সময়কার বেতন বাদ পড়িবে না।

এই যে নিয়ম স্থির হইয়াছে ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইল—বিশেষত ছাত্রদিগকে কোন কারণেই বিদায় করা এ বিদ্যালয়ের ভাবের সহিত সুসঙ্গত নহে—কিন্তু দেশকালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আত্মরক্ষার জন্য এই সকল কঠোর নিয়মেরও শরণ লইতে হয়। সম্প্রতি এ বিদ্যালয়কে বিস্তৃত করিবার আয়োজন করিতেছি—সে অবস্থায় এখন আর আর্থিক ব্যাপারে ঔদাসীন্য বিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে না।

আপনাকে এমনতর পত্র লিখিয়া নিজেকে অপরাধী গণ্য করিতেছি—স্বার্থের জন্য এমন কাজ করিতে পারিতাম না—বিদ্যালয়ের হিতের জন্যই নিজেকে এরূপ পত্র রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছি—সেজন্য বিনয়সহকারে আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করি। ইতি ২৫শে পৌষ ১৩০৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩. ওঁ

Thomson House
আলমোড়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যদিও আমি নানা ভারে ও ভাবনায় জড়িত জড়ীভূত হইয়া আছি তথাপি দূর হইতেও যথাসাধ্য বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনার চেষ্টা করিয়া থাকি। বিদ্যালয় সম্বন্ধে আপনার মনে যাহা উদিত হইয়াছে তাহা বলা আপনার কর্ত্তব্য এবং বলিয়া আপনি ভালই করিয়াছেন।

অচ্যুতকে আমি যতদূর দেখিয়াছি এবং শিক্ষকেরা যেরূপ বলিয়াছেন তাহাতে সে যে যথোচিত অগ্রসর হইতেছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

একটা মুস্কিল এই যে বিদ্যালয়ে একভাবে শেখানো হয় পরীক্ষা হয়ত অন্য ভাবে করা হইয়া থাকে। যেমন, আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে উপক্রমণিকার সম্বন্ধ নাই। ছাত্রগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিতেছে সুতরাং হঠাৎ তাহাকে ব্যাকরণের সূত্র অথবা সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিলে সে না বলিতেও পারে। অথচ তাহারা অন্য দিক্ হইতে যাহা শিখিয়াছে তাহা তাহাদের বয়সের ও শ্রেণীর বালকদের কাছে সাধারণতঃ আশা করা যায় না।

অচ্যুত ইংরাজি বাক্য রচনায় যে অক্ষম তাহা ত বোধ হয় না। তবে আপনাকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে অনেক কথা যাহা বাংলায় সহজ তাহা ইংরাজিতে সহজ নহে। যেমন "বেণী পিতামাতার কথা শোনে না"। "কথা শোনা"র ইংরাজি একজন বাঙালী বালক না জানিতেও পারে অথচ তাহা হইতে তাহার নিতান্ত মূর্খতা প্রমাণ হয় না। "ঢিল মারা" "ফুল তোলা" "গাছে জল দেওয়া" এ গুলা খুব সহজ কথা—কিন্তু ইহার চেয়েও ভারি কথা যাহারা জানে তাহাদের এগুলি ঠেকিতে পারে। আমি জানি এক জন এম, এ, ইংরাজিতে কথা কহিবার সময় ফুল তোলার সচরাচর ব্যবহার্য্য ইংরাজি শব্দ বলিতে পারেন নাই। যাহার মধ্যে কোন মার পেঁচ নাই, এমনতর বাক্য রচনাপ্রণালীই প্রথম শিক্ষণীয়। দেখিতে হইবে তাহারা বাক্যবিন্যাসের সাধারণ নিয়মগুলি আয়ত্ত করিতে পারিতেছে কিনা, বিশেষ প্রয়োগগুলি একে একে ক্রমে ক্রমে অভ্যাস হইতে থাকে। আমার বিশ্বাস অচ্যুত সেই পথে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে—এবং তাহার সংস্কৃত অধ্যাপকও তাহার সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমি আমার পুত্র রথীকে[৫] যে প্রণালীতে শিক্ষা দিয়াছি বোলপুর বিদ্যালয়েও সেই প্রণালীতেই শিক্ষা দেওয়া হয়। রথীর বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ বালকদের চেয়ে অধিক নহে— সে প্রথম হইতে সর্ব্বসমেত ছয় বৎসর পড়িয়াছে। সম্প্রতি তাহার বয়স ১৪ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পনেরোয় পড়িতেই সে এণ্ট্রেন্‌স্ দিয়াছে— প্রথম শ্রেণীতে ভালরূপেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। যদিচ রথী উপক্রমণিকা হইতে ব্যাকরণ মুখস্থ করে নাই এবং অতি ধীরে ধীরে প্রয়োগচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষায় অগ্রসর হইয়াছে তথাপি তাহার সংস্কৃত বাক্যরচনা প্রভৃতিতে অধিকার এণ্ট্রেন্‌স্ ক্লাসের ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি। তাহার ইংরাজিতে দখল সম্বন্ধে শিক্ষকদের ও পরীক্ষকদের প্রশংসা শুনিয়া আসিতেছি। অথচ আপনি যদি দুই বৎসর পূর্ব্বেও বিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মানুসারে পরীক্ষা করিতেন তবে মনে করিতেন তাহার কিছুই শেখা হইতেছে না। উপাধ্যায়[৬] গত বৎসরের পূর্ব্ব বৎসরে রথীকে সংস্কৃত পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে রথী অত্যন্ত কাঁচা— অবশেষে দুই চারি দিন তাহাকে পড়াইয়াই আমাকে বলিলেন রথীর সংস্কৃত শিক্ষার ভিত্তি খুব পাকা রকম হইয়াছে। ভিত্তিটি রচনা করার পর গতবৎসর যখনি সকলে পরামর্শ দিলেন রথীর এণ্ট্রেন্‌স্ পরীক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য তখনি মন স্থির করিলাম এবং এই এক বৎসরে সে এণ্ট্রেন্সের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইয়াছে— অথচ বৎসরের মধ্যে একটি দিনও তাহাকে রাত জাগিয়া পড়িতে হয় নাই এবং মধ্যে গুরুতর দুর্ঘটনায় ও মানসিক পীড়ায় তাহাকে দীর্ঘকাল পাঠাভ্যাস হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাও আপনি নিশ্চয় জানিবেন, সাধারণ বালকদের চেয়ে স্বাভাবিক বুদ্ধিতে রথী কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে।

জগদানন্দ[৭] অঙ্ক শেখান। তিনি কিরূপ নিপুণ ও উৎসাহী শিক্ষক তাহা আপনি দূর হইতে কল্পনা করিতে পারিবেন না।

ভূগোলে অচ্যুত কাঁচা থাকিতে পারে কিন্তু ইতিহাস যে পর্য্যন্ত পড়িয়াছে বোধ হয় তাহা তাহার আয়ত্ত হইয়াছে।

আপনি যদি শ্রদ্ধার সহিত কিছুদিন অপেক্ষা করিতে পারেন তবে সম্ভবত নিরাশ হইবেন না। কিন্তু এ কথা আপনাকে বলা আমার পক্ষে ঠিক বিবেচনা-সঙ্গত হইল না। কারণ আপনি কি প্রত্যাশা করেন তাহা আমি নিশ্চয় জানিনা এবং ভাবী ফলাফল সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা মূঢ়তা। আপনার পুত্রের শুভাশুভ আপনি ভাবিয়া স্থির করিবেন। আমাদের সাধ্যদ্বারা যাহা সম্ভব তাহাই

হইবে ইহার অধিক আর কি বলিব? আমাদের প্রণালী প্রচলিত প্রণালী নহে, সুতরাং আপনার মনে আশঙ্কা হইতেই পারে।

বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাভার একজন কড়া লোকের হাতে না দিলে ক্রমে বিপদ আসন্ন হইতে পারে। ইহাই অনুভব করিয়া কুঞ্জবাবুর[৮] হস্তে ভার সমর্পণ করিয়াছি। তিনি ভাবুক লোক নহেন কাজের লোক— সুতরাং ভাবের দিকে বেশি ঝোঁক না দিয়া তিনি কাজের দিকে কড়াক্কড়ী করেন— তাহাতে তিনি লোকের কাছে অপ্রিয় হইয়া পড়েন কিন্তু বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও স্থায়িত্বের পক্ষে এরূপ লোকের প্রয়োজন অনুভব করি। আমার সঙ্গেও তাঁহার স্বভাবের ঐক্য নাই— থাকিলে আনন্দ পাইতাম, কাজ পাইতাম না।

দুইজন এম, এ, [৯,১০] ও একজন বি, এ শিক্ষক আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম দুইজন দক্ষতার সহিত অনেকদিন হেডমাষ্টারী করিয়াছেন এবং তৃতীয়টি গণিতের প্রধান শিক্ষকরূপে অনেকদিন এন্‌ট্রেন্‌স্ বিদ্যালয়ে নিযুক্ত আছেন। ইহাদের হাতে ছাত্রদের শিক্ষাকার্য্য ভালই চলিবে বলিয়া আশা করি। বিদ্যালয়ের ব্যয় প্রচুর বাড়িয়া গেল— যদি ফল তদুপযুক্ত হয় তবে দুঃখ করিব না।

আপনি সংক্ষেপে লিখিয়াছেন কিন্তু জবাবদিহী যখন আমার তখন আমাকে দীর্ঘ করিয়াই লিখিতে হইল কিছু মনে করিবেন না।

বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থার শীঘ্রই উন্নতিসাধন করিতে পারিব এই আমার আশা, এবং সেই চেষ্টাতেই রহিয়াছি— ইহার অধিক আশ্বাস আপনাকে আর দিতে পারি না। ইতি ২৬শে জ্যৈষ্ঠ। ১৩১০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪. ওঁ

আলমোড়া

সবিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার পত্রে বিদ্যালয় সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য অবগত হইলাম। আপনার অভিপ্রায় হেডমাষ্টার নগেন্দ্রবাবুকে[১] জানাইয়া পত্র লিখিতেছি। যাহাতে কোনপ্রকার ত্রুটি না থাকে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া সেইরূপ উপদেশ দিব।

দূরে থাকিয়া বিদ্যালয়ের জন্য যাহা করা সম্ভব তাহা করিতেছি— অর্থব্যয় সম্বন্ধেও কুণ্ঠিত হই নাই তাহাও বুঝিতেছেন। তথাপি আমার অনুপস্থিতির যে সকল অসুবিধা তাহা দূরে থাকিয়া দূর করা অসাধ্য। মধ্যে একবার না থাকিতে পারিয়া বোলপুরে গিয়াছিলাম— কিন্তু সেই অল্প কয়দিনেই আমার কন্যার পীড়া এমন বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে তাহাকে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইব এমন আশা ডাক্তারেরা করে নাই। তাই এখন আর তাহাকে সাহস করিয়া ছাড়িয়া যাইতে পারি না।

নূতন যে সকল লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে তাঁহাদের অনেকেই শিক্ষা-কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু[৯] বিপিনবাবু[১০] উভয়ে এম, এ — উভয়েই হেডমাষ্টার ছিলেন। আর একটি গণিতশিক্ষক বি, এ, আসিতেছেন, তিনিও অন্যত্র হেডমাষ্টারি করিতেছেন— ইঁহাদের দ্বারা কাজ ভাল হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। মোহিতবাবুও[১১] ইঁহাদের বিচক্ষণতায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

ড্রয়িং মাষ্টার[১২] আসিয়া পৌঁছিয়াছেন— তিনি কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

Workshop[১৩]-এর কাজ এখন কিছুকাল স্থগিত থাকিবারই কথা। কেননা তাহার যন্ত্রাদি কিছুই কেনা হয় নাই। তাহা ব্যয়সাধ্য সুতরাং কিনিবার সুযোগ ঘটিতে বিলম্বই হইবে।

নূতন ছেলে অনেকগুলি আসিয়াছে। তাহারা কিরূপ আমি কিছুই জানিনা— তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া দিয়াছি। নূতন ছাত্র অনেকগুলি না পাইলেও বিদ্যালয়ের ব্যয় বহন করা কঠিন হইয়া উঠে। এখন যে ভাবে ছাত্রদের রাখা হইতেছে তাহাতে কি কোনো শৈথিল্য ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে ?

নূতন পরিবর্ত্তনের আরম্ভে কিছু কিছু গোলমাল ঘটিতেই পারে। পরিবর্ত্তনও ইচ্ছা করিয়া করি নাই। আশা করিতেছি এখন যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা স্থায়ী হইতে পারিবে।

আপনি যদি মাঝে মাঝে মোহিতবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া আপনার বক্তব্য তাঁহাকে জানান তবে বড় ভাল হয়। অধ্যাপনা সম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থার ভার তিনি লইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বোলপুরে গিয়া শিক্ষাবিধি ও নিয়মাবলী ঠিক করিয়া দিয়াছেন— আপনারা যদি মাঝে মাঝে পরামর্শ করিতে পারেন তাহা হইলে

আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হই। আমি নিশ্চয় জানি মোহিতবাবু আপনার কথায় বিশেষ মনোযোগী হইবেন। মোহিতবাবু বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভার সদস্য, সুতরাং আপনার চোখে যাহা কিছু ঠেকিবে তাঁহাকে জানাইলেই রীতিসঙ্গত হইবে এবং দ্রুত তাহার ফলও পাইবেন।

আপনার কাছে আমার আর একটি অনুরোধ আছে। বঙ্গদর্শনকে[১৪] লেখা দিয়া সাহায্য করিবেন। আমি নানা রূপে বিব্রত— সম্পাদকের কর্ত্তব্য একেবারেই করিতে পারি না— আপনারা যদি একটু মনোযোগ করেন তবে আমার উদ্বেগভার অনেক লাঘব হয়। ইতি ২৪শে শ্রাবণ ১৩১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫. ওঁ

শিলাইদহ
কুমারখালি

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পড়িয়া দুঃখিত হইলাম। অচ্যুতর অধ্যাপনা সম্বন্ধে আমাদের সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই ইহা আমি নিশ্চয় জানি। ইংরাজি পরীক্ষা খুব কড়া রকমেরই হইয়াছিল— তাহাতে অচ্যুত ৩৩ নম্বর পাইবে তাহাও আশা করি নাই— কারণ সকল ছাত্রই সমান হইতে পারে না। তৎসত্ত্বেও অচ্যুতর যে পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে তাহা বিদ্যালয়ের সকলেরই কাছে সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হইতেছে।

বিদ্যালয় শিলাইদহে লইয়া আসা ছাড়া বর্ত্তমান অবস্থায় কি করিতে পারি? ইহাতে যথেষ্ট অর্থব্যয় হইবে কিন্তু আর কোথাও এতগুলি ছাত্র ও অধ্যাপককে স্থান দিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে পারিলাম না। কলিকাতায় রাখাও উচিত বোধ করি নাই। অগত্যা অনিচ্ছাক্রমেই শিলাইদহে ছাত্রদিগকে আনিতে হইতেছে। এখানে আর কিছু না হউক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে না। আপনার মতে কি বোলপুরেই ছেলেদের রাখা সঙ্গত হইত?

ছুটির সময় দুইজন অধ্যাপক ছিলেন ও ছাত্র কেবল পাঁচটি ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে একটি অধ্যাপক পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ইহা মনে রাখিতে হইবে ছুটির সময়ে যে অধ্যাপকেরা কাজ করেন তাঁহারা আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই

করেন। ভবিষ্যতে ছুটির সময়ে কোন ছাত্রকে বিদ্যালয়ে রাখিব না ইহাই স্থির করিলাম। কারণ, তাহাতে আর্থিক ক্ষতি, নানাপ্রকার অসুবিধা— তাহার উপরে অভিভাবকদের অসন্তোষেরও হেতু দেখা যাইতেছে। সব সুদ্ধ নূতন বন্দোবস্তে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। যদি অচ্যুতকে শিলাইদহে পাঠাইতে আপত্তি বোধ করেন রমণীমোহনকে[১৫] লিখিয়া পাঠাইবেন। ইতি মঙ্গলবার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. ওঁ

গিরিডি

২০শে ভাদ্র ১৩১১

বিনয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন,

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ[১৬] মহাশয়ের পুত্র যোগরঞ্জন[১৭] পাঁচ দিন জ্বর ভোগ করিয়া বিদ্যালয়ে মারা গিয়াছে। মনোরঞ্জনবাবু তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি গিরিডিতেই এখন আছেন। তিনি বারবার আমাকে বলিয়াছেন বিদ্যালয়ে তাঁহার পুত্রের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল এরূপ বাড়িতে হওয়াও কঠিন। পূজার ছুটির পরে তাঁহার অন্য ছেলেটিকেও তিনি বিদ্যালয়ে পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন। জ্বর সহসা এত কঠিন হইয়া উঠিবে তাহা ডাক্তাররাও কল্পনা করিতে পারেন নাই— অতএব কেন যে পীড়া এমন সাংঘাতিক হইয়া উঠিল তাহা আমি বলিতে পারি না। বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ,[১৮] এল, এম, এস, ডাক্তার, তিনিও বিস্মিত হইয়াছেন।

এবারে অতিবৃষ্টিবশত বোলপুরে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে সন্দেহ নাই— কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বিশেষ আশঙ্কাজনক হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি নাই— কলিকাতায় যে সকল পরিবারে অনেকগুলি ছেলে আছে সেখানে আমাদের বিদ্যালয়ের চেয়ে অনেক বেশি জ্বর ও আমাশয় প্রভৃতির উপসর্গ দেখা গেছে। গিরিডির ন্যায় স্বাস্থ্যকর স্থানেও এবার রোগের বিরাম নাই।

পূজার ছুটির পরে বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি ডাক্তারখানা ও একজন উপযুক্ত প্রবীণ ডাক্তার নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। বোলপুরে অ্যাসিস্টাণ্ট সার্জ্জন

আছেন, ছাত্রদের পীড়া কিছু গুরুতর হইলে এখন তাঁহাকেই ডাকা হয়। ইহার বেশি কিছু করা আমার পক্ষে আমার বর্তমান অবস্থায় একেবারে অসাধ্য।

রোগতাপমৃত্যু আমাদের বিদ্যালয়কে একেবারে ক্ষমা করিবে এমন আশা করা যায় না। পরিবারের মধ্যে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে লোকে যত না বিচলিত হয় বিদ্যালয়ে ঘটিলে তাহার চেয়ে অনেক বেশি আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া থাকে। সহজেই মনে হয়, হয় ত যথেষ্ট যত্ন হয় নাই। বোধ করি এই জন্যই অনেক অভিভাবক অনেকগুলি ছেলেকে লইয়া গেছেন — সেইজন্যই বাকি ছাত্রদের মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই — ইহার কি প্রতিকার সম্ভব জানিনা। আমি প্রায় প্রত্যহই বিদ্যালয় হইতে পত্র পাইতেছি তাহাতে শ্রীমান্ সত্যেন্দ্র এবং অন্যান্য অধ্যাপক বারম্বার আমাকে জানাইয়াছেন তাঁহারা বিদ্যালয়ের কোনো অব্যবস্থা ঘটিতে দেন নাই।

ইতিমধ্যে দীনেশবাবু[১৯] বিদ্যালয়ে গিয়াছিলেন তিনিও লিখিয়াছেন বোলপুরে তিনি উদ্বেগজনক কিছুই দেখেন নাই — অভিভাবকেরা ব্যস্ত হইয়া ছাত্রদের অনিষ্ট করিতেছেন। অবশ্য, আমি অভিভাবকদের দোষ দিই না — উৎকণ্ঠা জন্মিবারই কথা — কিন্তু বিদ্যালয়ের পক্ষে কোনো ত্রুটি না থাকিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

মোহিতবাবু[২০] পীড়িত — আমার শরীর এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে ইহাকে কাজে জুতিয়া কষাঘাত করিলে এবার এ নিতান্তই শুইয়া পড়িবে। আমি আমার কর্ম্মের উপযুক্ত বল সংগ্রহ করিয়া পূজার পর হইতে স্থায়িভাবে নিজেকে বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়েই এবারে নানা কর্ম্ম ফেলিয়া এখানে আসিয়াছি — আবার যদি আমাকে ছুটিতে হয় তবে এখানে যেটুকু লাভ করিয়াছি তাহা খোওয়াইব এবং তাহার বেশিও কিছু লোকসান দেওয়া অসম্ভব নহে। আপনাকে বলা বাহুল্য নিজের স্বাস্থ্যকে আমি নিজের জন্য বেশি মনে করি না — যখন দুই একটা কাজের ভার লইয়াছি তখন শরীরটাকে যেমন করিয়া হৌক্ খাড়া করিয়া লইতে হইবে, এই মনে করিয়াই এখানে এখনো অবিচলিত হইয়া বসিয়া আছি। অচুর[২১] সম্বন্ধে আপনার যদি উদ্বেগ জন্মে তবে আশ্চর্য্য হইব না — কারণ, সন্তানস্নেহ আমার অবিদিত নাই। অধ্যাপনা বা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আপনার যদি দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়া থাকে তবে অসঙ্কোচে যথাকর্ত্তব্য করিবেন। আপনাকে বারম্বার আশ্বাস দেওয়া আমি সঙ্গত মনে করি না। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

সাহিত্যের আসর ত পরিত্যাগ করিয়াছি। লেখা এবং বলা একেবারে বন্ধ হইয়াছে তাহা নহে কিন্তু বন্ধ করিবার সময় হইয়াছে। সময় যে হইয়াছে তাহার একটা প্রমাণ এই যে লিখিতে আর ইচ্ছাই হয় না—নিশ্চয়ই তাহার কারণ এই যে শক্তি কমিয়াছে এবং মন অন্য দিকে গিয়াছে। শক্তির যখন হ্রাস হয় তখন হিসাব করিয়া চলিতে না পারিলে ফতুর হইতে হয়। সেইজন্য আজকাল চারিদিক হইতে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াছি—ইহাতে লোকে অনেক সময় নিন্দা করে কিন্তু সামর্থ্যের বেশি নবাবী করা আরো অধিক নিন্দনীয়।

তার পরে আপনার বইয়ের[২২] সমালোচনা করিতে বসা আমার পক্ষে অশিষ্টতা হইবে। যদি আপনার সহিত সকল অংশে বা অনেকটা পরিমাণে মতের মিল হইত তবে চিন্তা করিতাম না। সমাজকে সংসারকে আপনি যেদিক হইতে দেখেন আমি সেদিক হইতে দেখিনা এই কারণে আপনাকে বিচার করিতে বসা আমাকে শোভাই পাইবে না। মঙ্গলকে যিনি যেভাবে উপলব্ধি করিতেছেন তিনি তাহাকে সেই ভাবেই প্রকাশ করিবেন ইহাই ভাল; তাহাতেই কাজ হইবে। তাহার উল্টা পথে কাজের চেয়ে অকাজ বেশি হয়। অন্তত প্রতিবাদ করিবার, তর্ক করিবার প্রবৃত্তি আমার আর নাই, তাহাতে যে সময় যায় সে সময়টা ব্যয় করিবার মত সম্বল আমার ত দেখি না। আপনি আমার মাননীয়—দয়া করিয়া আমাকে এমন অনুরোধ করিবেন না যাহা পালন করিতে গেলে চিত্তপ্রসাদ নষ্ট হইবে।

আপনি কেঁদুলে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। স্প্রিংযুক্ত একটা গাড়ি আমাদের আছে সেটা অম্‌নিবাস্-জাতীয়। তাহাতে এক আধ মাইল চলে কিন্তু দূরে যাইতে হইলে উপযুক্ত গরু পাইবেন না। ঘোড়ার গাড়ি আছে, তাহার ঘোড়া দুটি প্রাচীন, তাহাদিগকে দূর যাত্রায় লইলে তাহাদের পক্ষে মহাপ্রয়াণ হইবে। যদি সম্ভব মনে করেন তবে বড় গরুর গাড়িটাকে লইয়া একবার চেষ্টা দেখিতে পারেন। কিন্তু বর্ষার সময়ে কেন? এখন কাদার পথে বরাবর কোনো

ভারি গাড়ি চলিবে কিনা সন্দেহ। পৌষ সংক্রান্তির মেলার সময় যদি যান তবে সকল প্রকারেই সুবিধা হইতে পারিবে। ইতি ১লা আষাঢ় ১৩১৮

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮. ওঁ

শিলাইদা
নদিয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি আপনার দয়ার প্রার্থী। অনেকদিন ধরিয়া আমাকে লইয়া টানাটানি চলিয়াছে। তাই ক্লান্ত শরীর মন লইয়া এই পদ্মার নির্জ্জন তীরে আশ্রয় লইয়াছি। ওদিকে য়ুরোপযাত্রার সময় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে তাহার পূর্ব্বে কিছুদিন এখানকার নিভৃত পল্লীর শান্তি ও নব বসন্তের মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া যাইব স্থির করিয়াছি। আপনার কাছে কোনো মিথ্যা ওজর করিলাম না— যে ওজরটা জানাইলাম সেটাকে যদি নিতান্ত হাল্‌কা বলিয়া মনে করেন তবে দণ্ড দিবেন— কিন্তু বড় প্রয়োজন আছে বলিয়াই এখানে পালাইয়া আসিয়াছি— হাতে সময়ও অল্প, এটুকুকে গোলেমালে ফুঁকিয়া দিতে ইচ্ছা করিতেছে না। পলাতক অপরাধীকে দূর হইতে যত পারেন গালি দিবেন কিন্তু তাহাকে বাঁধিয়া আনিবার চেষ্টা করিবেন না। একবার ভাবিয়াছিলাম ডাকঘরের পিয়নের হাত এড়াইয়া জলপথে নৌকা বাহিয়া চলিয়া যাইব— কিন্তু ছেলেমেয়েরা এখানে আছে তাহারা দূর প্রবাসযাত্রার পূর্ব্বে আমাকে কাছে রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তাই অমন করিয়া দৌড় দিতে পারিলাম না। তাই ধরা পড়িয়াছি। অপরাধ কবুলও করিতেছি এক্ষণে ক্ষমা যদি করেন তাহাতে আপনাদের দাক্ষিণ্য প্রকাশ হইবে। ইতি ১৬ই মাঘ ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-প্রসঙ্গ

পত্রগ্রাহক অক্ষয়চন্দ্র সরকার (জন্ম : কদমতলা, চুঁচুড়া ১১ ডিসেম্বর ১৮৪৬—মৃত্যু : ২ অক্টোবর ১৯১৭) বহরমপুরের সাব-জজ গঙ্গাচরণ সরকারের কৃতি সন্তান। আইনজীবীরূপে তাঁর প্রথম কর্মস্থলও বহরমপুর (১৮৬৮ খৃ.)। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১২৭৯) অক্ষয়চন্দ্রের প্রথম প্রবন্ধ "উদ্দীপনা" প্রকাশিত হয়। সেই থেকে তিনি বঙ্গদর্শনের নিয়মিত লেখক।

অক্ষয়চন্দ্র মাত্র পাঁচ বছর বহরমপুরে ছিলেন। পীড়িতা মাতার সুশ্রূষার জন্য তাঁকে চুঁচুড়ায় ফিরে আসতে হয়। চুঁচুড়া থেকে তিনি প্রথমে সাপ্তাহিক 'সাধারণী' (১৮৭৩ খৃ.) এবং পরে কলকাতা থেকে মাসিক 'নবজীবন' (১৮৮৪ খৃ.) সম্পাদনা করেন। প্রখ্যাত লেখকদের রচনাসমৃদ্ধ সাপ্তাহিক 'সাধারণী' সতেরো বছর এবং মাসিক 'নবজীবন' পাঁচ বছর সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। লেখক ও সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্রের বহু অনুরাগীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিপিনচন্দ্র পাল। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চট্টগ্রাম অধিবেশনে মূল সভাপতিরূপে অক্ষয়চন্দ্রকে বরণ করতে গিয়ে বিপিনচন্দ্র বলেছিলেন,

> 'আচার্য অক্ষয়চন্দ্র শুধু আমার সাহিত্যগুরু নহেন, তাঁহার 'সাধারণী' পড়িয়াই আমি রাজনীতির ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত পড়া শিখিয়াছি।'

মৌলিক রচনা ও সমালোচনা ছাড়াও সারদাচরণ মিত্র -সহযোগে অক্ষয়চন্দ্র খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন এক দুর্লভ সাহিত্য সংকলন 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' (অগ্রহায়ণ ১২৮১-৮৩)। এই সংকলন প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্রের সপ্রশংস দৃষ্টি এবং নবীন রবীন্দ্রনাথের হৃদয় আকর্ষণ করেছিল। এই গ্রন্থ পাঠের অবিস্মরণীয় স্মৃতি রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিপিবদ্ধ করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায় :

> 'শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকারের প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। সুতরাং এগুলি জড়ো করিয়া আনিতে আমাকে বেশি কষ্ট পাইতে হইত না। বিদ্যাপতির দুর্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো দুরূহ শব্দ যেখানে যতবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি ছোটো বাঁধানো খাতায় নোট করিয়া রাখিতাম। ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলি আমার বুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য টুকিয়া রাখিয়াছিলাম।'

অক্ষয়চন্দ্রের সংকলিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' পাঠ রবীন্দ্রজীবনে সার্থক হয়েছিল। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদগুলির সঙ্গে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪ খৃ.)। আমাদের অনুমান, নবীন রবির লেখনী-নিঃসৃত অভিনব পদগুলি পড়েই 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' -সংকলয়িতা অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগস্থাপনে আগ্রহী হন

এবং সম্ভবত পত্র দ্বারা প্রথম সে-যোগ স্থাপন করেন। যদিও ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখা অক্ষয়চন্দ্রের কোনো পত্রের ইতিবৃত্ত আমাদের অজ্ঞাত, তথাপি, অক্ষয়চন্দ্র-সম্পাদিত 'নবজীবন'-পত্রে (শ্রাবণ ১২৯১, পৃ ৫৭-৬২) মুদ্রিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী'-শীর্ষক ব্যঙ্গ রচনাটি অক্ষয়-চন্দ্রেরই আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বলে মনে হয়।

শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠার (৭ই পৌষ ১৩০৮) পরবর্তীকালে (১৩০৯-১৮) অক্ষয়চন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের আটখানি পত্র বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত হয়েছে (অক্ষয়-চন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীঅচ্যুতচন্দ্র সরকারের সৌজন্যে)। অচ্যুতচন্দ্র যখন শান্তিনিকেতনে ছাত্র ছিলেন (১৩০৯-১১) সেই সময় তাঁর শিক্ষার উন্নতি-অবনতি সম্পর্কে সদাজিজ্ঞাসু অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যে-চিঠিগুলি লিখেছিলেন রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত আটখানি পত্রের প্রথম ছয়খানি সেই চিঠিগুলিরই উত্তর মাত্র হলেও অক্ষয়চন্দ্রকে লেখা এই পত্রগুলি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থাসম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যের এক অজ্ঞাত ভাণ্ডার।

উক্ত পত্রধারার প্রায় সাত বছর পরে লেখা (৭ ও ৮ -সংখ্যক) শেষ পত্রদ্বয়ের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রায় নীরবতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটক-সমালোচনায় অক্ষয়চন্দ্র মুখর হয়েছিলেন। প্রবাসী পত্রে (কার্তিক ১৩১৮) 'অচলায়তন' প্রকাশিত হলে 'আর্যাবর্তে' (কার্তিক ১৩১৮) এর সমালোচনা করেন ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। উক্ত সমালোচনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের পত্র প্রকাশিত হয় 'আর্যাবর্তে'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর-সংবলিত 'আর্যাবর্তে'ই অক্ষয়চন্দ্র প্রকাশ করেন ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রণীত 'ফোয়ারা' নামক পুস্তকের সমালোচনা এবং সেই সূত্রে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'অচলায়তন' সমালোচনার ত্রুটিবিচ্যুতি প্রদর্শন প্রসঙ্গে অচলায়-তনের লেখক রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা। অক্ষয়চন্দ্র -কৃত বিরূপ সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে-পত্র লেখেন ললিতকুমারের পুত্র শ্রীসলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সেই পত্রের শেষাংশ ইতিপূর্বে 'অচলায়তন'-গ্রন্থের 'গ্রন্থপরিচয়ে' প্রকাশিত; প্রথমাংশ এখানে সংকলিত হল :

'সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন,

অক্ষয়বাবু আপনার উপর রাগ করিয়া আমাকে আঘাত করিয়াছেন এ কথা আপনি ঠিক ঠাহর করেন নাই। অচলায়তন সমালোচনায় আপনি একেবারে মৃত্যুবাণ ছাড়েন নাই বলিয়া তিনি আপনাকে উপলক্ষ করিয়া আমাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি আপনাকে পরামর্শ দিয়াছেন, যে, হয় এসপার নয় ওসপার—ল্যান্সেট লইয়া ফোড়াকাটা সমালোচনা নয়—খাঁড়া লইয়া একেবারে নিঃশেষে সারিয়া ফেলাই সনাতনী চিকিৎসা। ক্ষত্রিয় মতে সমালোচনা কেমন করিয়া করিতে হয়

ব্রাহ্মণকে তিনি তাহার উপদেশ দিয়াছেন এবং তাহার নমুনাও দেখাইয়াছেন। কিন্তু এরূপ সাহিত্যিক গুণ্ডাগিরি যাহারা নূতন হঠাৎ ক্ষত্রিয় হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই শোভা পায়, ইহা বুনিয়াদি ঘরের কায়দা নহে। কোনো বিষয়ের দুই দিক দেখিয়া সত্য বিচার করা অকর্তব্য এরূপ অদ্ভুত উপদেশ সনাতনী বা নূতনী কোনো সংহিতায় আজ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। ইহা নিতান্তই ক্রোধান্ধতার উন্মত্ত প্রলাপ।

এরূপ রচনা পড়িলে আমার লজ্জা বোধ হয়। কারণ, যিনি লেখক তিনি বয়োবৃদ্ধ। তিনি হঠাৎ অসংবৃত হইয়া উঠিলে অত্যন্ত অশোভন হয়। মানুষ বিচলিত হইলেই তাহার দুর্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়ে—কিন্তু সেটা যদি সরলভাবে প্রকাশ পায় তবে তাহাতে তেমন দোষ হয় না; যদি স্বরচিত বিচারকের আসনের উপর চড়িয়া বসিয়া বিচারকের ভড়ং করিয়া অন্তর্দাহকে অসংযতরূপে ব্যক্ত করা হয় তবে সেটা লজ্জাকর হইয়া পড়িবেই। কারণ, নির্লজ্জতার মতো লজ্জাজনক আর কিছুই হইতে পারে না। তিনি ছাড়া বঙ্গসাহিত্যে আর কেহ সমালোচনা করিতে জানেন না এই অভিমান এমন প্রগল্‌ভভাবে লেখক যদি প্রকাশ না করিতেন তবে তিনি রাগের মাথায় যাহা তাহা যেমন তেমন করিয়া বলিলেও আমাদের পক্ষে এমন সংকোচের কারণ হইত না। বাদী প্রতিবাদীতে মাথা ফাটাফাটি হইয়াই থাকে কিন্তু ন্যায়পরতার অহংকার ঘোষণা করিয়া জজ সাজিয়া কেহ লাঠি হাতে দাঙ্গা করিতে আসিলে তাহাতে যত বড়ো দুর্ঘটনা ঘটুক তথাপি তাহা প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।

অক্ষয়বাবু যাহাকে যথার্থ সমালোচনা বলিয়া প্রচার করিতেছেন সেরূপ সমালোচনা আমি যত সহিয়াছি এমন বোধ হয় আর কেহ নহে। তাহার দ্বারা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছে কিনা সে বিচার আমি করিতে চাই না; কিন্তু আমার তাহাতে অনিষ্ট হয় নাই, ভালোই হইয়াছে। একান্ন বৎসর বয়স নিতান্ত কম নয়—আশা করি, আরও যখন বয়স হইবে তখন প্রবীণ বয়সের প্রগল্‌ভতার অধিকার দাবি করিয়া নিজের চিত্তচাঞ্চল্যকে সাহিত্যের প্রকাশ্য সভায় অনাবৃতভাবে উপস্থিত করিতে লজ্জাবোধ করিব। দেশের প্রবীণ সমালোচকদের হাতে যদি প্রশংসা লাভ করিতাম তবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মসংবরণ করা হয়তো উত্তরোত্তর অসাধ্য হইত।... ইতি ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩১৮ [১৩ ডিসেম্বর ১৯১১]'

টীকা

পত্র ১। ১ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। সম্পূর্ণ পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত।

২ 'তাহা' স্থলে ভুলক্রমে 'তাহার' লিখেছেন মনে হয়।

৩ বিদ্যালয়ে নবনিযুক্ত হেডমাস্টার মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্র ২। ৪ অচ্যুতচন্দ্র সরকার—অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র—বিদ্যালয়ের ছাত্র।

পত্র ৩ । ৫ কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

৬ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম প্রধান অধ্যাপক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ।

৭ ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠাকালে নিযুক্ত অন্যতম অধ্যাপক জগদানন্দ রায় ।

৮ বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক প্রয়োজনে গঠিত প্রথম অধ্যক্ষসমিতির কর্মসম্পাদক কুঞ্জলাল ঘোষ ।

পত্র ৪ । ৯ অধ্যাপক নগেন্দ্রনারায়ণ রায় ।

১০ অধ্যাপক বিপিনবিহারী দাসগুপ্ত ।

১১ অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন ।

১২ অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ আইচ ।

১৩ হাতে কলমে কাজ শেখানোর জন্য প্রস্তাবিত কারখানা ।

১৪ বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্তিত 'বঙ্গদর্শন' নব-পর্যায় । রবীন্দ্রনাথ তখন সম্পাদক ।

পত্র ৫ । ১৫ শান্তিনিকেতন আশ্রমের তৎকালীন ট্রস্টী রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ।

পত্র ৬ । ১৬ গিরিডির অভ্রব্যবসায়ী 'স্বদেশী আন্দোলন'-খ্যাত বরিশালবাসী মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ।

১৭ বিদ্যালয়ের ছাত্র যোগরঞ্জন গুহঠাকুরতা ।

১৮ কবির মধ্যম জামাতা (রেণুকার স্বামী) অধ্যাপক ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ।

১৯ অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন ।

২০ অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন ।

২১ অচ্যুতচন্দ্র সরকার ।

পত্র ৭ । ২২ শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার-প্রণীত পুস্তক 'সনাতনী' । (সনাতন ধর্ম, দর্শন ও সমাজ সম্বন্ধীয় প্রকাশমালা) প্রকাশকাল ১ মাঘ ১৩১৭ পৃ. ১৮৬ ।

KABIR'S POEMS

Translated by

RABINDRANATH TAGORE

68.

When once you have come to the ocean of happiness
Wake up, foolish man, for dea[th] ... [t]akes you. Pure water is full before you drink it at every breath. Do not [f]ollow
do not ~~you~~ go back thirsty.? ~~What have and~~
the mirage, O fool; thirst for the [w]ater. Dhruva, Prahlad and Shukadev have drunk it and also Raidas has tasted it. The saints are
~~limpid water is before you ... it at every~~
drunk with love, their thirst is for love. Kabir says, listen to me, brother, the nest of fear is broken.
~~breath. O mad one, why do you chase the mirage?~~

২-৪৮

69.

Not for a moment have you come face to face with
With falsehood you are weaving your bondage, your dwelling is full of deception.
the world. ~~You ... yourself and prepare for~~
~~yourself the bonds of falsehood and hypocrisy~~.
The load of desires you hold ~~is~~ on your head, how will
~~...~~ be light? Says Kabir, "Keep within you ~~the~~
truth, ~~true~~ detachment and love."

২-৪৯

He is wise whose heart never slips from love.

70

~~It was a ... when~~ you ~~were~~ are staying at the
wayside inn where everyone ~~was~~ is a stranger to
you.
Now morning breaks so ~~send your way~~ come to the ~~...~~
Durbar where you will know everyone ~~well~~.

২-৩৬

কবির-দোঁহার ইংরেজী-রূপান্তর
অজিত চক্রবর্তী -কৃত রূপান্তরের পিয়রসন -কৃত প্রতিলিপিতে
রবীন্দ্রনাথ-কৃত সংশোধন
পাণ্ডুলিপি—অভিজ্ঞান ১১৩। পৃ ৩৩

কবীর-দোঁহার ইংরেজি-রূপান্তর

Wake, O wake, partaker of my love's caressings ! Why do you sleep in forgetfulness ? Arise and begin your worship. Lovely sounds are springing forth like music from your body, listen to them with all your heart. Fold your hands and bow your head to his feet and crave for a boon, an unchanging devotion.[১]

মূল হিন্দী :

জাগরী মেরী স্থরত সোহাগিন জাগরী।
ক্যা তুম সোরত মোহ নীঁদ মেঁ,
উঠকে ভজনীয়া মেঁ লাগরী।
চিত্তসে শব্দ স্থনো সর্বন দে,
উঠত মধুর ধুন রাগরী।
দোউ কর জোর সীস চরনন দে,
ভক্তি অচল বর মাংগরী ॥[২]

বাংলা অনুবাদ :

জাগ, ওগো আমার প্রেম সোহাগিনি ; জাগ। কেন তুমি মোহনিদ্রায় শুইয়া আছ ? উঠিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হও। তোমার সর্বদেহে মধুর ধ্বনির রাগিণী উঠিয়াছে—চিত্ত দিয়া একবার শ্রবণ কর। দুই হস্ত জোর করিয়া তাঁহার চরণে মস্তক প্রণত করিয়া অচল ভক্তি বর প্রার্থনা কর।[২]

There is one spirit in all, O Sadhu.
Leaving him aside, everything is false like the reflection seen in a mirror.
As the wave rises in water and loses itself in water.[৩]

মূল হিন্দী :

সাধো এক আপ সব মাহীঁ ॥
দূজা করম ভরম হৈ কৃত্বিম,
জোঁ্যা দর্পণ মেঁ ছাহীঁ,

১ পাণ্ডুলিপিতে ক্রমিক সংখ্যা 10

২ শান্তিনিকেতন [গ্রন্থমালা]/কবীর/প্রথম খণ্ড/শ্রীক্ষিতিমোহন সেন/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/বোলপুর/কবীর প্রেম/৬/ পৃ ১১৬-১৭

৩ পাণ্ডুলিপিতে ক্রমিক সংখ্যা 46

জল তরঙ্গ জিমি জলতে উপজৈ,
ফির জল মাহি রহাই ॥[৪]

বাংলা অনুবাদ :

সাধু, এক আত্মা সকলের মধ্যে। তাঁহাকে ছাড়িয়া সমস্তই দর্পণের মধ্যস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় মিথ্যা ; জলের তরঙ্গ যেমন জলেই উৎপন্ন হইয়া জলেই থাকিয়া যায়।[৪]

That one form exists in the world.
He is the Guru to initiate and he is the disciple to receive the true teaching.
He is the only Guru in all pathways of life.[৫]

মূল হিন্দী :

সাধো এক রূপ জগমাহীঁ।
আপৈ গুরু হোয় মন্ত্র দেতহৈঁ,
সিষ হোয় সবৈ সুনাহীঁ।
জো জস গহৈ লহৈ তস মারগ,
তিনকে সতগুর আহীঁ,
শব্দ পুকার সত্যময় ভাষৈ
অন্তর রাখৈ নাহীঁ।
কহৈঁ কবীর জ্ঞান জেহি নির্ম্মল
খণ্ড অখণ্ড লখাহীঁ।[৬]

বাংলা অনুবাদ :

হে সাধু, জগতের মধ্যে সেই একই রূপ। আপনিই গুরু হইয়া তিনি মন্ত্র দেন এবং শিষ্য হইয়া তিনিই সবই শোনেন। যে যেমন গ্রহণ করে সে তেমনি পথ প্রাপ্ত হয়— সর্ব্ব পথে তিনিই সদ্-গুরু। শব্দ ফুকারিয়া সত্যময় ব্রহ্মই ঘোষণা করিতেছেন ; কোন অন্তর তিনি তো রাখেন না। কবীর কহেন, জ্ঞান যেখানে নির্ম্মল সেখানে খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড লক্ষিত হয়।[৬]

The night has worn away, the morning breaks. O dear one, sing his name with all your heart.

৪ শান্তিনিকেতন [গ্রন্থমালা]/কবীর/প্রথম খণ্ড/শ্রীক্ষিতিমোহন সেন/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/বোলপুর/কবীরতত্ত্ব/১০/ পৃ ৯৫

৫ পাণ্ডুলিপিতে ক্রমিক সংখ্যা 47

৬ শান্তিনিকেতন [গ্রন্থমালা]/কবীর/প্রথম খণ্ড/শ্রীক্ষিতিমোহন সেন/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/বোলপুর/কবীরতত্ত্ব/১১/ পৃ ৯৬-৯৭

The blossoms opened into the whole sky, drops of nectar fell on them and now they have borne immortal fruits.[৭]

মূল হিন্দী :

হিলমিল মঙ্গল গাও মেরী সজনী।
ভই প্রভাত বীত গঈ রজনী॥
অধর নিরন্তর ফুলী ফুলবারী।
অমী সীচঁ অমৃত ফললাগা॥[৮]

বাংলা অনুবাদ :

প্রভাত হইয়াছে,—রাত্রি অতীত, হে স্বজনি, চিত্ত মিলাইয়া মঙ্গলগীতি গান কর। সমস্ত আকাশ ভরিয়া নিরন্তর পুষ্পকুল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল—অমৃতরস সিঞ্চনে তাহা অমৃত ফল প্রসব করিয়াছে।[৮]

O beloved I travel to see your palace so high.
A million lamps of suns and moons shed light still
I loose my way.[৯]

মূল হিন্দী :

পিয়া উচীঁরে অটরিয়া তোরী দেখন চলী।
চাঁদ সুরজ কোটি দিয়না বরতু হৈ,
তাবিচ ভূলী ডগরিয়া।[১০]

বাংলা অনুবাদ :

হে প্রিয়তম, অতি উচ্চ তোমার অট্টালিকা, আমি দেখিতে চলিয়াছি। চন্দ্র সূর্যের কোটি দীপ কেবলি জলিতেছে, তাহার মধ্যেও পথ ভুলিয়া ফেলিতেছি।[১০]

The path is endless, the rain falls without clouds, the lightning trembles in flashes, and the beauty fills the eye with wonder. The unstruch music sounds there without ceasing. Ah who sings there and what are his tunes.[১১]

মূল হিন্দী :

অগম পথে জঁহ,
বিনা মেহ ঝর লারসরে।

৭ পাণ্ডুলিপিতে ক্রমিক সংখ্যা 54
৮ শান্তিনিকেতন [গ্রন্থমালা]/কবীর/প্রথম খণ্ড/শ্রীক্ষিতিমোহন সেন/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/বোলপুর/কবীরপ্রেম/৮/পৃ ১১৯
৯ পাণ্ডুলিপিতে ক্রমিক সংখ্যা 55
১০ শান্তিনিকেতন [গ্রন্থমালা]/কবীর/প্রথম খণ্ড/শ্রীক্ষিতিমোহন সেন/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/বোলপুর/কবীরপ্রেম/১৪/পৃ ১২৫
১১ পাণ্ডুলিপিতে ক্রমিক সংখ্যা 60

দামিন দমকত অমৃত বরসত
অজব রংগ দরসারস রে।
বিন সরহদ অনহদ জঁহ বাজে
কৌন স্থর জঁহ গারসারে।[১২]

বাংলা অনুবাদ :
পথ যেখানে অগম্য, বিনামেঘে যেখানে বৃষ্টি, সেখানে দামিনী চমকিত হইতেছে,—আশ্চর্য শোভা দেখা যাইতেছে—নিরন্তর সেখানে অসীম রাগিণী বাজিতেছে; কোন্ সুরে না জানি কে গাহিতেছে।[১২]

Not for a moment have you come face to face with the World. With falsehood you are weaving your bondage, your words are full of deception. The load of desires you hold on your head, how will you be light ? Kabir says 'Keep within you truth, detachment and love.'[১৩]

মূল হিন্দী :

জগতসেঁ খবর নঁহী পলকী।
ঝুট কপট করি বন্ধ জোরিন
বাত করৈঁ ছলকী।
কামকী পোট ধরে সির উপর
কিস বিধি হোয় হলকী॥
জ্ঞান বৈরাগ প্রেম মন রাখো
কহৈঁ কবীরা দিল কী॥[১৪]

বাংলা অনুবাদ :
এক পলকের জন্যও জগতের সঙ্গে তোমার পরিচয় হইল না। ছলনার কথা কহিতেছ এবং মিথ্যা ও কপটাচরণ করিয়া আপনার বন্ধন প্রস্তুত করিতেছ। কামনার বোঝা তোমার মাথার উপরে রহিয়াছে—হাল্কা হইবে কেমন করিয়া ? কবীর অন্তরের কথা বলিতেছেন—জ্ঞান, বৈরাগ্য ও প্রেমকে প্রাণের মধ্যে রাখ।[১৪]

১২ শান্তিনিকেতন [গ্রন্থমালা]/কবীর/প্রথম খণ্ড/শ্রীক্ষিতিমোহন সেন/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/বোলপুর/কবীরপ্রেম/৯/ পৃ ১১৯-২০

১৩ পাণ্ডুলিপিতে ক্রমিক সংখ্যা 69

১৪ শান্তিনিকেতন [গ্রন্থমালা]/কবীর/প্রথম খণ্ড/শ্রীক্ষিতিমোহন সেন/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/বোলপুর/কবীর উপদেশ/ ১০/পৃ ৪৪

He is wise whose heart never slips from love.

You are staying at the wayside inn where everyone is a stranger to you. Now morning breaks so come to the Durbar where you will know everyone.[১৫]

মূল হিন্দী :

প্রেম লগন ছুটৈ নঁহী
সোই সাধু সয়ানা হো।
ক্যা সরায় কা বাসনা,
সব লোগ বেগানা হো ॥
হুআ ভোর চল দরবার মেঁ,
সবকো পহ্চানো হো ॥[১৬]

বাংলা অনুবাদ :

সেই সাধুই জ্ঞানী প্রেমের সংযোগ যাঁহার আর ছুটিবার নহে। পান্থশালায় বাস করিতেছ, সমস্ত লোক তোমার অপরিচিত, এখন ভোর হইয়াছে সেই দরবারে চল—সকলেরই পরিচয় লাভ করিবে।[১৬]

For the goddess you have the goat and for the Pirs excellent food. But the great master who sent you here you have nothing for him.[১৭]

মূল হিন্দী :

দেবীজীকো খস্সী ভেড়া
পীরন কৌ নৌ নেজা।
উন সাহেবকো কুছভী নাহীঁ
বাঁহ পকড় জিন ভেজা ॥[১৮]

বাংলা অনুবাদ :

দেবীর জন্য খাসী ভেড়া; পীরদের জন্য উত্তম উত্তম দ্রব্য। সেই প্রভু, যিনি হাতে ধরিয়া আমাদিগকে পাঠাইলেন তাঁহার জন্য কিছুই নাই![১৮]

১৫ পাণ্ডুলিপিতে ক্রমিক সংখ্যা 70

১৬ শান্তিনিকেতন [গ্রন্থমালা]/কবীর/প্রথম খণ্ড/শ্রীক্ষিতিমোহন সেন/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/বোলপুর/কবীর উপদেশ/৯/পৃ ৪৩

১৭ পাণ্ডুলিপিতে ক্রমিক সংখ্যা 73

১৮ শান্তিনিকেতন [গ্রন্থমালা]/কবীর/প্রথম খণ্ড/শ্রীক্ষিতিমোহন সেন/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/বোলপুর/কবীর পন্থ/১৯/পৃ ৩১

Like the pitcher of water which has a hole, like the leaf which has been torn from a tree, is the man proud of his self who is without love. Know this all of you.[১৯]

মূল হিন্দী :

ঘড়া জ্যোঁ নীরকা ফূটা।
পত্র জ্যোঁ ডারসে টূটা ॥
বিন প্যার আপা অভিমানী
সব নর জান ভিংদগানী ॥[২০]

বাংলা অনুবাদ :

তলায় ফুটা জলকুম্ভের যে অবস্থা, শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন পত্রের যে অবস্থা, প্রেম হইতে বিমুখ অহং-অভিমানী জীবনের ঠিক সেই অবস্থা। হে সকল মানব, ইহা জানিয়া লও।[২০]

Have your play for a few more days at your father's house for you have to go to your husband's home. The gardener is penitent because he plucked the only bud still green from the island garden at the confluence of the Ganges and the Jumna (the true knowledge and the true love.)[২১]

মূল হিন্দী :

দিন দস নৈহরবা খেললে,
নিজ সাস্থর জানা হো ॥
গংগ-জমুন বিচরেতবা
তহঁ বাগ লগায়া হো।
কচ্চী কলী ইক তোড়কে
মলিয়া পছতায়া হো ॥[২২]

বাংলা অনুবাদ :

বাপের ঘরে দিন দশেক খেলিয়া লও, ওগো আপন স্বামীর ঘরে তোমাকে যাইতেই হইবে। গঙ্গা ও যমুনার (জ্ঞান ও প্রেম) মধ্যে যে দ্বীপ, সেইখানে বাগান হইয়াছে লাগানো, (সেই উদ্যানের মধ্যে) একটি মাত্র মুকুল, তাহা অপরিস্ফুট অবস্থায় ভাঙ্গিয়া, মালী বেচারা অনুতাপে গেল দগ্ধ হইয়া।[২২]

১৯ পাণ্ডুলিপিতে ক্রমিক সংখ্যা 85

২০ শান্তিনিকেতন [গ্রন্থমালা]/কবীর/তৃতীয় খণ্ড/শ্রীক্ষিতিমোহন সেন/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/বোলপুর/কবীর সাধনা/১১/পৃ ৩২

২১ পাণ্ডুলিপিতে ক্রমিক সংখ্যা 86

২২ শান্তিনিকেতন [গ্রন্থমালা]/কবীর/তৃতীয় খণ্ড/শ্রীক্ষিতিমোহন সেন/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/বোলপুর/কবীর সাধনা/১২/পৃ ৩২-৩৩

The stream of the Ganges pierced through the stones of the hills. The hills were flooded with water. The river was lost in the waves.[২৩]

মূল হিন্দী :

পাহন ফোরি গংগ য়ক নিকরী
চহুঁ দিশ পানী পানী।
তেহি পানীতে পর্ব্বত বুড়ে
দরিয়া লহর সমানী ॥[২৪]

বাংলা অনুবাদ :

পাষাণ ভেদ করিয়া এক গঙ্গা হইল বাহির ; চতুর্দ্দিকে কেবল জল আর জল। সেই জলেতে পর্ব্বত গেল ডুবিয়া। নদী সমাহিত হইল তরঙ্গের মধ্যে।[২৪]

The stream of inmortal life fllows into the caves of the sky which resound with clamourons strains. There is a flood of moonshine but no moon is seen. Colours are rife and beats of rhythm fall above, beneath, around. The immortal Being enjoys them.
Says Kabir – once you are here you are immortal.[২৫]

মূল হিন্দী :

ইস গগন গুফামেঁ অমৃত ঝরে।
গগন মধ্য ইক বাজা বাজৈ,
রুনক ঝুনক ঝনকার করৈ ॥
বিন চংদা উজিয়ারী দরসৈ
জঁহ তহঁ রাগ নজর পড়ৈ।
দসোঁ দিসা মেঁ তাড়ী লাগী,
অমৃত পুরুষ কে ভোগ ধরৈ ॥
কহৈ কবীর সুনো ভাই সাধো
অমর হোয় কবহুঁ ন মরৈ ॥[২৬]

২৩ পাণ্ডুলিপিতে ক্রমিক সংখ্যা 95

২৪ শান্তিনিকেতন [গ্রন্থমালা]/কবীর/তৃতীয় খণ্ড/শ্রীক্ষিতিমোহন সেন/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/বোলপুর/কবীর তত্ত্ব/১৮/পৃ ৮১-৮২

২৫ পাণ্ডুলিপিতে ক্রমিক সংখ্যা 103

বাংলা অনুবাদ :

এই গগনগুহায় অমৃত ঝরিতেছে—গগনমধ্যে রনঝন ঝঙ্কারে এক বাদ্য বাজিতেছে ! চন্দ্র বিনা কৌমুদী প্রকাশিত ! যেখানে সেখানে রাগ নজরে পড়িতেছে ; অমৃতপুরুষের সম্ভোগের জন্য দশদিকে তাল পড়িতেছে। কবীর কহেন শুন ভাই সাধু, এখানে যে অমর হয় সে আর কখনো মরে না।[২৬]

রূপান্তর-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্ররচনায় সন্ত কবীরের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে (ভাদ্র ১৩০৯। অক্টোবর ১৯০২)। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের শান্তিনিকেতনে যোগদান (১৯০৮) রবীন্দ্রনাথের কবীর-জিজ্ঞাসায় শক্তিসঞ্চার করে। ক্ষিতিমোহনের সম্পাদনায় তিন শতাধিক কবীর-দোঁহা বঙ্গানুবাদসহ 'কবীর' নামে চার খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় মুদ্রিত তারিখ (১লা আশ্বিন ১৩১৭। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১০)। 'কবীর' প্রকাশের পর কলকাতায় চৈতন্য লাইব্রেরীর অধিবেশন উপলক্ষে ওভারটুন হলে পঠিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে (৩রা চৈত্র ১৩১৮। ১৬ মার্চ ১৯১২) রবীন্দ্রনাথ বলেন,

> "কবীরের রচনা ও জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত বাহ্য আবর্জনাকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকেই ভারতবর্ষের সত্য সাধনা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এইজন্যে তাহার পন্থীকে বিশেষরূপে ভারতপন্থী বলা হইয়াছে। বিপুল বিক্ষিপ্ততা ও অসংলগ্নতার মধ্যে ভারত যে কোন্ নিভৃতে, সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা যেন ধ্যানযোগে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন।"

সন্ত কবীরের দেখা 'নিভৃতে, সত্যে প্রতিষ্ঠিত' ভারতের প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ কবীর-দোঁহার ইংরেজি রূপান্তর গ্রন্থাকারে প্রকাশের চিন্তা করেন। ঐ সময়ে তিনি চিকিৎসার জন্য বিলাতযাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত এবং তাঁর কিছু কবিতার ইংরেজি রূপান্তরের কাজে নিবিষ্ট ছিলেন (১৯ মার্চ—২৬ মে ১৯১২)।

রবীন্দ্রনাথ বিলাতে পৌঁছলে (১৬ জুন ১৯১২) শতাধিক কবীরদোঁহার ইংরেজী তর্জমা-সংবলিত একটি খাতা অজিতকুমার চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে পাঠান (মনে হয় কবির ইচ্ছানুযায়ী অজিতকুমার এই ভার গ্রহণ করেন)। কবি সেটি গ্রন্থাকরে প্রকাশে সচেষ্ট হন।

এই প্রসঙ্গে অজিতকুমারকে লেখা কবির দুটি (তারিখ বিহীন) পত্রের অংশবিশেষ নিম্নে উল্লেখ করা যায় :

২৬ শান্তিনিকেতন [গ্রন্থমালা]/কবীর/প্রথম খণ্ড/শ্রীক্ষিতিমোহন সেন/ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/বোলপুর/কবীর প্রেস/১৫/ পৃ ১২৫

(১) "অজিত,...তোমার কবীর নিয়ে পড়েছি। খাটতে হচ্চে কম নয়। খুঁজে বের করতেই কত সময় যাচ্চে তার ঠিক নেই। তার পরে তুমি যে সব লাইন বাদ দিয়েছ সে সমস্ত আমাকে বসিয়ে দিতে হচ্চে। তার উপরে আমার বোধ হচ্চে তোমার তর্জমার উপরে 'পিয়ার্সনের স্থূল হস্তাবলেপন' পড়ে অনেক জায়গায় বিপরীত রকমের Prosaic হয়ে পড়েছে। এক একটা তর্জমা আগাগোড়া নূতন করে লিখতে হয়েছে। প্রথমের দিকে গোটাকতক লেখা বেশি বদলাতে হয় নি। কিন্তু যতই অগ্রসর হওয়া যাচ্চে ততই খাটুনি বেড়ে চলেছে।"

(২) "অজিত, তোমার কবীর এতদিনে শেষ করেছি। আমি যদি নিজে আগাগোড়া তর্জমা করতুম তাহলে এর চেয়ে অনেক কম পরিশ্রম করতে হত। অনেক কবিতাই আমাকে প্রায় পনেরো আনা লিখতে হয়েছে...।"

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত অজিতকুমার চক্রবর্তীর পাণ্ডুলিপিরূপে চিহ্নিত (অভিজ্ঞানসংখ্যা ১১৩) খাতাটি রবীন্দ্রনাথের পঠিত (এবং আদ্যোপান্ত রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পুনর্লিখিত) উল্লিখিত কবীর-দোঁহা তর্জমারই খাতা। এটি উইলিয়াম পিয়রসনকৃত প্রতিলিপি হলেও এটিই রবীন্দ্রনাথ-কৃত সংযোজন সংশোধন-সংবলিত কবীরদোঁহা রূপান্তরের একমাত্র পাণ্ডুলিপি। অনুমান করা যায়, উক্ত রূপান্তর অবিলম্বে রবীন্দ্রনাথের কাছে বিলাতে পাঠাবার জন্য অজিতকুমার-কৃত তর্জমার প্রাথমিক খসড়া থেকে এই পরিচ্ছন্ন প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন উইলিয়াম পিয়রসন। (প্রতিলিপি করার সময় তাঁর 'স্থূল হস্তাবলেপন' অস্বাভাবিক নয়)।

উক্ত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতেই গ্রন্থাকারে 'ONE HUNDRED POEMS OF KABIR'[১] প্রকাশিত হয় (১৯১৪)। এর প্রকাশক লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি। গ্রন্থের নামপত্রে অনুবাদক এবং সহায়করূপে মুদ্রিত দেখা যায় যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের এবং ইভলীন আণ্ডারহিলের নাম। যতদূর জানা যায়, অজিতকুমারের নামেই গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্রনাথের, কিন্তু প্রকাশকের সম্মতি না থাকায় তাঁর ইচ্ছা সফল হয়নি। অনুবাদকরূপে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রকাশের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় গ্রন্থের ভূমিকায়। লেখিকা আণ্ডারহিল তাতে বলেছেন,

> 'This version of Kabir's songs is chiefly the work of Mr. Rabindranath Tagore, the trend of whose mystical genius makes him—as all who read these poems will see—a peculiarly sympathetic interpreter of Kabir's vision and thought. It has been based upon the printed Hindi text with Bengali translation of Mr. Kshitimohan Sen; who has gathered from many sources—sometimes from books and manuscripts, sometimes from the lips of wandering ascetics and minstrels—'a large collection of poems and hymns to which Kabir's name is

attached, and carefully sifted the authentic songs from the many spurious works now attributed to him. These painstaking labours alone have made the present undertaking possible."

উদ্ধৃতাংশে 'কবীর' গ্রন্থ-সংকলয়িতা ক্ষিতিমোহন সেনের নাম যথোচিত শ্রদ্ধায় ধৃত। উক্ত গ্রন্থে মুদ্রিত কবীরদোঁহাবলীর ইংরেজি রূপান্তরের প্রাথমিক খসড়া ও কবীরজীবনীলেখক অজিতকুমারের সৌজন্য ও আনুকূল্যের জন্য সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে নিম্নোক্ত ভাষায়,

'We have also had before us a manuscript English translation of 116 songs made by Mr. Ajit Kumar Chakravarty from Mr. Kshitimohan Sen's text, and a prose essay upon Kabir from the same hand. From these we have derived great assistance. A Considerable number of readings from the translation have been adopted by us ; whilst several of the facts mentioned in the essay have be n incorporated into this introduction. Our most grateful thanks are due to Mr. Ajit Kumar Chakravarty for the extremely generous and unselfish manner in which he has placed his work at our disposal."

রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির রবীন্দ্রনাথের সংশোধিত ও পুনর্লিখিত একশটি রূপান্তর মুদ্রিত গ্রন্থে[১] পাওয়া যায়। গ্রন্থে পাওয়া যায় না এরূপ তেরোটি রূপান্তর রবীন্দ্রবীক্ষার বর্তমান (দশম) সংকলনে মুদ্রিত।

১ ONE HUNDRED POEMS / OF / KABIR / TRANSLATED BY / RABINDRANATH TAGORE / ASSISTED BY / EVELYN UNDERHILL Published by / The India Society / London / 1914 / First Macmillan Edition / February 1915

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

(পূর্বানুবৃত্তি)

নাম বা প্রথম ছত্র, স্থানকাল / অনুষঙ্গ	প্রথম ছত্র বা নাম বা নির্দেশক সংখ্যা / স্থানকাল / অনুষঙ্গ	যে গ্রন্থে বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত	পাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ও পৃষ্ঠাসংখ্যা
এই কথাটা ধরে রাখিস্	৪৭	গীতালি	২২৯।১৪৭
২রা আশ্বিন অপরাহ্ন সুরুল		গীতবিতান	.
এই কথাটাই ছিলেম ভুলে	বসন্তের পালা		১ ।১৭৫
সুরুল ১৩ ফাল্গুন	দ্র. নূতন আশার গান	ফাল্গুনী	ফাল্গুনী-গুচ্ছ
এই কথাটিকে আলোচনা করে	ধীর যুক্তাত্মা	শান্তিনিকেতন-১	৩৬০(৩)।২১
২২শে চৈত্র (১৩১৫)			
এই করেছ ভালো, নিঠুর	৯১	গীতাঞ্জলি	৩৫৭।৩৬
৪ঠা আষাঢ় (১৩১৭)		গীতবিতান	৪২৭(১)।৮৪
এই কাঁচা ধানের ক্ষেতে যেমন			২২৯।১৪০
৩১ ভাদ্র সুরুল			
দ্র. কাঁচা ধানের ক্ষেতে···	৪২	গীতালি	
এই ক্ষণে হৃদয়ের প্রান্তে বসে			১১১।৩৯
৭ই ফাল্গুন ১৩২২ শিলাইদা			
দ্র. এইক্ষণে মোর হৃদয়ের···	৪০	বলাকা	
এই খাতা খানা নামের ভীড়ের মাঝে		স্ফুলিঙ্গ	৩০৭(খ)।৫৫
আশ্বিন ১৩৪৩ শিলাইদহ			স্ফুলিঙ্গ-গুচ্ছ
এই ঘরে আগে পাছে	জানা-অজানা	আকাশপ্রদীপ	১৫৮।৫
৯-১১।৯।৩৮(১৫ ভাদ্র ১৩৪২)			১৫৯।৩৭
উদয়ন শান্তিনিকেতন			১৯২।৪৩
			২৬৩।১৪
			২৯৪।৩
এই ছবি রাজপুতানার	রাজপুতানা	নবজাতক	১৫৯।৪১৬
মংপু ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫			২০৮।৬
			২৬৩।৩৫
			২৭১।৩

এই জগতের এক নিমেষে			১৭৮(খ)।৬০
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪			
দ্র. এই জগতের শক্ত মনিব	খেলা	ছড়ার ছবি	১৭৮(গ)।৮১
			ছড়ার ছবি-গুচ্ছ
এই জন্মে বিজড়িত স্বপ্নের			১৮০(ক)।৪৮
জটিল সূত্রে যবে			
দ্র. এ জন্মের সাথে লগ্ন			
এই জ্যোৎস্নারাতে কাঁদে			৪২৭(১)।৭৫
আমার প্রাণ			
২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩১৭)			
দ্র. এই জ্যোৎস্নারাতে জাগে	৮২	গীতাঞ্জলি	৩৫৭।২৭
আমার প্রাণ			
২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭			
এই তীর্থ দেবতার ধরণীর	১০৮	গীতালি	১৩১।৪৪
মন্দির প্রাঙ্গণে			
৩ কার্তিক এলাহাবাদ	দ্র. অঞ্জলি	সঞ্চয়িতা	
এই তো তোমার আলোকধেনু	১০৩	গীতিমাল্য	২২৯।৭৭
১০ জ্যৈষ্ঠ রামগড়		গীতবিতান	গীতিমাল্য-গুচ্ছ
	দ্র. আলোকধেনু	সঞ্চয়িতা	
এই তো তোমার প্রেম ওগো	৩০	গীতাঞ্জলি	৪২৭(১)।১৫
১৬ই ভাদ্র		গীতবিতান	
এই তো দিনের পর দিন	দেখা	শান্তিনিকেতন-১	৩৬০(১)।৩৯
৪ঠা পৌষ, (১৩১৫)			
এই ত পায়ে চলার পথ	পায়ে চলার পথ	লিপিকা	৪৪১(১)।৭
এই তো ভরা হোলো ফুলে ফুলে (ডাকঘরের গান)		গীতবিতান	১৫৯।৩৪৯
			১৯৯।২৮
এই তো ভালো লেগেছিল		গীতবিতান	
দ্র. এই ত ভালো লেগেছিল			১১১।৬৫
শান্তিনিকেতন ২৬ চৈত্র ১৩২২			

এই দিনের পর দিন				
৪ঠা পৌষ ১৩১৫	দেখা			৩৬০(১)।৩৯
এই দুয়ারটি খোলা		১২	গীতিমাল্য	
দ্র. এই দুয়ারটি রেখেছ খোলা				২২১।২০৯
২২শে চৈত্র ১৩১৮ শিলাইদা				
এই দেখ রাজ অঙ্গুরী			পরিশেষ	১৭৩(২)।৭
			শ্যামা	
এই দেহটির ভেলা নিয়ে		৩০	বলাকা	১৩১।৬৪
দিয়েছি সাঁতার				
২৬ মাঘ পদ্মাতীর				
এই দেহখানা বহন করে আসছি				১৯৪।১৪
দ্র. এই দেহখানা বহন করে আসছে···		১০	পত্রপুট	২০০।৫১
	দ্র. দেহাতীত			২০০।৫০
এই নিমেষ সংখ্যাবিহীন				১৩১।৪০
২ কার্তিক, প্রভাত				
এলাহাবাদ				
দ্র. এই নিমেষে গণনাহীন		১০৫	গীতালি	১২৭।৬৫
				১৬৩।৬৭
এই পথের ধারে এসে				১৫৯।১৪৯
দ্র. হায় হতভাগিনি			গীতবিতান	
			মায়ার খেলা	
এই পেটিকা আমার			পরিশোধ	২৫৪।৩
বুকের পাঁজর যে রে			শ্যামা	
ভাদ্র ১৩৪৫			গীতবিতান	২৬৯(২)।৪
এই প্রাতঃকালে যিনি	সমগ্র		শান্তিনিকেতন	৩৬০(১)।১০৪
২৬শে পৌষ ১৩১৫				
এইবার নৃত্যে কর আহান			চণ্ডালিকা	১৭৭(খ)।৪৯
			গীতবিতান	২৫১।৪১

এই যে ফিরানু মুখ চলিনু পূরবে			রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা	২৩১।৩২(ক)
			প্রথম খণ্ড পৃ ৯৮	
দ্র, আরম্ভিছে শীতকাল	দুর্দিন		সন্ধ্যাসঙ্গীত	
এই যে ব্যথা এল আমার দ্বারে		৮২	গীতালি	১৩১।১৫
২১ আশ্বিন			(গ্রন্থপরিচয়)	
দ্র. ব্যথার বেশে এল আমার		৮২	গীতালি	
এই যে সকাল বেলাটি	মুক্তি		শান্তিনিকেতন-১	৩৬০(৩)৬১
৭ই বৈশাখ ১৩১৬				
এই যে সবার সামান্য পথ	দ্র. আমি		শেষ সপ্তক	১৮১।৪
১১।১।৩৪			(সংযোজন)	২৬৪।২
				শেষসপ্তক-গুচ্ছ
এই যে সূর্যাস্ত আভা				১৮৭(ক)।২
এই যেন ভক্তের মন			স্ফুলিঙ্গ	১৬৩।১০৭
এই রক্ত চন্দন তিলকে	(ছন্দের আদর্শ)			২৮।২০৬
এই লভিনু সঙ্গ তব		১০২	গীতিমাল্য	২২৯।৭৬
৩১ বৈশাখ রামগড় হিমালয়			গীতবিতান	২[illegible]৬।২৯
	দ্র. সুন্দর		সঞ্চয়িতা	গীতিমাল্য-গুচ্ছ
এই লেখা নয় বিরাট সভার শ্রোতার···				১৭৫।৬
তু. এই লেখা মোর শূন্য দ্বীপের সৈকত তীর				১৭৫।৬
দ্র. এ লেখা মোর শূন্য দ্বীপের···				
এই শরৎ আলোর কমলবনে		১৫	গীতালি	২২৯।১১৩
১১ই ভাদ্র সুরুল			গীতবিতান	
	দ্র. শরণ্ময়ী		সঞ্চয়িতা	
এই শ্রাবণ বেলা বাদলঝরা			গীতবিতান	৪৬৪।৩০
এই শহরে এই তো প্রথম	বাসাবাড়ি		ছড়ার ছবি	১৭৮(গ)।৮২
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪				১৭৮(ক)।৫৭
তু. এই সহরে হোলো প্রথম আসা				১৭৮(খ)।৭৩
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ আলমোড়া				ছড়ার-ছবি-গুচ্ছ
৯।৬।১৯৩৭				

এই সে পরম মূল্য··· ১৭।৪।১৩৪৬ (রেখা দাশগুপ্তাকে)		স্ফুলিঙ্গ	৩৮৭(গ)।১ ৩৮৮।৫৪
এক আছে মণি দিদি (১৩ আষাঢ় ১৩৩৯)	খেলনার মুক্তি	পুনশ্চ	৫৫।২২ ৫৬।৫০ পুনশ্চ-গুচ্ছ
এক আছে মোটা কেদো বাঘ	ছন্দের মাত্রা		৩।১৬
এককালে এই অজয়নদী	দ্র. অজয় নদী		
এক ছিল বাঘ	এক ছিল মোটা কেদো বাঘ	চিত্রবিচিত্র	চিত্রবিচিত্র-গুচ্ছ
এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ		সাহিত্যের পথে	৩।১৬ চিত্রবিচিত্র-গুচ্ছ (স্বাক্ষরিত)
একজন লোক	দ্র. আধবুড়া হিন্দুস্থানী		
এক দিকে কামিনীর ডালে ২৪ ভাদ্র (১৯৩২)	কীটের সংসার	পুনশ্চ	১৮।৩৬ ৫৫।১৩৯
এক দিন আষাঢ়ে নামল ১৯ অক্টোবর ১৯৩৫ শান্তিনিকেতন	চার	পত্রপুট	১৭৫।৬০ ২০০।২৩ পত্রপুট-গুচ্ছ
এক দিন কোন তুচ্ছ আলাপের দ্র. একদিন তুচ্ছ আলাপের	স্মৃতিপাথেয়	শেষসপ্তক (সংযোজন)	১৭০।৭০
এক দিন চণ্ডীমণ্ডপে আমাদের	কালান্তর	কালান্তর	১৪।১
এক দিন জীবনের প্রথম ফাল্গুনী দ্র. কোন ছায়াখানি সঙ্গে তব	ছায়াসঙ্গিনী	বিচিত্রিতা	২৫।২১ ২৫।১
এক দিন তখন বালক ছিলাম···		ছেলেবেলা আত্মপরিচয়	১৯০।১৭
এক দিন তরীখানা থেমেছিল ১৩ মাঘ ১৩৪৩	পরিচয়	সেঁজুতি	২০২(ক)।১০ ২০২(খ)।১৮
এক দিন তুচ্ছ আলাপের দ্র. একদিন কোন্ তুচ্ছ···	দুই	শেষ সপ্তক	২৩৪।৪

একদিন ফুল দিয়েছিল, হায়		লেখন	৮।২৫
একদিন বাজল সানাই			১৮৩।৬
মংপু, ২৮।৪।৪০ স্বাক্ষরিত			৩৬৭।৬১
			ছেলেবেলা-গুচ্ছ
দ্র. ভদ্রঘরের ছেলে···	বাল্যদশা	ছেলেবেলা (গ্রন্থপরিচয়)	
	তু. বধু	আকাশপ্রদীপ	
একদিন মুখে এল নূতন এ নাম	নামকরণ	আকাশপ্রদীপ	আকাশপ্রদীপ-গুচ্ছ
দ্র. (১) চৈতালি পূর্ণিমা বলে			১৫৯।২৫১
(২) চৈতালি পূর্ণিমা নামে			২৫৮।৬৩
একদিন যাঁর চেতনা···	দীক্ষা	শান্তিনিকেতন	৩৬০(১)।৫১
৭ই পৌষ [১৩১৫]			
একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে	বড়োদিন	খৃষ্ট	১৯৯।৩৫
উদীচী শান্তিনিকেতন		গীতবিতান	২০৫।১৯
২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯			খৃষ্ট-গুচ্ছ
তু. যারা একদিন তোমারে মেরেছে গিয়ে			সাগরিকা রায়-গুচ্ছ
২৬।১২।৩৯ জোড়াসাঁকো			
একদিন রাতে আমি দেখিনু স্বপন			১৯।২৯
দ্র. একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু	একাদশ পাঠ (অনুপূরক)	সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগ	২২।৫
একদিন শান্ত হলে আষাঢ়ের ধারা	বাতাবির চারা	শেষসপ্তক-(সংযোজন)	১৮১।১৮
২৪।১।৩৪			২৬৪।১১
একদিনের প্রয়োজনের বেশি যিনি	সঞ্চয় তৃষ্ণা	শান্তিনিকেতন	৩৬০(১)।৬২
১০ই পৌষ (১৩১৫)			
এক পালা ছিল কাবাহ্না	দ্র. আনন্দ তুমি স্বামী	গীতবিতান	৪২৬(১)।১০৫

এক বলিলেন আমি বহু হইব	ছবির অঙ্গ	পরিচয়	৩৬২।১-১৬
একবার বল সখি ভালবাস মোরে		রবিচ্ছায়া গীতবিতান	২৩১।৩৭(ক)
এক মনে তোর একতারাতে		গীতবিতান	গীতবিতান-গুচ্ছ
এক যে আছে বুড়ি ২৯ আষাঢ় ১৩৪০ নন্দিতার জন্মদিনে		স্ফুলিঙ্গ	স্ফুলিঙ্গ-গুচ্ছ
এক যে ছিল কুকুর-চাটা শেয়ালকাঁটার বন	[উদ্‌ধৃতি]	যোগাযোগ ছেলেবেলা	১৪৫(১)।৩৪ ১৮৯(২)।৭ ২৩৯।৩৩
এক যে ছিল বাঘ [উদ্‌ধৃতি]	পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি	যাত্রী	১০৯(১)।৭৪
এক যে ছিল বেদের মেয়ে	[উদ্‌ধৃতি]	ছেলেবেলা	১৮৯(২)।৬ ২৩৯।৩৩১
এক যে ছিল রাজা		গল্পসল্প	২৮০।৩৮
এক রজনীর বরষণে শুধু ১৪ই শ্রাবণ ১৩১২	প্রভাতে	খেয়া	১১০(১)।৫
এক হাতে ওর কৃপাণ আছে ১৪ই ভাদ্র স্রুরুল	উদ্‌ধৃতি ২০	আত্ম-পরিচয় গীতালি গীতবিতান	১২৪।১ ২২৯।১১৭
একই লতাবিতান বেয়ে চামেলি আর মধুমঞ্জরী	অস্থানে	পুনশ্চ	১২।৬৪
একক	বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ ১৯ জ্যৈষ্ঠ [১৮৮৮]		১২৮।১১১
দ্র. দেশের উন্নতি		মানসী	
একজামিনেশন বসে সেনেটের হলে	বাংলা ছন্দের প্রকৃতি		১৯৭।৮ ছন্দ-গুচ্ছ

একটা কোথাও ভুল হয়েছে	বেসুর	বিচিত্রিতা	২৫।৫
খড়দা ২ মাঘ ১৩৩৮		(গ্রন্থপরিচয়)	
দ্র. ভাগ্য তাহার ভুল করেছে	বেসুর	বিচিত্রিতা	৫৪।২৭
একটা খোঁড়া ঘোড়ার পরে	৬০	খাপছাড়া	২৮১।৭
একটি একটি করে তোমার	৬৪	গীতাঞ্জলি	৪২৭(১)।৫৬
৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭			
তিনধরিয়া			
একটি কথা নাহি কই	[ছন্দের আদর্শ]		ছন্দ-গুচ্ছ
চুপটি করে থাকি			
একটি কথা শুনিবারে	ছন্দের হসন্ত হলন্ত-২	ছন্দ	ছন্দ-গুচ্ছ
তিনটি রাত্রি জাগি			
একটি কথা শোনা মনে	ছন্দের হসন্ত হলন্ত-২	ছন্দ	ছন্দ-গুচ্ছ
খটকা নাহি রেখে			
একটি কথার লাগি	ছন্দের হসন্ত হলন্ত-২	ছন্দ	ছন্দ-গুচ্ছ
তিনটি রজনি জাগি			
একটি চাউনি	গাড়িতে ওঠবার সময়	লিপিকা	৪৩১(১)।১
একটি দিন পড়িছে মনে মোর	ছায়াছবি	বীথিকা	১৭৫।১২
৪ আষাঢ় ১৩৪২			বীথিকা-গুচ্ছ
চন্দননগর			
একটি নমস্কারে প্রভু একটি			
নমস্কারে	১৪৮	গীতাঞ্জলি	৩৫৭।৮৮
২৩শে শ্রাবণ ১৩১৭		গীতবিতান	৪২৭(।২)।১৪৩
	দ্র. শেষ নমস্কার	সঞ্চয়িতা	
একটি পুষ্পকলি এনেছিনু		লেখন	৮।২২
দিব বলি			২৭।১০৫
একটি মেয়ে আছে জানি	পরিচয়	শিশু	১১৫।৭০
একটু বাদ্‌লার হাওয়া			
দিয়েছে কি	কর্তার ইচ্ছায় কর্ম	কালান্তর	৩৬৫(৩)।১-৫৪

একটুকু ছোঁওয়া লাগে একটুকু			
কথা শুনি		গীতবিতান	২৮।১২৫
২ ফাল্গুন ১৩৩৪			১২৭।১৯
			নবীন-গুচ্ছ
একটুখানি জায়গা ছিল			
রান্নাঘরের পাশে	চিত্রকূট	চিত্রবিচিত্র	১৯।২৭
৭ই পৌষ, ১৩৩৬			
তু. রান্নাঘরের পাশে একটু			
জমি			২২।৩,৭
একদা	জীবনমরণের		পূরবী-গুচ্ছ
(ইন্দিরা দেবী	স্রোতের ধারা		
চৌধুরানীর উপহার)	৯ জানুয়ারি ১৯২৫		
দ্র. মিলন		পূরবী	
একদা এলোচুলে কোন্ ভুলে			
ভুলিয়া	ক্ষণিক মিলন	মানসী	১২৮।২০৩
৯ ভাদ্র ১৮৮৯ যোড়াসাঁকো			
একদা তুমি অঙ্গ ধরি	মদনভস্মের পূর্বে	কল্পনা	২৭৪।১৫
১১ই জ্যৈষ্ঠ [১৩০৪]			
একদা তুমি প্রিয়ে		গীতবিতান	১১১।১০৫
কানাড়া			
একদা পরম মূল্য জন্মক্ষণ			
দিয়েছে তোমায়	১৩	প্রান্তিক	২০৪(ক)।১৭
			২০৪(খ)।১
১৯।১২।৩৭ শান্তিনিকেতন			
একদা বসন্তে মোর বনশাখে			
যবে	দ্র. ঋতু অবসান	বীথিকা	১৭৫।২৯
১৯ ভাদ্র ১৩৪২			বীথিকা-গুচ্ছ
একদা বিজনে যুগলতরুর মূলে	বাপী	মহুয়া	১২৭।৮৬
১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৮			

একদা ভ্রমর ছিল পদ্মবন প্রিয়			২৪।৭৪
[১০ বৈশাখ ১৩৩৪]			১৬৩।৪১
দ্র. (১) কুরচি তোমার			
লাগি পদ্মেরে	কুরচি	বনবাণী	
(২) ভ্রমর একদা ছিল			
পদ্ম বনপ্রিয়		রূপান্তর	
একদা শীতের মাসে	[ছন্দের আদর্শ]		ছন্দ-গুচ্ছ
একলা আমি বাহির হলেম	১০৩	গীতাঞ্জলি	৩৫৭।৪৯
১৪ই আষাঢ় ১৩১৭			৪২৭(১)।৯৬
একলা বসে বাদল শেষে		গীতবিতান	৪৬৪।১৭৪
হেরি কত কি			
একলা বসে হেরো তোমার ছবি	ছবি	বীথিকা	১৫।৩২
১৭ বৈশাখ ১৩৩৮			২৮।২৪৭
(স্বাক্ষরিত)			বীথিকা-গুচ্ছ
একলা হোথায় বসে আছে	খাটুলি	ছড়ার ছবি	১৭৮(ক)।৪১
আলমোড়া			১৭৮(খ)।৩৯
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ [১৩৪৪]			১৭৮(গ)।৪১
			ছড়ার ছবি-গুচ্ছ
একা	দ্র. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে	গীতবিতান	১১০(১)।১২২
একা আছ নির্জ্জন প্রভাতে			২৫।২২
[১১ই মাঘ ১৩৩৮]			
দ্র. একা তুমি নিঃসঙ্গ প্রভাতে			
একা আমি ফিরব না আর	৮৫	গীতাঞ্জলি	৩৫৭।৩০
২রা আষাঢ় [১৩১৭] বোলপুর			৪২৭(১)।৭৮
একা এক শূন্যমাত্র নাই অবলম্ব		লেখন	৮।৭৯
৪ঠা জুলাই ১৯১৩			২২৯।১
Nursing Home			

একা তুমি নিঃসঙ্গ প্রভাতে ১১ই মাঘ	দ্বারে	বিচিত্রিতা	১০।২৬ ২৫।৪৯ ৫৪।৫১ ৯২।৩৯
একা বসে আছি হেথায় জোড়াসাঁকো ৩০।১০।৪০	৩	রোগশয্যায়	১৮৩।৩৭ রোগশয্যায়-গুচ্ছ
একা বসে সংসারের প্রান্ত জানালায় উদয়ন ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ প্রাতে	৮	আরোগ্য	১৮৭(ক)।২৭ ১৮৭(খ)।৯১ আরোগ্য-গুচ্ছ
একাকিনী	দ্র. একাকিনী বসে থাকে		
একাকিনী বসে থাকে আপনারে সাজায়ে ২৮ ফাল্গুন ১৩৩৮	একাকিনী	বিচিত্রিতা	১০।৪৭ ৫৪।৭১ ৯২।২২
একাকী	দ্র. আজিকে তুমি ঘুমাও	সঞ্চয়িতা	
একাকী	দ্র. এল সন্ধ্যা তিমির বিস্তারি ২ এপ্রিল ১৯৩৪	বীথিকা সংযোজন	১৭০।৯২ ২৬৪।২৮
একাত্তরটি প্রদীপশিখা ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০	দিনান্ত	বীথিকা	১৭০।৫৬
একান্ত কামনা করি জীবনে আসুক সেই ক্ষণ তু. জীবনে এসেছে বুঝি সেই সন্ধিক্ষণ ২।১২।৪০ উদয়ন প্রাতে			১৮৩।১০৫
দ্র যেমন ঝড়ের পরে	৩৫	রোগশয্যায়	
একে কূলবতী ধনী তাহে (অপ্র. পদরত্নাবলী)			২২৫।১৫

এখন আমার সময় হল		গীতবিতান	৪৬৪।৩২
			নবীন-গুচ্ছ
এখন আর দেরি নয়			১১০(১)।১০০
দ্র. পূজার লগ্ন			
এখনই আসিলাম দ্বারে	ছন্দের হসন্ত হলন্ত-১	ছন্দ	৫।৩৫
			ছন্দ-গুচ্ছ
এখনো কি ক্লান্তি ঘোচে নাই			১৭০।৯৪
জোড়াসাঁকো ৭ এপ্রিল ১৯৩৪			২৬৪।৩১
দ্র. সুদূর আকাশে ওড়ে চিল	প্রাণের ডাক	বীথিকা	
এখনো কেন সময় নাহি হোলো		পরিশোধ	১৭৪।৩০
		গীতবিতান	২৬৯(১)।১
এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে	১৮	গীতিমাল্য	২২৯।১৯৭
২৭ চৈত্র ১৩১৮ শিলাইদা		গীতবিতান	৪২৯(ক)।৬৭
এখনো ত বড় হইনি আমি	ছোটোবড়ো	শিশু	১১৫।৪৭
এখনো ভাঙে নি ভাঙে নি মেলা	কৃতার্থ	ক্ষণিকা	১২০।৬৭
২রা আষাঢ়			
এখনো ভোরের অলস নয়ন			২৭৪।১৭
১৪ই জ্যৈষ্ঠ [১৩০৫]			
দ্র. আমি তো চাহি নি কিছু			
এখনো সে মনে পড়ে যবে পুষ্পবন (অনু.)	(লরা ও পিত্রার্কা প্রবন্ধে-ধৃত)	ভারতী ১২৮৫ আশ্বিন পৃ ২৭৬	২৩১।১৪(ক)
এখানে একসময়ে নীলকুঠি ছিল	শ্রীবিলাস	চতুরঙ্গ	১৫০।১
এখানে তো বাঁধা পথের অন্ত না পাই	৯২	গীতালি	১৩১।২৫
২৪ আশ্বিন, গয়া			
এণ্ডরুজের রচিত কবিতার অনুবাদ	পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে	প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৭ পৃ ৭৬৫	খৃষ্ট-গুচ্ছ

এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে ২০ ফাল্গুন ১৩২০ শান্তিনিকেতন	৬৬	গীতিমাল্য গীতবিতান	২২৯।৩৮
এতকাল আমি রেখেছিনু তারে ('ঝুলন' কবিতার উদ্ধৃতি)	ছন্দের মাত্রা		৩।১০
এতটুকু আঁধার যদি ৩০ ভাদ্র সুরুল	৪১	গীতালি	২২৯।১৩৯
এতদিন তুমি সখা চাহ নি কিছু		শ্যামা গীতবিতান	১৭৩(২)।৬ ২৫৪।১৩,৪৭ ২৬৯(১)।৯ ২৯৩।১০
এতদিন পরে প্রভাত এসেছে	দুর্দিন	ক্ষণিকা	১২০।৬০
এতদিন পরে মোরে		গীতবিতান সংযোজন-৩	২৯৫।২১
এতদিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুণে সুরুল : ৫ই ফাল্গুন রাত্রি	নবীন রূপের গান	ফাল্গুনী	১৩১।৮৩ ফাল্গুনী-গুচ্ছ
এতদিন যে সাহস করে ডাকতে পারি নাই			২২৯।৮১
এতদিনে বুঝিলাম, এ হৃদয় মরু না দ্র. জানিলাম এ হৃদয়···	কবি মাঘের আশ্বাস	বীথিকা	১৫।৩৮ ৫৪।১১ বীথিকা-গুচ্ছ
এতদিনে বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানা দেখা হোলো··· শ্রীমতী রানী মহলানবীশ কল্যাণীয়াসু	[চিঠি]		৫১।২২
এতাদিসানি কত্থান সব্বত্থমপরাজিতা	ব্রহ্মবিহার	শান্তিনিকেতন-১	৩৬০(২)।৪১

(অনু. এই রকম যারা করেছে তারা সর্বত্র অপরাজিত)			
এদের পানে তাকাই আমি ১৬ই আশ্বিন রাত্রি	৬৩	গীতালি	২২৯।১৬৪
এনা দেবীকে লেখা কবিতা	দ্র. মাটিতে মিশিল মাটি ২৩।১০।১৯৩৮ শান্তিনিকেতন	প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ পৃ ২৬	৩৮৭(খ)।৬২
এনা দেবীর 'দীপালি' কাগজের জন্য	দ্র. অয়ি হিল্লোলরাগপ্রিয়া		৩৮৭(খ)।৭০
এনেছ ঐ শিরীষ বকুল ১৬ ফাল্গুন ১৩২৮		গীতবিতান	গীতবিতান-গুচ্ছ
এনেছে কবে বিদেশী সখা [৮ বৈশাখ ১৩৩৪]	পরদেশী	বনবাণী	২৪।৬৮ ২৭।২৮৫ ১৬৩।৩৩ বনবাণী-গুচ্ছ
এবার অবগুণ্ঠন খোলো	শেষবর্ষণ	গীতবিতান	৪৬৪।৩৫
এবার আমায় ডাকলে দূরে ২৩ ভাদ্র সুরুল	২৯	গীতালি গীতবিতান	২২৯।১২৭
এবার আমার ক্ষেতের ফসল তু. শেষ ফলনের ফসল		গীতবিতান	২৯৫।২২
এবার উজার করে লও হে	দ্র. উজাড় করে লও হে		
এবার এ রোগীজন্ম যুগে উদয়ন ২৩ নভেম্বর ১৯৪০ প্রাতে···			১৬১।১ Memorenda পৃষ্ঠা
দ্র. সজীব খেলনা যদি	১৯	রোগশয্যায়	
এবার এল সময়ের তোর ও সখী দেখে যা		বৈকালী গীতবিতান	২৭।৪০ ২৮।২০ ২৯৮।২১
দ্র. সখী তোরা দেখে যা এবার এল সময়			গীতবিতান

এবার কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে ১৯ আশ্বিন শান্তিনিকেতন				১৩১।৮
দ্র. কূল থেকে মোর গানের···		৭৫	গীতালি গীতবিতান	
এবার চলিনু তবে ৭ই আশ্বিন ১৩০৪ ইছামতী	বিদায়		কল্পনা	২৯০।৩০৫ ৪২৬(১)।৮২
এবার তো যৌবনের কাছে স্রুল ১৩ ফাল্গুন	বোঝাপড়ার গান		ফাল্গুনী	১৩১।৬৪ ফাল্গুনী-গুচ্ছ
এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে			ভারততীর্থ	১১০(১)।১২৫
এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে ৩০ চৈত্র শিলাইদহ		২১	গীতিমাল্য	২২৯।১৯০ ৪২৯(২)।৫২
এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হল			গীতবিতান	১৬২।১৫
এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে		৫৯	গীতাঞ্জলি গীতবিতান	৩৫৭।৩ ৪২৭(১)।৫১
এবার পড়ে রইব তোমার দ্বারে ২৬ ভাদ্র স্রুল হইতে শান্তিনিকেতনে গোরুর গাড়িতে				২২৯।১২৯
দ্র. নাই বা ডাক, রইব তোমার দ্বারে		৩১	গীতালি গীতবিতান	
এবার পথ আমাদের বাঁধল মিলন গ্রন্থি			শেষের কবিতা	২৩৬।৮৪
এবার ফিরাও মোরে ২৩ ফাল্গুন ১৩০০ রামপুর বোয়ালিয়া				১২৯।১৫৩

দ্র. সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শতকর্মে রত	এবার ফিরাও মোরে	চিত্রা	
এবার বিদায় বেলার সুর ধরো ২৮ মাঘ ১৩২৯	দ্র. বসন্ত	গীতবিতান	৪৬৪।১৫
এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী ২৬ চৈত্র ১৩১৮ শিলাইদা	১৬	গীতিমাল্য	১৭৩(১)।৯ ২২৯।১৯৯ ২৬৯(১)।১৯ ৪২৯(২)।৫৬ গীতিমাল্য-গুচ্ছ
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো ৫ জ্যৈষ্ঠ রামগড়	২	বলাকা	২২৯।৮২ বলাকা-গুচ্ছ
এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধু তীরের ২২ মাঘ পদ্মা	২৬	বলাকা	১৩১।৫৭
এবারের মত কর শেষ ৫ নবেম্বর	সমাপন	পূরবী	১০২।৫৬
এমন দিনে তারে বলা যায় ১৬ মে ১৮৮৯ Rose Bank, Khirkee	বর্ষার দিনে	মানসী গীতবিতান	১২৮।১৮৯
এমন মানব জনম আর কি হবে (লালন-গীতির উদ্ধৃতি)	ছন্দের প্রকৃতি	ছন্দ	৪।৩৮ ছন্দ-গুচ্ছ
এমন মানুষ আছে		স্ফুলিঙ্গ	৩৮৭(গ)।২ ৩৮৮।৬৫
এমন সহজ কথা			১৫৯।১২৩
দ্র. এ তো সহজ কথা	আম গাছ	আকাশপ্রদীপ	২৫৮।৩
এমনি করে আত্মা যখন আত্মাকে চায় ২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩১৫	পাপ	শান্তিনিকেতন-১	৩৬০(১)।১০

এমনি করে ঘুরিব দূরে ৯ বৈশাখ ১৩১৯ শান্তিনিকেতন		২৫	গীতিমাল্য গীতবিতান	২২৯।১৮৯
এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না ৩১ চৈত্র			গীতবিতান	১১১।৮৩
এমনি ছুটি আসছে আমার	দ্র. আমার ছুটি আসছে কাছে			
এর বেশি যদি আরো কিছু চাও ১৯ চৈত্র ১৩৪৩ দ্র. যে পলায়নের অসীম তরণী	পলায়নী		সেঁজুতি	সেঁজুতি-গুচ্ছ
এরে ক্ষমা কর সখা			চিত্রাঙ্গদা	২৮১।২ চিত্রাঙ্গদা-গুচ্ছ
এরে ভিখারী সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ রামগড়		১০৬	গীতিমাল্য গীতবিতান	২২৯।৮০ গীতিমাল্য-গুচ্ছ
এল আহ্বান ওরে তুই ত্বরা কর ২১ মাঘ ১৩৪০ ৪।২।৩৪	আসন্নরাতি		বীথিকা	২৬৪।২২ ৪২৮।২৩
এল সন্ধ্যা তিমির বিস্তারি দ্র. এলো সন্ধ্যা তিমির	একাকী		বীথিকা	১৭০।৯২
এলেম নতুন দেশে			তাসের দেশ	৯(ক)।২৭ ৯৬(১)।১৮ ৯৬(২)।৪ ৯৬(৩)।৪ ১০১(২)।২ ১৬৮।১৪

এলো এবার জিনিষ প্যাকের দিন [১৩ জুন - ২৬ জুলাই ১৯৩১] দ্র. যেতেই হবে	 বাসাবদল	 সানাই	১৬৬।৩৪
এলো দিন পাতা ঝরাবারই [১১ জানুয়ারি ১৯৪০] দ্র. এলো বেলা পাতা ঝরাবার	 শেষবেলা	 নবজাতক	১৬০।৩৬
এলো ভুবন জুড়ে আজি কাহার সাড়া (রবীন্দ্রহস্তাক্ষরে লেখা)	দ্র. বরণ [নিরুপমা দেবীর রচনা শান্তিনিকেতন-বসন্তোৎ- সবে (১৩৩৫) রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পঠিত]		৩১।১৪
এলো সন্ধ্যা তিমির বিস্তারি ২।৪।৩৪ ৬ চৈত্র ১৩৪০ দ্র এল সন্ধ্যা···	একাকী	বীথিকা সংযোজন	১৭০।৯২ ২৬৪।২৮
এলো সে জর্মানির থেকে [১৭ ভাদ্র ১৩৩৯]	ঘরছাড়া	পুনশ্চ	২৯।৩৫ পুনশ্চ-গুচ্ছ
এলোমেলোর সর্দার ৬।২।৪১	লোকটা ছিল এলোমেলোর···	গল্পসল্প	গল্পসল্প-গুচ্ছ
এল্‌ম্‌হারস্টের ভাষণ-পরিচয়ে রবীন্দ্র-ভাষণের প্রদ্যোত- কুমার সেনগুপ্ত-কৃত অনুলিখন (২৭ জুলাই ১৯২২)	আজকের এই সভার বক্তা অধ্যাপক এলমহারস্টকে···		১৩৯।৩
এষ দেব বিশ্বকর্মা			
এস আজি সখা বিজনপুলিনে		রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ড পৃ ৪৭	২৩১।১৭(ক)
এস আমার ঘরে দ্র. এসো আমার ঘরে		গীতবিতান	৪৬৪।১৯৯ (২৬ ডিসেম্বর ১৯২৩ পৃষ্ঠা)

এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে			গীতবিতান	১৬৫।১১
(এসো নীপবনে)			নটরাজ	৪৬৪।১৮৫
				(৫ ডিসেম্বর
				১৯২৩ পৃ)
এস পাপ এস সুন্দরী			ঘরেবাইরে	৩৫৯।৪১
(এসো পাপ...)				
এস বসন্ত এস, আজ তুমি				৪২৬(২)।১০৭
২৮শে পৌষ ১৩০৯				
শান্তিনিকেতন				
দ্র, এসো বসন্ত,...		২০	স্মরণ	
এস মন ! এস, তোমাতে	নলিনীর গান		ভগ্নহৃদয়	৯৩।১২৬
আমাতে				২৩১।১১(ক)
"এস মোর কাছে"			স্ফুলিঙ্গ	১০২।১৪৯
শুকতারা গাহে গান				
এস শরতের অমল মহিমা			গীতবিতান	
দ্র. এস শরতের কিরণ প্রতিমা				৪৬৪।২৩
এস গো জ্বেলে দিয়ে যাও				১৫৯।২৯৯
দ্র, এসো গো			গীতবিতান	
এস গো নূতন জীবন				২৯০।২৮৭
১৩ই আশ্বিন ১৩০২				৪২৬(১)।৪৯
এস হে এস সজলঘন				৪২৭(১)।২০
বাদল বরিষণে				
১৭ই ভাদ্র				
দ্র, এসোহে এসো...		৩৫	গীতাঞ্জলি	
			গীতবিতান	
এস এস এই বুকে	জীবন উৎসর্গ		ভারতী ১২৮৪	
নিবাসে তোমার			মাঘ, পৃ ৩২৭	২৩১।২(ক)
অনু, *IRISH MELODIES*				
থেকে)				

এস এস ওগো			১৮৬।৪৭
শ্যামছায়াঘন দিন			১৯৯।৪২
১৬ ভাদ্র ১৩৪৭			২৬২।৫৭
শান্তিনিকেতন			
(এসো এসো ওগো		গীতবিতান	
এসো এসো এসো ওগো)			
এস এস ফিরে এস			১২৯।১৯৬
ভাদ্র ১৩০১ শিলাইদহ			
(এসো এসো ফিরে)		গীতবিতান	২৯৯।২৬৮
এস এস বসন্ত ধরাতলে			১১১।১১
(এসো এসো বসন্ত)		গীতবিতান	১৮২।৫৫
			২১০।৫৭
এসেছি অনাহূত	দ্র. অকাল ঘুম	শ্যামলী	১৬৪।৭৫
১০ জুন ১৯৩৬			২০১(ক)।৬৩
শান্তিনিকেতন			২০৩।৭৪
			২৩৫(১)।২৫
			২৩৫(২)।২৯
এসেছি গো এসেছি		মায়ার খেলা	১৩১।১৩
মন দিতে এসেছি			২১০।১৬
এসেছি প্রিয়তম		পরিশোধ	২৬৯(১)।৩৩
			২৬৯(২)।৩১
এসেছি সুদূর কাল থেকে	দ্র. আগন্তুক	পরিশেষ	৫৫।৫৬
১১ জুলাই ১৯৩২			৫৬।৮৯
			পরিশেষ-গুচ্ছ
এসেছিনু দ্বারে	কৃপণা	সানাই	১৬০।৪২
ঘন বর্ষণ রাতে			সানাই-গুচ্ছ
৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯			
দ্র. এসেছিনু দ্বারে তব		গীতবিতান	১৫৯।৩০৪
শ্রাবণরাতে			১৯৯।২৭
			১৯৯।৯১(স্বরলিপি)

এসেছিনু নিয়ে শুধু আশা			স্ফুলিঙ্গ	২৭।১২৯
দ্র. এসেছিনু সাথে লয়ে আশা				৩৭৫।১৮
এসেছিল বহু আগে যারা	অনাগতা		বিচিত্রিতা	১৫।৪৫
				৯২।৩৮
				বিচিত্রিতা-গুচ্ছ
এসেছিলে কাঁচা জীবনের	মিলভাঙা		শ্যামলী	১৬৪।৯১
৬ আষাঢ় ১৩৪৩				২০১(ক)।৫৮
২০ জুন ১৯৩৬				২০৩(খ)।৬৩
শান্তিনিকেতন				২৩৫(১)।৩৯
				২৩৫(২)।৪২
এসেছিলে জীবনের	যূথিকার মৃত্যুদিন স্মরণে			৩৮৭(খ)।৭৩
আনন্দদূতিকা	লেখা			
২৪ পৌষ ১৩৪৫				
এসেছিলে তবু আস নাই				১৫৯।৩০৬
দ্র. এসেছিলে তবু আসো নাই	দ্বিধা		সানাই	১৬০।৩৯
			গীতবিতান	১৯৯।২৫
				সানাই-গুচ্ছ
এসেছিলে তুমি আসো নাই				১৫৬।১
তু. এসেছিলে তবু আসো নাই				১৫৯।৩০৬
এসেছে প্রথম যুগে		১৭	চিত্রলিপি	১৬৪।১১০
প্রকাণ্ড প্রচণ্ড মাংসস্তূপ				৩৮৭(খ)।১৭
এসেছে শরৎ হিমের পরশ	শরৎ		সহজপাঠ	২৮।২২৫
			প্রথম ভাগ	২২০।৬
			চিত্রবিচিত্র	
এসেছে সে মন বলে এসেছে				১০২।১৩২
দ্র. আসিবে সে আছি তার				
এসো অন্তরে গম্ভীর নির্বাক				১৯৪।৩৪
১ বৈশাখ ১৩৪৩				২০০।৭৬
দ্র. কথার উপরে কথা চলেছ				
সাজিয়ে দিনরাতি		১৮	পত্রপুট	

এসো আমার অমানী বন্ধুরা			২৩৪।৪৮
দ্র. হালকা আমার স্বভাব	একচল্লিশ	শেষসপ্তক	
এসো আমার ঘরে		শাপমোচন	২৭।৫
[১০-১৪ ফাল্গুন ১৩৩২		বৈকালী	২৮।১১১
আগরতলা]		গীতবিতান	৬৫(১)।২৩
			২৯৮।৩০
এসো এসো উদাসীন			২৮।৩
এসো এসো ওগো		গীতবিতান	১৯৯।৪২
শ্যামছায়াঘন দিন			
১৬ ভাদ্র ১৩৪৭			
বর্ষামঙ্গল উৎসব ১৮ ভাদ্র			
শান্তিনিকেতন	দ্র. এস এস ওগো		
এসো এসো পুরুষোত্তম	দ্র. এসো পুরুষোত্তম		
এসো এসো বসন্ত ধরাতলে	দ্র. এস এস বসন্ত ধরাতলে		
এসো এসো যে হও সে হও		চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য	১৬৪।১৩
			১৮২।২৭
এসো এসো এসো ওগো			১৮৬।৪৭
শ্যামছায়াঘন দিন			
এসো এসো এসো প্রিয়ে		পরিশোধ	১৭৩(১)।১৯
		শ্যামা	২৫৪।২৬,৬১
		গীতবিতান	২৬৯(১)।৩২
			২৬৯(২)।৩০
			২৮৩(২)।৪১
এসো এসো হে তৃষ্ণার জল	দ্র. এসো হে কৃষ্ণার জল		
এসো এসো এসো হে বৈশাখ	দ্র. বৈশাখ আহ্বান	বনবাণী	
[২০ ফাল্গুন ১৩৩৩]		নটরাজ	২৪।১৩
		গীতবিতান	২৭।২৩৪
এসো গো জেলে দিয়ে যাও		গীতবিতান	১৯৯।৮
১. ৮. ৩৯			
দ্র. এস গো জেলে দিয়ে যাও			

এসো গো নূতন জীবন			
দ্র. এস গো নূতন জীবন			
এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে	দ্র. এস নীপবনে		
এসো পাপ, এসো সুন্দরী	দ্র. এস পাপ, এস সুন্দরী		
এসো পুরুষোত্তম		চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য	১৮২।৫১
দ্র. এসো এসো পুরুষোত্তম			১৬৪।৩৩
এসো হে তৃষ্ণার জল		শাপমোচন	৬৫(১)।৩
দ্র. এসো এসো হে তৃষ্ণার		গীতবিতান	২৫২।১০
ঐ অমল হাতে রজনী প্রাতে	৪৯	গীতালি	২২৯।১৪৯
৭ আশ্বিন সুরুল হতে			
শান্তিনিকেতনের পথে			
(ওই অমল হাতে রজনী প্রাতে)			
ঐ আকাশ পরে সুধায় ভরে		গীতবিতান	৪৬৪।১৫২
২ আষাঢ় ১৩৩১			(৩০ সেপ্টেম্বর
দ্র. আজি ওই···			১৯২৩ পৃষ্ঠা)
ঐ আসনতলের মাটির পরে			৪২৭।১৩১
১০ই পৌষ শান্তিনিকেতন			
দ্র. (১) আসনতলের	৪৬	গীতাঞ্জলি	
(২) ওই আসনতলের		গীতবিতান	
ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে	বর্ষামঙ্গল	কল্পনা	১৬৫।১
১৭ই বৈশাখ ১৩০৪	দ্র. শ্রাবণগাথা	গীতবিতান	২৭৪।৫
(যোড়াসাঁকো)			কল্পনা-গুচ্ছ
(ওই আসে ওই অতি)			
ঐ কি এলে আকাশ পারে		গীতবিতান	১৬৯(গ)।২৭
(ওই কি এলে···)			
ঐ গিরিমালা আকাশের		লেখন	৮।২৪
পানে চাহিয়া			
দ্র. ঐ পর্বতমালা···			

ঐ চেয়ে দেখ নামল বুঝি ঝড় আলমোড়া ১২।৬।৩৭ দ্র. ঐ দেখ রে চেয়ে···	ঝড়	ছড়ার ছবি	১৭৮(গ)।৫৩
ঐ ছাপাখানাটার ভূত শান্তিনিকেতন ৪ আগস্ট ১৯৪০	তুমি	প্রহাসিনী সংযোজন	২৬২।৫০ প্রহাসিনী-গুচ্ছ
ঐ তোমার ঐ বাঁশিখানি ২৯শে শ্রাবণ ১৩১২ কলিকাতা	বাঁশি	খেয়া	১১০(১)।২৪
ঐ দেখ্‌ পশ্চিমে মেঘ ঘনালো (ওই দেখ্‌)		চণ্ডালিকা	১৭৭(খ)।৪১ ২৫১।২৯
ঐ দেখ বাঁশগাছে বাঁদর		সহজপাঠ প্রথমভাগ	১৯।৭
ঐ দেখ মা আকাশ ছেয়ে মিলিয়ে এল আলো ১৩ শ্রাবণ	ছুটির দিনে	শিশু	১১৫।১৩
ঐ দেখা যায় তোমার বাড়ি ১৩. ১২. ৪০ উদয়ন	দ্র. রবীন্দ্র দৈনিকী	প্রবাসী ১৩৪৭ ফাল্গুন, পৃ ৬১৪	১৬১।২১ ২০৭।১০
ঐ দেখি ওরা আছে দ্র. রাস্তার ওপারে	এপারে ওপারে	নবজাতক	১৫৯।২৫৮
ঐ নামে একদিন ধন্য হোলো দার্জিলিং ২৪।১০।৩১ (ইং অনু সহ)	বুদ্ধদেবের প্রতি	পরিশেষ	৫।১৮ ৫৪।৫
ঐ পাথরের বাড়ির পাশে স্তব্ধ আছে··· (অনু. জাপানি কবিতা)			১৯৭।৩৬
ঐ বটে ঐ চোর ঐ চোর		পরিশোধ শ্যামা গীতবিতান	২৬৯(১)।৯ ২৮৩(২)।৩০

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে (ওই বুঝি বাঁশি)			গীতবিতান	৬৫(১)।২০
ঐ মরণের সাগরপারে (ওই মরণের)			গৃহপ্রবেশ গীতবিতান	১৬২।৬৩
ঐ মহামানব আসে ১লা বৈশাখ ১৩৪৮ উদয়ন (ওই মহামানব···)		৬	শেষলেখা গীতবিতান	১৯৯।৪৮ ২০৭।৪৮
ঐ মালতীলতা দোলে (ওই মালতীলতা···)			গীতবিতান	১০।৩৩ ২৫।১২ ২৮৩(২)।৪
ঐ যে তপনের রশ্মির কম্পন			ছন্দের হসন্ত হলন্ত-১	ছন্দগুচ্ছ
ঐ যে তোমার মানস প্রজাপতি ৭ই মাঘ ১৩৩৮	মরীচিকা		বিচিত্রিতা	১০।৩৩ ২৫।১১,৬৩ ৫৪।৪১ ৯২(১)।১৯ ৯২(২)।১২
ঐ যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল ১৬ই আশ্বিন, সন্ধ্যা শান্তিনিকেতন		৬১	গীতালি	২২৯।১৬২
ঐ যেখানে শিরিষ গাছে তু. সে কোন্ বনের হরিণ	পলাতকা		পলাতকা	১১২।২
ঐ রে তরী দিল খুলে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ তিনধরিয়া দ্র. ওই রে তরী		৬৯	গীতাঞ্জলি গীতবিতান	১৭০।১১ ৩৫৭।১৪ ৪২৭(১)।৬২
ঐ রে দহলানী আসছে			তাসের দেশ	১০৯।১৯৯

ঔ শাদা ছাতা	তৃতীয় পাঠ	সহজ পাঠ প্রথম ভাগ	১৯৷৫
ঐ শুন বনে বনে কুঁড়ি বলে তপনেরে ডাকি (ওই শুন বনে বনে)		লেখন	৮৷৫২
ঐ শুনি যেন চরণধ্বনি দ্র. ওই শুনি যেন		গীতবিতান	৪৬৪৷২৬৯ (২৫ আগস্ট ১৯২৩ পৃ.)
ঐ সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে (ওই সাগরের)		তাসের দেশ গীতবিতান	৯৬(১)৷৫ ১১১৷৭৭
ঐকতান ১২-১-৪২	বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি··· দ্র. ১০	জন্মদিনে	১৮৭(ক)৷৫৪ ১৮৭(খ)৷৩১
ঐশ্বরিক রহস্য প্রাচীন য়িহুদী কবি সলোমন [ইবন] গারিবোল-এর রচনার রবীন্দ্র-কৃত অনুবাদ ২৯৷৩৷৩৭ শান্তিনিকেতন	তুমিই ঈশ্বর, যারা তোমার সৃষ্ট তারা	ভারতবর্ষ ১৩৪৪ আষাঢ়, পৃ. ৭	২০২(খ)৷৪৩
ওঁ ১৫ই চৈত্র [১৩১৫]	ওঁ শব্দের অর্থ হাঁ	শান্তিনিকেতন ১	৩৬০(৩)৷১
ওঁ শব্দের অর্থ হাঁ	দ্র. ওঁ		
ও ঔ	ডাক পাড়ে ও ঔ	সহজপাঠ প্রথম ভাগ	২৮৷২১৭
ও অকূলের কূল		অচলায়তন গীতবিতান	১২৫৷১৩৪ ২৪৪৷১২৮

ও আমার চাঁদের আলো	বসন্ত	গীতবিতান	৬৫(১)।৬ ২৫২।১৩ ৪৬৪।৪ (৩ জানু. ১৯২৩ পৃ.)
ও আমার দেশের মাটি ('সোনার গৌর কেনে'- গানের সুরে)		ভারততীর্থ গীতবিতান	১১০(১)।১২৬
ও আমার ধ্যানেরি ধন		গীতবিতান	৪৬৪।১৪৫ (৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ পৃ.)
ও আমার বেঁটে ছাতাওয়ালি উদয়ন ২১।৪।৪১ ৪ টা ২০ মিনিটে কালবৈশাখীর পর	নন্দিনী দেবীর উদ্দেশে	দেশ ১৩৪৮ ২৭শে বৈশাখ পৃ. ৭৫	২৬১।৩৮
ও আমার মন যখন জাগলি না রে ২১ ভাদ্র স্থরুল	২৭	গীতালি	২২৯।১২৫
ও আষাঢ়ের পূর্ণিমা	দ্র. ওগো আষাঢ়ের		
ও কথা কেন নেয় না কানে	পল্লীরমণীদের উক্তি	শ্যামা	১৫৯।১৯৫
ও কথা বোল না সখি প্রাণে লাগে ব্যথা			২৩১।৩৬(খ)
ওকি এল ওকি এলনা ৮ মার্চ ১৯২৫ (ও কি এলো ও কি এলো না)		গীতবিতান	২১০।৫৯ ২৫২।৪৯ ৪৬৪।১৩৬ (১৯ আগস্ট ১৯২৩ পৃ.)
ও কে আসে	নবম পাঠ	সহজপাঠ প্রথম ভাগ	১৯।৬
ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে	ফুলির গান	নলিনী	৯৩(ক)।৪

ও কোনো কথা যে শুধালো না		মায়ার খেলা	১৫৯।১৪৪
ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার		রক্তকরবী গীতবিতান	১৪৯(২)।৫৮ ১৫১(১)।৪৪ ১৫১(৩)।৩১ ১৫১(৫)।৪১ ১৫১(৬)।৫৬ ১৫১(৭)।৩৫ ১৫১(৮)।২৭
ও জলের রাণী	দ্র. ওগো জলের রাণী		
ও জান না কি		পরিশোধ শ্যামা গীতবিতান	২৬৯(২)।২
ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল (ইং অনু. সহ)		গীতবিতান	১১১।১১৩ ১১১।১১২
ওঁ নমো রত্নত্রয়ায় বোধিসত্ত্বায়, মহাসত্ত্বায়		দ্র. নটীর পূজা	৪৩।১৫
ও নিঠুর আরো কি বাণ ৭ই ভাদ্র শান্তিনিকেতন	৬	গীতালি গীতবিতান	১১৯।১০২
ও নিষ্ঠুর মেয়ে		চণ্ডালিকা	২৫১।৪৬
ও পার হতে এ পার পানে	চিরদিনের দাগা	পলাতকা	১১২।৭
ওপারেতে কালো রঙ (উদ্ধৃতি)		সাহিত্যের পথে	৩।১৬
ওঁ পিতা নোঽসি (অনু. তুমি আমাদের পিতা)		রূপান্তর	৪০৪।২
ওঁ পিতা নোঽসি এই মন্ত্রে ২৯শে চৈত্র [১৩১৫]	ভয় ও আনন্দ	শান্তিনিকেতন-১	৩৬০(৩)।৪১
ও ভাই কানাই, কারে জানাই (হৈ হৈ সঙ্ঘের গান)		গীতবিতান	১৭৫।৭৪ গীতবিতান-গুচ্ছ
ও ভাগ্যদেবি, পিতামহী	দ্র. ওগো ভাগ্যদেবি		

ও মঞ্জরী ও মঞ্জরী দ্র (১) ও মঞ্জরী, মঞ্জরী (২) ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী নীপমঞ্জরী		শাপমোচন গীতবিতান	৬৫(১)।৪ ১৬৫।২৬ ১৯৫।৩৫ ২৫২।৫৯
ওমা ওমা ওমা		চণ্ডালিকা	১৭৭(খ)।৫১ ২৫১।৪৬ ১৮৫।৩১
ও যে অচিন মানুষ ১৪ নভেম্বর ১৯৩৪ দ্র. তুমি অচিন মানুষ	অচিন মানুষ	বীথিকা	
ও যে চেরিফুল তব বনবিহারিণী		লেখন	৮।৫৮ ২৭।২৬ ৩৭৫।৩৬ ৩৮৮।২২
ও যে মানে না মানা		প্রায়শ্চিত্ত গীতবিতান	৩৫৮।৩ ১৫৯।১৪৩ গীতবিতান-গুচ্ছ
ও সখি দেখে যা, আর বিলম্ব নয়		শৈশবসঙ্গীত	২৩১।৩৬(খ)
ওই কথা বল সখা বল আরবার	ভগ্নতরী ললিতার গান		
ওই ঘণ্টাধ্বনি উদয়ন ৩১।১।১৯৪১ বিকাল দ্র. ঘণ্টা বাজে দূরে	৪	আরোগ্য	১৮৭(ক)।১৮ ১৮৭(খ)।৪৮ আরোগ্য-গুচ্ছ ৬৫।৩৭
ওই বুঝি বাঁশি বাজে দ্র. সখি ওই বুঝি···		গীতবিতান	
ওই মধুর মুখ মনে জাগে		মায়ার খেলা গীতবিতান	২১০।৩৮
ওই যে সৌন্দর্য লাগি পাগল ভুবন ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৮৮৭ শনিবার ৪৯ পার্ক স্ট্রীট	নিষ্ফল প্রয়াস	মানসী	১২৮।২৫

ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়ে	Victor Hugoর কবিতার অনুবাদ	(১) ভারতী ১২৮৮ আষাঢ়, পৃ. ১৪৬ (২) প্রভাতসঙ্গীত প্রথম সংস্করণ	৩৯৪(১)।১২
ওই শুন বনে বনে কুঁড়ি বলে		লেখন	৮।৫২
ওই শোনো ভাই বিশু “২৮ জ্যৈষ্ঠ সঞ্জীবনীতে ‘এই কি পুরুষার্থ’ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ৩২ জ্যৈষ্ঠ বুধবার” লিখিত	ধর্ম্মপ্রচার	মানসী	১২৮।১৭০
ওকালতি ব্যবসায়ে ক্রমশই তার উদয়ন মার্চ ১০, ১৯৪১ বিকাল	দ্র. ইঁদুরের ভোজ	গল্পসল্প	১৮৭(ক)।৭০ ২৬১।১৯ গল্পসল্প-গুচ্ছ
ওকে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ছি···		চণ্ডালিকা গীতবিতান	১৭৭(খ)।২০ ২৫১।৩
ওকে ধরিলে ত ধরা দেবে না (বেহাগ)		গীতবিতান	১৫৮।৩
ওকে বল, সখী বল, কেন মিছে করে ছল		মায়ার খেলা	২১০।১৬
ওকে বাঁধিবি কে রে ২ চৈত্র [১৩৩৩] তু. (১) ওরে বাঁধিবি কেরে (২) পাগল আজি আগল খোলে		নটরাজ গীতবিতান গীতবিতান	২৭।২৯৩ ১৬৯(খ)।৫
ওকে বোঝা গেল না		মায়ার খেলা গীতবিতান	২১০।৩১
ওঙ্কার মহাদেব শঙ্কর (ভৈরবী) দ্র. আনন্দ তুমি স্বামী		রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা পৃ. ২১৬ (শান্তিদেব ঘোষ)	৪২৬(২)।১০৫

ওগো অনন্ত কালো		লেখন	৮।৮ ১৯৩।৪ ৩৭৫।৯ (ইং. অনু. সহ)
দ্র. ওগো আঁধার কালো			২৭।১০৯
ওগো আপন যারা কাছে টানে		ঘরে বাইরে	৩৫৯।১০৮
ওগো আপন রসে মাতে কারা			২২৯।১৪৬
তু. আপনহারা মাতোয়ারা	সংযোজন ১০	গীতালি	
ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা ২৬শে আষাঢ় ১৩১৭ শিলাইদা	১১৬	গীতাঞ্জলি	৩৫৭।৫৮ ৪২৭(২)।১১০
ওগো আমার চিরঅচেনা পরদেশী	দ্র. বর্ষামঙ্গল	গীতবিতান	১০৮(ক)।৩৫
ওগো আমার না পাওয়া গো ২৪ ডিসেম্বর ১৯২৪ বুয়েনোস্ আইরেস্	গ্রন্থপরিচয়	পূরবী	১০৯(১)।৪২ ১০৯(৩)।২০ ৪৬৪।১০৫ (৪ঠা জুলাই ১৯২৩ পৃষ্ঠা)
দ্র. ওগো মোর না পাওয়া	না-পাওয়া	পূরবী	১০২।৪৮
ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার ৪।২০।৩৯ মংপু উদীচী ২৫।১।১৯৪০ সেঁজুতি ২৮।১।৪০	কর্ণধার	সানাই	১৬৬।৫০ সানাই-গুচ্ছ
দ্র. (১) আলস ক্ষেতের···			১৫৯।৩২৬
(২) ওগো আমার লীলার···	ছুটি		১৬৬।৪১ ১৬৭।২১

(৩) ওগো কর্ণধার			১৫৯।৩৪২
(৪) ছুটির কর্ণধার			১৫৯।৩৪০
(৫) তুমি তখন ছুটির কর্ণধার			১৫৯।৩২৭
(৬) কে অদৃশ্য ছুটির কর্ণধার মংপু ২৩।৫।৩৯			২০৫।১০
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর ৮ই ভাদ্র বুধবার সুরুল	৮	গীতালি	২২৯।১০৫
ওগো আমার ভোরের চড়ুই পাখি জোড়াসাঁকো ১১।১১।৪০ প্রাতে	৬	রোগশয্যায়	১৮৩।৭৩ রোগশয্যায়-গুচ্ছ
ওগো আমার সর্বনাশ		চণ্ডালিকা	১৭৭(খ)।৫১
ওগো আমার হৃদয়বাসী ১৮ই আশ্বিন, সন্ধ্যা শান্তিনিকেতন	৭২	গীতালি	১৩১।৫
ওগো আষাঢ়ের পূর্ণিমা		গীতবিতান	৪৬৪।১৫৮ (১৬ অক্টোবর ১৯২৩ পৃষ্ঠা)
ওগো ঋতুরাজ	দ্র. ঋতুরাজ (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রতিলিপি)		
ওগো এমন সোনার মায়াখানি বোলপুর ৭ই আষাঢ় ১৩১৩	বর্ষাপ্রভাত	খেয়া	১১০(২)।৬ ৪৬৪।২৮৭
ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ ১২ই আশ্বিন ১৩০৪, পতিসর	ভিখারি	কল্পনা	২৯০।৩২২ ৪২৬(১)।৯৫
ওগো কিশোর আজি দ্র. গগনে শুনি একি এ কথা		গীতবিতান	 ২৭।২০৫

ওগো কী আনন্দ কী আনন্দ		চণ্ডালিকা	১৭৭(খ)।২৫
ওগো কে তুমি বসিয়া উদাস মুরতি ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৮৮৮	ভৈরবী গান	মানসী	১২৮।১৬৩
ওগো কেন মিছে এ পিপাসা	চতুর্থ দৃশ্য	মায়ার খেলা গীতবিতান	২১০।২২
ওগো ছবি তুমি কি কেবল এই ছবি ৩ কার্তিক, রাত্রি, এলাহাবাদ			১৩১।১
দ্র. তুমি কি কেবল ছবি	৬	বলাকা	
ওগো ছবি আঁকিয়ে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ আলমোড়া			১৭৮(ক)।১২ ১৭৮(খ)।১৩
দ্র. ছবি আঁকার মানুষ ওগো	ছবি আঁকিয়ে	ছড়ার ছবি	১৭৮(গ)।২৬
ওগো জলের রাণী [ফাল্গুন ১৩৩২] (ও জলের রানী)		বৈকালী গীতবিতান	২৭।৭ ২৮।১১৩ ২৯৮।২২ ৪৬৪।১৯৭ (২৩ ডিসেম্বর ১৯২৫ পৃ)
ওগো ডেকো না মোরে ডেকো না (অভিনয় ২৬, ২৭ মাঘ ১৩৪৫)		চণ্ডালিকা	১৭৭(খ)।২৭ ১৯৫।১৭ ২৫১।৯
ওগো তরুণী, ছিল অনেক দিনের মার্চ ২, ৩ [১৯ বৈশাখ ১৩৪৩]	১৪	পত্রপুট	১৬৪।৫৫ ১৯৪।১৫ ২০০।৯১
"ওগো তারা, জাগাইয়ো ভোরে"		স্ফুলিঙ্গ	৩৭৫।৪১

[ক্রমশ

ঘটনাপ্রবাহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রভবন-আলোচনাপ্রবাহ :

১৯৮৩র ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে রবীন্দ্রভবনের ঘটনাপ্রবাহে ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ, নাটকের অভিনয়, রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান, সেতার বাদন, এবং দুটি বক্তৃতা—ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো আর রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে। কে কবে কোন্ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছেন নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

তারিখ	গায়ক/বাদক/আবৃত্তিকার/অভিনেতা/বক্তা	বিষয়
১৯৮২	শ্রীইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য	সেতার বাদন
অক্টোবর ১৭	(রবীন্দ্রভবন ও শান্তিনিকেতন সংগীতসভার যৌথ উদ্যোগে)	
১৯৮৩	মিস টমোকো কাম্বে	রবীন্দ্রসংগীত
জানুয়ারি ১০	(এঁর পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন ভারতীয় সংগীতের জাপানী ছাত্র শ্রীমান ওনীশী)	
মার্চ ২৭	শ্রীশান্তিদেব ঘোষ (রবীন্দ্রভবন ও শান্তিনিকেতন সংগীতসভার যৌথ উদ্যোগে)	রবীন্দ্রনাথের বসন্তের গান
মে ৬	শান্তিনিকেতন আয়ন গোষ্ঠী (রবীন্দ্রভবন ও আয়নগোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগে)	'গৃহপ্রবেশ নাটক' অভিনয়
অগস্ট ১	শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	'ক্ষণিকা'র কবিতা পাঠ
অগস্ট ৮	শ্রীসুপ্রিয় ঠাকুর, শ্রীঅনুপম গুপ্ত ও শ্রীমতী কেতকী কুশারী ডাইসন	বিরহের কবিতা পাঠ (রবীন্দ্রনাথ)
	শ্রীমতী আলপনা রায়চৌধুরী ও শ্রীমতী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি	বিরহের গান (রবীন্দ্রনাথ)
সেপ্টেম্বর ১	শ্রীমতী কেতকী কুশারী ডাইসন	ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো
সেপ্টেম্বর ২৭	শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস	রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত প্রদর্শনী

২—৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ ॥ রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও মুখাকৃতির প্রদর্শনী।

২৭—৩০ সেপ্টেম্বর ॥ রাজা রামমোহন রায়ের ১৫০তম মৃত্যুতিথি স্মরণে রামমোহনের লেখা ও রামমোহন সম্পর্কে লেখা পুস্তকাদির প্রদর্শনী।

২ অক্টোবর ॥ মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর লেখা এবং তাঁর সম্পর্কে লেখা পুস্তকাদি ও চিঠিপত্রাদির প্রদর্শনী।

রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত সামগ্রী

রবীন্দ্রনাথের পত্রের আলোকচিত্র

জগদানন্দ রায়কে লেখা ১ খানি পত্র ১ পৃষ্ঠা (তারিখ ১৩৩৪) শ্রীপুলিনবিহারী সেনের মাধ্যমে উপহার দিয়েছেন শ্রীমতী স্মিতা রায়, সদর ফেরিঘাট রোড, বালুর ঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

বসন্তকুমার গুপ্তকে লেখা ১ খানি ২ পৃষ্ঠা।

বলেন্দ্রনাথের মাতা প্রফুল্লময়ীর লেখা পত্র

বসন্তকুমার গুপ্তকে লেখা ৭ খানি ১৬ পৃষ্ঠা। দুটি পত্রের তারিখ নেই। বাকি পাঁচটি পত্রের তারিখ যথাক্রমে ৯ কার্তিক [?], ৬ই অগ্রহায়ণ [?], ৪ পৌষ [?], ২৯ পৌষ [?], ১৪ ৫. [১৯০৩]।

রবীন্দ্রনাথের জন্মপত্রিকা

বসন্তকুমার গুপ্ত কৃত—১ পৃষ্ঠা উপহার দিয়েছেন শ্রীঅমিয়কুমার গুপ্ত, ৫১৭, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা ৬৮।

বুদ্ধদেব বসুর পাণ্ডুলিপি

৫৬টি খামে রক্ষিত বুদ্ধদেব বসুর লেখা কবিতা, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি উপহার দিয়েছেন শ্রীমতী প্রতিভা বসু, পি ৩৬৪ ১৯ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা ৪৭।

রবীন্দ্রবীক্ষা

অপ্রকাশিত বা বিরলপ্রচারিত রবীন্দ্ররচনা, রবীন্দ্ররচনার পাঠবৈচিত্র্য ও পাঠপরিবর্তন, রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ প্রণালীবদ্ধ আলোচনা, এ-সবের ষাণ্মাসিক সংকলন। পূর্ব-প্রকাশিত নয়টি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী :—

সংকলন ১ ॥ 'শিল্পী' (তুলনীয় 'জন্মদিনে' সংখ্যা ২৪) কবিতার পাঠ-বিবর্তন, ঠাকুর-বাড়ির 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র (প্রচ্ছদ) ও অন্যান্য।

সংকলন ২ ॥ 'অরূপরতনে'র সম্পূর্ণ রূপান্তর ও সম্পূর্ণ প্রেস-কপির সংরক্ষিত অংশ—উভয়ই অ-পূর্ব-প্রচারিত ও নূতন আবিষ্কার বলা চলে—এ সংখ্যায় আনুপূর্বিক মুদ্রিত। রবীন্দ্র-অঙ্কিত রেখাবদ্ধ অপরূপ প্রতিকৃতি, রচনাকাল '২৩ চৈত্র ১৩৪৭'। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত প্রচ্ছদ।

সংকলন ৩ ॥ ইংরেজীতে শিশুদের অভিনয়যোগ্য মৌলিক নাটিকা ও তৎসম্পর্কিত তথ্য। পুনশ্চ-ধৃত 'বালক' কবিতার গদ্যে প্রথম 'খসড়া'। তা ছাড়া 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ', রাজা-অরূপরতনের গানের তালিকা ও অন্যান্য। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত মুখোষ ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লিপিচিত্র বা লেখাঙ্কন।

সংকলন ৪ ॥ 'বলাকা'য় ছন্দোবিবর্তন, 'তাসের দেশ'—পাণ্ডুলিপির বহিরঙ্গবিবরণ, বঙ্কিমপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি।

সংকলন ৫ ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস-এর নাট্যরূপ।

সংকলন ৬ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত উপন্যাস : 'ললাটের লিখন'। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ (পাণ্ডুলিপি-ধৃত রবীন্দ্র-রচনার শিরোনাম, প্রথম ছত্র প্রভৃতির বর্ণানুক্রমিক অখণ্ড সূচী)।

সংকলন ৭ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা : বাংলা কবিতার কবি-কৃত ইংরেজি-রূপান্তর। দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য পত্র। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ৮ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা : 'পলায়নী'র প্রাথমিক খসড়া। দার্শনিক প্রবন্ধ : ব্যক্তিস্বরূপ ও বিশুদ্ধসত্তা। শ্রীকানাই সামন্ত-কৃত 'মালতীপুঁথিপর্যালোচনা'। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব-সংকলিত 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ৯ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা 'দুর্বল'। রবীন্দ্রনাথের মুকুট নাটকের অপ্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ 'The Crown'। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র। রবীন্দ্র-অপ্রকাশিত চিত্রলিপি। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব সংকলিত 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১ থেকে ৯ পর্যন্ত এখনো একত্র পাওয়া যায়। মূল্য—১ দু টাকা ; ২, ৩, ৪, ৬ প্রতিটি চার টাকা ; ৫ আট টাকা ; ৭ ছয় টাকা এবং ৮, ৯ প্রতিটি দশ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

১. রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

২. বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলিকাতা ১৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠ-পঞ্জীকৃত গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ বহু রচনায় বহু ও বিচিত্র পাঠ-পরিবর্তন করেন, রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে তা অজানা নয়।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণে এরূপ পাঠসংস্কারের অনুপূর্বিক বিবরণ প্রণালী-বদ্ধভাবে সংকলন, এ দেশের গ্রন্থপ্রকাশ-ক্ষেত্রে এ কালের এক বিশেষ ঘটনা। রচনা সম্পর্কে আনুষঙ্গিক নানা তথ্যে আর কবির বহু লিপিচিত্রে প্রত্যেক গ্রন্থ বিশেষভাবে অলংকৃত ও সমৃদ্ধ।

সন্ধ্যাসংগীত

এই গ্রন্থমালায় এটি প্রথম গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের কথায়: 'সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়'। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ-পরিবর্তনসহ, বিভিন্ন সময়ে এ থেকে বর্জিত কবিতা, সাময়িক পত্রে কবিতাগুলি প্রচারের সূচী, নানা উপলক্ষে সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে কবির নানা মন্তব্য—এ সবই সংকলিত। মূল্য ৭ টাকা

ভানুসিংহঠাকুরের পদাবলী

এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ। পাঠ-পরিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতা বা কবিতাংশের বর্জন, নানা উপলক্ষে এই রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্য, আর ১২৯১ শ্রাবণের নবজীবন পত্রে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' নামে বিনা স্বাক্ষরে মুদ্রিত কবির বিদ্রূপাত্মক রচনা—এই সংস্করণে সবেরই একত্র সমাহার। তা ছাড়া প্রথম সংস্করণ-ধৃত রাগতালের সূচী ও শব্দার্থ -সংবলিত। মূল্য ৬ টাকা।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

সম্প্রতি প্রকাশিত, এই গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় প্রথম দৃশ্যকাব্য। সাতটি সংস্করণের প্রণালীবদ্ধ পাঠপঞ্জীকরণ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর Sanyasi or The Ascetic-এর আদ্যন্ত পাঠের সহিত প্রচলিত বাংলা নাটকের বিস্তারিত তুলনা। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নানা মন্তব্য (পূর্বপ্রচারিত ও বিশেষভাবে পাণ্ডুলিপি-ধৃত), এ-সবের সমাহার। মূল্য ৮ টাকা।

ভগ্নহৃদয়

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা

ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত ভগ্নহৃদয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত। অতঃপর রবীন্দ্র-রচনাবলী 'অচলিত'-প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান গ্রন্থ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-ভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বা পর্যালোচন। পাণ্ডুলিপি-চিত্র-সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদনা: শ্রীকানাই সামন্ত। মূল্য ২৫ টাকা।

রবীন্দ্রবীক্ষা

সংকলন ৩১ ● শ্রাবণ ১৩৯৯

রবীন্দ্রবীক্ষা

র বী ন্দ্র বী ক্ষা

রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্পের ষাণ্মাসিক সংকলন

সংখ্যা ১১

বিশ্বভারতী

শা ন্তি নি কে ত ন

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগ-বিষয়ে ভবনে যে-কাজ চলছে তার ধারার সঙ্গে পাঠককে যুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্র-ভবন তথা রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের প্রযত্নে ষাণ্মাসিক সংকলন-রূপে রবীন্দ্রবীক্ষা প্রকাশিত হল। পত্রিকার বিষয়বস্তু হিসেবে থাকবে :

* রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা অপ্রকাশিত বাংলা ইংরেজি চিঠিপত্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট চিঠিপত্র ও রচনা।
* শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বা রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপির অপ্রচারিত বা বিরলপ্রচারিত সূচী, বিবরণ ও পাঠ।
* রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহের অন্যান্য বস্তুর তালিকা ও বিবরণ। যেমন :
  ক. রবীন্দ্র-অঙ্কিত চিত্রাবলী।
  খ রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলী।
* দেশে বিদেশে নানা প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি বা রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তার তালিকা, বিবরণ ও চিত্র।
* নানা উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা-পাঠ তথা অলিখিত ভাষণ-প্রতি-ভাষণ— এ-সবের বিবরণ, শ্রুতিলিখন, স্মৃতিলিখন।
* রবীন্দ্রনাথ-প্রযোজিত / অভিনীত নাটক নৃত্যনাট্য ঋতু-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ।
* রবীন্দ্র- পরিবার বান্ধবগোষ্ঠী ও যুগ এ-সবের পরিচায়ক যা-কিছু নিদর্শন তার যথাযথ বিচার বিবরণ ও তালিকা।
* রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গ্রন্থ তালিকা ও রচনার সূচী।
* রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রভবন বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্দ্রানুরাগী সুধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

অম্লান দত্ত
উপাচার্য
বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন
২২শে শ্রাবণ ১৩৯১

বিষয়-সূচী

চিত্রসূচী

চিত্র-পরিচয় ॥

প্রচ্ছদ ॥ উড্ডীয়মান কমলা রঙের পাখি। স্বাক্ষরিত। তারিখবিহীন। নীল-কালো পশ্চাৎভূমিতে প্যাস্টেল, জলরঙ ও কালিতে কলম ও ব্রাশের কাজ ৪৮ × ৬৩.৫ সেন্টিমিটার। রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ, সংখ্যা ৬ (১৮৪১)

প্রবেশক ॥ ওড়নায় ঢাকা দণ্ডায়মান নারীমূর্তি। পার্শ্বচিত্র। স্বাক্ষরিত। তারিখবিহীন। লাল, নীল, সবুজ ও বাদামী রঙের কালিতে পেন্সিল ও কলমের কাজ ৪৮.২ × ৬৩.৭ সেন্টিমিটার। রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ, সংখ্যা ১৬ (১৮৫১)

কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দূরের কথা*

ঝাপ্‌সা হয়ে থাকে কাছের কথা,

উজ্জ্বলতা

রয়ে গেছে দূরের কাহিনীতে।

নতুন-গাওয়া গীতে

জাদুমন্ত্র মর্ম্মে নাহি পশে

সুরের বাঁধন আলগা হয়ে খসে।

হায় একদা যখন তোমার অভিসারের রথ

পেয়েছিল সহজ সুগম পথ,

ইচ্ছা তোমার পেত না আর নতুন জানার বাধা,

সাধনা নাই, শেষ হয়েছে সাধা।

সহজ কিছুই ছিল নাকো যখন এ নিখিলে

সব দুরাশায় বিঘ্নমাঝে তুমিই সহজ ছিলে।

আশার অতীত হঠাৎ অবকাশে

আস্‌তে তখন পাশে,

একটি ফুলের দানে

চির ফাগুন দিনের হাওয়া আনতে গভীর প্রাণে।

তখন ক্রমে ক্রমে

প্রত্যাশাটার ধার যে গেল কমে,—

পেতেম যাহা তখনি যে পেতেম সীমা তার

তার বেশি নেই আর।

* সানাই কাব্যের "দূরবর্ত্তিনী" কবিতা প্রাথমিক খসড়া; পাণ্ডুলিপিচিত্রের শেষের তিন ছত্র "হঠাৎ মিলন" কবিতার সূচনাংশ। উভয় কবিতার রচনার স্থান আলমোড়া, তারিখ ২৭ মে ১৯৩৭; দ্র. রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ১৮৪, পৃ ২৪

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১. ওঁ

[১৭ জানুয়ারি ১৯০৮]

শিলাইদহ

কল্যাণীয়েষু

আমরা এখন সকলে মিলিয়া পদ্মার উপরে বোটে বাস করিতেছি। এখানে আমাদের শরীর মন বেশ ভালই আছে। কিছুদিন এইখানেই কাটাইয়া যাইব স্থির করিয়াছি। মাঝে কেবল ১১ই মাঘের[১] সময় আমি একলা কলিকাতায় দুই তিন দিনের জন্য যাইব।

চুঁচুড়ায় তোমরা জ্বরে ভুগিয়াছ শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। এবারে জ্বরের প্রকোপ সর্ব্বত্রই।

রথীদের[২] খবর ভালই। তাহারা আনন্দে পড়াশুনা করিতেছে। পরীক্ষাতেও এ পর্য্যন্ত ভাল ফলই পাইয়াছে।

আগামী এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হইয়াছ সংবাদ পাইলে আমি আনন্দিত হইব।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ৩রা মাঘ ১৩১৪

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. ওঁ

[১৩ মার্চ ১৯০৮]

শিলাইদহ

কল্যাণীয়েষু

রথীন্দ্রের[৩] ঠিকানা :

907 W. Green street
Urbana
Illinois, U.S.A.

আমি বৈশাখমাসে বোলপুরে যাইব। যদি সেখানে যাইবার অবকাশ পাও ত

সুখী হইব এবং তুমি যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহার আলোচনা করা যাইবে।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ৩০শে ফাল্গুন ১৩১৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩. ওঁ

[১৫ এপ্রিল ১৯০৮]

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

বোলপুরে আসিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জাজ্বরে পড়িয়াছি। বিদ্যালয়ের[৪] কাজ দুই মাস বন্ধ থাকিবে। কেহ থাকিবে না।

তুমি আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। ইতি ২রা বৈশাখ ১৩১৪[৫] [১৩১৫]

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪. ওঁ

[২৪ নভেম্বর ১৯০৮]

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

আমি মাঝে অসুস্থ ছিলাম। এখন অনেকটা ভাল আছি।

রথীর[৬] চিঠি পাইয়াছি তাহারা ভালই আছে।

আমি বোলপুরেই থাকিব। পৌষমাসেও আমার এইখানেই থাকিবার সম্ভাবনা আছে।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন

ইতি ৯ই অগ্রহায়ণ [১৩১৫][৭]

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫. ওঁ

[২১ মার্চ ১৯০৯]

কল্যাণীয়েষু

আমার শরীর সম্প্রতি তেমন ভাল নাই। এখানে গরম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ গরম পড়ে নাই। বিদ্যালয় বোধ হয় বৈশাখের মাঝামাঝি বন্ধ হইবে— তখন কোথায় থাকিব ঠিক নাই। ছোট ছেলেরা মুকুট[৮] অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছে— ছুটির অনতিপূর্ব্বেই হইবে। বেলা[৯] কলিকাতায় গিয়াছে। এখানে দুই একটি ছেলের পান বসন্ত হইয়াছে— আর সমস্ত খবর ভাল। ইতি— রবিবার [৮ চৈত্র ১৩১৫]

আশীর্ব্বাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. ওঁ

[১৬ এপ্রিল ১৯০৯]

কল্যাণীয়েষু

কয়দিন ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া তোমার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর— ঈশ্বরে তোমার ভক্তি হউক্, সমস্ত শুভ কর্ম্মে তুমি শক্তি লাভ কর, সুখে দুঃখে অবিচলিত থাকিয়া তোমার জীবনকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করিতে থাক। ইতি ৩রা বৈশাখ[১০] ১৩১৬

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭. ওঁ

[৭ ডিসেম্বর ১৯০৯]

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠি কিছুদিন হইল পাইয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি আমাকে নানা কারণে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে সেইজন্য উত্তর দিতে পারি নাই।

তুমি আমার কাছে উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছ। আমার যত বয়স হইতেছে আমি কেবল ইহাই দেখিতেছি পৃথিবীতে একটিমাত্র উপদেশ দিবার বিষয় আছে। কিন্তু সে উপদেশ এত পুরাণো যে কেহ তাহা গ্রাহ্য করে না। নিজের অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার ভক্তি করিবার সাধনা কর তাহা হইলেই বাহিরে সমস্তই ঠিক হইয়া যাইবে এই আমার উপদেশ। সংসারেব দুঃখ শোক প্রলোভন আমাদের পাইয়া বসে সে কেবল আমাদের অন্তর শূন্য বলিয়াই। সকল অবস্থাতেই তিনি আমার মনের মধ্যে বাস করিতেছেন— তিনি নিত্য কালের পিতা হইয়া বন্ধু হইয়া দিনরাত্রি আমার সঙ্গে আছেন ইহাই বোধের দ্বারা জানিতে পারাই সত্যকে জানা— এই সত্যকে লাভ করিলেই সংসারে আর কিছু হইতেই কোনো ভয় থাকে না। প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া নির্ম্মল হৃদয়ের মধ্যে তাঁহার অধিষ্ঠানকে সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ কর— পরিপূর্ণ ভক্তিতে তাঁহার কাছে আপনাকে সমর্পণ করিয়া দাও তাহা হইলেই জীবন সার্থক হইবে— আর কিছুতেই হইবে না।

ঈশ্বরে তোমার ভক্তি হউক্, কল্যাণে তোমার প্রতিষ্ঠা হউক এই আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩১৬

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮।

ওঁ

[৯ এপ্রিল ১৯১০]

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

তুমি ত আমার অবস্থা জান। শরীরের অবস্থার কথা বলি না। আমার মন এখন কোনোমতেই বাহিরের কাজে বিক্ষিপ্ত হইতে চায় না। এখানকার আমলকী গাছ দেখিয়াছি, ফল ধরিবার সময়ে তাহার পাতা বিস্তর ঝরিয়া যায়। মানুষেরও তেমনি এমন একটি বয়স আসে যখন তাহাকে সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য হইতে শক্তিকে সংহত করিয়া আনিতে হয় নহিলে শেষ জীবনে নিষ্ফলতার দণ্ড তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। সেইজন্যেই সভাসমিতি সম্পাদক গ্রন্থকর্ত্তা প্রভৃতির হাত হইতে প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পূর্ব্বকৃত

কর্ম্মের জের সহজে মরিতে চায় না— এইজন্যই নিষ্কৃতি সহজে মিলিতেছে না— আক্রমণের বেগ এখনো পূরা মাত্রায় আছে— কিন্তু প্রতিরোধের চেষ্টায় ঢিল দিলে চলিবে না— কারণ, অন্যের পক্ষে যাহা খেলামাত্র আমার পক্ষে তাহা প্রাণান্তিক ব্যাপার।

এই ত গেল আমার ভিতরের কথা— এ কথা সকলের কাছে বলিতে পারি না কিন্তু তোমার কাছে গোপন করিলাম না। অন্য লোককে এ কৈফিয়ৎ দিয়া ঠেকানো সহজ নহে— অনেক লোক বুঝিবেনা এবং ততোধিক লোক বিশ্বাস করিবে না— তোমার কাছে আমার সে আশঙ্কা নাই।

বাহিরের দিকের কৈফিয়ৎও একেবারে নাই তাহা নহে। প্রথম, বিদ্যালয়ের ছুটি ১২ই তারিখে। দ্বিতীয়, তাহার পর কিছুকাল একটা বিবাহব্যাপারে[১১] নিতান্তই আমাকে লিপ্ত থাকিতে হইবে— পরিত্রাণের কোনো পন্থা নাই। তাহার পরেই বিলম্বমাত্র না করিয়া কোনো একটা দুর্গম স্থানে গিয়া আশ্রয় লইব এই-রূপ সঙ্কল্প মনে আছে। অতএব শীঘ্র যে তোমরা আমার নাগাল পাইবে এমন আশঙ্কা নাই।

যাই হোক্ আসল কথাটা এই যখন আমি অস্থাবর ছিলাম তখন যে-সে পেয়াদার জোরে আমার ক্রোক নিলাম চলিত— এখন একেবারে অস্থাবর[১২] হইয়া বসিয়াছি কথায় কথায় টানাটানি আর চলে না। অবশ্য স্নেহের আদালতের পরোয়ানা অগ্রাহ্য করা যায় না কিন্তু সেটা কোনো সমিতির সম্বন্ধে বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

অল্প বয়সে যখন আমরা সমিতিচর জীব ছিলাম তখন একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে[১৩] ধরিতে গিয়াছিলাম—তিনি বলিয়ছিলেন, "সভা করিতেছ উত্তম কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, "হোমরাচোমরা"দের বাদ দাও।— এখন সেই, সকল কর্ম্মনাশা হোম্‌রা-চোম্‌রার দলে আমরাও গণ্য হইয়াছি, আমরা কেবল ভার বাড়াইতে পারি, প্রাণ সঞ্চার করিতে পারি না। এখন আমাদের বনে যাইবার বয়স, সুতরাং সভায় গেলে কোনো সুবিধা হয় না— অতএব আমাদিগকে নির্ব্বাসন দাও তোমাদের সভার কল্যাণ হউক্। ইতি ২৬শে চৈত্র ১৩১৬

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯. ওঁ

[৩০ এপ্রিল ১৯১০]

কল্যাণীয়েষু

পুরী যাওয়া হইল না। যেখানে আমার চরম গতি সেইখানেই চলিলাম —অর্থাৎ বোলপুরে। ইতি ১৮ই বৈঃ[১৪] ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০. ওঁ

[২৫ জুন ১৯১০]

কল্যাণীয়েষু

অরুণ[১৫] গিরিডি গিয়াছিল লোক পাঠাইয়া সেখান হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আজ কলিকাতায় পাঠাইয়াছি।

কাল রাত্রে হৃৎপিণ্ডের গতি রোধ হইয়া ভোলার[১৬] মৃত্যু হইয়াছে। সন্তোষ আজ মাতাকে সংবাদ দিবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছেন। ইতি ১১ই আষাঢ় ১৩১৭

আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১. ওঁ

[২১ সেপ্টেম্বর ১৯১০]

কল্যাণীয়েষু

আমার শরীর ভাল চল্‌চে না। মাঝে দুবার জ্বরে পড়েছিলুম— ম্যালেরিয়া নয়। এখনো দুর্ব্বল আছি।

বিদ্যালয় ১৭ই আশ্বিনে বন্ধ হবে। তার পরে কলকাতায় যাব। ছুটিতে কোথায় থাকব এখনো ঠিক করতে পারি নি। সম্ভবত শিলাইদহেই যাব।

এখানকার খবর ভাল। ছেলেরা ছুটির পূর্ব্বে একটা কিছু অভিনয় করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছে। তোমার শরীর ভাল আছে ত ?

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন ইতি ৪ঠা আশ্বিন ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২. ওঁ

[২৬ অক্টোবর ১৯১০]

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়েষু

কলিকাতায় আমাদের বাড়িতে গিয়া আমার দেখা পাও নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম।

আমি শিলাইদহে আসিয়া ভালই আছি। মাঝে কয়েকদিন শরীরটা একটু অসুস্থ হইয়াছিল এখানে আসিয়া সেটা অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে। প্রথম কয়দিন এখানে বৃষ্টিবাদল হইয়াছিল এখন সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গিয়া দিনগুলি বড় মধুর হইয়া উঠিয়াছে। ছুটির শেষ পর্য্যন্তই এখানে থাকিব বলিয়া মনে করিয়াছি। রথী এখানে তাহার চাষবাসের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

তোমাকে ম্যালেরিয়ায় বারবার পাড়িতেছে শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। চাণক্যের মতে দুর্জ্জনকে পরিত্যাগ করিবার যে বিধি,[১৭] ম্যালেরিয়াকে পরিহার করিবারও সেই একমাত্র উপায়। আর ত কোনো পন্থা নাই।

তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। ঈশ্বর তোমাকে নিরাময় করুন। ইতি ৯ই কার্ত্তিক ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩. ওঁ

[১৫ এপ্রিল ১৯১১]

কল্যাণীয়েষু

আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ছুটির পূর্ব্বে কলিকাতায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে। ছুটির পরে কোথায় যাইব নিশ্চয় বলিতে পারিনা। যদি ২০ বৈশাখ নাগাদ এখানে আসিতে পার দেখা হইবে।

নববর্ষ তোমার জীবনে মঙ্গল বহন করিয়া অবতীর্ণ হউক্। ইতি ২রা বৈশাখ ১৩১৮

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৪. ওঁ

[১৬ সেপ্টেম্বর ১৯১১]

কল্যাণীয়েষু

পূজার ছুটির পূর্ব্বে কলিকাতায় যাইবার ইচ্ছা নাই। এখন বিদ্যালয়ে অনেক কাজ। মীরা এখন কিছু অসুস্থ অবস্থায় কলিকাতায় আছে—যদি তাহার অসুখ বাড়ে তবে আমাকে যাইতে হইবে নহিলে নয়।

আমাদের এখানে ৬ই আশ্বিনে শারদোৎসব[১৮] হইয়া ছুটি হইবে। তাহার পরে আমি কোথায় যাইব এখনও ঠিক করি নাই। আমার শরীর কিছুদিন হইতে বিশেষ ভাল নাই— সেই জন্য কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাইবার কথা চলিতেছে— কিন্তু সম্ভবত সে আর ঘটিয়া উঠিবে না— দূরে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর। সম্ভবত শিলাইদহে পদ্মার চরে গিয়াই আশ্রয় লইব। যদি সম্ভব হয় তবে তুমি আমাদের ৬ই আশ্বিনের উৎসবে আসিয়া যোগ দিতে পারিলে আনন্দিত হইব।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি শনিবার [৩০ ভাদ্র ১৩১৮]

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৫. ওঁ

কল্যাণীয়েষু

এ শনিবারে সংবর্দ্ধনা[১৯] হইবে না। আগামী শনিবারের পরের শনিবারে অর্থাৎ ১৭ই তারিখে দিন স্থির হইয়াছে। আমি সময়মত খবর পাই নাই বলিয়া আগে হইতে আসিয়া বসিয়া আছি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬. ওঁ

[২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১২]

শিলাইদা
নদিয়া

কল্যাণীয়েষু

অনেকদিন উৎপাতের পর কিছুদিনের জন্য নির্জ্জনবাস আশ্রয় করিয়াছি আবার অল্পকাল পরেই প্রবাসযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এখন এই নদীতীরে আম্রমুকুলের গন্ধমধুর ফাল্গুনের দিনগুলি মাটি করিয়া আমি কোনোমতেই সভা সমিতিতে প্রবেশ করিতে পারিবনা। কেবল এতদিন তোমার জন্যই মনে আমার দ্বিধা ছিল—ভাবিয়াছিলাম যথাসময়ে একবার কাজ সারিয়া আসিব—কিন্তু কলিকাতা হইতে বাহির হইতে দেরি হইল— এখন যে অল্প কয়েকদিন আমার হাতে আছে ইহাকে মাঝখানে চিরিয়া ফেলিতে কোনোমতেই আমার মন সরিতেছেনা এখানে আসিয়া এখানকার গুঞ্জোন্মত্ত মৌমাছিদের মত আমিও লোভে আকৃষ্ট হইয়াছি— মন আমার সারাদিন গুন্‌গুন্‌ করিয়া এখানকার এই আকাশে আকাশে ঘুরিতেছে— কোনো প্রকারের কর্ত্তব্যসাধন এখন আমার দ্বারা কিছুতেই হইবেনা আমি নিতান্তই ফাঁকি দিব— কাহারো কথা শুনিব না। এইত গেল আসল কথাটা। আবার ইহার মধ্যে একটা কর্ত্তব্যও জুটিয়া গেছে। আজ সংবাদ পাইলাম ডাক্তার জগদীশ বসু[২০] কাল রাত্রে আমার এখানে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসিবেন— আগামী সোমবার পর্য্যন্ত আমি অতিথিসৎকারে আবদ্ধ থাকিব। অতএব ভদ্রসমাজে উপস্থিত করিবার মত একটা উপযুক্ত ওজরও পাওয়া গেল। সত্য কথা বলি, বসন্ত পূর্ণিমার উৎসব, দেশহিত সাধনের সময় নহে— এখন প্রকৃতির সভায় নিমন্ত্রণের উদ্যোগ হইয়াছে— ইহা Previous Engagement— এ নিমন্ত্রণলিপি যুগযুগান্তর পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে —অতএব Regret very much ইত্যাদি ইত্যাদি। বিলাত যাত্রার[২১] পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে দেখা হইবেই। তুমি আমার অবস্থা স্মরণ করিয়া মনে কোনো ক্ষোভ রাখিয়োনা এবং অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়ো।

ইতি ১৭ই ফাল্গুন ১৩১৮

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭. ওঁ

[১৫ এপ্রিল ১৯১২]

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমার নববর্ষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

আমি পয়লা বৈশাখের দিন কোনোমতেই শান্তিনিকেতন হইতে দূরে থাকিতে পারিলাম না— তাই শরীরের অস্বাস্থ্য ও অন্যান্য সকল বাধা কাটাইয়া এখানে পালাইয়া আসিয়াছি।

শরীর কিন্তু এখনো ভাল নয়। তাই আবার বিশ্রামের সন্ধানে শীঘ্র কোথাও যাইতে হইবে।

বিদ্যালয়[২২] আগামী শুক্রবারে বন্ধ হইবার কথা— কিন্তু ছেলেরা তাহার দুইতিন [দিন][২৩] আগে হইতে পালাইতে সুরু করিবে। আগামী কাল মঙ্গলবার রাত্রে এখানে ছাত্র অধ্যাপক মিলিয়া রাজা ও রাণী অভিনয় করিবে— তাহার অনেকখানি কাটিয়া ছাঁটিয়া বাদ দিয়া সেটাকে নিষ্কণ্টক করা হইয়াছে। আমি সম্ভবত বুধবারে কলিকাতায় যাইব— কত দিন থাকা হইবে ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছিনা। ইতি সোমবার [২ বৈশাখ ১৩১৯]

আশীর্ব্বাদক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮. ওঁ

[২০ নভেম্বর ১৯১৩]

শান্তিনিকেতন

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

আমি বিষম ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়িয়া তোমার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। আজকাল আমার কিছুমাত্র অবকাশ নাই।

তোমার শরীর সুস্থ নাই শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। আশা করি বায়ু পরিবর্ত্তনের দ্বারা উপকার পাইবে। শীঘ্র আমার কলিকাতায় যাইবার ইচ্ছা নাই। ঐ ডাক্তার উপাধি[২৪] গ্রহণের সময় দায়ে পড়িয়া যাইতে হইবে। সেটা

কবে আমি ঠিক জানিনা। বোধকরি ডিসেম্বর মাসের কোনো এক তারিখে। যদি সে সময়ে কলিকাতায় তোমার আসা হয় তবে দেখা হইতে পারিবে।

ভগবান তোমাদের উভয়ের কল্যাণ করুন এই আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ। ইতি ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩২০

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯. ওঁ

[১৫ জুন ১৯১৪]

কলিকাতা

কল্যাণীয়েষু

রামগড় হইতে কাল প্রাতে ফিরিয়াছি। এ ত কালিদাসের রামগিরি নয়। সে রামগিরি মধ্যভারতে, আর এ যে হিমালয়ে। আমি বোধ হয় আগামী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত এখানে আছি তারপরে বোলপুরে যাইব। তোমার পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য উৎসুক আছি। তোমরা উভয়ে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ১ আষাঢ় ১৩২১

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০. ওঁ

[২৬ জানুয়ারি ১৯১৮]

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

সেই টাকাটা শোধ করিয়াছ শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার শরীর মন অত্যন্ত ক্লান্ত আছে। ভ্রমণে বাহির হইবার কথা ছিল কিন্তু বোধ হয় তাহা ঘটিয়া উঠিবে না।

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি ১৩ই মাঘ ১৩২৪

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১. ওঁ

[১৪ জুলাই ১৯১৮]

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

শীঘ্র কলিকাতায় যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। এখানে আসিলে আমার সঙ্গে দেখা হইবে। ইতি ৩০ আষাঢ় ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২. ওঁ

[১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৮]

কল্যাণীয়েষু

গিরিডিতে আশা করি তোমরা ছেলেদের লইয়া ভালই আছ। ওখানকার জলহাওয়া স্বাস্থ্যকর। আমাদের এ অঞ্চলে এবার অসম্ভব রকম বৃষ্টি হওয়াতে স্বাস্থ্য তেমন ভাল নাই অনেক ছেলে জ্বরে পড়িয়াছে। ভাদ্র প্রায় শেষ হইল তবু বৃষ্টির বিরাম নাই। বিদ্যালয়ে ক্লাস পড়ানোর কাজে আজকাল আমার বিশ্রাম নাই বলিলেই হয়। ছুটি হইতে এখনো তিন সপ্তাহ আছে তখন যে কোথাও যাওয়া ঘটিবে এমন সম্ভাবনা অল্প। এবারে বন্যা প্রভৃতি নানা কারণে আমাদের দুঃসময় আসিয়াছে। তোমরা দুজনে আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি ২৯ ভাদ্র ১৩২৫

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩. ওঁ

[১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৮]

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

তুমি কলিকাতায় থাকিয়া বিনা মূলধনে যদি কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইতে পার সে ত ভালই হয়। দালালী এবং এজেন্সি এই দুই কাজ আছে। ইহাতে

ঘরের কড়ি লাগে না বটে কিন্তু পরিশ্রম দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার দরকার। তুমি বাজার চিনিয়া লইয়া এই সব কাজে লাগিয়া যাইতে পার ত ভালই হয়। ক্রমে যখন নৈপুণ্য লাভ করিবে তখন টাকা খাটাইয়া কাজ করিতে বাধিবে না। আর যাই কর, চাষ কিম্বা গোপালনে যেন তোমার মন না যায়। আমরা বিদ্যালয়ে একটি Co-operative Store[২৫] খুলিবার চেষ্টায় আছি। আমাদের এখানে বৎসরে ৩০।৪০ হাজার টাকার জিনিষ কেনা হয় সুতরাং যদি কোনো ব্যবস্থা করিতে পারি তবে অনেক অপব্যয় বাঁচিবে। ইতি ১ আশ্বিন ১৩২৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪. ওঁ

[২১ অক্টোবর ১৯২১]

কল্যাণীয়েষু

তোমার ঘরে অসুখ-বিসুখ শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। এমন অবস্থায় কলিকাতায় না থাকিয়া দেওঘরে যাওয়াই উচিত। আমাদের আশ্রমে সম্প্রতি রোগীর সংখ্যা অল্প নহে। আমার চিকিৎসাই চলিতেছে কিন্তু আমি ত হাতুড়ে তাই চিকিৎসা করিতে গিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় থাকিতে হয়। এখন তোমরা এখানে আস নাই ভালই হইয়াছে এবারে বর্ষা বেশি হওয়াতে বোধ হয় ঋতু পরিবর্তন উপলক্ষ্যে জ্বরের প্রকোপ বাড়িয়াছে। ইতি ৪ কার্তিক ১৩২৮

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-প্রসঙ্গ

অচ্যুতচন্দ্র সরকার সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র এবং শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র। অচ্যুতচন্দ্রের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে তাঁর পিতৃদেব অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যে-সকল পত্র লেখেন তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া অক্ষয়চন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী থেকে জানা যায় (দ্র. রবীন্দ্রবীক্ষা-১০)।

রবীন্দ্রবীক্ষার বর্তমান (একাদশ) সংকলনে অচ্যুতচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চব্বিশটি পত্র মুদ্রিত হল। এই পত্রগুলি অচ্যুতচন্দ্রের উপহাররূপে রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত। ১৯০৮ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে লেখা পত্রগুলি মুখ্যত রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি ঘটনার বিবরণ হলেও ছাত্রবৎসল রবীন্দ্রনাথকে এখানে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

টীকা

পত্র ১। ১ ব্রাহ্মসমাজের নবগৃহ প্রবেশের দিন ১১ই মাঘ রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষ তৎপর্যপূর্ণ ছিল। তিনি এই পুণ্যদিনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন 'নবযুগের উৎসব' নামক সারগর্ভ প্রবন্ধটিতে।

২ আমেরিকায় অধ্যয়নরত কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর সহপাঠী কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের প্রথম পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার।

পত্র ২। ৩ কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ।

পত্র ৩। ৪ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়।

৫ অনবধানতাবশে '১৩১৪' লেখা হয়েছে। পোস্টকার্ডে লেখা পত্রে ডাকঘরের ছাপ দেওয়া ইংরেজি সাল অনুসারে বাংলা সন হয় ১৩১৫।

পত্র ৪। ৬ কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ।

৭ পোস্টকার্ডে লেখা পত্রে ডাকঘরের ছাপ দেওয়া ইংরেজি সাল অনুসারে বাংলা সন হয় ১৩১৫।

পত্র ৫। ৮ শান্তিনিকেতনে 'মুকুট' নাটকের প্রথম অভিনয় হয় গ্রীষ্মাবকাশের অব্যবহিত পূর্বে।

৯ কবির প্রথমা কন্যা বেলা বা মাধুরীলতা।

পত্র ৬। ১০ চিঠিতে ডাকঘরের ছাপ দেওয়া ইংরেজি তারিখ 17 Apr. সে অনুসারে বলা যায়, চিঠি যেদিন লেখা হয়েছে ডাকে পাঠানো হয়েছে তার পরের দিন।

পত্র ৮। ১১ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তীর সহিত লাবণ্যলেখার বিবাহ। এতদুপলক্ষে কলকাতায় যাওয়ার তারিখ ৩০ বৈশাখ ১৩১৭।

১২ অনবধানতাবশে 'স্থাবর' লিখতে গিয়ে 'অস্থাবর' লিখেছেন।

১৩ 'সারস্বত সমাজে'র প্রথম অধিবেশনে (২ শ্রাবণ ১২৮৯) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আমন্ত্রণ করতে গেলে তিনি বলেছিলেন, "আমি পরামর্শ দিতেছি আমার মতো লোককে পরিত্যাগ করো— হোমরাচোমরাদের লইয়া কোনো কাজ হইবে না, কাহারো সঙ্গে কাহারো মতে মিলিবে না।" (দ্র. জীবনস্মৃতি : সারস্বত সমাজ অধ্যায়।

পত্র ৯। ১৪ অনবধানতাবশে '১৭ই বৈশাখ' লিখতে গিয়ে '১৮ই বৈশাখ' লিখেছেন। পত্রে ডাকঘরের ছাপে তারিখ 30 Apr. এবং ১৭ই বৈশাখ অভিন্ন দিন।

পত্র ১০। ১৫ শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের ছাত্র—সাহিত্যাচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের পুত্র— অরুণচন্দ্র সেন।

১৬ সরোজচন্দ্র মজুমদার— কবিবন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের মধ্যম পুত্র এবং সন্তোষচন্দ্রের অনুজ; কবির কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহপাঠী। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিশেষ আদর্শরূপে 'ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত' তিনজন ছাত্রের মধ্যে অন্যতম।

পত্র ১২। ১৭ 'হস্তী হস্তসহস্রেণ শতহস্তেন বাজিনম্।
শৃঙ্গিনো দশহস্তেন স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ ॥

—চাণ্যকশ্লোক

পত্র ১৪। ১৮ শারদোৎসব নাটক অভিনয়ের তারিখ ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ৬ আশ্বিন। সন্ন্যাসীর ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

পত্র ১৫। ১৯ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্রসভ্যগণ ও রবীন্দ্রসংবর্ধনাসমিতির সদস্যগণ -কর্তৃক কবি-সংবর্ধনার তারিখ ছিল ৩ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু পত্রে রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি-মতে দেখা যায়, উক্ত সংবর্ধনার তারিখ ছিল ১৭ ফেব্রুয়ারি (১৯১২)।

পত্র ১৬। ২০ বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

২১ রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রার তারিখ ২৪ মে ১৯১২।

পত্র ১৭। ২২ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়।

২৩ 'দিন' কথাটি বাদ পড়েছে।

পত্র ১৮। ২৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে (২৬ ডিসেম্বর ১৯১৩) কবিকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি দেওয়া হয়।

পত্র ২৩। ২৫ শান্তিনিকেতন সমবায় ভাণ্ডার লিমিটেড (বিধিবিধান রেজিস্ট্রেশন নং ৩৯৩; তারিখ ২০।১২।১৯১৮) বর্তমানে অবলুপ্ত। উক্ত বিপণির স্মৃতিসূত্রেই পরবর্তী-কালে স্থাপিত হয়েছে অধুনা প্রচলিত 'বিশ্বভারতী সমবায় সমিতি'।

বৈষ্ণব পদাবলী,

বাউল গান,

ও

প্রাচীন হিন্দী গানের

ইংরেজি রূপান্তর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত মূল হিন্দী ও তৎ-কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

এবং রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর

পাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮(২), পৃ ৫

পদাবলী, বাউল ও প্রাচীন হিন্দী গানের ইংরেজি রূপান্তর

১.

My loves smiles and speaks softly looking in my face. He waits at the roadside to mingle his shadow with mine. O my friend, he is more than anything I know, and she who loves him is distraught. He is my joy taken form and budding with love. When my skirt is blown by the wind he passes near me to feel its touch. He suddenly *starts* while walking turning his head towards me, stealing my heart. Gnanadas says, "The love of the beloved has pierced your being."[১]

পদাবলী :

হাসিয়া হাসিয়া, মুখ নিরখিয়ে
মধুর কথাটী কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয় ॥
আলো সই সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গে যে পিরীতি করয়ে
কি জানি কি তার হয়।
সহজে রসের আকার সে যে
ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন উড়িতে, আপন
অঙ্গেতে ঠেকাইয়া যায় ॥
চমক চলনি ও গিম দোলনি
রমণী মানস চোর।
জ্ঞানদাস কহে, সো পিয়া-পিরীতি
মরমে পশিল তোর ॥[২]

২.

What more shall I say, beloved ? That I may love you in life and death, in birth after birth, such is my prayer. My heart is prisoner at your feet.

১ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি অভিজ্ঞান ১, No. I, পৃ ৬৮

২ জ্ঞানদাসের পদ, ধানশী, পদরত্নাবলী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার -কর্তৃক সম্পাদিত, বৈশাখ ১২৯২, পৃ ২৮-২৯

I give everything I have to you and with all my heart I become your servant for ever. I am a simple girl taking my shelter in your great love— do not forsake me ; For I have none besides you to call me his own. It is death for me to miss the sight of your face though for but a twinkling of an eye. Chandidas says, "Maiden, your love is a gem that turns everything it touches into gold."[৩]

পদাবলী :

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হৈলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
এ কুলে ও কুলে, দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে, পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥[৪]

৩ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি অভিজ্ঞান ১, No. II, পৃ ৬৮

৪ চণ্ডীদাসের পদ, সুহই, দ্র পদরত্নাবলী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার -কর্তৃক সম্পাদিত, বৈশাখ ১২৯২, পৃ ৪৫-৪৬

৩.

Lightnings flash where she turns her face. Phantom lotus blooms and fades at each step of her flushing feet. O friend, who is that maiden who makes such sport of my heart ? The least movement of her brows is like the ripple of the blue river, her eyes and her smiles are like the dance of flowers in the spring breeze. Govindadas says, "Do you not know her, O Kan, she is Rai."[৫]

পদাবলী :

যঁহি যঁহি নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তঁহি তঁহি বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই॥
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহিঁ খেলি॥
যঁহি যঁহি ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তঁহি তঁহি উথলই কালিন্দী হিলোল॥
যঁহি যঁহি তরল বিলোচন পড়ই।
তঁহি তঁহি নীল উৎপল বন ভরই॥
যঁহি যঁহি হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তঁহি তঁহি কুন্দ কুসুম পরকাশ॥
গোবিন্দ দাস কহ মুগধল কান।
চিন লহুঁ রাই চিনল নাহি জান॥[৬]

৪.

He keeps me before him, touching me with his hands and standing with eyes that gaze at me from everywhere. It gives me a pain of joy to think that he who is coveted by all the world is like a child before me. He keeps the lamp burning by my bed watching all night ; takes me to his arms and kisses me with an eager cry. I am to him like a treasure found

৫ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি অভিজ্ঞান ১, No. VI, পৃ ৭০

৬ গোবিন্দদাসের পদ, ৯২২, দ্র পদরত্নাবলী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার -কর্তৃক সম্পাদিত, বৈশাখ ১২৯২, পৃ ৮৪

by the poor—he is afraid to put me away from his bosom for a moment lest he loses me. He holds his hands now on my head now on my breast keeping his eyes shut in ecstacy and Balaram knows not what to say to this.[৭]

পদাবলী :

রাতি দিন চোখে চোখে, বসিয়া সদাই দেখে
ঘন ঘন মুখখানি মাজে।
উলটি পালটি চায়, সোয়াস্ত নাহিক পায়
কত বা আবৃত্তি হিয়ার মাঝে
সোই ও দুখ লাগিয়াছে মনে।
যারে বিদগধ রায়, বলিয়া জগতে গায়
মোর আগে কিছুই না জানে॥
জালিয়া উজ্জ্বল বাতি, জাগি পোহাল রাতি
নিদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে।
ঘন ঘন করে কোলে, ক্ষণে করে উতরোলে
তিলে শতবার মুখ চুমে॥
ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে, ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে
হিয়া হৈতে শেজে না শোয়ায়।
দারিদ্রের ধন হেন, রাখিতে না পায় স্থান
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়॥
ধরিয়া দুখানি হাতে, কখন ধরয়ে মাথে
ক্ষণে ধরে হিয়ার উপরে।
ক্ষণে পুলকিত হয়, ক্ষণে আঁখি মুদি রয়
বলরাম কি কহিতে পারে॥[৮]

৫.

It was the time of dusk when she came out of her house and went like a line of lightning across the cloud. Her youth was like a wreath of fresh flowers, a glimpse of which set my love aflame. Her fair limbs shone

৭ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি অভিজ্ঞান ১, No. VII, পৃ ৭০

৮ বলরামদাসের পদ, ধানশী, দ্র. পদরত্নাবলী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার -কর্তৃক সম্পাদিত, বৈশাখ ১২৯২, পৃ ৯৬

through her light veil like a golden image,—her waist slight and the corners of her eyes glancing. With a smile she darted her look into my heart. The poet Vidyapati prays "May the king of my land live for ever".[৯]

পদাবলী :

জব গোধুলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহর ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহা
দন্দ পসারি গেলি ॥
ধনি অলপ বয়সী বালা
জনু গাঁথনি পুহপ মালা।
থোরি দরসনে আস না পূরল
বাঢ়ল মদন জালা ॥
গোরি কলেবর নূনা
জনু আঁচরে উজোর সোনা।
কেসরি জিনিয়া মাঝহিঁ খীন
দুলহ লোচন কোনা ॥
ঈসত হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ন বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভানে ॥[১০]

৬.

The sight of your face gives me life, you are my wealth, you are my all. With your image in my heart I sought you everywhere, to find you at last. O Rai, the treasure of this land of Braja, I know not how I came upon you. I feel like a beggar seeking a handful of rice, suddenly showered upon with gold. "Fortunate has been the meeting" says Natabar "of Rai and Shyam."[১১]

৯ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি অভিজ্ঞান ১, No. VIII, পৃ ৭০-৭১

১০ বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পদ, শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ, চার, দ্র বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্যসংসদ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ ৭৮

১১ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি অভিজ্ঞান ১, No. IX, পৃ ৭১

পদাবলী :

তোমার বদন আমার জীবন
সরবস ধন তুমি ।
তোমা ধরি চিতে খুঁজিতে খুঁজিতে
আসিয়া পাইলাম আমি ॥
রাই হে কি মোর করম ভাগি ।
ব্রজের জীবন সবাকার ধন
আসিয়া পাইলাম লাগি ॥
দরিদ্রের মত ফিরিয়ে জগতে
চণক মুঠির আশে ।
তার মাঝে যেন হেম বরিষণ
বিধি মিলাওল পাশে ॥
এত দিনে মোর আশ পূরল
ভাঙ্গল মনের ধন্দ ।
কহে নটবর এ হেন দুর্লভ
রাইয়ের শ্যামর চন্দ ॥[১২]

৭.

It is a far away land for you to come to, O woman, frail as you are. The simple loveliness of your face makes love sigh. Sit by me and rest, or you will pale and fade like a shadow. Let me fan you with my mantle. It gives me a thrill of pain to think that you walked on the rough road with these tender feet. How could your kiss at home have the heart to send you to sell milk all alone ? Do not turn your face away from me and cover it with your skirt. "She who has to sell her things" says Gnanadas "must be sweetspoken".[১৩]

পদাবলী :

কি লাগিয়া আইলা দূর দেশে ।
তোমার সহজ রূপ কাম হেরি কান্দে হে
ভুবন ভুলাও না বেশে ॥

১২ নটবরদাসের পদ, ধানশী, দ্র বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্যসংসদ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ ৯৩৯

১৩ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি অভিজ্ঞান ১, No. XI, পৃ ৭২

আইস বৈস মোর কাছে   মোরে মিলাও পাছে
বসনে করিয়ে মন্দ বায় ।
এ দুখানি রাঙ্গা পায়   কেমনে হাঁটিছ তায়
দেখিয়া হালিছে মোর গায় ॥
কেমন তোমার গুরুজন   কি সাধে সাধিল ধন
কেনে বিকে পাঠাইল তোমা ।
তোর নিজ গতি যে   কেমনে বাঁচিবে সে
পাঠাইয়া চিতে দিয়া খেমা ॥
হাসি হাসি মোড় মুখ   বসনে ঝাঁপিছ বুক
দেখিয়া হইলুঁ বড় দুখী ।
জ্ঞানদাসেতে কয়   পসারী যে জন হয়
রসাল বচনে করে বিকি ॥[১৪]

৮.

My love brought flowers to deck me and dressed my hair with his own hands. O friend, how can I tell you of my happiness? I am like a plant of fragrant cloves which had been scorched by the forest fire, putting out new leaves and flowers. I am like the lotus killed by the breath of winter walking into new life at the kiss of the sun. After he had decked me, my beloved clasped me to his heart in joy. "O that I could die for such love" says Anantadas "taking all its ills with me."[১৫]

পদাবলী :

বিবিধ কুসুম   আনিয়া নাগর
করল আমার বেশ ।
বেণী বানাইয়া   কবরী বান্ধিল
যতনে আঁচড়ি কেশ ॥
সখি হে কি কব সুখের কথা ।
দাবানলে পুড়ি   ফুল বিথারল
যৈছন লবঙ্গলতা ॥

১৪ জ্ঞানদাসের পদ, ধানশী, দ্র বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্যসংসদ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ ৪০৩

১৫ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি অভিজ্ঞান ১, No. XII, পৃ ৭২

দারুণ শিশিরে পদ্মিনি জনু
জীবনে মরিয়া ছিল।
প্রবল রবির কিরণ পাইয়া
জনু বিকসিত ভেল ॥
ঐছে মোর পিয়া বেশ বানাইয়া
রাখিল হিয়ায় ভরি ॥
এ দাস অনন্ত কহই পিরিতি
বালাই লইয়া মরি ॥[১৬]

৯.

My beloved, I am proud with the pride that comes from you—I am beautiful because you love me. I wish I could clasp your feet to my breast for ever. The others have many pleasures to beguile them but you are my only one and my all—you are more than my life to me. Your vision is ever before my eyes and your touch on my limbs. Gnanadas says, "Your love dwells in the heart of her heart."[১৭]

পদাবলী :

তোমার গরবে গরবিনি হাম
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ
সদা লয়্যা রাখি বুকে ॥
অন্যের আছয়ে অনেক জন
আমার কেবলি তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি ॥
শিশুকাল হৈতে মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
সখীগণ গণে জীবন অধিক
পরাণ বঁধুয়া তুমি ॥

১৬ অনন্তদাসের পদ, তথারাগ, দ্র বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্যসংসদ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ ২৫৩

১৭ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি অভিজ্ঞান ১, No. XIII, পৃ ৭২

নয়ন অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাস কহে কালার পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা ॥[১৮]

১০.

After so many days you have come to me at last, my friend ! If I had died in the meanwhile I should not have met you. I could bear the pain that I have borne only because I am a woman. Were I a stone I should have melted. But let my sufferings be, tell me were you happy while away ? Now that I have got my lost treasure back I shall not mourn for the past days, but pray that this moments' gladness be sweet with the birds' notes, bees's hum and the softness of the summer breeze. Chandidas rejoices, for the days of happiness have come back.[১৯]

পদাবলী :

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥
এ সব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥
ক সব দুঃখ গেল হে দূরে।
হারন রতন পাইলাম কোরে ॥
(এখন) কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ ॥

১৮ জ্ঞানদাসের পদ, শ্রীরাগ, দ্র বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্যসংসদ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ ৪৫৩-৪৫৪

১৯ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি অভিজ্ঞান ১, No. XV পৃ ৭৩

বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ বিলাসে ॥[২০]

১১.

O sister, my sorrow knows no bounds. August comes burdened with rain clouds and my house is desolate. The stormy sky growls, the earth is flooded with rain. My love is gone and my heart is torn with anguish The peacocks dance at the rumbling of the clouds and croaking of frogs. The night brims with darkness flicked with flashes of lightnings. Vidyapati asks, "O maiden how are you to spend your days and nights without him."[২১]

পদাবলী :

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘন খর শর হন্তিয়া ॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥[২২]

২০ চণ্ডীদাসের পদ, ভূপালী, দ্র বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্যসংসদ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ ৭১

২১ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি অভিজ্ঞান ১, No. III, পৃ ৬৮
মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র
Oh Sakhi, my sorrow knows no bounds, Vaishnava Songs, 1, *The Fugitive*, p. 45

২২ বিদ্যাপতির পদ, জয় জয়ন্তি, দ্র পদরত্নাবলী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার -কর্তৃক সম্পাদিত, বৈশাখ ১২৯২, পৃ ৬২-৬৩

১২.

Lucky was my awakening from sleep this morning, for I saw my beloved. The sky was one piece of joy and my life and youth were fulfilled. Today in fullest truth my house became my house and my body my body. My God proved my friend and all my doubts were dispelled. O birds, sing your best, O moon, shed your fairest light ! Let fly your darts, Love god, in millions ! I wait for the moment when my body will grow gold with his touch. Vidyapati says, "You have immense good fortune and blessed is your young love !"[২৩]

পদাবলী :

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়লু,
পেখলু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন, সফল করি মানলু,
দশদিশে ভেল আনন্দা॥
আজি মঝু গেহ, গেহ করি মানলু,
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়লু,
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব, লাখ ডাক ডাকউ,
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব, লাখবাণ হউ,
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু যবহুঁ পিয়া সঙ্গ হোয়ত,
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগী নহ,
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥[২৪]

২৩ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি অভিজ্ঞান ১, No. IV, পৃ ৬৯
মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র
Lucky was my awakening this morning..., Vaishnava Songs, 2, *The Fugitive*, p. 46

২৪ বিদ্যাপতির পদ, পাঠান্তর শ্রীরাগ, দ্র পদরত্নাবলী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার -কর্তৃক সম্পাদিত, বৈশাখ ১২৯২, পৃ ৬৮

১৩.

There where walks my beloved my body becomes the dust of the earth and where he bathes in the lake I become one with the water. O sister, my love crosses the limit of separation and death when I meet him thus. My body melts into the light that shines on the mirror where he sees his face. I become the breeze to kiss him when he moves his fan and wherever he wanders I embrace him as the sky. Govindadas says, "You are the gold, fair maiden, clasping him who is the emerald."[২৫]

পদাবলী :

যাহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহু নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদ্বন্দ্ব।
ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ॥
যো দরপণে গঁহু নিজমুখ চাহ।
মঝু অঙ্গজ্যোতি হইয়ে তথি মাহ॥
যো বীজনে পঁহু বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হোই মৃদু বাত॥
যাঁহা পঁহু ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইয়ে সেই ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরি।
সো মরকত তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥[২৬]

১৪.

"Buy fruits", "Buy fruits", cries the woman at the door. The child Hari came out of the house with a handful of rice, "Give me fruits," said he,

২৫ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি অভিজ্ঞান ১, No. V, পৃ ৬৯
মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র
I feel my body vanishing into the dust whereon my beloved walks..., Vaishnava Songs, 3, *The Fugitive*, p. 46-47

২৬ গোবিন্দদাসের পদ, গান্ধার, দ্র পদরত্নাবলী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার -কর্তৃক সম্পাদিত, বৈশাখ ১২৯২, পৃ ৮২

putting the rice in her basket. The fruitseller gazed at his face with eyes swimming with tears. "Who is the fortunate mother" she cried, "who clasped you in her arms and fed you at her breasts—whom your dear voice called mother?" Ghanashyam says "Offer your fruits, fruitseller to him, and with it your life."[২৭]

পদাবলী :

ফল লেহ ফল লেহ ডাকে ফলওয়ারী ।
চ্যুত ধান্য শুধা করে আইলা শ্রীহরি ॥
পসারে ফেলিয়া ধান্য ফল দেহ বোলে ।
অনিমিখে পসারিণী সে মুখ নেহালে ॥
নয়নে গলয়ে ধারা দেখি মুখখানি ।
কার ঘরের শিশু তুমি যাইয়ে নিছনি ॥
কোন পুণ্যবতী তোমা করিলেক কোলে ।
কাহারে জননী বলি স্তন পান কৈলে ॥
ঘনরাম দাসে বোলে শুন পসারিণি ।
ফলের সহিত কর জীবন নিছনি ॥[২৮]

১৫.

My love, I will keep you hidden in my dark eyes, I will weave your image like a gem in my joy with all my tender thoughts and hold it on my bosom. You are in my heart from my childhood throughout my life, my youth, my dreams. You dwell in me when I sleep and when I wake. I am woman, and bear with me tenderly if you find me wanting. For I have thought and for certain in that all that is life for me in this world is

২৭ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ১, No. X, পৃ. ৭১
মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র.
"Fruit to sell, Fruit to sell", cried the woman at the door., Vaishnava Songs, 5, *The Fugitive*, p. 48.

২৮ ঘনরাম [রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরেজি রূপান্তরে 'ঘনশ্যাম'] দাসের পদ, তথারাগ, দ্র. বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য-সংসদ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৮, পৃ. ৯৯৩

৬

your love, and if I lose you for a moment I die. Chandidas says, "Have mercy on her who is yours in life and death."[২৯]

পদাবলী :

বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব।
শিশুকাল হৈতে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার।
ধনজন মন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার।
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে
কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি হয় শতকোটি
সকলি করিবে ক্ষমা।
না ঠেলিয়ো বলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম তোমা বঁধু বিনে
আর কেহ নাহি মোর।
তিলে আঁখি আড় করিতে না পারি
তবে যে মরি আমি।
চণ্ডিদাস ভণে অনুগত জনে
দয়া না ছাড়িয়ো তুমি।[৩০]

১৬.

The Cattle do not move, waiting for the shepherd boy, & shepherds' flutes remain silent Mother, we want your child for our joy—he is unhappy

২৯ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ১, No. XIV, পৃ. ৭৩
মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র.
'My love, I will keep you hidden in my eyes...', Vaishnava Songs, 4, *The Fugitive*, p. 47-48

৩০ চণ্ডিদাসের পদ, ভাবসম্মিলন, দ্র. রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ২২৫, পৃ. ৪২

The cattle do not move, waiting for the shepherd boy,
& shepherds' flutes remain silent.
Mother, we want your child for our joy—
he is unhappy in your house when away from us all.
Send him to us as he is, never minding about his dress,
for we shall dress him and deck him with our own things.
Your house has the wonderful child, but it will be like a
dark cell if he is not given to us
How can you deny them for whose sake the lotus has blossomed in your
heart's lake thus miss its meaning?
For he is the wealth not for hoarding and you shall lose him
by trying to keep him shut
He belongs to the world and not only to your house
and therefore we are bold to claim him.
It is death for you to give him away but you must bear it
Offer him to us smilingly if you can,
if you can not yet with tears part
with him,
for he is ours, he is for giving away.

in your house when away from us all. Send him to us as he is, never minding about his dress, for we shall dress him with our own things.
Your house has the wondrous child, but it will be dismal like a dark cell if he is not given to us.
How can you deny them for whom the lotus has blossomed in your heart's lake & thus miss its meaning ?
For he is the wealth not for hoarding and you shall lose him by trying to keep him shut.
He belongs to the world and not to your house only and therefore we are bold to claim him.
It is death for you to give him away but you must bear it.
Offer him to us smilingly if you can,
if you connot yet with tears part with him,
for he is ours, he is for giving away.[৩১]

বাংলা পাঠ (আংশিক) :

গোপালকে তোর দিতে হবে।
গোপাল যে জগতের নিধি
কেম্‌নে তারে রাখবি ধরে।
জগতেরই নিধি বলে দুর্লভ এই ধন
তোর আপন ঘরের নিধি হৈলে চাইতো বা কোন জন ?
পারিস যদি দিবি মাগো দিবি হেসে হেসে।
না হয় তোর দিতে হবে আঁখির জলে ভেসে।
তবু দিতে হবে।[৩২]

১৭.

Bring him not into your house who is begged by your eyes but accept him for whom cries your life. I foolishly open my doors only to him who is seen, and them I lose what I find. Yet the lesson is lost on me over and over again. They are no gains but bonds that I gather and I weep. Leave

৩১ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ৭৭, পৃ. ১৩ (একাধিক পাণ্ডুলিপিতে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়)।

৩২ রচয়িতার নাম আমাদের জানা নেই। উদ্‌ধৃত (আংশিক) বাংলা পাঠ পাওয়া যায় ক্ষিতিমোহন সেন -প্রণীত 'চিন্ময় বঙ্গ' (এপ্রিল ১৯৫৮) পুস্তকের ২১৭ পৃষ্ঠায়।

hold of that which must go and be free. There is he who fills your house and the outside, call him, sell everything you have to make his seat, set fire to your comforts smiling and dancing and hold him to your heart who is life and death.[৩৩]

মূল বাংলা :

নয়ন যাচা যে জন তারে আনিস্‌না ঘরে।
পরাণ যাচা রতন তারে ল'গো ল'বরে ॥
(আমি) দুয়ার খুলি সেই জনারে, (যারে) চোখে যায় দেখা।
(আমি) কত কি পাই সবই হারাই, তবো হয়না-গো শিখা ॥
আমার যতই বান্ধন ততই কান্দন এই কি গো কপালের লিখা ॥
যাওয়ার যে রে ছাইড়া দেরে রাখিছ না ধরে ॥
বাইরে ঘরে যে জন ভরে তারে ল' যাইচা
বসতে তারে আসন দেরে সকল ধন বেইচা
সুখের ঘরে আগুন দেরে হাইসা আর নাইচা
যে বাঁচন মরণ পরম (পরশ) (পরাণ) রতন (তারে) রাখ বুকে করে ॥

১৮.

I want my play with you, my playful lover !
The want is not only in me but also in you.
For your lips must have their smile, and your flute
its music. Your joy is in my love and therefore
you are importunate.[৩৪]

৩৩ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ১২৮ (১) পৃ. ৮-৯
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত বাউল গান দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ। মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র.
'Bring him not into your house as the guest of your eyes...', quoted by Rabindranath in "An Indian Folk Religion", *Creative Unity*, p. 85.

৩৪ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ১২৮ (১) পৃ. ১
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত বাউল গান দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ। মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র.
'This longing to meet in the play of love, my Lover, is not only mine but yours...', Baul Songs, 1, *The Fugitive*, p. 113

মূল বাংলা :

আজি তোমার সঙ্গে আমার হোরি, ওগো রসরায়।
আমার একলা দায় নহেগো, (ওগো) রয়েছে তোমারো দায়।
তোমার মুখের চাই তো হাসি, তোমার স্বরের (ফুকের) চাইতো বাঁশী
আমার অঙ্গে (প্রেমে) তোমার বিলাস, তাই ধরতে যে হয় আমারো পায়

১৯.

If you call me when I am on the road I cannot walk.
My heart aches, my eye fill with tears, and your
voice holds me fast, my beloved.
If you call me from the near how can I travel further ?
and why need I ? O dweller of my heart ![৩৫]

মূল বাংলা :

আমায় পথের মাঝে ডাকো যদি, এগুতে না পারি ॥
আমায় ধরো গোপাল এমনি করে, পরাণ আমার যায়রে ভরে
পরাণ ব্যাকুল, নয়ন ঝরে চল্‌তে যে আর নারি ॥
কাছেই যদি ডাক মোরে, দূরে যাব কেমন করে
যাবই বা আর কিসের তরে, ওগো হৃদ্‌বিহারী ॥

২০.

You are the sea, I am the boat and you are also the boatman. If you do not take me ashore but allow me to sink I am willing, for why should I be foolish and afraid ? Is the shore greater than you are ? If you are merely the harbour as they say then what is this sea ? O let it break in surges, and when you wish to toss me in waves I do not want calm. I am

৩৫ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (১) পৃ ১-২
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত বাউল গান দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ। মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র.
'I sit here on the road ; do not ask me to walk further...', Baul Songs, 2, *The Fugitive*, p. 113-114

in peace with you whatever you are : kill me or save me yourself, only leave me not in other's hands. Such is my prayer.[৩৬]

মূল বাংলা :

ওগো মূলাধার, তুমি আপ্নে কর পার, আমি চাহিনা নিস্তার।
তুমিই সাগর আমিই তরী তুমিই খেওয়ার মাঝি
কূল না দিয়া ডুবাও যদি তাতেই পরাণ রাজি।
ওগো তোমা হৈতে কূল কি বড় ভরম কি আমার ॥
কূল তুমি হে অকূল গোসাঁই সাগর তবে কে।
ওরে তার উপরে লহর গোসাঁই যতই খুসী দে।
আপ্নে যদি ঝুল দিতে চাও থির চাহি না আর ॥
আপ্নে যাহা হওনা গোসাঁই নাই তাতে মোর মানা
আরের হাতে সৈপো না গো দেই গো তোমায় জানা
আপ্নে রাখ আপ্নে মার ওগো সারাৎসার ॥

২১.

Where love is given love only is the prize neither pain nor pleasure. Love binds all, but who can bind love ? It lives in all attachments, love is never a thing apart in itself. The love fire is lighted from the love fire but where is the original flame ? It is in your being, it leaps up from the blows of pain. When the hidden fire blazes forth then in and the out are made one, and the barriers are burnt to ashes. Oh, let the pain be fiercely glowing bursting the heart and smiting the darkness. Why should you be afraid of it if you must have love.

Madan says, "Oh foolish friend, do you hope to buy love in the world's

৩৬ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (১) পৃ. ৩, ৪

ক্ষিতিমোহন সেন-সংগৃহীত বাউল গান দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ। মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র.

'I am the boat, you are the sea, and also the boatman...', Baul Songs, 8, *The Fugitive*, p. 117-118

market without paying for its price ? If you donot give yourself you make the whole world miserly.[৩৭]

মূল বাংলা :

প্রেমের মোল (বেসাত) প্রেমইরে বান্দা, না রে দুখ না রে সুখ।
প্রেমের রসিক যদি রে বান্দা, প্রেম পিয়াস প্রেম ভুখ ॥
সবার বান্ধন প্রেম রে বান্দা প্রেমের বান্ধন কি ?
সব বান্ধনেই প্রেম রে বান্দা (আলগ) প্রেম তো নাহি জী ॥
আগুনেতে জলেরে আগুন, মূল আগুন কোন্‌খানে
তোরই মাঝে আছে রে আগুন জলে দুঃখের ঘসানে ॥
লুকান আগুন ওরে বান্দা জাহির যদি রে হয়
কই বা ভিতর কই বা বাহির সকল বেড়া ভস্মময় ॥
দুঃখে দুঃখে জলুক রে আগুন, পরাণ ফাইটা আন্ধার কাইটা বাইরোক রে আগুন
প্রেমের পিয়াস যদি রে বান্দা দুঃখে ডর তোর কি ?
মদন বলে ও বন্ধু নাদান, লবিরে প্রেম ভবের হাটে দাম দিবি না দান।
আপন যদি না দেওরে বন্ধু বখিল রে জাহান্ ॥

২২.

Eyes can see only dust and earth. Feel it with your heart it is pure joy. The flowers of delight bloom on all sides in all forms, but where is your heart which is the thread to weave them. It is my master's flute that sounds in all things and draws me out from my house. The music of the flute comes through the dark, my heart is distracted and I walk and walk on. I walk on and still hear the music. My master's house is everywhere.

৩৭ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (১) পৃ. ৬, ৭
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত বাউল গান দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ। মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র.

(i) 'In love the aim is neither pain nor pleasure but love only', Baul Songs, 5, *The Fugitive*, p. 115

(ii) 'In love the end is love only...' *in his article* "The Folk Religion of India" in *Ms. No. 104 (A)*.

For he is the sea, he is the river that leads to the sea—and he is the landing place.[৩৮]

মূল বাংলা :

নয়ন দেখে গায়ে ঠেকে ধূলা আর মাটী।
প্রাণ রসনায় দেখ্‌রে চাইখা রসের সাঙ্গঁ খাঁটি ॥
চোখে ধূলা আর মাটী, প্রাণে রসের সাঙ্গঁ খাঁটি ॥
রূপের রসের ফুল ফুইটা যায় পরাণসুতা কৈ ?
বাইরে বাজে সাঙ্গঁয়ের বাঁশী (আমি) শুইনা উদাস হই
(ব্যাকুল হই) কেমনে ঘরে রই ॥
ও রে আন্ধার রাইতে বাজে বাঁশী আমি লাজে পথ হাঁটি।
বাজে বাঁশী প্রাণ উদাসী আমি হাঁটি আর হাঁটি ॥
আমি হাঁটি দূর আর দূর তবে সমান শুনি স্বর।
কোন্‌খানে তুই যাবি পাগল সবই সাঙ্গঁয়ের পুর।
যেই সমুদ্র, সেই দরিয়া, সেই ঘাটের ঘাটী ॥

২৩.

Strange are the ways of my guest and strange his knockings at my gate. His visits are untimely yet I cannot refuse him. When I light the lamp, keep ready his bed and watch all night he is not seen. But when the bed is removed and the light out he comes to my door my guest asking for his seat. Yet I cannot say to him I will not rise to meet you. Often when I am laughing and making merry with friends I see him pass by in tears calling me, then I know that all my pleasure is vanity. I have seen his eyes smiling when my heart is about to burst in pain and I have

৩৮ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (১) পৃ. ৮, ৯
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত বাউল গান দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ। মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র.

(i) 'Eyes see only dust and earth, but feel with the heart, and know pure joy...', Baul Songs, 6, *The Fugitive*, p. 116

(ii) 'Eyes can see only dust and earth,/but feel it with your heart, it is pure joy...', quoted in "An Indian Folk Religion", *Creative Unity*, p. 86

known that my sorrow is nothing, yet I never complain and say, "I do not understand your ways." I have spent with him many births in many mansions, he has appeared to me in many guises and Madan cannot say to him I do not know you, my strange guest ![৩৯]

মূল বাংলা :

(আমার) আজব অতিথি, আমার আজব দুয়ারে মারে আজবতর ঘা।
তার নাইরে সময় নাই অসময় (তবো তারে) ঠেলতে পারি না॥
(যখন) পাতিয়া সেইজ, জ্বালাইয়া দীপ, সারা রাইত জাগি
(তখন) মোরে দেয়না গো দেখা আমি জাগি যার লাগি (আজব অতিথি)
উঠাইনা সেইজ নিবাইনা দীপ, যখন গো সখী
(তখন) মোর ঘরেতে আসন মাংগে আমার অতিথি।
তবো তারে কইতে গো নারি যারে ফিরা যা
(আমি দুয়ার খুলব না, আমি উঠব না আজব অতিথি— যা)
দশের সাথে সুখে গো মাতে আমি যখন গো থাকি
তখন অতিথি মোর নয়নজলে যায় যে গো ডাকি
সে ডাক শুনি, বুঝি লো সখী আমার সকল সুখ ফাঁকি (আজব অতিথি)॥
দুখের চোটে বুক যে ফাটে আমার অবশ পরাণ।
তখন দেখি মোর অতিথি উজল (আনন্দ) নয়ান।
সেই নয়ান দেখি বুঝি গো সখী আমার সকল দুখ ফাঁকি॥
তবো আমি কইতে গো নারি তোরে চিন্‌লাম না (আজব অতিথি)॥
জনম জনম মহল মহল কাটাইলাম সখী
হরেকবারে দিলে গো দেখা (হরেক লীলা) আমার আজব অতিথি
তবো মদন কইতে গো নারে তোরে চিনি না (আজব অতিথি)॥

২৪.

The inner world keeps its things secret, the outer things miss the shelter of the inner depth.

৩৯ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (১) পৃ. ১১, ১২
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত বাউল গান দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ। মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র.
'Strange ways has my guest...', Baul Songs, 7, *The Fugitive*, p. 116

Unite the in and the out and then my life is complete.
When the hidden lotus comes up into the sky then the bee knows the meaning of her honey.
Where the river plunges into the depth of the sea there it is sacred. When heart's longing is uttered in tunes then the song is full.
You are the bridge that unites both shores. Let the thing of the earth be one in love with the thing of the soul and thus blossom in beauty.[৪০]

মূল হিন্দি :

ভীতর হৈ জো ভীতর হৈ জী বাহর কভী নহি আবৈ।
বাহর হৈ জো বাহর হৈ জী ভীতর কভী নহি জাবৈ॥
বাহর ভীতর করো নিরংতর তব্ তো জিয়রা জিঐ।
ছিপা কঁবল জব গগন মেঁ আবৈ ভোঁরা রস তব পীঐ॥
সলিতা জবহি সিন্ধ সমাবৈ উসী তীরথ ন্হানা।
মলাল জবহি সুরমেঁ বাজৈ তবহী পুরা গানা॥
লোক লোক মেঁ তুম হৈ সেতু দোনো কুল মিলাও।
মৃন্মৈ চিন্মৈ প্রেম মেঁ তন্মৈ চেত কমল খিলাও॥

বাংলা অনুবাদ :

ভিতরের যাহা তাহা ভিতরেই রহিল বাহিরে আর আসিলই না।
বাহিরের যাহা বাহিরেই রহিল ভিতরে গেলই না।
বাহির ভিতর নিরন্তর করিয়া দাও, তবে তো, প্রাণ বাঁচে। (ভিতরে)
প্রচ্ছন্ন কমল যখন গগনে আসিল তখন তো ভ্রমর রস পান করিল। সরিৎ
যখনই সিন্ধুতে প্রবিষ্ট হইল সেই তীর্থেই তো করিতে হয় স্নান।
অন্তরের বেদনা যখন সুরে বাজিল তখনই তো গান হইল পূর্ণ।
লোকে লোকে সেতু রহিয়াছে তুমি, দুই কূল তুমি দাও মিলাইয়া।
মৃন্ময়-চিন্ময় প্রেমেতে তন্ময় হউক— চিত্তকমল বিকশিত করিয়া দাও।

৪০ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (২) পৃ. ৫
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত ও লিখিত মূল হিন্দি এবং তাঁরই বাংলা অনুবাদ দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ।

২৫.

O why is this struggle rise up above the water ?
Because to live I must find him at every breath who as
storm has sunk my boat.[৪১]

মূল হিন্দি :

কোঁ্যারে লড়ক কোঁ্যারে ময়না তব কোঁ্যা উপর জানা।
জিস্‌নে মেরা নাব ডুবায়া হরদম উস্‌কো পানা ॥

বাংলা অনুবাদ :

কেনবা লড়িস্‌ কেনবা মরিস্‌ কেনই বা তবে উপরে যাইতে চাস্‌ ?
যিনি আমার নৌকা ডুবাইয়াছেন প্রতি নিঃশ্বাসে যে তাঁকেই পাইতে হইবে।

২৬.

What hast thou come to beg from this beggar O King of Kings ? 'I have come to beg the beggar himself my kingdom is poor for want of him, the dear one ! and I wait for him with tears.'
Gnanadas says, 'How long will you keep him waiting O wretch, who has waited for thee for ages in silence and stillness. Open thy doors and make this very moment fit for the union.'[৪২]

মূল হিন্দি :

ইয়হ শ্রবণ মাতালো ॥
কুস প্রেমা দীনন কুঞ্জ দ্বার রাজ রাজ যাতলো
অকচ ভূম কনক পরশ মোল আজি পারলো।
বিভব ধাম রাজ রাজ রঙ্ক কিম যাচলো
রঙ্ক তুসা আপ কৈ লোঁ রঙ্কল হি মাঙ্গলো ॥

৪১ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (২) পৃ. ৯
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত ও লিখিত মূল হিন্দি এবং তাঁরই কৃত বাংলা অনুবাদ দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ।

৪২ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (২) পৃ. ১০
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত ও লিখিত মূল হিন্দি এবং তাঁরই কৃত বাংলা অনুবাদ দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ। মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র.
'What hast thou come to beg from the beggar...', quoted by Rabindranath in "An Indian Folk Religion", ***Creative Unity*****, p. 84.**

বিরথ মোরে সারে ধাম তুম বিনু, পারে।
তে হি হম আসু ভরি তুমাহিল ভারলো ॥
নিরাড়ি কিরাড় দীন কতি ঠাড় রাখলো।
হিয়ক বাঝ দূরথি আজ সাফল সম্হালো।
জ্‌গ জ্‌গ প্রতীছন স্বামী তরধ মূরত বাতলো।
জ্ঞানদাস নিকসো সখি ছনহি নিবাহলো।

বাংলা অনুবাদ :

"ইহা শুনিয়াই তো পাগল হইয়া গেলাম।"

কোন প্রেমে হে রাজ তুমি দীনের কুঞ্জ দ্বারে আসিলে? কপর্দকমূল্যহীন যে ভূমি আজ সে (তোমার চরণের) কনক পরশে মূল্য প্রাপ্ত হইল।

প্রঃ "হে বিভবধাম রাজরাজ কাঙ্গালের কাছে কি চাও তুমি ?"

উঃ "কাঙ্গাল আমি তোমাকে আপনি করিয়াছি কারণ কাঙ্গালটিকেই যে আমি চাই। হে প্রিয় আমার সমগ্র (বিশ্ব) ধাম তোমাকে ছাড়া ব্যর্থ হইয়া আছে তাই নয়ন জলে তোমারি প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি।

"খোল্ কপাট আজ ওরে দীন, কত কাল আর তাঁহাকে দণ্ডায়মান রাখিবে? হিয়ার ব্যথা জুড়াইয়া আজ সাফল্য গ্রহণ কর্। যুগ যুগ প্রতীক্ষা করিয়া আছেন স্বামী— স্তব্ধ তাঁর মূর্তি স্তব্ধ তাঁর বাণী। জ্ঞানদাস বলেন হে সখী আজ (দ্বার খুলিয়া) বাহির হও আজ ক্ষণকে মিলনের লগ্ন করিয়া তোলো।"

২৭.

Where were your songs, my bird, when you spent your night in the nest ? Now the darkness has died away and you fill the sky with your notes. But was not your pleasure in the nest ? What has made you lose your little heart to the sky— the sky that is limitless ?

Answer :

When I wandered from one limit to the other I had my pleasure but when I plunged into the limitless I had my songs.

মূল হিন্দি : খোতে মেঁ তু রৈন গর্ঁায়া কহাঁ রহারে গানা।
অব তো সুরসে ছায়া গগনরে তিরিঁর ঔসানা ॥
চৈন রহন তোয় খোতেমেঁ রে গগন মেঁ ক্যোঁ মাতা।
অহদ অগাহ মহা অতি গভীরা উস্‌মেঁ ক্যা সুখ পাতা।

হদ্‌সে হদ্‌মেঁ দিন বিতা জব ভোগ বহুত হম্‌ পায়া।
বেহ্‌দমেঁ জব ডুবা অথাহ তবহি আপা গয়া ॥[৪৩]

বাংলা অনুবাদ :

কুলায়ে যে তুই রাত্রি কাটাইলি কোথায় ছিল রে তোর গান? এখন তো সুরে সুরে গগন ছাইয়া দিলি যখন তিমির হইয়া আসিতেছে অবসান। কুলায়েই তো তোর আরামে থাকা, গগনে তবে আর মাতিয়া উঠিলি কেন? অসীম অগাধ মহান গভীর যে গগন তাহাতে কি সুখ তুই পাস্‌?
সীমা হইতে সীমায় যখন আমার দিন কাটিল তখন বহু ভোগ সুখ আমি পাইলাম—কিন্তু অসীমের মধ্যে যখন অগাধ ডুব দিলাম তখনই তো আত্মা গাহিয়া উঠিল।

২৮.

Thy command is supreme in all worlds and all times. Towards thy audience hall I bow my head, thy hall that is unknown and moveless. I have travelled all day to reach it and I am tired and I bow my head towards it even though I am far away.
The night grows deep and dark and there is a longing in my heart. Whatever I sing, it cries of pain for my songs are full of thirst, O my lover, my beloved, my best in all the world.
When the time was lost in the utter dark thy sceptre thou leftest behind, and didst strike the final melody in thy harp. My heart burst out singing, my lover, my beloved, my best in all the world.
Ah who is it that winds his hand around my neck? Whatever I have to leave let me leave, and have to bear let me bear only allow me to walk with thee, my lover, my beloved, my best in all the world.
Come down now and then when thou wishest from thy high audience hall, come down to my joys and sorrows. Sing thy songs keeping hidden

৪৩ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (২) পৃ. ২
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত ও লিখিত মূল হিন্দি এবং তাঁরই কৃত বাংলা অনুবাদ দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ। মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র.
(i) "Translations from Hindi Songs of Jnanadas", 1, *The Fugitive*, p. 197
(ii) "The Creative Ideal", *Creative Unity*, p. 41

in all forms and delights and love Oh my lover, my beloved, my best of all.[৪৪]

মূল হিন্দি :

লোক লোক মেঁ জুগ মেঁ জুগ মেঁ একহি হৈ ফরমান।
হুকুম তেরা কঁহী নঁ বিগড়ৈ দেখা হম পরমান॥
অটল হৈ দরবার।
সির নবৌঁ বার বার॥
লোক লোকমেঁ জুগমেঁ জুগমেঁ কহীঁ ন মিলৈ পার।
অংত ন পায়া ঠহরায়া থাকা চলন কে মার॥
অপার হৈ দরবার।
সির নবৌঁ বার বার॥
রাত অংধেরী ভঈ ঘনেরী জিয়রা ভঈ উদাস।
জো কুছ গাউঁ মলাল বাজৈ স্বরমেঁ ভরী পিয়াস॥
আসিক মোরা পার।
পীতম্ ভব সার॥
রক্ত হুআ জব উদাস অন্ধেরা আসা দিয়া তু ছোড়।
বীণ বজায়া স্বর অখেরী গায়া আপা মোর॥
আসিক মোরা পার।
পীতম ভব সার॥
গল লগায়া কৌন রে মুঝসে বাংধা আপনে হাথ।
জো কুছ রহনা জো কুছ সহনা চলৌঁ তুম্হারে সাথ॥
আসিক মোরা পার।
পীতম ভব সার॥
কভী কভী তুম জলসা ছোড়কে সুখমেঁ দুখমেঁ আনা।
রূপ রস মেঁ চিত গীত মেঁ ছিপকে ছিঁপকে গানা॥
আসিক মোরা পার।
পীতম ভব সার॥

৪৪ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (২) পৃ. ৭, ৬
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত ও লিখিত মূল হিন্দি এবং তাঁরই কৃত বাংলা অনুবাদ দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ। মুদ্রিত ইংরেজি পাঠের জন্য দ্র.
'I had travelled all day and was tired...', in "Translations from Hindi Songs of Jnanadas", 3, *The Fugitive*, p. 198-200

বাংলা অনুবাদ :

লোকে লোকে যুগে যুগে একই তোমার আজ্ঞা চলিয়াছে। তোমার আদেশ কোথাও প্রতিহত হইতে পারে না— তাহার প্রমাণ আমি দেখিয়াছি।

অটল তোমার দরবার।
বার বার আমার মস্তক নত করি ॥

লোকে লোকে যুগে যুগে কোথাও না মেলে তোমার দরবারের পার। না পাইলাম তার অন্ত— না পাইলাম একটু দাঁড়াইতে— চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া গেলাম।

অপার তোমার দরবার।
বার বার আমার মস্তক নত করি।

আঁধার রাত্রি ঘন হইয়া আসিল, প্রাণ হইয়া গেল উদাস। যাহা কিছু গাহি কেবল বেদনা বাজিয়া ওঠে, সুরের মধ্যে যে পিপাসা একেবারে ভরা।

হে আমার প্রিয় প্রেমিক
হে প্রিয়তম আমার ভবের সার ॥

লগ্ন যখন হইল উদাস আঁধার তখন তোমার আশা তুমি ছেড়ে দিলে। বীণায় বাজাইলে চরম সুর—আর আমার আত্মা উঠিল গাহিয়া—

প্রিয় আমার প্রেমিক
হে প্রিয়তম আমার ভবের সার।

কে রে আমায় করিল আলিঙ্গন? কে রে আপন হাতে আমায় বাঁধিল? যাহা কিছু থাকে থাকুক যাহা কিছু সহিতে হয় হউক— চলিব আজ তোমার সহিত।

প্রিয় আমার প্রেমিক
হে প্রিয়তম আমার ভবের সার ॥

মাঝে মাঝে এক-একবার তুমি তোমার রাজসভা ছাড়িয়া আমার সুখে দুখে আসিও। রূপে রসে চেতনায় প্রেমে প্রচ্ছন্ন হইয়া গাহিও।

প্রিয় আমার প্রেমিক
হে প্রিয়তম আমার ভবের সার ॥

২৯.

When you came, his messenger, in the morning your dress was of the colour of gold. You breathed a fragrance in my heart that woke me. Your sunlight made me wistful, with what mist of a longing you filled the distant blue, Then you sang the yellow tune of the west and the night

came like death. A great message was held before me in bright letters on a black paper. Why is such splendour about you, a messenger that whited my mind away.

Answer

Great is the hall where the great festival is held, and you are the only guest. Therefore the letter written to you is held spread from world to world and I am the proud servant who brought the message of invitation with all ceremony.[৪৫]

মূল হিন্দি :

প্রঃ ফজরমেঁ জব আয়া য়লচী পুসাক স্থনহলী তৈরী।
গমক ভর জব শ্বাঁস লগায়া চিত জগায়া মেরী॥
ধূঁপমেঁ হমকো কিআ উদাসা ক্যা পীড় দূর সমায়া॥
গায়া গেরুয়া স্থর মগ্‌রবী মরনসা রৈন আয়া॥
কাগজ কালা হরফ উজালা ক্যা ভারী খত পায়া।
ইতী রেনৈক কোঁ্যারে য়লচী তু হী য়াদ ভুলায়া॥

উঃ ভারী জলসা আজম দাবত তুহি ইক মেহমান।
খল্‌ক খল্‌ক মেঁ খত হৈ ফৈলী মগরুব হম ফঁরমান॥

বাংলা অনুবাদ :

প্রভাতে যখন আসিলি রে দূত, সোনার বর্ণ তোর পোষাক। সুগন্ধ ভরিয়া যখন শ্বাস লাগাইলি চিত্ত আমার জাগাইয়া দিলি। রৌদ্রে আমাকে করিলি উদাস, কি বেদনা দূরের আকাশে ভরিয়া দিলি। তার পরে গৈরিক পশ্চিমের স্থর গাহিলি। মৃত্যুর মতো আসিল রাত্রি। কালা কাগজ উজ্জ্বল অক্ষর কি ভারী এক পত্র পাইলাম। এত জাঁকজমক কেন রে তোর দূত— তুইই তো আমার চেতনাকে দিলি ভুলাইয়া।

উঃ বিরাট সেই মহাসভা, মহান্ সেই উৎসব— তুমিই তার একমাত্র নিমন্ত্রিত। লোকে লোকে তাই তোমার জন্য পত্রখানি বিস্তৃত— আর গর্বিত আমি সেই নিমন্ত্রণের দূত।

৪৫ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ১৩৮ (২) পৃ. ৮
ক্ষিতিমোহন সেন -সংগৃহীত ও লিখিত মূল হিন্দি এবং তাঁরই কৃত বাংলা অনুবাদ দৃষ্টে ইংরেজি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিপিবদ্ধ।
মুদ্রিত ইংরেজী পাঠের জন্য দ্র.
'Messenger, morning brought you, habited in gold...', in "Translations from Hindi Songs of Jnanadas", 2, *The Fugitive*, p. 198.

রূপান্তর-প্রসঙ্গ

মহাকবি কালিদাসের (সংস্কৃত) 'কুমার সম্ভব' ও শেক্‌সপীয়রের (ইংরেজি) 'ম্যাকবেথ'-এর বাংলা তরজমা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরের কাজ আরম্ভ করেন বালক বয়সে। রবীন্দ্রজীবনে এই কর্মধারার গৌরবময় পরিণতির নিদর্শন ১৯১২ সালে প্রকাশিত তাঁর *Gitanjali* (Song Offerings); এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত *The Gardener* (1913), *The Crescent Moon* (1913), *One Hundred Poems of Kabir* (1914), *Fruit-Gathering* (1916), *Lover's Gift and Crossing* (1918), *The Fugitive* (1921) প্রভৃতি বইগুলি উক্ত রূপান্তর-ধারার উল্লেখযোগ্য অনুবৃত্তি। শেষোক্ত গ্রন্থে রবীন্দ্র-রচনার ফাঁকে ফাঁকে প্রাচীন বৈষ্ণব-বাউল-হিন্দী গানের রবীন্দ্র-কৃত ইংরেজি রূপান্তর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে মুদ্রিত।

বৈষ্ণবপদাবলী রবীন্দ্রজীবনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট। তাঁর শৈশবসঙ্গী 'বৈষ্ণবপদাবলী'র পরিচয় প্রসঙ্গে পরিণত বয়সে তিনি লিখেছেন :

"বৈষ্ণবপদাবলীর মর্মের ভিতর যে প্রবেশ করেছে, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে সে বৈষ্ণবকবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।" —'ছিন্নপত্র', ১১৮-সংখ্যক পত্র

"বৈষ্ণব ভেদের উপরে সাম্য স্থাপন করিয়া প্রেমপ্লাবনে সমাজের সকল অংশকে সমান করিয়া দিয়াছিলেন। এই প্রেমের শক্তিতে বলীয়সী হইয়া আনন্দ ও ভাবের এক অপূর্ব স্বাধীনতা প্রবলবেগে বাংলা সাহিত্যকে এমন এক জায়গায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে যাহা, পূর্বাপরের তুলনা করিয়া দেখিলে, হঠাৎ খাপছাড়া বলিয়া বোধ হয়। তাহার ভাষা, ছন্দ, ভাব, তুলনা, উপমা ও আবেগের প্রবলতা, সমস্ত বিচিত্র ও নূতন। তাহার পূর্ববর্তী বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত দীনতা কেমন করিয়া এক মুহূর্তে দূর হইল, অলংকারশাস্ত্রের পাষাণ বন্ধন সকল কেমন করিয়া এক মুহূর্তে বিদীর্ণ হইল; ভাষা এত শক্তি কোথায় পাইল, ছন্দ এত সংগীত কোথা হইতে আহরণ করিল? বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রবীণ সমালোচকের অনুশাসনে নহে— দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল।"··· —"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য", 'সাহিত্য'

"মানব-রচিত সমাজ আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত নয়। যে শক্তি সমাজকে সমাজের বাহিরের দিকে টানে সেই সৌন্দর্য সেই প্রেমের শক্তিকে অন্তত মানসলোকে স্থাপন করিয়া কল্পনার দ্বারা উপভোগ না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। পার্থিব সমাজে যদি বা বাধা পায় তবে দ্বিগুণ তীব্রতার সহিত আধ্যাত্মিক ভাবের মধ্যে তাহাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে। বৈষ্ণবের গান যে দেখিতে দেখিতে সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে ইহাই তাহার প্রধান কারণ।" —"গ্রাম্যসাহিত্য", 'লোকসাহিত্য'

রবীন্দ্রনাথ একদা তাঁর বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার -সহযোগে বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে 'সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলির' একটি নির্বাচিত সংকলন 'পদরত্নাবলী' নামে প্রকাশ করেন (বৈশাখ ১২৯২)।

বাউলগানের রচয়িতা অজ্ঞাতনামা বাউলদের সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণার কথা রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষে প্রকাশ করেছেন। বাউল এবং অন্যান্য লোকগীতির সঙ্গেও তাঁর আশৈশব পরিচয়। লোকগীতি বিশেষত বাউলগীতি সংগ্রহের ক্ষেত্রেও তিনিই আমাদের পথিকৃৎ। বৈষ্ণবপদাবলীর মতোই বাউল গানের আলোচনাও তিনি নানা প্রসঙ্গে করেছেন। তার মধ্যে থেকে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যাক্। তিনি বলেছেন,

> "মানুষ অন্নবস্ত্রের চেয়ে গভীর প্রয়োজনের জন্যে পথে বেরিয়ে পড়েছে। কী সেই প্রয়োজন ? তপোবনে ভারতবর্ষের ঋষি তাঁর উত্তর দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে বাউলও তার উত্তর দিচ্ছে। মানুষ আপনাকে পাবার জন্যে বেরিয়েছে— আপনাকে না পেলে, তার আপনার চেয়ে যিনি বড়ো আপন তাঁকে পাবার জো নেই। তাই এই আপনাকে বিশুদ্ধ করে প্রবল করে পরিপূর্ণ করে পাবার জন্যে মানুষ কত তপস্যা করেছে।···
>
> আমাদের বৈরাগী বাংলাদেশের একটি ছোটো নদীর ধারে এক সামান্য কুটীরে বসে এই আপনির খোঁজ করছে এবং নিশ্চিন্তহাস্যে বলছে সবাইকেই আসতে হবে এই আপনির খোঁজ করতে। কেননা, এ তো কোনো বিশেষ মতের বিশেষ সম্প্রদায়ের ডাক নয়, সমস্ত মানবের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য আছে এ যে তারই ডাক।"
>
> —"আত্মবোধ", 'শান্তিনিকেতন'

পরবর্তীকালে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন রবীন্দ্রনাথকে যেমন দিয়েছেন মধ্যযুগের সাধুসন্তের বাণী ও কবীর-দোঁহাবলীর সন্ধান, তেমনি তাঁকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন কিছুসংখ্যক বাউল ও হিন্দি গান। রবীন্দ্রনাথ দেশে-বিদেশে প্রদত্ত তাঁর একাধিক ভাষণে কখনও মূল গান এবং কখনও সেই বাংলা অথবা হিন্দি গানের ইংরেজি রূপান্তর ব্যবহার করেছেন।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগারে সংগৃহীত একাধিক পাণ্ডুলিপিতে বৈষ্ণব-বাউল-হিন্দী-গানের এমন কয়েকটি রবীন্দ্র-কৃত ইংরেজি রূপান্তর আবিষ্কৃত হয়েছে, যা এখনও কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নি। আবার পাণ্ডুলিপি-ধৃত এমন কয়েকটি রূপান্তর রবীন্দ্রনাথের *The Fugitive* গ্রন্থে মুদ্রিত এবং *Creative Unity* গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যায়, যা পাণ্ডুলিপিতে এবং গ্রন্থে হুবহু এক নয়।

রবীন্দ্রবীক্ষার বর্তমান সংকলনে উল্লিখিত অমুদ্রিত এবং মুদ্রিত উভয় প্রকার রূপান্তরই প্রকাশ করা হল।

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

(পূর্বানুবৃত্তি)

নাম বা প্রথম ছত্র, স্থানকাল / অনুষঙ্গ	প্রথম ছত্র বা নাম বা নির্দেশক সংখ্যা / স্থানকাল / অনুষঙ্গ	যে গ্রন্থে বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত	পাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ও পৃষ্ঠাসংখ্যা
ওগো তুমি অমনি সন্ধ্যার মত হও	সন্ধ্যায়	মানসী	১২৮।২৩৬
২৯ অগষ্ট - ২৩ অক্টোবর '৯০			২৫০।১
Red Sea, Suez Canal			
ওগো তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে			২৭৪।১,২১
১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪	দ্র. ১৫২	ছিন্নপত্রাবলী	
দ্র. তুমি নব নব রূপে	৭	গীতাঞ্জলি	
১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪		গীতবিতান	
ওগো৷ তুমি পঞ্চদশী		গীতবিতান	১৯১।৩৯
দ্র. ওগো পঞ্চদশী তুমি*			*১৫৯।৩১৬
গো পঞ্চদশী			
তুমি গো পঞ্চদশী	গান/পূর্ণা		সানাই গুচ্ছ
ওগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে		চণ্ডালিকা	১৭৭(খ)।২১
		গীতবিতান	২৫১।৩
ওগো তোমার চক্ষু দিয়ে		চণ্ডালিকা	১৭।১৭
মেলে সত্য দৃষ্টি			৬৩।৫
			১৭৭(খ)।৩০
			২৫১।১৩
ওগো তোরা বল ত	অবারিত	খেয়া	১১০(১)।৩৪
শান্তিনিকেতন			
১৫ই পৌষ ১৩১২			
ওগো, তোরা যারা শুন্‌বিনা		রাজা	১৭১।৩৭
ওগো দখিন দুয়ার খোলা			৪২৭(১)।১৭৮
দ্র. আজি দখিন দুয়ার		গীতবিতান	
ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া	বসন্তের পালা	ফাল্গুনী	১৩১।৭০
সুরুল ১২ ফাল্গুন ১৩২১ রাত্রি			ফাল্গুনী-গুচ্ছ

ওগো প্রিয়তম আমি	মার্জনা	কল্পনা	২৭৪।১১
তোমারে যে ভালবেসেছি			কল্পনা-গুচ্ছ
৮ই জ্যৈষ্ঠ			
ওগো ফুল গো শিউলি ফুল		নটরাজ	২৭।২৪২
দ্র. শিউলি ফুল, শিউলি ফুল		গীতবিতান	২৭।২৪৩
ওগো বর ওগো বধূ	বালিকা বধূ	খেয়া	১১০(১)।৯
১৫ই শ্রাবণ ১৩১২			
ওগো বসন্ত হে ভুবনজয়ী	বসন্ত	মহুয়া	২৮।১৪৯
স্বাক্ষরিত			মহুয়া-গুচ্ছ
(নন্দিতা কৃপালানির উপহার)			
ওগো বাঁশিওয়ালা	বাঁশিওয়ালা	শ্যামলী	১৬৪।৮৭
২ আষাঢ় ১৩৪৩			২০১(ক)।৫৩
শান্তিনিকেতন			২০৩।৫৭
১৬ জুন ১৯৩৬			২৩৫(১)।৩৫
			২৩৫(২)।৩৮
ওগো বৈতরণী	বৈতরণী	পূরবী	১০২।৮৫
২৭ নবেম্বর ১৯২৪			
বুয়েনোস এয়ারেস			
ওগো ভাগ্যদেবি পিতামহি			২৯০।২৯৬
১ কার্তিক			
দ্র. ওগো ভাগ্যদেবী, পিতামহী		গীতবিতান	৪২৬(১)।৫৫
ভূপালি খেমটা			
ওগো ভাল ক'রে ব'লে যাও	ভালো করে বলে যাও	মানসী	১২৮।২১২
৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৮৯০			
শান্তিনিকেতন বোলপুর			
(ওগো) মধুর তোমার শেষ			২৮।৪৮
যে না পাই			
স্ট্যুটগার্ট ২১শে সেপ্টেম্বর	দ্র. মধুর তোমার শেষ	গীতবিতান	
১৯২৬			

ওগো মা, ঐ কথাইতো ভালো		চণ্ডালিকা	১৭৭(খ)।৩৫ ২৫১।২০
ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ১৩ শ্রাবণ ১৩১২ বোলপুর	শুভক্ষণ	খেয়া	১১০(১)।৩
ওগো মোর না-পাওয়াগো ২৪ ডিসেম্বর ১৯২৪ বুয়েনোস্ আইরেস্	না-পাওয়া	পূরবী	১০২।১ (মলাট)
ওগো মোর নাহি যে বাণী	বাণীহারা	সানাই	১৬০।৩১ সানাই-গুচ্ছ
ওগো মৌন না যদি কও ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ তিনধরিয়া	৭১	গীতাঞ্জলি	৩৫৭।১৬ ৪২৭(১)।৬৪
ওগো যায় যদি যাক না চুকে		ঘরে-বাইরে	৩৫৯।১০৮
ওগো যে ছিল আমার স্বপনচারিণী দ্র. যে ছিল আমার		গীতবিতান	১৫৯।১৩৩
ওগো শান্ত পাষাণমূরতি	রাজপুত্রের গান	তাসের দেশ	৯(ক)।২৩ ৯৬(২)।২১ ৯৬(৩)।২১ ১০১(২)।২০ ১৬৮।৩৪
ওগো শাল, ওগো বনস্পতি দোলপূর্ণিমা ১৩৩৮ দ্র. আশ্রমসখা, হে শাল···	বসন্ত উৎসব	পরিশেষ	৪২৮।১১
ওগো শালবীথিকায়··· (নিরুপমা দেবী-রচিত কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রতিলিপি শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসবে পঠিত, ১৩৩৫)	দ্র. শাল কিশলয়		৩১।১৭

ওগো শীত ওগো শুভ্র	শীত	বনবাণী	২৪।৩৪
		নটরাজ	২৭।২৬৮
			১৬৯(ক)।১৩
ওগো শোনো ওগো শোনো		পরিশোধ	২৫৪।১২
ওগো শ্যামলী আজ শ্রাবণে	শ্যামলী	শ্যামলী	১৬৪।১১৬
৬ অগাস্ট ১৯৩৬			২০১(খ)।২৬
			২৩৫(১)।৩৫
			২৩৫(২)।৬৬
ওগো সন্ন্যাসী, কী গান			২৪।৪৩
জাগিল মনে			২৭।২৮৩
১ চৈত্র			
দ্র. ওগো সন্ন্যাসী, কী গান ঘনাল*			*১৬৯(ক)।৭
	দ্র. বর্ষামঙ্গল আষাঢ়	নটরাজ, বনবাণী	
ওগো সাঁওতালী ছেলে		গীতবিতান	১৬৬।১৬৪ বর্জিত
পুনশ্চ ১২ শ্রাবণ ১৩৪৬			১৯৯।৯
১২।৭।৩৯			গীতবিতান-গুচ্ছ
	দ্র. বর্ষামঙ্গল ১৩৪৬		
ওগো সুখী প্রাণ তোমাদের এই	আগন্তুক	মানসী	১২৮।২৩১
২০ অগস্ট [১৮]৯০ সোলাপুর			
ওগো, সুন্দর, একদা কি জানি		গীতবিতান	২৭।১৭৭
১১ অক্টোবর, প্রাগ, [১৯২৬]		বৈকালী	২৮।৫৩
			৪৩৭।১১
ওগো সুন্দর চোর	চৌরপঞ্চাশিকা	কল্পনা	২৭৪।৭
২৩শে বৈশাখ - ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ			কল্পনা-গুচ্ছ
[১৩০৪] কলিকাতা			
ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী		গীতবিতান	১৫৯।২৩৬
১২।৩।৩৯			গীতবিতান-গুচ্ছ
ওগো স্মৃতিকাপালিকা			২৪৮।১৫
			২৪৮(ক)।২২
দ্র. স্মৃতিকাপালিকী পূজারতা		স্ফুলিঙ্গ	

ওগো হংসের পাঁতি		লেখন	৮।৫৬ ২৭।১২৩
ওঠো তুমি যশোলাভ করো (অনু. তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব)	১ম অঙ্ক (খ)	পুনরুদ্ধার দ্র. বাঁশরী	৯৭(৩)
ওঠোরে মলিন মুখ		গীতবিতান	৪২৬(১)।৫১
ওড়ার আনন্দে পাখী (স্বাক্ষরিত)		স্ফুলিঙ্গ	৫।৩৯ স্ফুলিঙ্গ-গুচ্ছ
ওদের কথায় ধাঁদা লাগে ২ চৈত্র ১৩২০	৭৩ দ্র. নিঃসংশয়	গীতিমাল্য সঞ্চয়িতা	২২৯।৪৫
ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে রেলগাড়ি ২২শে আশ্বিন ১৩১২		গীতবিতান	১১০(১)।১০৪
ওদের সাথে মেলাও যারা ২৩ চৈত্র	৮৭	গীতিমাল্য	২২৯।৫৯
ওর বাঁশিতে করুণ কি সুর লাগে	শান্তার গান	মায়ার খেলা	২১০।৬১
ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি সুরুল ১৩ই ফাল্গুন	বসন্ত দ্র বসন্তের পালা-৮	ফাল্গুনী	১৩১।৫৪ ফাল্গুনী-গুচ্ছ
ওরা, অকারণে চঞ্চল	গীতবিতান	শ্রাবণ গাথা নবীন	১৬৩।৭৫ ১৬৫।২৫ ১৯৫।৩৪ নবীন-গুচ্ছ
ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত [শান্তিনিকেতন ১৮ বৈশাখ ১৩৪৩]	পনেরো	পত্রপুট	১৯৪।২৮ ২০০।৮২
ওরা এসে আমাকে বলে	উনচল্লিশ	শেষসপ্তক	২৩০।৫৬ ২৩৪।১২২

ওরা কাজ করে দ্র. অলস সময় ধারা বেয়ে		১০	আরোগ্য	১৬০।১৫৮
ওরা কি কিছু বোঝে ১০ এপ্রিল ১৯৩৪ (চিত্রিত)	রূপকার		বীথিকা	১৭০।৭৬ ১৭০।৯০ ২৬৪।৩৪
ওরা চলেছে দিঘির ধারে [৭ই শ্রাবণ ১৩১২ কলিকাতা]	ঘাটের পথে		খেয়া	খেয়া-গুচ্ছ
ওরা তো সব পথের মানুষ	চলাচল		সেঁজুতি	২৫৯।২ ২৬০।২২
ওরা ফিরবে না আর			তাসের দেশ	৯৬(১)।১৮ ৯৬(২)।১ ৯৬(৩)।২
ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে বোধ করি বেশি দিন ছিলাম না	ঘর ও ইস্কুল		জীবনস্মৃতি	১৬৬(১)।৯
ওরে অকারণে চঞ্চল দ্র. ওরা অকারণে…				নবীন-গুচ্ছ
ওরে, আগুন আমার ভাই ১৪ই চৈত্র			প্রায়শ্চিত্ত পরিত্রাণ গীতবিতান	৩৫৮।৭
ওরে আমার কর্মহারা ১২ই চৈত্র ১৩০৯ হাজারিবাগ		১৫	উৎসর্গ	৪২৬(১)।১
ওরে আমার মন মেতেছে দ্র. ওরে ওরে ওরে আমার				
ওরে আমার মাছি	উদ্ধৃতি		জীবনস্মৃতি	১৪৬(২)।৬৫
ওরে আমার হৃদয় আমার ৩০ চৈত্র ১৩২২			গীতবিতান	১১১।৮১
ওরে কী শুনেছিস ঘুমের ঘোরে ৪ মাঘ [১৩৩৩]			গীতবিতান	২৭।২০৯

ওরে গৃহবাসী তোরা		বনবাণী নবীন	গীতবিতান-গুচ্ছ
খোল দ্বার খোল্		গীতবিতান	
ওরে চিত্ররেখাডোরে	সংযোজন-৭	শাপমোচন	
বাঁধিল কে		গীতবিতান	১৮৫।১৪/২৪
২০।৯।৩৪			
[২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ বরানগর]			
ওরে চিরভিক্ষু তোর	২	প্রান্তিক	১৮০(ক)।৪৫
আজন্মকালের ভিক্ষাঝুলি			২০৪(ক)।৩
২৯।৯।৩৭			২০৪(খ)।৩
ওরে জাগায়ো না		গীতবিতান	১৫৯।২৩৭
১৩।৩।৩৯			গীতবিতান-গুচ্ছ
ওরে ঝড় নেমে আয়		চিত্রাঙ্গদা	১১।১
৩রা শ্রাবণ ১৩৩৬		গীতবিতান	১৮২।৯
শান্তিনিকেতন			
ওরে তোদের তর সহেনা আর	২১	বলাকা	১৩১।৪৩
৮ই মাঘ, কলিকাতা			
ওরে তোরা নেই বা কথা বললি		গীতবিতান	১১০(১)।১১৭
ওরে তোরা মূর্খের মতো	(১ম নাগরিক)	বসন্তউৎসব	৫৬।১৫
ওরে তোরা যারা শুনবি না		গীতবিতান	১৬৩।৪৫
ওরে তোরা শুনিতে কি পাস			২৪।৪২ (বর্জিত)
১ চৈত্র			২৭।২৮১
			১৬৩।৪৫
দ্র. শুনিতে কি পাস	ব্যঞ্জনা	নটরাজ বনবাণী	
ওরে নূতন যুগের ভোরে		গীতবিতান	
দ্র. নতুন যুগের ভোরে			১৮১।১
দ্র. নূতন যুগের প্রত্যুষে কোন্	১২৮	স্ফুলিঙ্গ	
ওরে পথিক ওরে প্রেমিক		গীতবিতান	৪৬৪।
২৯ মাঘ			(জানুয়ারি মাসের তেরিজ)

ওরে পাখি/থেকে থেকে	৩	শেষ লেখা	
ভুলিস কেন সুর			
দ্র. ওরে পাখি থেকে থেকে			
ভুলিস যে সুর			১৮৭(খ)।৬৫
উদয়ন ১৭ ফেব্রুয়ারি			১৯৯।৪৫
১৯৪১ বিকাল			
তু. পাখি তোর সুর ভুলিস নে		গীতবিতান	১৬১।১৯
ওরে পাতকিনী, কী তোর সাহস		চণ্ডালিকা	৬৩।১
		নৃত্যনাট্য	
ওরে প্রজাপতি মায়া দিয়ে	চঞ্চলা	নটরাজ	২৮।৬৮
দ্র. (১) প্রজাপতি মায়া দিয়ে		গীতবিতান	
(২) গন্ধরেখার পান্থে তোমার		গীতবিতান-৩	১২৭।৮
ওরে বকুল পারুল, ওরে		গীতবিতান	১৬২।৪৭
৭।৪।১৯২৩			২৯৫।২
২৪।১২।১৩১৯			
ওরে বাঁধবি কে রে		নটরাজ	১৬৯(খ)।৫
দ্র. ওকে বাঁধিবি কে রে		গীতবিতান	
তু. পাগল আজি আগল খোলে			
ওরে ভাই জানকীরে		মুক্তির উপায়	২৩৭(১)।৩৬
দিয়ে এস বন			২৩৭(২)।৩৪
ওরে ভাই নাচরে ও ভাই		অচলায়তন	১২৫।১১৫
			২৪৪।১১১
ওরে ভাই ফাল্গুন লেগেছে		গীতবিতান	১২১।২
বনে বনে			ফাল্গুনী-গুচ্ছ
পরজ বাহার ত্রিতাল			
সুরুল ২০ ফাল্গুন ১৩২১			
ওরে ভাই মিথ্যা ভেবো না		গীতবিতান	১১০(১)।১০২
সিন্ধু ভৈরবী			
২৫ আশ্বিন, কলিকাতা			

ওরে ভাই শুনেছিস···	('অচলায়তন' থেকে : 'গুরু' নাটকের সূচনা)		২৩০।১
ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার ৯ আশ্বিন অপরাহ্ণ শান্তিনিকেতন	৫৩	গীতালি	২২৯।১৫৩
ওরে মন যখন জাগলি না রে	(বাউলের গান যতীনের মনে) দ্র. শেষের রাত্রি	পাঁচরাত্রি গল্পগুচ্ছ	১২৬।৯৫
ওরে মাঝি ওরে আমার মানব জন্মতরীর মাঝি ১৮ই শ্রাবণ, ১৩১৭	১৪০	গীতাঞ্জলি গীতবিতান	৩৫৭।৮৮ ৪২৭(২)।১৩৫
ওরে মৃত্যু জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে শিলাইদহ বোট ১৭ অগ্রহায়ণ ১৮৯৮ ২০ অগ্রহায়ণ নাটোর, রোগশয্যা	প্রতীক্ষা	সোনার তরী	৯২৯।৬৬ ৪২৬(১)।৩৪
ওরে মোদের কিছু নাইরে নাই দ্র. মোদের কিছু নাইরে		রাজা অরূপরতন গীতবিতান	১৪৩।১৯ ৪২৭(২)।১৭০
ওরে মোর দোস্ত		'বঙ্গলক্ষ্মী'তে প্রেরিত	২০৭।৩৮
ওরে মোর মন্ত্রে কান দে		চণ্ডালিকা	২৫১।৪১
ওরে মোর শিশু ভোলানাথ	শিশু ভোলানাথ	শিশু ভোলানাথ	৩৭২।১
ওরে যন্ত্রের পাখী ২০ মার্চ ১৯৩২ ২৬ ফাল্গুন ১৩৩৮ স্বাক্ষরিত	উড়োজাহাজ	চিত্রবিচিত্র	৪২৮।৭ চিত্র-বিচিত্র-গুচ্ছ

[ক্রমশ

উল্লেখযোগ্য সংশোধন

শিরোনাম	পৃষ্ঠা। ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ইংরেজি রূপান্তর	২৯ । ১	loves	love
	৩০ । ৪	for but	but for
পদাবলী	৩৩ । ১২	লোড়ন	লোচন
	৩৩ । ১৫	পঙ্ক	পঞ্চ
	৩৫ । ৭	গতি	পতি
	৩৬ । ১	পদুমিনি	পদুমিনী
	৩৭ । ৯	ক সব	এ সব
	৩৭ । ১০	হারন	হারান
	৪০ । ১	যাহা	যাঁহা
	৪০ । ৭	গঁহু	পঁহু
মূল হিন্দি	৫১ । ৪	ফঁরল	কঁরল

ঘটনাপ্রবাহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৩ ॥

রবীন্দ্রভবনে নূতন প্রদর্শকক্ষের উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং বিশ্বভারতীর আচার্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। আমেদাবাদের 'ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট অফ ডিজাইন'-এর পরিকল্পনা অনু-সারে উত্তরায়ণের বিচিত্রা গৃহের একতলায় এই প্রদর্শকক্ষ সজ্জিত হয়েছে।

২০ জানুয়ারি ১৯৮৪ ॥

মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং সোভিয়েট রাশিয়া থেকে চব্বিশ খণ্ডে প্রকাশিতব্য রবীন্দ্র-রচনাবলীর নূতন সিরিজের অন্যতম প্রধান সম্পাদক, বিশিষ্ট অনুবাদক ডক্টর দানিল চুক তাঁর গবেষণার প্রয়োজনে রবীন্দ্রভবনে এসে কাজ করে গেলেন। ২০ জানুয়ারি উদয়নের সভাকক্ষে তিনি 'সোভিয়েট দেশে রবীন্দ্রচর্চা' সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিলেন।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ ॥

ভারতের রাষ্ট্রপতি জৈল সিং রবীন্দ্রভবন এবং উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথের বাসগৃহগুলি পরিদর্শন করেন।

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ ॥

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের প্রাক্তন প্রবীণ কর্মী এবং রবীন্দ্র-গ্রন্থাদির প্রকাশক, রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্র-চর্চাপ্রকল্পের প্রাক্তন সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীকানাই সামন্ত মহাশয়ের অশীতিতম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রভবনের কর্মীরা ১০ ফেব্রুয়ারি বিচিত্রা গৃহের সভাকক্ষে মিলিত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

১৮ মার্চ ১৯৮৪ ॥

প্রথিতযশা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ 'এ কালের বাংলা সাহিত্য' বিষয়ে ভাষণ দেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় উত্তরায়ণপ্রাঙ্গণে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ 'বসন্তের গান' গেয়ে শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করেন।

২৯ মার্চ ১৯৮৪ ॥

'ডিরোজিও অ্যাণ্ড ইয়ং বেঙ্গল : দি রোল অফ্ ইনটেলেক্চুয়লস্ ইন দি সোসাইটি' বিষয়ে উদয়ন গৃহের সভাকক্ষে ভাষণ দেন রবীন্দ্রভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীশিবনারায়ণ রায়।

৯ এপ্রিল ১৯৮৪ ॥

বিশিষ্ট বিদেশিনী নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী মীনা কাং কথাকলি ও রাবীন্দ্রিক নৃত্য প্রদর্শন করেন রবীন্দ্র-ভবনে এবং তাঁর শিল্পচাতুর্যে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। চীন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণ শুভেচ্ছাসফরে এসে রবীন্দ্রভবন পরিদর্শন করেন।

রবীন্দ্রভবন-কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনী

২৩-২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৩ ॥

সাতই পৌষের মেলা উপলক্ষে মেলাপ্রাঙ্গণে বিশ্বভারতীর কলা ও সংগীত ভবনের ১৯০১ থেকে ১৯৪১ সালের ইতিহাস আলোকচিত্র দ্বারা প্রদর্শিত হয়।

মেলাপ্রাঙ্গণ থেকে প্রদর্শনীটি রবীন্দ্রভবনে আনা হয় এবং দর্শকদের জন্য এক সপ্তাহ উন্মুক্ত রাখা হয়।

২-৪ মার্চ ১৯৮৪ ॥

গুজরাট ট্রাইবাল ম্যুজিয়মের কিউরেটর শ্রীহাকু শা'র সৌজন্যে গুজরাটের আদিবাসীদের শিল্পকর্ম-সমৃদ্ধ পবিত্র বস্ত্রাদির এক প্রদর্শনী দ্বারা আদিবাসীদের মাতৃকাদেবী উপাসনার বিষয়টি উপস্থাপিত হয়। শ্রীহাকু শা' স্বয়ং এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন।

১৫-১৭ এপ্রিল ১৯৮৪ ॥

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রভবনে 'রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ্য জন্মোৎসবে'র দৃশ্যাবলী আলোক-চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। আলোকচিত্রগুলি কালক্রম অনুসারে সজ্জিত থাকায় প্রদর্শনীটি দর্শকমহলে বিশেষ আগ্রহ সঞ্চার করে।

৮ মে ১৯৮৪ ॥ পঁচিশে বৈশাখ

রবীন্দ্রজন্মদিবস উপলক্ষে উত্তরায়ণে বিচিত্রাগৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে নিমতলায় এক কবিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকানাই সামন্ত, শ্রীঅশোকবিজয় রাহা, শ্রীমনুজেশ মিত্র প্রমুখ কবিগণ স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। রবীন্দ্রকাব্য থেকে আবৃত্তি করে শোনান শ্রীসুপ্রিয় ঠাকুর।

রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত সামগ্রী

১. রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি

ক. রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতার (মোট ৫ পৃষ্ঠা) পাণ্ডুলিপি উপহার দিলেন শ্রীমতী প্রতিভা বসু, পি ৩৬৪/১৯ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৪৭।

খ. রবীন্দ্রনাথের 'তীর্থযাত্রী' কবিতার প্রাথমিক খসড়া মোট ৪ পৃষ্ঠা এবং 'চিররূপের বাণী' কবিতার সংশোধিত প্রুফ মোট ৪ পৃষ্ঠা উপহার দিয়েছেন শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দত্ত, ১১৪ রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা ৯২।

২. রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির ফোটোকপি

ক. রবীন্দ্রনাথের লেখা 'অরবিন্দ ঘোষ' শীর্ষক প্রবন্ধ (মোট ৮ পৃষ্ঠা) পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩. রবীন্দ্রনাথের লেখা মূল পত্র

ক. শ্রীশচন্দ্র রায়ের কন্যা শ্রীমতী সুধাময়ী দেবীকে লেখা ১ খানি পত্র (মোট ২ পৃষ্ঠা) উপহারস্বরূপ এসেছে শ্রীপুলিনবিহারী সেনের মাধ্যমে।

খ. বুদ্ধদেব বসুকে লেখা ২৮ খানি মূল পত্র (মোটা ৫০ পৃষ্ঠা) এবং ৫ খানি রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরযুক্ত পত্র (মোট ৯ পৃষ্ঠা) উপহার দিয়েছেন শ্রীমতী প্রতিভা বসু।

গ. শ্রীমতী প্রতিভা বসুকে লেখা ৩ খানি পত্র (মোট ৫ পৃষ্ঠা) উপহার দিয়েছেন শ্রীমতী প্রতিভা বসু।

ঘ. সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা ২৯ খানি পত্র (মোট ৬৪ পৃষ্ঠা) উপহার দিয়েছেন শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দত্ত।

ঙ. বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা ৫ খানি পত্র (মোট ১২ পৃষ্ঠা) উপহার দিয়েছেন শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দত্ত।

৪. রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেট

সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে প্রদত্ত সার্টিফিকেটটি উপহার দিয়েছেন শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দত্ত।

৫. রবীন্দ্রনাথের পত্রের ফোটোকপি জেরক্স প্রতিলিপি

ক. শান্তিনিকেতন-নিবাসী শ্রীসৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত তাঁকে লেখা পত্রের (১ পৃষ্ঠা) জেরক্স কপি উপহার দিয়েছেন।

খ. শ্রীমতী উমা দেবীকে লেখা ১ খানি পত্রের (১ পৃষ্ঠা) উপহার দিয়েছেন বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের হাজরাপাড়া-নিবাসী শ্রীতুহিনকুমার রায়।

গ. শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা ১ খানি পত্রের (মোট ৩ পৃষ্ঠা) প্রতিলিপি উপহার দিয়েছেন শ্রীমতী প্রতিভা বসু।

ঘ. এ. বি. পুরানীকে লেখা ১ খানি পত্রের (মোট ২ পৃষ্ঠা) ফোটোকপি পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অভিলেখাগার থেকে সংগৃহীত।

ঙ. নলিনীকান্ত গুপ্তকে লেখা দুখানি পত্রের (মোট ৩ পৃষ্ঠা) ফোটোকপি পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অভিলেখাগার থেকে সংগৃহীত।

৬. রবীন্দ্রনাথকে লেখা পত্রাবলী

ক. বুদ্ধদেব বসুর লেখা ১ খানি (মোট ৩ পৃষ্ঠা), শ্রীমতী প্রতিভা বসুকে লেখা ১ খানি (১ পৃষ্ঠা) পত্র উপহার দিয়েছেন শ্রীমতী প্রতিভা বসু।

খ. সুধীন্দ্রনাথ দত্তর লেখা ১ খানি (মোট ৪ পৃষ্ঠা) পত্র উপহার দিয়েছেন শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দত্ত।

৭. অন্যান্য পত্রাবলী

ক. শান্তিনিকেতন-নিবাসী শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁকে লেখা রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ২ খানি পত্র (মোট ২ পৃষ্ঠা) উপহার দিয়েছেন।

খ. শ্রীমতী বারবারা ক্রুস হাটল্যাণ্ডকে লেখা প্রতিমা দেবীর ১২ খানি পত্র (মোট ২১ পৃষ্ঠা)। উপহার দিয়েছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ, ১৩৬ উইডেনহাম রোড, লণ্ডন এন ৭/৯৮২।

গ. সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা বিভিন্ন ব্যক্তির ১৪ খানি পত্র (মোট ৪৪ পৃষ্ঠা) উপহার দিয়েছেন শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দত্ত।

ঘ. বুদ্ধদেব বসুকে লেখা সুধীরচন্দ্র করের ২ খানি পত্র (মোট ৯ পৃষ্ঠা) উপহার দিয়েছেন শ্রীমতী প্রতিভা বসু।

ঙ. শ্রীমতী প্রতিভা বসু তাঁকে লেখা প্রতিমা দেবীর ১ খানি পত্র (১ পৃষ্ঠা) উপহার দিয়েছেন।

৮. অন্যান্য পাণ্ডুলিপি

প্রসন্নময়ী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী এবং প্রমথ চৌধুরীর ৪ খানি পাণ্ডুলিপি (মোট ৪৮০ পৃষ্ঠা) উপহার এসেছে শ্রীপুলিনবিহারী সেনের মাধ্যমে।

৯. বিবিধ

ক. নন্দলাল বসু, ই. বি হ্যাভেল প্রমুখদের পাণ্ডুলিপি; রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, ই. বি. হ্যাভেল প্রমুখদের চিঠিপত্র, নানা প্রবন্ধের প্রতিলিপি, সংবাদপত্রের কাটিংস্, স্কেচ বুক, পারসিক চিত্রাবলীর প্রিণ্ট ইত্যাদি বিচিত্র বস্তুর ১৪টি গুচ্ছ ও প্যাকেট—বিশ্বভারতী কলাভবন থেকে রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে স্থানান্তরিত।

খ. রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন, শেষবর্ষণ, শারদোৎসব ও বর্ষামঙ্গলের মুদ্রিত প্রোগ্রাম উপহার দিয়েছেন শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দত্ত।

গ. শ্রীক্ষিতীশ রায়ের লেখা রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানীর পুনর্বিন্যস্ত রূপের জেরক্স-প্রতিলিপি (মোট ৩৫ পৃষ্ঠা) শ্রীকানাই সামন্ত-কর্তৃক সংগৃহীত।

রবীন্দ্রবীক্ষা

অপ্রকাশিত বা বিরলপ্রচারিত রবীন্দ্ররচনা, রবীন্দ্ররচনার পাঠবৈচিত্র্য ও পাঠপরিবর্তন, রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ প্রণালীবদ্ধ আলোচনা, এ-সবের ষাণ্মাসিক সংকলন। পূর্ব-প্রকাশিত দশটি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী :—

সংকলন ১ ॥ 'শিল্পী' (তুলনীয় 'জন্মদিনে' সংখ্যা ২৪) কবিতার পাঠ-বিবর্তন, ঠাকুর-বাড়ির 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র (প্রচ্ছদ) ও অন্যান্য।

সংকলন ২ ॥ 'অরূপরতনে'র সম্পূর্ণ রূপান্তর ও সম্পূর্ণ প্রেস-কপির সংরক্ষিত অংশ—উভয়ই অ-পূর্ব-প্রচারিত ও নূতন আবিষ্কার বলা চলে—এ সংখ্যায় আনুপূর্বিক মুদ্রিত। রবীন্দ্র-অঙ্কিত রেখাবদ্ধ অপরূপ প্রতিকৃতি, রচনাকাল '২৩ চৈত্র ১৩৪৭'। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত প্রচ্ছদ।

সংকলন ৩ ॥ ইংরেজীতে শিশুদের অভিনয়যোগ্য মৌলিক নাটিকা ও তৎসম্পর্কিত তথ্য। পুনশ্চ-ধৃত 'বালক' কবিতার গদ্যে প্রথম 'খসড়া'। তা ছাড়া 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ', রাজা-অরূপরতনের গানের তালিকা ও অন্যান্য। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত মুখোষ ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লিপিচিত্র বা লেখাঙ্কন।

সংকলন ৪ ॥ 'বলাকা'য় ছন্দোবিবর্তন, 'তাসের দেশ'-পাণ্ডুলিপির বহিরঙ্গবিবরণ, বঙ্কিম-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি।

সংকলন ৫ ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস-এর নাট্যরূপ। টীকা, নাট্যরূপ-প্রসঙ্গ ও পাণ্ডুলিপি-বিবরণ শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক -কৃত।

সংকলন ৬ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত উপন্যাস : 'ললাটের লিখন'। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব -সংকলিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ (পাণ্ডুলিপি-ধৃত রবীন্দ্র-রচনার শিরোনাম, প্রথম ছত্র প্রভৃতির বর্ণানুক্রমিক অখণ্ড সূচী)।

সংকলন ৭ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা : বাংলা কবিতার কবি-কৃত ইংরেজি-রূপান্তর। দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য পত্র। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ৮ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা : 'পলায়নী'র প্রাথমিক খসড়া। দার্শনিক প্রবন্ধ : ব্যক্তিস্বরূপ ও বিশুদ্ধসত্তা। শ্রীকানাই সামন্ত-কৃত 'মালতীপুঁথিপর্যালোচনা'। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ৯ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা 'দুর্বল'। রবীন্দ্রনাথের মুকুট নাটকের অপ্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ 'The Crown'। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র। অপ্রকাশিত রবীন্দ্র-চিত্রলিপি। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১০ ।। রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা, অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লেখা বিশেষ মূল্যবান আটটি চিঠি, সন্ত কবীরের তেরোটি দোঁহার ইংরেজি রূপান্তর, দুটি চিত্রলিপি এবং 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১ থেকে ১০ পর্যন্ত এখনো একত্র পাওয়া যায়। মূল্য—১ দু টাকা ; ২, ৩, ৪, ৬ প্রতিটি চার টাকা ; ৫ আট টাকা ; ৭ ছয় টাকা এবং ৮, ৯, ১০ প্রতিটি দশ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

১. রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

২. বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলিকাতা ১৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠপঞ্জীকৃত গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ বহু রচনায় বহু ও বিচিত্র পাঠ-পরিবর্তন করেন, রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে তা অজানা নয়।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণে এরূপ পাঠসংস্কারের আনুপূর্বিক বিবরণ প্রণালীবদ্ধভাবে সংকলন, এ দেশের গ্রন্থপ্রকাশ-ক্ষেত্রে এ কালের এক বিশেষ ঘটনা। রচনা সম্পর্কে আনুষঙ্গিক নানা তথ্যে আর কবির বহু লিপিচিত্রে প্রত্যেক গ্রন্থ বিশেষভাবে অলংকৃত ও সমৃদ্ধ।

সন্ধ্যাসংগীত

এই গ্রন্থমালায় এটি প্রথম গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের কথায় : 'সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়'। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপরিবর্তনসহ, বিভিন্ন সময়ে এ থেকে বর্জিত কবিতা, সাময়িক পত্রে কবিতাগুলি প্রচারের সূচী, নানা উপলক্ষে সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে কবির নানা মন্তব্য—এ সবই সংকলিত। শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় -সংকলিত ও সম্পাদিত।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ। পাঠ-পরিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতা বা কবিতাংশের বর্জন, নানা উপলক্ষে এই রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্য, আর ১২৯১ শ্রাবণের নবজীবন পত্রে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' নামে বিনা স্বাক্ষরে মুদ্রিত কবির বিদ্রূপাত্মক রচনা—এই সংস্করণে সবেরই একত্র সমাহার। তা ছাড়া প্রথম সংস্করণ-ধৃত রাগতালের সূচী ও শব্দার্থ সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

এই গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় প্রথম দৃশ্যকাব্য। সাতটি সংস্করণের প্রণালীবদ্ধ পাঠপঞ্জীকরণ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর *Sannyasi or The Ascetic*-এর আদ্যন্ত পাঠের সহিত প্রচলিত বাংলা নাটকের বিস্তারিত তুলনা। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নানা মন্তব্য (পূর্বপ্রচারিত ও বিশেষভাবে পাণ্ডুলিপি-ধৃত), এ-সবের সমাহার। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীকানাই সামন্ত।

ভগ্নহৃদয়

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনা

ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত ভগ্নহৃদয় গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত শতবর্ষ পূর্বে, ১২৮৮ বঙ্গাব্দে। অতঃপর রবীন্দ্র-রচনাবলী 'অচলিত' প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান গ্রন্থ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বা পর্যালোচনা। পাণ্ডুলিপিচিত্র-সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীকানাই সামন্ত। মূল্য : ২৫·০০ টাকা

প্রা প্তি স্থা ন

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা ৭৩

২১০ বিধান সরণি। কলিকাতা ৬

রবীন্দ্রবীক্ষা

সংকলন ১২ • পৌষ ১৩৯১

র বী ন্দ্র বী ক্ষা

র বী ন্দ্র বী ক্ষা

রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্পের ষাণ্মাসিক সংকলন

সংখ্যা ১২

বিশ্বভারতী

শা ন্তি নি কে ত ন

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগ -বিষয়ে ভবনে যে-কাজ চলছে তার ধারার সঙ্গে পাঠককে যুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রভবন তথা রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের প্রযত্নে ষাণ্মাষিক সংকলন -রূপে রবীন্দ্রবীক্ষা প্রকাশিত হল। পত্রিকার বিষয়বস্তু হিসেবে থাকবে :

* রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা অপ্রকাশিত বাংলা ইংরেজি চিঠিপত্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট চিঠিপত্র ও রচনা।
* শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বা রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপির অপ্রচারিত বা বিরলপ্রচারিত সূচী, বিবরণ ও পাঠ।
* রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহের অন্যান্য বস্তুর তালিকা ও বিবরণ। যেমন :
  ক. রবীন্দ্র-অঙ্কিত চিত্রাবলি।
  খ. রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলি।
* দেশে বিদেশে নানা প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি বা রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তার তালিকা, বিবরণ ও চিত্র।
* নানা উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাপাঠ তথা অলিখিত ভাষণ-প্রতিভাষণ— এ-সবের বিবরণ, শ্রুতিলিখন, স্মৃতিলিখন।
* রবীন্দ্রনাথ-প্রযোজিত অভিনীত নাটক নৃত্যনাট্য গীতিনাট্য ঋতু-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ।
* রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গ্রন্থ তালিকা ও রচনার সূচী।
* রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-ভবন বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্দ্রানুরাগী সুধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

নিমাইসাধন বসু
উপাচার্য
বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন
৭ই পৌষ ১৩৯১

বিষয়-সূচী

চিত্রসূচী

চিত্র পরিচয় ॥

প্রচ্ছদ ॥ বিশেষ ভঙ্গিমায় বিহঙ্গ। পার্শ্বচিত্র। স্বাক্ষর তারিখবিহীন।
সাদা পশ্চাৎপটে বেগুনি, নীল, কমলা, সবুজ ও কালো রঙের
জলনিরোধক কালিতে তুলি ও কলমের কাজ ৪৯ × ৬৩ সেন্টিমিটার।
রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ, সংখ্যা ৯ (১৮৪৪)

প্রবেশক ॥ বাঁ হাতে ধনুক নিয়ে তাকিয়ে আছে পুরুষ, পাশে নিমীলিত চক্ষু
নারী। 'রবীন্দ্র'-স্বাক্ষরিত। তারিখবিহীন।
জ্যামিতিক পশ্চাৎপটে কালো ও বাদামী রঙের জলনিরোধক
কালিতে তুলি ও কলমের কাজ ৪৪ × ৫৪·৩ সেন্টিমিটার।
রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ, সংখ্যা ২২ (১৮৫৭)

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অক্ষয়কুমার মিত্র

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১.

ওঁ যোড়াসাঁকো

ভ্রাতঃ

বহুকাল পরে তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। কবে দেখা করিতে আসিবে একটা দিন এবং সময় স্থির করিয়া আমাকে লিখিয়া পাঠাইবে। বলা বাহুল্য দেখা হইলে খুসী হইব। এগারই মাঘের উৎসব[১] উপলক্ষ্যে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি— এই কারণে সংক্ষেপে সারিলাম—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২.

[২৯ জানুয়ারি, ১৮৯৫] ওঁ 1, Dwarkanath Tagore Lane
Jorasanko,
10th January 1825[১]
১৬ই মাঘ, মঙ্গলবার

ভাই অক্ষয় !

বহুদিনের পর তোমার পত্র পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। পূর্ব্বে তুই একখানা পত্র পাইয়া ঠিকানা না জানায় উত্তর দিতে পারি নাই।

তোমার পত্র পাইলেই সেই ইস্কুলের ছেলেবেলাকার বন্ধুদের কথা মনে পড়ে। যদিও নর্ম্যাল স্কুলের সমুখ দিয়া যাইবার সময় অসচ্চরিত্র বালকদের[২] কথা মনে করিয়া এখনো সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি তথাপি যখন তোমাদের মনে করি তখনি মনে করি সেইদিন আসুক, সেই আড়ি ভাব আর একদিন করি, সেই উঠা নামা আর একদিন করি।

তুমি আমার এখনকার বয়োবৃদ্ধির গাম্ভীর্য্য দেখিলে হয়ত হাস্য করিবে, এক সময়ে তোমাদের কাছে এত ছেলেমানুষী করিয়াছি যে তোমাদের কাছে গম্ভীর

হওয়া বাস্তবিক হাস্যজনক। তোমার পত্রপাঠে বোধ হইল যে, এখনো যে তোমার সহিত বন্ধুত্ব রহিয়াছে ইহাতে তুমি কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছ। কিন্তু আশ্চর্য্য হইবার কারণ কিছুই নাই, আমরণ কাল তোমার নিকট আমার ও আমার নিকট তোমার ভালবাসা প্রাপ্য রহিবে। ইহার অন্যথা হওয়াই আশ্চর্য্যের কারণ। একদিন যদি আমার কাছে আইস তবে দেখিবে, অন্যের নিকট রবি যতই গম্ভীর হউক না কেন তোমার নিকট সেই নবম বর্ষীয় বালক ; অভিমান করিয়া এখনও সে আড়ি করিতে পারে, মিটমাট করিয়া পুনরায় ভাব করিতে পারে। যদি এখানে আসিয়া রবিকে রুদ্ধহৃদয়, গম্ভীর বা গর্ব্বিত মনে কর তবে আমার নিন্দা দেশময় রাষ্ট্র করিও। সেই রবি, যে, ইতিহাস, অঙ্ক বা ভূগোলের সময় শ্রেণীর সর্ব্বশেষে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত, সে আজ দু'এক ছত্র কবিতা লিখিতে পারিয়াছে বলিয়া কি তোমার নিকট গর্ব্ব করিতে পারে। তুমি আমার বাল্যকালের অজ্ঞতা দেখিয়া কত হাসিয়াছ,— তোমার কাছে বিজ্ঞতা গাম্ভীর্য্য দেখাইতে লজ্জা বোধ হইবে না ?

বোধ হয় শীঘ্র তুমি একদিন এখানে আসিবে ; তাহা হইলে বড়ই সন্তুষ্ট হইব। আজ আর অধিক লিখিলাম না।

রবি

৩.

[২৩ নভেম্বর ১৯২০] ওঁ শান্তিনিকেতন

সুহৃদ্বর

অনেককাল অনুপস্থিত ছিলুম— ফিরে এসে মুলতুবী কাজের জালে জড়িয়ে পড়েচি সময় কিছুই পাইনে। তাই চিঠিপত্র লেখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েচে। মোটের উপর শরীর ভালোই আছে।

আমি সম্ভবত ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে কলকাতায় যাব এবং তখন তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। ইতি ৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৭

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪.

[২১ সেপ্টেম্বর ১৯২১]　　ওঁ

সুহৃদ্বরেষু

তোমার চিঠি পাইয়া খুসি হইলাম। আমি বোলপুরে শান্তিনিকেতনেই প্রায় বাস করি। মাঝে মাঝে কাজ পড়িলে কলিকাতায় যাই। তুমি আমার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ ইহাতে আনন্দিত হইলাম। যখন কলিকাতায় যাইব তোমার সংবাদ লইব। ইতি ৫ আশ্বিন ১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫.

[২৯ জানুয়ারি ১৯২২]　　ওঁ　　শান্তিনিকেতন

সুহৃদ্বর

কবে কলিকাতায় যাইব তাহার স্থিরতা নাই। এখানে আমাকে নানা কাজে বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাই কলিকাতায় যাওয়া প্রায়ই ঘটে না। সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসের ৩।৪ তারিখে একবার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যাইতে হইবে। খবর লইয়া দেখা করিতে আসিলে খুসি হইব। ইতি ১৫ মাঘ ১৩২৮

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৬.

[২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪]　　ওঁ

সুহৃদ্বরেষু

কাল শুক্রবারে কলিকাতায় পৌঁছিব। শনি বা রবিবারে মধ্যাহ্নে আসিলে বিরলে দেখা হইতে পারিবে। ইতি ৯ ফাল্গুন ১৩৩০

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৭.

[১৭ জুন ১৯২৫] ওঁ SANTINIKETAN
BENGAL

[দ্বারকানাথের চিঠির কাগজের মোহরাঙ্কিত Works Will Win]

প্রিয়বরেষু

বিদেশ ভ্রমণকালে দুইবার পরে পরে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণে আমার শরীরকে অত্যন্ত বেশি দুর্বল করিয়াছে। তাই ডাক্তাররা আমাকে যথাসম্ভব স্থির হইয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতে পরামর্শ দিয়াছে। সমস্ত দিন চুপ করিয়া কেদারায় পড়িয়া কাটে, কাজকর্ম বিশেষ কিছুই করি না। আগামী অগষ্ট মাসে আবার য়ুরোপ যাত্রা[১] করিব—সেখানে কিছুকাল কোনো ভালো জায়গায় থাকিয়া চিকিৎসা করাইব।

১লা অগষ্টে বম্বাই হইতে জাহাজ ছাড়িবে। কলিকাতা হইতে সম্ভবত ২৫।২৬শে জুলাই নাগাদ রওনা হইব। তাহার পূর্ব্বে কলিকাতায় তোমার সহিত সাক্ষাতের আশা রহিল। ইতি ৩ আষাঢ় ১৩৩২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮.

[২১ অগস্ট ১৯২৮] ওঁ কলিকাতা

সুহৃদ্বরেষু

বেশি উদ্বেগের কারণ নেই। শুধু ক্লান্তি— নড়াচড়া ক্লেশকর, কাজকর্ম্মে একটুও মন লাগে না। আপাতত ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে আছি। আরো সপ্তাহদুয়েক তারি দৌরাত্ম্যে যাবে— তার পরেই শান্তিনিকেতনে দৌড় দেব।

রথী এখন য়ুরোপে।

তোমার খবর সব ভালো শুনে খুসি হলুম। ইতি ২২ অগষ্ট ১৯২৮

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯.

[৫ জানুয়ারি ১৯২৯] ওঁ "UTTARAYAN"
SANTINIKETAN
BENGAL

সুহৃদ্বর

শান্তিনিকেতনেই আছি। নড়ে বেড়াবার মতো শরীরের অবস্থা নয়। কলকাতায় যাবার সম্ভাবনা নেই।

আজকাল আমার এখানে কাজের ভিড় ও লোকের ভিড় গুরুতর হয়ে উঠেচে। কন্‌গ্রেস ভাঙনের দল দেশে ফেরবার মুখে একবার করে এখানে ঘুরে যাচ্চেন। সময় পাচ্চিনে, বিশ্রামের উপায় নেই। সমুদ্রপার থেকে এই শীতের সময় অনেক দর্শনার্থী এখানে আসেন— তাঁদের নিয়েও খুব ব্যস্ত থাকতে হয়।

আশা করি তোমার শরীর ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠচে। ইতি ৫ জানুয়ারি ১৯২৯

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০.

[২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯] ওঁ কলিকাতা

প্রিয়বরেষু

পশু যাত্রা করতে হবে অতি দূর দেশে[১]— তাই অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। শরীর ক্লান্ত। কিন্তু সমুদ্রযাত্রায় উপকার হবে— এবং যেখানে যাচ্চি সেখানকার জলবাতাস ভালো।

আমার ফিরতে কতদিন লাগবে এখনো কিছুই স্থির নেই। সম্ভবত আগামী অক্টোবর নবেম্বর পর্য্যন্ত আমার প্রবাসযাপনের মেয়াদ। গ্রীষ্মকাল জুন মাস পর্য্যন্ত আমেরিকায় কাটবে তার পরেই মনস্যুনের উপদ্রব। সেই সময়টা য়ুরোপে থাকব। শীতের আরম্ভেই দেশে ফেরবার চেষ্টা করতে হবে।

তোমার শরীর সুস্থ হয়ে উঠুক এই কামনা করি। ইতি ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১.

[৯ জুলাই ১৯২৯] ওঁ

প্রিয়বরেষু

তোমার কন্যাবিয়োগ শোকের কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত বোধ করচি। মৃত্যুশোকের সঙ্গে আমার বারবার পরিচয় হয়েচে— কোনো উপদেশ দিয়ে কোনো [লাভ] নেই— যে মহাকাল একদিন হরণ করেন সেই মহাকালই আর এক দিন সান্ত্বনা নিয়ে আসেন। নিজের শক্তিতে নিজের মধ্যে শান্তি লাভ করো এই আমি ইচ্ছা করি এর বেশি আর কিছুই করবার নেই। নিজের কোণের মধ্যে ফিরে এসে বসেছি— কিছুদিন বিশ্রাম করতে পারলে বাঁচি। কিন্তু তার প্রত্যাশা দেখিনে। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। ইতি ৯ জুলাই ১৯২৯

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২.

[তারিখবিহীন]

সুহৃদ্বর

বৃহস্পতিবার রাত্রের গাড়িতে এখান হইতে চলিয়া যাইব। অতএব বুধ অথবা বৃহস্পতিবার প্রাতে আসিলে দেখা হইবে। ইতি সোমবার

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

পত্র

অক্ষয়কুমার মিত্র

শ্রীশ্রীহরিঃ সহায়

নং ৭৫ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
শোভাবাজার কলিকাতা
৮ই মে ১৯৩১

সুহৃদ্‌বরেষু

তুমি বিলাত হইতে শেষ ফিরিয়া আসিবার পরে তোমাকে দুইখানি পত্র লিখি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনখানিরও উত্তর পাই নাই। সম্ভবত তোমার হাতে যায় নাই।

ভাই রবি, আজ তোমার সপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণে এই শুভ জন্মদিনে, আমি ভক্তির সহিত তোমাকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছি এবং পরমকারুণিক জগদীশ্বরের নিকট তোমার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করিতেছি। বলা বাহুল্য, আমি এই বার্দ্ধক্যের (৭৩ বৎসর বয়সে) সময় দুর্ব্বল অবস্থায় নিজের হাতে এই পত্রখানি লিখিলাম।

তোমার সহিত বাল্যকালে নর্ম্মাল স্কুলে[১] প্রায় দুই বৎসর একত্র অধ্যয়নকালে উভয়ে খুবই প্রণয় হয়। সেই অবধি তোমার সহিত পত্র দ্বারা কুশলাদি পাইতাম ও বাল্যকালে কতবার তোমাদের বাটী যাইতাম বেশ মনে আছে। ভাই শরীর এখনও খুবই দুর্ব্বল, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই নিজে গিয়া তোমার সাদর সম্ভাষণ করিয়া পরমানন্দ পাইতাম।

এক্ষণে ভারতে এমন কি সমস্ত জগতে তুমি ও মহাত্মা গান্ধী এই দুইজনই প্রধান নেতা ও কর্ণধার। বিদ্যা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, উপন্যাস, রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই তোমাদের যশঃসৌরভ জগতে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার জন্য জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন দীর্ঘজীবন দিন ও তোমার যশঃ আরও বৃদ্ধি হউক।

তুমি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে যে আমার জামাতা Lieutt. Col. A. N. Palit F.R.C.S., I.M.S. এখন কটকের Civil Surgeon হইয়াছেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিদ্যুৎকুমার পালিত ৩ বৎসর বিলাতে থাকিয়া আগষ্ট মাসে

I.C.S. পরীক্ষা দিবে। তার কথা তোমাকে অনেক বলেছি। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র B.E., C.E. যাহাকে তোমার ইচ্ছায় তোমার নিকট লইয়া গিয়াছিলাম (প্রায় ৬।৭ বৎসর আগে) এখন তোমার আশীর্ব্বাদে Calcutta Corporation District Building Surveyor হইয়াছে ও মাসে প্রায় ৪০০৲ টাকা পায়।

তুমি, শ্রীমান্ রথীন্দ্র ও তোমার জামাতা ও পুত্রকন্যা কেমন আছ, অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া চিন্তা দূর করিলে অনুগৃহীত হইব। ভাই, বড়ই ইচ্ছা করে তোমার সঙ্গে যাইয়া সাক্ষাৎ করি। শেষ দেখা প্রায় ৪।৫ বৎসর আগে শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত[২], তার পিতা এবং আমি তোমার সহিত জোড়াসাঁকোর বাটীতে যাই। ভাই এত আনন্দ যে তাহা বলিবার নহে।

তুমি আমার সাদর স্নেহ ও ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবে। শরীর দুর্ব্বল। এ জীবনে যে আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে তাহার সম্ভাবনা খুবই কম। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী বাল্যবন্ধু

Dr. Rabindra Nath Tagore, D. Lit. শ্রীঅক্ষয়কুমার মিত্র

পত্র-প্রসঙ্গ*

রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে রক্ষিত অক্ষয়কুমার মিত্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের বারোখানি পত্র এবং রবীন্দ্রনাথকে লেখা অক্ষয়কুমারের একখানি পত্র রবীন্দ্রবীক্ষার বর্তমান সংকলনে মুদ্রিত হল।

"পত্রপ্রাপক অক্ষয়কুমার অতিশয় মেধাবী ও চরিত্রবান ব্যক্তিরূপে পরিচিত। তাঁর পিতা হরলাল মিত্র একাধিক ইংরেজ সওদাগর দপ্তরে কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতায় গোলদীঘির উত্তরে মির্জাপুর স্ট্রীটে তাঁহার বাড়ি এবং কলেজ স্কোয়ারের পূর্বদিকে বৈঠকখানা ছিল। তাঁহার মাতা চাঁদমণি দেবী রামবাগান দত্তবংশের কন্যা।

সাহেবী ভাবাপন্ন শৌখিন হরলাল মিত্রের পোশাক-পরিচ্ছদ ইংরেজের দোকান হইতে আসিত, তাঁহার গাড়ির চালকও ছিল সাহেব। কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ে এক সময়ে তিনি নিজের বসতবাটী বিক্রয় করিয়া দর্জিপাড়ায় ভাড়াবাড়ি আশ্রয় করেন। ঐ বাড়ি ছাড়িবার পূর্বে ইংরাজী ১৮৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়। দর্জিপাড়ার বাড়িতেই তাঁহার শৈশবকাল কাটে। এ সময় নিকটবর্তী একটি সরকারী পাঠশালায় পড়াশোনা করিয়া পাঠশেষে তিনি রৌপ্যপদক পুরস্কার পান। অতঃপর নর্মাল স্কুলে প্রবেশ। তখন রবীন্দ্রনাথ ঐ স্কুলের ছাত্র। অক্ষয়কুমার নর্মাল স্কুলের সেরা ছাত্র ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ পড়াশোনায় অক্ষয়কুমারের সমকক্ষ না-হইলেও দুইজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহাদের পরস্পরের এই প্রীতির বন্ধন আমরণ অটুট ছিল।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জলপানি পাইয়া অক্ষয়কুমার হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন এবং এখান হইতেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান এবং পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররূপে বি. এ. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান লাভ করেন। তাঁর পঠদ্দশায় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়।

উলুবেড়িয়ার জনৈক খ্যাতনামা উকিলের কন্যা সরোজিনী দেবীর সঙ্গে অক্ষয়কুমারের বিবাহ হয়। তাঁহার বাল্যবন্ধু রবীন্দ্রনাথ উক্ত শুভকার্যে উপস্থিত হইয়া দুইখানি পুস্তক উপহার দিয়া নববধূদর্শনকালে পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, 'বউ কই ? এ তো বেনারসীর পুঁটলি !'

কর্মজীবনে অক্ষয়কুমার ছিলেন সরকারী চাকুরে—কখনো কলকাতায়, কখনো সিমলায়—মিলিটারি অ্যাকাউণ্টস্ বিভাগে। স্বাস্থ্যের কারণে তিনি কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বেই অবসর গ্রহণ করেন। অবসর জীবনে পঁচিশ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। শেষ তিন-চার বৎসর প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকিয়া ১৯৩৮ সালের ২ মার্চ তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন।

অক্ষয়কুমারের স্বল্পসংখ্যক বন্ধুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। শেষজীবনে তিনি নিজে কাহারও বাড়িতে যাইতে পারিতেন না। বন্ধুবান্ধবরাই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। সুবিখ্যাত ব্যায়ামবীর বিষ্ণুঘোষের পিতা ভগবতীচরণ ঘোষ এবং সুলেখিকা রাধারানী দেবীর

* পত্র-প্রসঙ্গ-ধৃত অক্ষয়কুমার মিত্র মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে পাঠিয়েছেন অক্ষয়কুমারের পৌত্রী শ্রীমতী উষা দত্ত। এজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

পিতা আশুবাবুও অক্ষয়কুমারের বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন। যতদূর স্মরণ হয় বিষ্ণু ঘোষ প্রথম রবীন্দ্রদর্শনে যাইবার কালে অক্ষয়কুমারের নিকট হইতে একখানি পরিচয়পত্র লইয়া গিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার রাধারানী দেবীকে সঙ্গে লইয়া গিয়া কবির সহিত প্রথম পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন।

শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ একবার অক্ষয়কুমারের বাড়িতে আসিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আসা হয় নাই। কারণ অক্ষয়-পত্নী সরোজিনী তাঁহার স্বামীকে বলিয়াছিলেন।

"এত নামকরা কবি কখনো একলা আসবেন না, সঙ্গে ভক্তবৃন্দ থাকবে, তাদের নিয়ে এসে তোমার এই ভাঙাচোরা ছোট বাড়িতে তুমি বসতে দেবে কোথায় ?"

অক্ষয়কুমার শান্তিপ্রিয় ছিলেন। গৃহে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় তাঁর প্রিয় বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করতে পারলেন না। এই কথা লইয়া শেষ জীবনে প্রায়ই তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতেন।

পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাতের সুযোগ সব সময় না-হইলেও তাঁহাদের উভয়ের পত্রালাপ বন্ধ হয় নাই। কবির লেখা বহু পত্র অক্ষয়কুমারের নিকট ছিল। সংক্ষিপ্ত হইলেও অক্ষয়কুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি পত্রই আন্তরিকতাপূর্ণ। পারস্য-যাত্রাকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সহপাঠীকে দুইছত্র কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,

"গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নূতন জীবন লভি।"

জোড়াসাঁকোয় অভিনীত যে-সকল নাটকে রবীন্দ্রনাথ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তার প্রত্যেকটিতে অক্ষয়কুমার উপস্থিত ছিলেন। বাড়িতে অবসরজীবনে সর্বদা তিনি ব্রহ্মসংগীত এবং রবীন্দ্রসংগীত গাইতেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি অক্ষয়কুমারের আন্তরিক প্রীতি কত গভীর ছিল তাহার একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যায় :—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো এক অনুষ্ঠানে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষণ বেতারে প্রচারিত হইয়াছিল। শয্যাশায়ী অক্ষয়কুমার বেতারে রবীন্দ্রকণ্ঠ শুনিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন,

'রবি বলছে বুঝি।'

তারপর সারাক্ষণ রেডিয়োর সামনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে সেই ভাষণ শুনিয়াছিলেন।"

টীকা

পত্র ১। ১ ব্রাহ্ম সমাজের নব গৃহে প্রবেশের দিন ১৮৩০ খৃস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি, ১১ই মাঘ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে এটি একটি পুণ্যদিবসরূপে গণ্য হয়েছিল। এরই স্মৃতিতে এগারোই মাঘের উৎসব মহর্ষি-কর্তৃক প্রথম প্রবর্তিত হয়। উৎসব প্রথম অনুষ্ঠিত হয় জোড়াসাঁকোতে।

২। ১ পত্রধৃত '১৬ই মাঘ' মঙ্গলবার' ('রবিবার নয়')। '10th January' নয় 29th January 1895.

২। ২ "ক্রমশ নর্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপসা অবস্থা পার হইয়া স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে। ছেলেদের সঙ্গে যদি মিশিতে পারিতাম, তবে বিদ্যাশিক্ষার দুঃখ তেমন অসহ্য বোধ হইত না। কিন্তু সে কোনো-মতেই ঘটে নাই। অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে, ছুটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলায় রাস্তার দিকের জানালার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। মনে মনে হিসাব করিতাম, এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর – আরো কত বৎসর এমন করিয়া কাটাইতে হইবে।"

—'জীবনস্মৃতি', নর্মাল স্কুল অধ্যায়, পৃ. ১৯

৭। ১ পত্রানুসারে ১৯২৫-এর জুলাই বা অগস্টে কবির য়ুরোপ যাওয়া হয় নি। কলকাতা থেকে যাত্রা করেছেন ১৯২৬ এর ১২ মে। বোম্বাই থেকে ইতালীয় জাহাজে চড়েছেন ১৫ মে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, গৌরগোপাল ঘোষ, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এবং মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ।

১০। ১ কানাডার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ত্রৈবার্ষিক সম্মেলনে ভাষণ দানের জন্য কবি কলকাতা থেকে বোম্বাই গেলেন ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং বোম্বাই থেকে কানাডার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন ১ মার্চ ১৯২৯।

১৩। ১ নর্মালস্কুলে রবীন্দ্রনাথ একটানা পাঁচবছর [১৮৬৫-৭০] পড়েছিলেন। সহপাঠী অক্ষয়-কুমার কোন্ 'দুই বৎসর' তাঁর সঙ্গে ঐ স্কুলে ছিলেন সে তথ্য জানা যায় না।

১৩। ২ কবি নরেন্দ্র দেবের সহধর্মিণী, স্বনামখ্যাত মহিলাসাহিত্যিক, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন।

সুন্দর

নাট্যগীতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুন্দর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাট্যগীতি

প্রাক্-কথন : "গুরুদেবের ঋতুসংগীতগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করলে আমরা পাই শান্তিনিকেতনের পূর্বের, শান্তিনিকেতনের আরম্ভের ও পরের দিকের গান। এই তিনটি ধারার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রথম দিকের গানের মধ্যে প্রকৃতি বিশেষ জায়গা পায় নি, মধ্যকালে প্রকৃতি কিঞ্চিৎ স্থান লাভ করেছে মাত্র, আর শেষ দিকের গানগুলি শুনে মনে হয় বিশ্বপ্রকৃতি যেন নিজেই কথা বলছে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, তৃতীয় যুগের ঋতুসংগীতগুলিই হল তাঁর শ্রেষ্ঠ ঋতুসংগীত। লিরিক্ কাব্যরূপে স্বরের কল্পনায় এই সময়কার গানগুলি প্রকৃত পূর্ণতা লাভ করেছে।

১৯২৩ সালে তিনি বর্ষামঙ্গলের আদর্শে বসন্ত ঋতুর নতুন এক ঝাঁক গান নিয়ে 'বসন্ত' নামে একটি সংগীত আসর বসালেন কলকাতায়। এ-নাটকের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সময় রঙ্গমঞ্চে একটি রাজসভা সাজিয়ে রাজা যেন তাঁর রাজকার্যের নীরস জীবনের অবসরে ও নিভৃতে রাজকবিকে ডেকে তাঁর দলবলের দ্বারা অনুষ্ঠিত বসন্তের গান শুনতে বসেছেন। এর গানই সব, কথা গৌণ। কেবল গানগুলিকে সংগীতময় করে তোলাই ছিল লক্ষ্য। এখানে বলে রাখা ভালো এ ধরনের নাটকের গানগুলি তিনি আগে একটানা রচনা করেছিলেন, জলসার সুবিধার জন্য কথাগুলি পরে লেখেন। গানে কখনো একজন, কখনো দুজন ও কখনো অনেকে একসঙ্গে মিলে রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে গানের সঙ্গে অভিনয় করত। দু' একটি গানে নাচ ছিল, কিন্তু সে নাচ আজকালকার মতো কোনো রকমের নৃত্যধারায় শেখানো নাচ নয়। শেষ গানটিতে গুরুদেব স্বয়ং গানের দলের সঙ্গে নাচে রঙ্গমঞ্চকে মাতিয়ে তুলেছিলেন।

১৯২৪ সালে 'অরূপরতন' অভিনীত হল। এটি 'রাজা' নাটকেরই রূপান্তর। বহু নতুন গান এতে সংযোজিত হয়। গীতবহুল যাত্রার আদর্শে এটি গীতিনাটকের রূপ নেয়। গানগুলি নাটকের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে গান ছাড়া নাটকটি অসম্পূর্ণ থেকে যেত। গানগুলিকে মূকাভিনয়ে রূপ দেওয়া হয়। দেহভঙ্গিতে কোথাও কোথাও যে একটু নাচের আমেজ দেখা না-গিয়েছিল তা নয়। গুরুদেব নাটকে কথার অংশ পাঠ করেছিলেন। গানের দল ছিল পিছনে।...

'অরূপরতন' হয়ে গেলে পর আবার দেখলাম ঋতুর গান নিয়ে তিনি রচনা করলেন 'সুন্দর' ও 'শেষ বর্ষণ' নামে দুটি গীতিকাব্য। 'সুন্দর' ১৯২৫ সালে ফাল্গুন মাসে অভিনীত হবার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু তা অসমাপ্ত থেকে যায়।"...[১]

উল্লিখিত 'সুন্দর' রচনার ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

১ শান্তিদেব ঘোষ, শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা : 'রবীন্দ্রসংগীত', পৃ. ১৫১-৫২

"কবি যখন দেশে ফিরিলেন (৫ ফাল্গুন ১৩৩১) তখন ভরা বসন্তকাল। তাঁহার মনে পূরবীর স্বর এখনো ধ্বনিতেছে। এতদিন ভাবনারাশি ছন্দের মধ্যে বদ্ধ ছিল, এবার মন মুক্তি পাইল গানের মাঝে। বসন্ত বৃথায় তাহার অর্ঘ্য বহিয়া চলিয়া গেল না। বসন্ত-উৎসবে 'সুন্দরের' আবাহন হইবে— পূর্ণিমার সন্ধ্যায় (২৬ ফাল্গুন) আম্রকুঞ্জে আয়োজন হইয়াছে। অসময়ে আকস্মিক ঝড় বৃষ্টি ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত আয়োজন নিশ্চিহ্ন করিয়া চলিয়া গেল। কিছু পরেই আকাশে পূর্ণ চন্দ্র নির্বিকারভাবে উদিত হইল— কোথাও কিছু দুর্দৈব ঘটে নাই। কবি আপন গৃহকোণে আবদ্ধ, গান লিখিলেন-

'রুদ্রবেশে কেমন খেলা, কালো মেঘের ভ্রকুটি···'"

—'রবীন্দ্রজীবনী' ৩, পৃ. ২১৩

উক্ত ঘটনার পরবর্তী সংযোজন শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষের লেখনীতে। তিনি লিখেছেন :

"অনেক রাত্রে বর্তমান পুস্তকাগারের [এখন পাঠভবন-দপ্তর] উপরতলার লম্বা ঘরে গানের মজলিস হল বৃষ্টির পরে। সেখানে গুরুদেব এই নতুন গানটি (রুদ্রবেশে কেমন খেলা···) একলা গেয়েছিলেন। সেই বৎসরে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে 'সুন্দর' আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।"

—'রবীন্দ্রসংগীত', পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ২০৯

২৬ ফাল্গুনে অনুষ্ঠিত 'সুন্দর'-এর একটি মুদ্রিত সচিত্র সংগীত-সূচী বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে দেখা যায়। চার ভাঁজ করা আট পৃষ্ঠার এই পত্রীর নামপত্রটি এ-রকম :

"সুন্দর

(বসন্তোৎসব)

[লিনোকাট ছবি]

শান্তিনিকেতন

২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩১"

এতে মোট বারোটি গান ছাপা আছে :

১। আজ কি তাহার বারতা পেল রে কিশলয়

২। তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে

৩। নাই বা যদি এলে তুমি এড়িয়ে যাবে তাই বলে

৪। ফিরে ফিরে ডাক দেখিরে পরান খুলে

৫। ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে

৬। একি মায়া ! লুকাও কায়া জীর্ণ শীতের সাজে

৭। মোরা ভাঙব, তাপস, ভাঙব তোমার

৮। ওহে সুন্দর মরি মরি

৯। লহ লহ তুলে লহ নীরব বীণাখানি

১০। ও কি এল, ও কি এল না

১১। কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও

১২। যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়

"১৯২৯-এ কলকাতায় মাঘোৎসবে গান করতে যাবার পর হঠাৎ স্থির হল জোড়াসাঁকোয় নাচ গানের আসর করা হবে টিকিট করে। পূর্বরচিত নানা সময়ের বসন্ত ঋতুর গান বাছা হল। বিশেষ করে এমন গান রাখা হল যে-গুলিতে মেয়েরা পূর্বে নেচেছে। অর্থাৎ নাচগুলি পূর্বের তৈরি। এই অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হল 'সুন্দর'।

কিন্তু এই 'সুন্দর' ও ১৯২৫-এর 'সুন্দরে'র মধ্যে কোনো মিল ছিল না। অভিনয় হয় দু'দিন। শেষদিনে গুরুদেব শান্তিনিকেতন থেকে এসে পড়লেন এবং গানগুলির অদলবদল করে রানী ও তার সখী 'বসন্তিকা' নামে দুটি চরিত্র এর মধ্যে যোগ করে দিলেন। তাদের কথাবার্তার ভিতর দিয়ে গানগুলির মর্মার্থ বোঝানো হয়েছিল।"[২]

শেষোক্ত 'সুন্দর'-এর একটি মুদ্রিত সংগীত-সূচীও রবীন্দ্রভবনে পাওয়া যায়। এই পত্রীর হলদে রঙের মলাটে লাল কালিতে ছাপা নামপত্রটি এ-রকম :

"নাট্য বিষয়

সুন্দর

(বিশ্বভারতী সিল)

অভিনয় স্থান

জোড়াসাঁকো, কলিকাতা

অভিনয় রাত্রি

১৩ মাঘ, ১৩৩৫"

৩১ নং সেণ্ট্রাল এভিনিউ-স্থিত, কলিকাতা আর্ট প্রেসে ছাপা উক্ত পত্রীর মূল্য আট আনা। এতে মুদ্রিত গানের সংখ্যা দশ।

১। নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ

২। যদি তারে নাই চিনি গো

৩। আজি দখিন দুয়ার খোলা

৪। ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া

২ শান্তিদেব ঘোষ, 'রবীন্দ্রসংগীত', পৃ. ২৫৩

৫। এসো এসো বসন্ত ধরাতলে
৬। কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে
৭। কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন
৮। ও কি মায়া, কি স্বপন ছায়া, ও কি ছলনা
৯। ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল
১০। এনেছ ঐ শিরীষ বকুল আমের মুকুল

উক্ত পত্রী অনুসারে 'সুন্দর' অনুষ্ঠিত হয় একটি রাত্রিতে— ১৩ মাঘ ১৩৩৫। কিন্তু পূর্বে উদ্‌ধৃত শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের উক্তি অনুসারে জানা যায়— 'অভিনয় হয় দু'দিন' (১৩ এবং ১৫ মাঘ ১৩৩৫)। শেষদিনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসেন এবং পূর্বোক্ত গান-গুলির সঙ্গে আরো গান এবং সংলাপ যোগ করে 'সুন্দর'কে নূতন রূপে উপস্থাপিত করেন। 'রানী' ও 'বসন্তিকা' নামে দুটি চরিত্র শেষদিনের 'সুন্দর'-এ নূতন সংযোজন। এদের কথোপ-কথনের ফাঁকে ফাঁকে ছিল গানের সুরের মূর্ছনা। কয়েকটি গানও নূতন যোগ করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা 'সুন্দর'-এর যে পাণ্ডুলিপি দেখা যায়, তাতে রানী ও বসন্তিকার ভূমিকায় কবির বিশেষ স্নেহধন্য দুজনের নাম লিপিবদ্ধ আছে— 'নুটু' (রমা কর : সুরেন্দ্রনাথ করের সহধর্মিণী) এবং 'অমিতা' (ঠাকুর : অজীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী)।

পাণ্ডুলিপি-ধৃত সংলাপ-সহযোগে 'সুন্দর'-এর গানগুলি এই প্রথম প্রকাশিত হল রবীন্দ্র-বীক্ষার বর্তমান সংকলনে। পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ একটি মাত্র পঙ্‌ক্তি লিখে দিয়ে প্রতিটি গানের স্থল-নির্দেশ করেছেন ; গানের বাকি অংশ গীতবিতান থেকে মুদ্রিত।

নুটু ॥ রানী, এখনো তো দোল পূর্ণিমার দেরি আছে।
অমিতা ॥ বসন্তিকা, তাতে ক্ষতি কি ?
নুটু ॥ এখনো শীত রয়েছে যে। বসন্তের গান কি এখন—
অমিতা ॥ এইতো সময়। শীতের হৃদয়ের মধ্যেই বসন্তের ধ্যান মূর্তি।
নুটু ॥ হৃদয়ের ভিতর কি আছে তা তোমার কবিই জানে। কিন্তু বাইরের দিকে চেয়ে দেখ সমস্ত পাতা যে ঝরিয়ে দিলে।
অমিতা ॥ নবীনের জন্যে নূতন করে আসন পাতবার ভার নিয়েছে শীত।
নুটু ॥ কিন্তু বনের মধ্যে যেন ডাকাত পড়েচে— নিষ্ঠুর তার কাজ।
অমিতা ॥ বসন্তিকা, সুন্দরকে যদি চাস্ তো তার সাধনা কঠোর সে কথা মনে রাখিস্। শীতের কাজ বড়ো কঠোর, সমস্ত উজাড় করে দিয়ে তবে সে সুন্দরকে পায়।
নুটু ॥ তা ভাল, কিন্তু এই তো তোমার পুঁথি। সুন্দরের পালা এতে তো সমস্তটা নেই, ছাড়া ছাড়া কতকগুলো গান। এ কি ভালো হবে ?
অমিতা ॥ কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। কবি বললেন, এ কি যুদ্ধ পেয়েছ রানী, যে সৈন্য

একেবারে দলেবলে এসে দুর্গ দখল করবে? সুন্দরের দূত এখানে ওখানে একটি দুটি করে আসে, উঁকি মেরে যায়। দেখিস্‌নি আমাদের বাগানে কোথাও বা দুটো একটা অশোকের কুঁড়ি ধরেচে, কোথাও বা একটি দুটি মাধবী ফোটে ফোটে করচে —সবই খাপছাড়া। কিন্তু সেই অল্পটুকুতেই অনেকখানির ভূমিকা।

নুটু ॥ এটা কবির কুঁড়েমি। সমস্তটা লিখ্‌তে মন যাচ্চেনা—কোনো মতে গোটাকতক গান বানিয়ে দিয়ে কাজ সারতে চান।

অমিতা ॥ কবি বলেচেন, পালা অভিনয় হতে হতে দিনে দিনে সমস্ত গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, তখন দোলপূর্ণিমা এসে পড়বে। অশোকবনেরও সেই নিয়ম, পলাশবনেরও সেই রীতি; তাদের উৎসব জমে উঠতে সময় লাগে। কিন্তু আর তোকে ব্যাখ্যা করতে পারিনে। এইবার আরম্ভ হোক্। সবাইকে ডাক না।

নুটু ॥ সবাই প্রস্তুত আছে। আচার্য সুরেশ্বর, ধরো তোমার যন্ত্র। মঞ্জুলা গান আরম্ভ করো।

অমিতা ॥ ও কি? শুধু গান, সে হবে না।

নুটু ॥ আর কি চাই রানী?

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।
স্থল জলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরিগুহা-পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীতমধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরসভঙ্গিমা।
নব বসন্তে নব আনন্দ, উৎসব নব।

অমিতা ॥ নৃত্য দিয়ে শুরু করতে হবে। সুন্দরের পালা যে বসন্তের।

নুটু ॥ তা হোক্ না— কিন্তু তাই বলে অসংযম—

অমিতা ॥ অসংযম? একে বলে উল্লাস। বসন্তের শুরুতেই দক্ষিণে হাওয়া আসে বনে বনান্তরে নৃত্য প্রচার করে বেড়ায়। ফুল ফোটে, পাখি গায়, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বন নৃত্যবেগে দুল্‌তে থাকে। সুন্দর আর নটরাজ যে একই। কবির কাছে সেদিন শুন্‌লি নে নাচেতেই নিখিল জগতের প্রকাশ— নাচ বন্ধ হলেই প্রলয়। যমুনাকে জাহ্নবীকে বলে দে তাদের দুজনের নৃত্যতরঙ্গের লীলা এক জায়গায় মিলিয়ে দিক্— আজ আমার এই নৃত্যের আঙিনায় নৃত্যের পবিত্র প্রয়াগতীর্থ রচনা হোক্— এইখানে নটরাজের পূজা।

নুটু ॥ আচার্য সুরেশ্বর তাদের আগে থাকতেই প্রস্তুত করে রেখেচেন দেখচি,— ঐ যে তারা আস্‌চে।

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ, ঘুচাও ঘুচাও ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে॥
তোমার চরণপবনপরশে সরস্বতীর মানসসরসে
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
ঢেউ তুলে দাও, মাতিয়ে জাগাও অমলকমল গন্ধ হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ, নৃত্যে তোমার মায়া,
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায় দোলায় বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
অন্ত কে তার সন্ধান পায় ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণ,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মন॥

মোর সংসারে তাণ্ডব তব কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার নাচের ঘূর্ণিতালে।
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর, ওগো শঙ্কর হে ভয়ঙ্কর,
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে
জীবন-মরণ-নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

টুটু॥ নাচ তো হোলো রানী। এবার পুঁথিতে কি লিখচে?
অমিতা॥ এবারে দ্বিধার গান। সুন্দর তো আসচেন, কিন্তু মনে ভয় হয় তিনি কি আমাকে আপন বলে চিনে নেবেন?

নুটু ॥ চিন্‌তে দেরি হবে কেন, রানী?

অমিতা ॥ এখনো আমার মধ্যে যে রঙ লাগে নি।

নুটু ॥ কবে লাগবে?

অমিতা ॥ যখন তিনি আপন রঙে রাঙিয়ে দেবেন। মঞ্জরী এসো, ধরো গান।

যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে— জানি নে, জানি নে ॥
সে কি আমার কুঁড়ির কানে কবে কথা গানে গানে,
পরান তাহার নেবে কিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে
জানি নে, জানি নে ॥
সে কি আপন রঙে ফুল রাঙাবে।
সে কি মর্মে এসে ঘুম ভাঙাবে।
ঘোমটা আমার নতুন পাতার হঠাৎ দোলা পাবে কি তার,
গোপন কথা নেবে জিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে—
জানি নে, জানি নে ॥

অমিতা ॥ কিন্তু সময় যে যায়। সুন্দর আস্‌বেন কখন্? এখনো তো শূন্য রয়েছে আসন। ওলো কলিকা— ভৈরবীতে বেদনার সুর লাগিয়ে দে।

নুটু ॥ রানী, আজ আবার বেদনা কেন? আজ ভৈরবী থাক্— আজ সাহানা।

অমিতা ॥ প্রতীক্ষার চোখের জলে মন যখন খুব করে ভিজে যায় তখনি মিলনের ফুল সম্পূর্ণ করে ফুটে ওঠে। কলিকা, এইবার ঐ গানটা—

তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে সুন্দর হে।
জমল ধুলা প্রাণের বীণার তারে তারে সুন্দর হে ॥
নাই যে কুসুম, মালা গাঁথব কিসে! কান্নার গান বীণায় এনেছি যে,
দূর হতে তাই শুনতে পাবে অন্ধকারে সুন্দর হে ॥
দিনের পরে দিন কেটে যায় সুন্দর হে।
মরে হৃদয় কোন্ পিপাসায় সুন্দর হে।
শূন্য ঘাটে আমি কী-যে করি— রঙিন পালে কবে আসবে তরী,
পাড়ি দেব কবে সুধারসের পারাবারে সুন্দর হে ॥

অমিতা ॥ না, শুধু অমন করে পথ চেয়ে বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে চল্‌বে না। শীতের অরণ্য যেমন তার সমস্ত উৎসুক শাখা আকাশে তুলে ডাক দেয় তেমনি করে ডাকতে হবে।

নুটু ॥ রানী, অত বেশি ডাকাডাকি করে আনতে গেলে মান থাকে না।

অমিতা ॥ কী যে বলিস্ বসন্তিকা, তার মানে নেই। নিজের মান নিয়ে করব কি! মান আমার ভেসে যাক্-না, মান যেন তারি থাকে।

সুটু ॥ কিন্তু ডাকতে হয় কেন রানী বুঝতে পারি নে। যার দেবার সে অমনি দিয়ে যায় না কেন!

অমিতা ॥ সে যত বড়ো দাতাই হোক্-না কেন, সে তার সাধ্য নেই। ডাকতে পারি বলেই সে দিতে পারে। বন বৃষ্টিকে চায় বলেই মেঘ বৃষ্টি দিয়ে সার্থক হয়, মরুভূমিকে দিতে পারে এমন উপায় তার হাতে নেই। সে কথা পরে হবে। এখন এসো তো তোমরা, শুধু গানের ডাক নয় নাচের ডাক ডাকো— কণ্ঠ দিয়ে অঙ্গ দিয়ে— দেহের সমস্ত রক্তে ডাকের ঢেউ উঠতে থাক্— ধরো—

আজি দখিন-দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো ॥
দিব হৃদয়দোলায় দোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো ॥
নব শ্যামল শোভন রথে এসো বকুলবিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু মেখে পিয়ালফুলের রেণু।
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো ॥
এসো ঘনপল্লবকুঞ্জে এসো হে, এসো হে, এসো হে।
এসো বনমল্লিকাকুঞ্জে এসো হে, এসো হে, এসো হে।
মৃদু মধুর মদির হেসে এসো পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয় তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো—
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো।

অমিতা ॥ এবার এসো তো নন্দিনী। তোমার দুটি চক্ষু আকাশের আলোতে দুটি অপরাজিতার মতো ফুটে উঠেছে। তেমোর তো ভয় নেই, দ্বিধা নেই। তুমি সহজ বিশ্বাসেই মনে নিশ্চিত ঠিক করেচ সুন্দর তোমাকে বর দেবেনই। যাকে তিনি নিজে বেছে নেন তার আর ভাবনা কি। দখিন হাওয়ার ছোঁওয়া বুঝি লাগল তোমার উপবনে। সুন্দর তোমার বনের শাখায় শাখায় নাচের ছন্দ নিজে এনে দিয়েচেন।

সুটু ॥ রানী, ওর মনে ভয় নেই বলেই বুঝি ভুল আছে। নিজের সৌভাগ্য ও কি জানে? কোথায় বসে বুঝি খেল্‌চে।

অমিতা ॥ ওগো নন্দিনী, ঐ যে গান উঠেছে।

ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া, দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।
নূতন-পাতার-পুলক-ছাওয়া পরশখানি দাও বুলিয়ে ॥
আমি পথের ধারে ব্যাকুল বেণু হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু গো—
আহা, এসো আমার শাখায় শাখায় প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে ॥
ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া, পথের ধারে আমার বাসা।
জানি তোমার আসাযাওয়া শুনি তোমার পায়ের ভাষা।

আমায় তোমার ছোঁওয়া লাগলে পরে একটুকুতেই কাঁপন ধরে গো—
আহা, কানে কানে একটি কথায় সকল কথা নেয় ভুলিয়ে ॥

এবার আনো তোমার নব কিশলয়ের নাচ।

হুটু ॥ রানী, সুন্দর যাকে আপনি এসে বর দেন আমরা তো সে দলের লোক নই।

অমিতা ॥ এমন কথা বলিস্ নে বসন্তিকা। আমাদেরও ক্ষণে ক্ষণে ছোঁওয়া লাগে। আমরা পাই আবার হারাই। দানের ধন এখানে ওখানে ছড়িয়ে যায়। সমস্ত জীবন ধরে সেইগুলিকেই কুড়িয়ে কুড়িয়ে গেঁথে রাখি, সেই কি কম ভাগ্য? তুই যা তো, বল্লরীকে ঐ গানটা ধরিয়ে দে—

একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী ॥
কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাঁপায় মেশা,
তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনি ॥
যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে
চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি আঁকে।
যেটুকু যায় রে দূরে ভাবনা কাঁপায় সুরে,
তাই নিয়ে যায় বেলা নূপুরের তাল গুনি ॥

অমিতা ॥ বসন্ত এসেচেন।

হুটু ॥ কই রানী, এখনো তো দেখতে পাচ্চি নে।

অমিতা ॥ কোথায় দেখচিস্ তুই? অন্তরের ভিতরে চেয়ে দেখ-না।

হুটু ॥ সেখানে কী যে আছে সে আরো চোখে পড়ে না। কবি আমাকে গান দিয়েচেন গাইতে পারি কিন্তু দৃষ্টি তো দেন নি।

অমিতা ॥ নিজের কথাটা একটু কম করে বলাই তোর অভ্যাস। আমি জানি তোর অন্তরের মধ্যে চেতনার জোয়ার এসেচে। নন্দনপথযাত্রার আহ্বান জেগেচে। যা, আর দেরি না— সবাইকে ডাক্, আবাহন গান হোক্— দেখতে দেখতে সময় যে চলে যায়।

এস এস বসন্ত ধরাতলে।
আন মুহু মুহু নব তান, আন নব প্রাণ নব গান।
আন গন্ধমদভরে অলস সমীরণ।
আন বিশ্বের অন্তরে অন্তরে নিবিড় চেতনা।
আন নব উল্লাসহিল্লোল।
আন আন আনন্দ ছন্দের হিন্দোলা ধরাতলে।
ভাঙ ভাঙ বন্ধন শৃঙ্খল।

আন আন উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা ধরাতলে
এস থরথরকম্পিত মর্মরমুখরিত নবপল্লবপুলকিত
ফুল- আকুল মালতীবল্লিবিতানে— সুখছায়ে মধুবায়ে।
এস বিকশিত উন্মুখ, এস চির-উৎসুক নন্দনপথচিরযাত্রী।
এস স্পন্দিত নন্দিত চিত্তনিলয়ে গানে গানে, প্রাণে প্রাণে।
এস অরুণচরণ কমলবরণ তরুণ উষার কোলে।
এস জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে, কলকল্লোল তটিনী-তীরে,
সুখ- সুপ্ত সরসী-নীরে। এস এস।
এস তড়িৎ-শিখা-সম ঝঞ্ঝাচরণে সিন্ধুতরঙ্গদোলে।
এস জাগর মুখর প্রভাতে।
এস নগরে প্রান্তরে বনে।
এস কর্মে বচনে মনে। এস এস।
এস মঞ্জীরগুঞ্জর চরণে।
এস গীতমুখর কলকণ্ঠে।
এস মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে।
এস কোমল কিশলয়বসনে।
এস সুন্দর, যৌবনবেগে।
এস দৃপ্ত বীর, নবতেজে।
ওহে দুর্মদ, কর জয়যাত্রা,
চল জরাপরাভব সমরে
পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে,
চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে॥

হুটু॥ রানী, তুমি যাই বলো, এখনো দেরি আছে।

অমিতা॥ তুই বড়ো ভীরু! একান্ত মনে বিশ্বাস করে যদি বলি, এসেছেন, এসেছেন, তাহলে তিনি আসেন। তাঁর আসবার পথ আমাদের এই বিশ্বাস।

হুটু॥ বিশ্বাস জোর করে তো হয় না।

অমিতা॥ জোর চাই, জোর চাই। যে দুর্বল সে হাতে পেয়েও পায় না। এসো তো লতিকা, তোমার সেই সাহসের গান গাও। বলো, তোমার যদি আসতে দেরি থাকে, আমি এগিয়ে গিয়ে নিয়ে আসব।— বলো,

কবে তুমি আসবে বলে রইব না বসে, আমি চলব বাহিরে।
শুকনো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে খসে, আর সময় নাহি রে॥

বাতাস দিল দোল, দিল দোল ;
ও তুই ঘাটের বাঁধন খোল্, ও তুই খোল্।
মাঝ-নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তরী বাহি রে ॥
আজ শুক্লা একাদশী, হেরো নিদ্রাহারা শশী
ওই স্বপ্নপারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি।
তোর পথ জানা নাই, নাইবা জানা নাই—
ও তোর নাই মানা নাই, মনের মানা নাই—
সবার সাথে চলবি রাতে সামনে চাহি রে ॥

নুটু ॥ কিন্তু রানী এখনো তো সাড়া পাচ্চি নে।

অমিতা ॥ নিশ্চয় পাচ্চি। বুঝতে সময় লাগে— ভুল বুঝেই কত দিন কেটে যায়।

নুটু ॥ যদি ভুল বুঝি সে কি আমার দোষ ? ভোলান কেন ?

অমিতা ॥ ভুল ভাঙাবার সুখ দেবেন বলে। ঐ যে শুকনো পাতা ছড়িয়ে চলেচেন তুই শুধু কি তাই দেখবি।

নুটু ॥ যা চোখের সামনে দেখান তাই দেখি।

অমিতা ॥ যা চোখের সামনে দেখান না তাই আরো বেশি করে দেখবার। মন দিয়ে একবার চেয়ে দেখ্— ঐ শুকনো পাতার আবরণ এখনি খসবে— চিরনবীন ওরি আড়াল থেকে দেখা দেন। ওগো কিশোরের দল ধরো তো—

শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে উদাস করা কোন্ সুরে ॥
ঘরছাড়া ওই কে বৈরাগী জানি না যে কাহার লাগি
ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে যায় ঘুরে ॥
চিনি চিনি যেন ওরে হয় মনে,
ফিরে ফিরে যেন দেখা ওর সনে।
ছদ্মবেশে কেন খেলো, জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো—
প্রকাশ করো চিরনূতন বন্ধুরে ॥

নুটু ॥ রানী, ছদ্মবেশ ঘোচে, মায়া কাটে, দেখাও দেন। কিন্তু সব চেয়ে দুঃখ যে সম্পূর্ণ করে ধরা দেন না।

অমিতা ॥ এই তো প্রেমের খেলা। পাওয়া আর না পাওয়ার দোল— এই হল দোলপূর্ণিমার দোল। সত্য আর মায়ার একসঙ্গে লীলা।

নুটু ॥ এমন লীলায় ফল কি !

অমিতা ॥ যেদিক দিয়ে তিনি চলে যান সেই ব্যথার পথেই আমাদের এগিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান। সুমনা, সুন্দরের বিদায়ের পালা এবার শুরু হোক।

কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে।
ওহে চঞ্চল, বেলা না যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে ॥
চকিত চোখের অশ্রুসজল বেদনায় তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চল—
কোথা সে পথের শেষ কোন্ সুদূরের দেশ
সবাই তোমায় তাই পুছে ॥
বাঁশরির ডাকে কুঁড়ি ধরে শাখে, ফুল যবে ফোটে নাই দেখা।
তোমার লগন যায় যে কখন, মালা গেঁথে আমি রই একা।
'এসো এসো এসো' আঁখি কয় কেঁদে। তৃষিত বক্ষ বলে 'রাখি বেঁধে'।
যেতে যেতে ওগো প্রিয়, কিছু ফেলে রেখে দিয়ো
ধরা দিতে যদি নাই রুচে ॥

—

ও কি এল, ও কি এল না, বোঝা গেল না—
ও কি মায়া কি স্বপনছায়া, ও কি ছলনা ॥
ধরা কি পড়ে ও রূপেরই ডোরে,
গানেরই তানে কি বাঁধিবে ওরে—
ও যে চিরবিরহেরই সাধনা ॥
ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে
বিরহমিলনমিলিত রাগে।
সুখে কি দুখে ও পাওয়া না পাওয়া,
হৃদয়বনে ও উদাসী হাওয়া,
বুঝি শুধু ও পরম কামনা ॥

অমিতা ॥ এই প্রেমের খেলার রস তো এই। তীব্র সে, মধুর সে। যখন পেয়েছি তখনো ভয় থাকে, কখন্ হারাই কখন্ হারাই। দান যখন পূর্ণ করে নিয়ে আসেন তখনো মনের মধ্যে আশঙ্কা বাজে—

কবে যে সব ফুরিয়ে দেবে, চলে যাবে দিগন্তরে ॥
পথিক, তোমায় আছে জানা, করব না গো তোমায় মানা—
যাবার বেলায় যেয়ো যেয়ো বিজয়মালা মাথায় প'রে ॥
তবু তুমি আছ যত ক্ষণ
অসীম হয়ে ওঠে হিয়ায় তোমারি মিলন।
যখন যাবে তখন প্রাণে বিরহ মোর ভরবে গানে—
দূরের কথা সুরে বাজে সকল বেলা ব্যথায় ভরে ॥

তখন সিন্ধু ভৈরবীতে কান্না দুলে দুলে উঠতে থাকে—

না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।
মিলনপিয়াসী মোরা— কথা রাখো কথা রাখো॥
আজো বকুল আপনহারা হায় রে, ফুল-ফোটানো হয় নি সারা,
সাজি ভরে নি—
পথিক ওগো থাকো থাকো॥
চাঁদের চোখে জাগে নেশা,
তার আলো গানে গন্ধে মেশা।
দেখো চেয়ে কোন্ বেদনায় হায় রে মল্লিকা ওই যায় চলে যায়
অভিমানিনী
পথিক, তাকে ডাকো ডাকো।

এই কান্নার দোল এও সেই দোলপূর্ণিমার দোল। জীবনের পরম সম্পদ চরম আশা দেখা দিয়ে যে চলে যায়। কিন্তু গেলেও সে যেতে পারে না। তার বিচ্ছেদের আলো জলে স্থলে আকাশে জ্বলে ওঠে। মন বলতে থাকে আমার বিরহের বীণা তোমাকেই নিবেদন করে দিলুম। এই বীণায় তোমার নন্দনের সুর এনে দাও। সেই নন্দনের সুর যা মর্ত্যের ওপার থেকে আসে— যেখান থেকে অরুণের আলো আসে— যেখানে থেকে হঠাৎ নবজীবনের দূত দেখা দেয় মৃত্যুর তোরণ পার হয়ে।

এনেছ ওই শিরীষ বকুল আমের মুকুল সাজিখানি হাতে করে।
কবে যে সব ফুরিয়ে দেবে, চলে যাবে দিগন্তরে॥
পথিক, তোমায় আছে জানা, করব না গো তোমায় মানা—
যাবার বেলায় যেয়ো যেয়ো বিজয়মালা মাথায় পরে॥
তবু তুমি আছ যতক্ষণ
অসীম হয়ে ওঠে হিয়ায় তোমারি মিলন।
যখন যাবে তখন প্রাণে বিরহ মোর ভরবে গানে—
দূরের কথা সুরে বাজে সকল বেলা ব্যথায় ভরে॥

—

ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল, ও চুপি চুপি কী বলে গেল।
যেতে যেতে গো, কাননেতে গো ও কত যে ফুল দলে গেল॥
মনে মনে কী ভাবে কে জানে, মেতে আছে ও যেন কী গানে,
নয়ন হানে আকাশ পানে— চাঁদের হিয়া গলে গেল॥

ও পায়ে পায়ে যে বাজায়ে চলে   বীণার ধ্বনি তৃণের দলে।
কে জানে কারে ভালো কি বাসে,   বুঝিতে নারি কাঁদে কি হাসে,
জানি নে ও কি ফিরিয়া আসে— জানি নে ও কি ছলে গেল।

—

লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি।
তোমার নন্দন নিকুঞ্জ হতে সুর দেহো তায় আনি
ওহে সুন্দর হে সুন্দর॥
আমি আঁধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে
তোমারি আশ্বাসে।
তারায় তারায় জাগাও তোমার আলোক-ভরা বাণী
ওহে সুন্দর হে সুন্দর॥
পাষাণ আমার কঠিন দুখে তোমায় কেঁদে বলে,
'পরশ দিয়ে সরস করো ভাসাও অশ্রুজলে,
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।'
শুষ্ক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে
আমার চিত্ত মাঝে,
শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহো টানি
ওহে সুন্দর হে সুন্দর॥

'The Method I followed In My Teaching English'

SOHRAB and RUSTUM

RABINDRANATH TAGORE

INTRODUCTION*

The following, being incomplete, may be published as the specimen of the method I followed in my teaching.

The text[1] is a prose rendering done by me of Matthew Arnold's Sohrab Rostum.[2]

The first portion[3] of it has been recovered, the rest is missing. After having gone through this exercise[4] the boys of our third group [class VIII] had no difficulty in understanding the original poem[5] which is generally studied in college classes.

There are mistakes in the typescript[6] owing to the carelessness of the typist.

The sentences, given in the vernacular,[7] are to be translated into English.

The text[8] and the exercises,[9] when published, should be divided in separate columns.

[Rabindranath Tagore]

* The untitled 'introduction' by Rabindranath is found in the 'typescript' (Ms. No. 378/i) corrected by him of his original manuscript (No. 44/vi).

1 Prose-rendering by Rabindranath of Matthew Arnold's Sohrab and Rustum (published in 1853).

2 Sohrab and Rustum (Rabindranath wrote 'Sohrab Rostum').

3 Up to the 344th line of the original poem.

4 & 9 One or more sentences written by Rabindranath with the selected words, phrases, and idioms in the 'text' (prose-rendering) or the original poem.

5 Sohrab and Rustum by Matthew Arnold.

6 Ms. No. 378/i with original corrections preserved in Rabindra-Bhavana Archives.

7 No 'sentences, given in the vernacular' are found in the two manuscripts (Nos. 44/vi, and 378/i).

8 Prose-rendering by Rabindranath of the original poem.

পাণ্ডুলিপিচিত্র

Introduction · SOHRAB AND RUSTUM

রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ

(3) (1)

he went abroad into the cold wet fog, through the dim camp, to the tent of Peran Wisa." On his way he passed through the Bhabandanga village. On his way he passed through the sal forest, which stood on the right hand side of the station road. On his way he passed through the maize field, which stood on the low ground adjoining the village of Sarul, at the place where there is a ruin of an old factory. On his way he passed through the barren fields, which lead to the narrow ... near the village, where the fair is held at the middle of December, when singers come from all parts of the country to show their skill in music. On his way he passed through the huts of the Santals, which stood clustering on the high bank of the Ajai, at the place where the water is gathered in a deep hollow even when the river gets nearly dry in summer. "On his way he passed through the black tents of the Tartars, which stood clustering like bee hives on the low flat strand of the Oxus, at the place where the summer floods overflow, when the sun melts the snows in the high Pamirs." At last he came to a cowshed, which stood a little back from

পাণ্ডুলিপিচিত্র : SOHRAB AND RUSTUM-এর এক পৃষ্ঠা

SOHRAB AND RUSTUM

Original Poem : Matthew Arnold

Prose-rendering & Exercise : Rabindranath Tagore

ORIGINAL POEM

And the first grey of morning fill'd the east. 1
And the fog rose out of the Oxus stream. 2

PROSE RENDERING

"The *first grey light of morning filled* the *eastern sky* and the *fog rose out* of the Oxus stream."

EXERCISE

"The last golden light of evening faded from the western sky and the moon rose above the horizon.

The stars grew pale in the sky and the sun rose from the eastern sea.

The first twitter of birds thrilled the morning sky and the smell of grass rose in the air out of the damp earth.

Before the noise of the busy day filled the house the girl rose out of her sleep."

ORIGINAL POEM

But all the Tartar camp along the stream 3
Was hush'd, and still the men were plunged in sleep ; 4
Sohrab alone, he slept not ; 5

PROSE RENDERING

"But all the Tartar camp, along the stream, was hushed and mer were still *plunged* in sleep. Sohrab alone did not sleep."

EXERCISE

"The villages along the river were basking in the sun and herds of buffaloes stood plunged in the water.

Jadu walked along the river for two hours and then took his plunge in the water.

During the eclipse of the moon crowds gathered along the river side and took their plunge in the water in due time."

ORIGINAL POEM

... ... all night long 5
He had lain wakefull, tossing on his bed ; 6

But when the grey dawn stole into his tent, 7
He rose, and clad himself, and girt his sword, 8
And took his horseman's cloak, and left his tent, 9

PROSE RENDERING

"*All night long* he *had lain* wakeful *tossing on his bed.* But when the grey dawn *stole into* his tent he rose and. with girt sword, took his horseman's cloak."

EXERCISE

"All day long Jadu had lain sleeping on his bed. Shyam lay on his bed tossing in fever.

He lay wakeful on his bed still midnight tossing from side to side.

The cat stole into the cage and took away the bird.

Ashu stole into his bedroom, and, with his office dress on, crept into his bed.

When the river overflowed and the water stole into his garden, he came out, with a spade and a crowbar, and began to build a dam.

When he heard the mouse stealing into his pantry, he came out with a lantern and began to search for it."

ORIGINAL POEM

... ... and left his tent, 9
And went abroad into the cold wet fog, 10
Through the dim camp to Peran-Wisa's tent. 11

PROSE RENDERING

"*Leaving his* own tent, he *went abroad* into the cold wet fog, *through the* dim camp to the tent of Peran-Wisa."

EXERCISE

"We went abroad into the dark and stormy night.

Leaving his comfortable bed he went abroad into the dismal rain.

Leaving his hut, he went abroad into the pale mist of the morning through the sugarcane fields.

Leaving his lessons he went abroad into the scorching heat of the noon, through the market place, to the ruined temple by the river.

Leaving his companions, he went abroad into the dusk of the twilight through the flowering grass, along the river, to the landing place where the boat was moored.

Leaving his cottage he went abroad into the glare of the afternoon

sun, through the crowd at the fair to the shady mango grove where the Sannyasi sat alone on a tiger skin."

ORIGINAL POEM

Through the black Tartar tents he pass'd which stood	12
Clustering like bee-hives on the low flat strand	13
Of Oxus where the sumer-floods o'erflow	14
When the sun melts the snows in high Pamere ;	15

PROSE RENDERING

"*On his way he passed through* the black tents of the Tarters, *which stood clustering* like bee hives on the low flat strand of the Oxus, at the place where the summer floods overflow, when the sun melts the snows in the high Pamirs."

EXERCISE

"On his way he passed through the Bhubandanga village.

On his way he passed through the Sal forest, which stood on the right hand side of the station road.

On his way he passed through the maize field, which stood on the low ground adjoining the village of Surul, at the place where there is a ruin of an old factory.

On his way he passed through the barren fields, which lead to the narrow stream near the village, where the fair is held at the middle of December, when singers come from all parts of the country to show their skill in music.

On his way he passed through the huts of the santals, which stood clustering on the high bank of the Ajai, at the place where the water is gathered in a deep hollow even when the river gets nearly dry in summer."

ORIGINAL POEM

Through the black tents he pass'd, o'er that low strand,	16
And to a hillock came, a little back	17
From the stream's brink— the spot where first a boat,	18
Crossing the stream in summer, scrapes the land.	19

PROSE RENDERING

"*At last* he came to a hillock, *which stood* a *little back* from the brink of the stream,—the spot where a boat, *crossing* the stream in summer, reaches the land."

EXERCISE

"At last he came to a cowshed, which stood a little back from the high road.

At last he came to a temple, which stood a little back from the marshy land, the spot where the fishermen had fixed bamboo poles to which they tied their boats at the end of the day.

At last he came to the banyan tree, which stood a little back from the cross road, the spot where the mail runner, going to the town, turns to the right.

At last he came to a withered palm tree, which stood a little back from the grocer's shop, the place where all pilgrims walking to the shrine take rest.

At last he came to the empty shed, which stood a little back from the brink of the tank, the spot where the village girls, who begin their housework when it is still dark, bring their pots and pans to scrub."

ORIGINAL POEM

The man of former times had crown'd the top	20
With a clay fort ; but that was fall'n and now	21
The Tartars built there Peran-Wisa's tent,	22
A dome of laths and o'er it felts were spread.	23

PROSE RENDERING

"*The men* of former times had *surrounded* the top of this hillock with a clay fort, which was now *in ruins* and the Tartars *had built* there the tent of their commander, Peran-Wisa,— a dome of laths with felts *spread over the top*."

EXERCISE

"The men from up country had surrounded this sandy tract with a bamboo fence, and raised their crop of melans from the soil.

The villagers had surrounded the tank with a row of palm trees, but most of them were cut down.

This place had been surrounded by a thick jungle, but this was cleared and the landlord had built his office there,—a bungalow with mud walls and straw thatch.

The villagers of former times had surrounded this garden with a mud wall, but this was now in ruins and the Santals had built there some huts for themselves made of split bamboos plastered with mud.

The pious men of former times had surrounded this temple with a

stone wall, which was now in ruins, and the pilgrims had built there a temporary shelter for themselves,—a shed of a few bamboo poles with a piece of cloth spread over the top."

ORIGINAL POEM

And Sohrab came there, and went in, and stood 24
Upon the thick piled carpets in the tent 25
And found the old man sleeping on his bed 26
Of rugs and felts, and near him lay his arms. 27

PROSE RENDERING

"*After entering* the tent Sohrab stood upon the thick piled carpets and found the old man *still asleep* on his bed of rugs and felts, with his arms lying near him."

EXERCISE

"After entering my room, I lay down upon my bed.

After coming to Shantiniketan, Nirad went to the office and found Rajen Babu still engaged in writing accounts (with papers piled on the desk).

After reaching the playground we found the players still engaged at their game (with a crowd of spectators sitting all around.)

After entering the railway compartment Bipin sat in a corner of one of the benches and found Harish still asleep on an upper bunk with his newspapers lying near him."

ORIGINAL POEM

And Peran-Wisa heard him, though the step 28
Was dull'd ; for he slept light, an old man's sleep ; 29
And he rose quickly on one arm, and said ; 30
'Who art thou ? for it is not yet clear dawn. 31
Speak ! is there news, or any night alarm ?' 32
But Sohrab came to the bedside, and said :— 33
'Thou know'st me, Peran-Wisa ! it is I. 34

PROSE RENDERING

"*Though* Sohrab's step was dulled by the carpets on which he trod, Peran-Wisa heard him and *raising* himself on one arm, asked who he was, and whether there was any news or night alarm. Sohrab came to the bedside. "It is I" he said, "You know me, Peran-Wisa."

EXERCISE

"Though my mother's mind was occupied with the work she was doing, she heard my footsteps.

Though Hari's mind was dulled by the pain he was suffering, he read my petition and raising himself from his bed asked me whether there was any cause for alarm.

Though his sight was dulled by age, he could recognise me, and raising himself on one arm, asked me whether there was any news of my mother.

Though the morning light was dimmed by the mist, I saw the milk-man running in haste and rushing out from my room I asked him whether there was any alarming news.

Though his steps were dulled by the withered leaves on which he trod, I heard him, and raising myself on one arm from the grass on which I lay I asked him who he was, and whether there was any news which was important."

ORIGINAL POEM

The sun is not yet risen, and the foe 35
Sleep ; but I sleep not ; all night long I lie 36
Tossing and wakeful, and I come to thee. 37

PROSE RENDERING

"*All night long* I have *remained* awake, till the time came when I could seek you."

EXERCISE

"All night long the nurse has remained awake.

All day long Jadu remained fasting, till the time came when he could eat.

All day long Madhu remained at his desk, till the leave-time came when he could go home.

All night long Hari remained in the boat, till he came to Serampur when he left the boat and joined the wedding party."

ORIGINAL POEM

For so did King Afrasiab bid me seek 38
They counsel, and to heed thee as thy son, 39
In Samarcand, before the army march'd ; 40
And I will tell thee what my heart desires. 41

PROSE RENDERING

"For King Afrasiab *gave me orders to go to* you for counsel and *to pay reverence* to you as a son ; therefore I will tell you what my heart desires."

EXERCISE

"Hari's duty is to weigh the potatoes before they are sent to the store house, and sort them according to their size.

My father gave me the order to go to my teacher for my lesson and to pay him reverence before my class begins.

His master bade him go to the chemist's shop for some medicine and pay the shopkeeper a ten rupee note as his due, before it was night.

Hari's teacher gave him orders to go to Mati for the newspaper and deliver over the box to Kanai as his prize before he went to sleep."

ORIGINAL POEM

Thou know'st if, since from Ader-baijan first 42
I came among the Tartars and bore arms, 43
I have still served Afrasiab well, and shown, 44
At my boy's years, the courage of a man. 45

PROSE RENDERING

"*You know yourself whether or not* I have served Afrasiab well since I came and bore arms among the Tartars, and whether, *even when* a mere boy, I did not show the courage of a man."

EXERCISE

"You know yourself whether or not I have worked for my examination.

You know yourself whether or not I have treated my fellow students well since I came here and lived among the boarders.

You know yourself whether or not I have done my duties since I came here and lived among these foreigners.

Even when a mere boy he would swim across the Ganges.

Even when grown up he had his crying fits.

Even when an old man he used to walk five miles a day.

You know whether even when a student, Madhab did not show great talents.

You know whether even when young, he was not fit for his post.

You know yourself whether or not Mahesh has served this school

well since he came and joined his work, and whether, even when a mere novice, he did not show great aptitude.

You know yourself whether or not Rajen has behaved well since he was punished, and whether, even when neglected by his parents, he did not show good traits."

ORIGINAL POEM

This too thou know'st, that while I still bear on	46
The conquering Tartar ensigns through the world,	47
And beat the Persians back on every field,	48
I seek one man, one man, and one alone—	49
Rustum, my father, who I hoped should greet,	50

PROSE RENDERING

"*You know that I am* seeking *all the while* one man, and one man only—Rustum, my father.

EXERCISE

I am waiting all the while for the post.

You know that I am waiting all the while for the bell to sound.

You know that I am keeping watch all the while over the sick boy."

ORIGINAL POEM

Should one day greet, upon some well-fought field,	51
His not unworthy, not inglorious son.	52
So I long hoped, but him I never find,	53

PROSE RENDERING

"*I hoped that, one day,* I *should* meet him, after some well-fought fight.

EXERCISE

I hoped that, one day, I should get my M.A. Degree.

I hoped that one day I should enjoy my well-earned rest at the end of my service.

He hoped that one day he should finish his well-planned building before the beginning of the rainy season.

He hoped that he would send his well-written paper to the Editor after a few corrections.

He hoped that he would explain his well-considered scheme to his master after the office time."

ORIGINAL POEM

Come them, hear now, and grant me what I ask 54

PROSE RENDERING

"Now hear what I propose and grant me what I ask."

EXERCISE

"What you propose I accept. What you ask is impossible to grant.

I propose that boys should regularly do thier gardening.

If you grant me only five rupees a month I can start a night school at Bhubandanga.

I cannot grant me your prayer. What you propose is unpractical.

I proposed that the boys should have their holiday today, but the headmaster did not grant me what I asked."

ORIGINAL POEM

Let the two armies rest to-day ; but I 55
Will challenge forth the bravest Persian Lords 56
To meet me, man to man ; 57

PROSE RENDERING

"While both the armies rest from the battle *let me challenge* the bravest of the Persians to a single combat."

EXERCISE

"Let us challenge Bandhgara school to a football match.

We are challenged by the Burdwan club to a football match.

While both the parties rest from the contest let us challenge the stoutest of the strangers to a Wrestling match.

While both the parties are watching from the river bank let us challenge the Boating Club people to a race with us.

While the college students have half an hour's rest from their work let us challenge them to a tug of war."

ORIGINAL POEM

... ...if I prevail	57
Rustum will surely hear it ; if I fall—	58
Old man, the dead need no one, claim no kin.	59

PROSE RENDERING

"*If* the challenge *is accepted*, my father *will surely hear of it* ; and if I fall, there *will be no need of any further* search."

EXERCISE

"If my proposal is accepted, everyone will surely know of it.

If his application is accepted, we shall surely know of the result soon.

If the prayer for our increase of pay is granted, we shall surely know of it within a week ; and if it fails there will be no need of any further efforts.

If our representation for the employment of an assistant drawing teacher is successful, Suren Babu will surely hear of it ; if it fails there will be no need of a further appeal to Jagat Babu.

If Madhu's appeal for a pecuniary help is granted, he will surely know of it ; if it is rejected there will be no need of any further attempts."

ORIGINAL POEM

Dim is the rumour of a common fight,	60
where host meets host, and many names are sunk ;	61
But of a single combat fame speaks clear.'	62
He spoke ; and Peran-Wisa took the hand	63
Of the young man in his, and sigh'd and said :—	64

'O Sohrab, an unquiet heart is thine !	65
Canst thou not rest among the Tartar Chiefs,	66
And share the battle's common chance with us	67
Who love thee, but must press for ever first,	68
In single fight incurring single risk,	69

PROSE RENDERING

"*After he had* spoken, Peran-Wisa took his hand and said with a sigh :—

"Sohrab, *cannot you* rest among the Tartar Chiefs and *share with us,* who love you, *the common* chance of the battle ?"

EXCERCISE

"After I had taken my meals, I went to my office.

After we had sung, the bell rang for our classes.

After Kiran had done his lessons, he went to see his friends.

Let us share among us the common profit of this book selling business.

Prafulla, cannot you join with us in starting this mess and share with us who are your comrades, the common risk of loss ?

Cannot Jadu also join our company and share with us, who are his friends, the common hardships of the journey ?

Canot Mahendra live among the students and share with them, who love him, the common discomfort of a poor lodging ?

Cannot Sushil stand on our side and share with us, who worship him, the common injustice of this punishment ?"

ORIGINAL POEM

To find a father thou hast never seen ?	70
That were far best, my son, to stay with us	71
Unmurmuring ; in our tents, while it is war,	72
And when 'tis truce, then in Afrasiab's towns.	73
But, if this one desire indeed rules all,	74
To seek out Rustum— seek him not through fight !	75
Seek him in peace, and carry to his arms,	76
O Sohrab, carry an unwounded son ;	77
But far hence seek him, for he is not here.	78
For now it is not as when I was young,	79
When Rustum was in front of every fray ;	80
But now he keeps apart, and sits at home,	81
In Seistan, with Zal, his father old.	82

PROSE RENDERING

"If your *one desire is to* seek your father, then know that Rustum keeps apart and sits at home in Seistan with his old father Zal."

EXERCISE

His one desire is to win the first place in the examination.

Jadu's one desire is to be the captain of the football team.

If your one desire is to get well as soon as you can then strictly follow the doctor's advice.

If your one desire is to find out the box, then know it is kept apart in a corner of my bedroom.

If your one desire is to make friends with Gopal, then know that he keeps apart from other boys and sits in his room reading books."

ORIGINAL POEM

Whether that his own mighty strength at last 83
Feels the abhorr'd approaches of old age, 84
Or in some quarrel with the Persian King. 85
There go !—Thou wilt not ?... 86

PROSE RENDERING

"*Whether it is because* he feels the approaches of old age, *or because* he has had some quarrel with the Persian King, *I cannot tell* ; but you will find him there, not on the battle field."

EXERCISE

"My feet are cold ; whether it is because I am feverish or because the night is chilly, I cannot tell.

I feel tired ; whether it is because I worked hard, or because the day is sultry I can not tell.

He is very weak ; whether it is because he does not take sufficient food or because he is growing too fast I can not tell."

ORIGINAL POEM

... ... Yet my heart forebodes 86
Danger or death awaits thee on this field. 87
Fain would I know thee safe and well, though lost 88
To us ; fain therefore send thee hence, in peace 89
To seek thy father, not seek single fights 90
In vain ;— but who can keep the lion's cub 91
Frm ravening, and who govern Rustum's son ? 92
Go I will grant thee that thy heart desires. 93

PROSE RENDERING

"If you send forth this challenge, my heart *forebodes* that either danger or death awaits you. Yet, if you are determined, I will grant you what your heart desires."

EXERCISE

"I have a foreboding that my son will fail in his examination.

The clouds in the west forebode storm.

The very first speech forebodes a great failure for our meeting.

The beginning of this story forebodes a sad ending.

Your determined hostility ferebodes a big quarrel with your neighbours."

ORIGINAL POEM

The sun by this had risen, and clear'd the fog 104
Erm the broad Oxus and the glittering sands. 105

PROSE RENDERING

"By this time, the sun had risen and cleared away the fog from the broad Oxus River and the glittering sands,..."

EXERCISE

"I shall reach Santiniketan in the evening ; by that time it will be quite dark.

By the time you start from your house I shall reach Santiniketan.

By this time the boys must have risen from their beds and swept their bedrom clean.

By that time it will be morning and the street lamps will be glittering in the sun."

ORIGINAL POEM

And from their tents the Tartar horsemen filed 106
Into the open plain ;... 107

PROSE RENDERING

"and the Tartar horsemen filed out of their tents into the open plain."

EXERCISE

"When the class was over our boys filed out into their playground.

The students walked in a single file to the station and waited for the train.

When the bell rings our boys come filing out into the courtyard and form up in line."

ORIGINAL POEM

And on the other side the Persians form'd ;— 136
... ...
But Peran-Wisa with his herald came, 141
Threading the Tartar squadrons on the front, 142

PROSE RENDERING

"On the other side the Persians formed up in line ; but Peran-Wisa kept back the Tartars and rode himself to the front."

EXERCISE

"The boys stood ready formed up in line but Santosh Babu kept them back from marching to their playground (marching to the station marching to their classes) till it was time."

ORIGINAL POEM

And with his staff kept back the foremost ranks. 143
And when Ferood, who led the Persians, saw 144
That Peran-Wisa kept the Tartars back, 145
He took his spear, and to the front he came, 146
And checked his ranks, and fix'd them where they stood 147

PROSE RENDERING

"When, therefore, Ferood, who led the Persians, saw that the Tartars were kept back, he checked his own troop in their turn."

EXERCISE

"He was very kind to me and I must do all I can when my turn comes. (in my turn).

Ganesh has been patient with you, you must not be rude to him in your turn.

Dinesh has kept back his men from attacking you and you also must check your men in your turn.

When Naresh, who was following Nagen, saw that Nagen kept back his horse from jumping over the ditch, he checked his own horse in his turn."

ORIGINAL POEM

And the old Tartar came upon the sand 148
Betwixt the silent hosts, and spake, and said ;- 149

'Ferood, and ye, Persians and Tartars, hear ! 150
Let there be truce between the hosts to-day 151

PROSE RENDERING

"Then the old Tartar general came between the two silent armies and said : 'Let there be a truce between the two hosts today.'"

EXERCISE

"The teacher stood between the two lines of boys and spoke to them.
The road was made level between the two rows of trees."

ORIGINAL POEM

But choose a champion from the Persian lords 152
To fight our champion Sohrab, man to man. 153

PROSE RENDERING

"But choose one out of the number of the Persian lords to fight our champion, Sohrab, man to man."

EXERCISE

"Man to man, Govinda is not equal to Dwijen in wrestling.

The other side is superior in number but man to man they are not equal to us.

They won the game because the wind was favourable to them, but man to man they are much inferior to us in skill.

Choose any one from the crew of your boat to compete with our boatman Raju, man to man."

ORIGINAL POEM

To counsel ; Gudurz and Zoarrah came, 171
And Feraburz, who ruled the Persian host 172
Second, and was the uncle of the king ; 173
These came and counsell'd, and then Gudurz said :- 174
'Ferood, shame bids us take their challenge up, 175
Yet champion have we none to match this youth : 176
Ae has the wild stag's foot, the lion's heart. 177

PROSE RENDERING

"Then Gudurz counselled Ferood ; 'Ferood, for very shame we must take up this challenge, yet we have no champion to match this youth. He has the heart of a lion and the foot of a wild stag."

EXERCISE

"For very shame we must not run away.

For very shame you must not leave your comrade alone at the mercy of the wild beast.

For very shame our school must accept the challenge from Burdwan though our champion player Gour Dada is absent."

ORIGINAL POEM

But Rustum came last night ; aloof he sits	178
And sullen, and has pitch'd his tents apart.	179
Him will I seek, and carry to his ear	180
The Tartar Challenge, and this young man's name.	181
Haply he will forget his wrath, and fight.	182
Stand forth the while, and take their challenge up.'	183

PROSE RENDERING

"But Rustum came last night and he has pitched his tent sullenly apart from the rest. Perhaps he will forget his anger and take up this challenge."

EXERCISE

"He has not forgotten his anger, for his face looks sullen.

Because Gokul was defeated in the game he sits sullenly apart from the rest of the boys.

Harish has built his hut apart from the other huts of the village."

ORIGINAL POEM

So spake he ; and Ferood stood forth and cried :-	184
'Old man, be it agreed as thou hast said !	185
Let Sohrab arm, and we will find a man.'	186
He spake : and Peran-Wisa turn'd, and strode	187
Back through the opening squadrons to his tent.	188
But through the anxious Persians Gudurz ran,	189
And cross'd the camp which lay behind, and reach'd,	190
Out on the sands beyond it, Rustum's tents.	191
... ...	
And Gudurz enter'd Rustum's tent, and found	195
Rustum ;	196
... ...	
... ... and there Rustum sate	199
Listless, and held a falcon on his wrist,	200
And play'd with it ; but Gudurz came and stood	201
Before him ; and he look'd, and saw him stand,	202
And with a cry sprang up and dropp'd the bird,	203
And greeted Gudurz with both hands,	204

PROSE RENDERING

"Ferood, accepting this advice, agreed to Peran-Wisa's terms. Then Gudurz, running across the sands, reached Rustum's tent. When Rustum saw him, he sprang up and greeted Gudurz with both his hands."

EXERCISE

"Haren must accept his doctor's advice.

When Girish came to me with his proposal to lend me money on the condition of my paying it back in three months I agreed to his terms.

Upen was willing to help me in my Sanskrit if I taught his son English and I agreed to his terms.

His terms were that I must keep the house in good repair and regularly pay the rent and I agreed (but I refused to take his house on those terms.)"

ORIGINAL POEM

For from the Tartars is a challenge brought 211
To pick a champion from the Persian lords 212
To fight their champion—and thou know'st his name— 213
Sohrab men call him, 214

PROSE RENDERING

" 'Rustum' said Gudurz, 'a challenge has been brought from the Tartars to pick a champion from the Persian lords to fight their champion, whose name you have heard, Sohrab.' "

EXERCISE

"A request has come to us from the neighbouring school to pick a boy from our fourth class to compete in swimming with their best swimmer, whose name you have heard, Rajen.

A proposal has come to us from Sudhin Babu to pick up a student from our school to teach his girl English, whose name you have heard, Amita.

An order has been brought from our landlord to pick a Sental labourer from the villagers to serve as a gardener in the garden of his neighbour, whose name you have heard, Nikhil Babu."

ORIGINAL POEM

O Rustum, like thy might is this young man's ! 215
He has the wild stag's foot, the lion's heart ; 216
And he is young, and Iran's chiefs are old, 217

Or else too weak ; and all eyes turn to thee. 218
Come down and help us, Rustum, or we lose !' 219
He spoke ; but Rustum answer'd with a smile :— 220
'Go to ! if Iran's Chiefs are old, then I 221
Am older ; if the young are weak, the king 222
Errs strangely ; for the King, for Kai Khosroo, 223
Himself is young, and honours younger men, 224
And lets the aged moulder to their graves 225

PROSE RENDERING

" 'This young man, Rustum, has strength like your own, and all eyes are turned towards you ; for if you do not come down to help us, we shall lose'. But Rustum smiled bitterly and said.

'The King has ceased to love me and honours younger men. Let these reply to Sohrab's challenge.' "

EXERCISE

"There are very good players on the other side, and all eyes are turned towards you, Gaur Dada ; if you do not help us, we shall lose.

The examination is going to be very stiff, and all eyes are turned towards you, Mahendra ; you must win the prize for our class.

Your family has lost its old position, and all eyes are turned towards you, Akhil ; you must help to regain it.

It has ceased to rain.

He has ceased to be a member of our club.

Gopal has ceased to contribute to the poor fund.

Annada has ceased to honour his teachers."

ORIGINAL POEM

Rustum he loves no more, but loves the young— 226
The young may rise at Sohrab's vaunts, not I. 227
For what I care, though all speak Sohrab's fame ? 228

PROSE RENDERING

"What do I care if all speak of Sohrab's fame ?"

EXERCISE

"What do I care if they revile me.

What do I care if they speak ill of me ?"

ORIGINAL POEM

For would that I myself had such a son, 229
And not that one slight helpless girl I have— 230
A son so famed, so brave, to send to war, 231

PROSE RENDERING

"I wish I had such a son as he, instead of the one slight, helpless girl who is my only child."

EXERCISE

"I wish I had a younger brother.

I wish I had such a servant as Sadhu instead of the one lame and sickly old man.

I wish I had such a cat as Jim, instead of the one black and ugly creature which is the only cat that I have."

ORIGINAL POEM

And I to tarry with the snow-hair'd Zal, 232
My father, whom the robber Afghans vex, 233
And clip his borders short, and drive his herds, 234

PROSE RENDERING

"Then I might protect with my name alone my old father Zal, who is vexed by the robber Afghans......"

EXERCISE

"If I had some funds, then I might buy with a part of my money only the land required for my building.

If I had an extra umbrella then I might lend it to Dinesh to protect him from the rain.

If I had a bedstead I might give it to my brother who is vexed by the mosquitoes."

ORIGINAL POEM

And he has none to guard his weak old age. 235
There would I go, and hang my armour up, 236
And with my great name fence that weak old man, 237
And spend the goodly treasures I have got, 238
And rest my age, and hear of Sohrab's fame, 239
And leave to death the hosts of thankless kings, 240
And with these slaughterous hands draw sword no more 241

PROSE RENDERING

"Then I could rest my limb in my old age without a thought of one so thankless as the Persian King."

EXERCISE

"If I had a strong son to protect me, then I could rest in my old age without any thought of unfriendly neighbours.

If I had enough money, I could leave the service without a thought of one so thankless as my master.

If I had any shelter elsewhere, I could leave this place without a thought of one so merciless as my landlord."

ORIGINAL POEM

He spoke, and smiled, and Gudurz made reply :— 242
'What then, O Rustum, will men say to this, 243
When Sohrab dares our bravest forth, and seeks 244
Thee most of all, and thou, whom most he seeks, 245
Hidest thy face ? Take heed lest men should say : 246
Like some old miser, Rustum hoards his fame. 247
And shuns to peril it with younger men.' 248
And greatly moved, then Rustum made reply :— 249
"O Gudurz, wherefore dost thou say such words ? 250
Thou knowest better words than this to say. 251
What is one more, one less, obscure or famed, 252
Valiant or craven, young or old, to me ? 253
Are not they mortal, am not I myself ? 954
But who for men of nought would do great deeds ? 255
Come, thou shalt see how Rustum hoards his fame ; 256

PROSE RENDERING

"But Gudurz bade him take head lest all men should say that he was hoarding his fame as a warrior, refusing to put it to the test against younger men. This taunt moved Rustum, and he said, 'Come, you shall see how Rustum hoards his fame'."

EXERCISE

"His master bids him keep guard at the door.

My father bids me take medicine as the doctor advised me.

I bade him take care lest a thief should come into the room while he was asleep.

Anath bade me take heed lest they should know that I was hoarding money in the bank.

I bade Jadu take heed lest the villagers should know that he was hoarding wheat in his barn, refusing to put it to the market.

Anil bade Hari take heed lest his family should know that he was hoarding money for himself, refusing to put it to the common fund.

Kanai hoards his reputation as a sword player, refusing to put it to the test against other players.

Bhuban is hoarding his reputation as a musician, refusing to put it to the test against other singers.

We bade Rakhal take heed lest all men should taunt him by saying that he was hoarding his reputation as a cricketer, refusing to put it to the test against other players."

ORIGINAL POEM

But I will fight unknown, and in plain arms ;	257
Let not men say of Rustum, he was match'd	258
In single fight with any mortal man.	259
He spoke, and frown'd ; and Gudurz turne'd, and ran	260
Back quickly through the camp in fear and joy—	261
Fear at his wrath, but joy that Rustum came.	262
But Rustum strode to his tent-door, and call'd	263
His followers in, and bade them bring his arms,	264
And clad himself in steel ; the arms he choose	265
Were plain, and on his shield was no device,	266
Only his helm was rich, inlaid with gold	267
And, from the fluted spine atop, a plume.	268
Of horsehair waved, a scarlet horsehair plume.	269

PROSE RENDERING

"Only I make one condition, that I shall fight in plain armour as an unknown champion. Gudurz ran back quickly to the camp and told the news."

EXERCISE

"Gopal consented to join the wedding party, only he made one condition, that he should wear plain dress.

Maharaja accepted our invitation, only he made one condition, that he should come in plain dress as an ordinary man.

Ganesh had no objection to coming to our house, only he made one condition, that he should come in disguise as an unknown individual."

ORIGINAL POEM

So arm'd, he issued forth ; and Ruksh, his horse,	270
Follow'd him like a faithful hound at heel—	271
... ...	
So follow'd, Rustum left his tents, and cross'd	280
The camp, and to the Persian host appear'd.	281
And all the Persians knew him, and with shouts	282
Hail'd ; but the Tartars knew not who he was.	283

PROSE RENDERING

"When Rustum came out of his tent with Ruksh, his horse, follow-

ing him, the Persians greeted him with shouts, but the Tartars did not know who he was."

EXERCISE

"He sent his respectful greetings to his teacher.

Jadu sends his affectionate greetings to his nephew.

Ramesh greeted me with congratulation for winning the cup.

They greeted Naresh Babu with a shout "Jai Naresh Babuki jai."

When they saw their beloved teacher come out of the hospital with his nephew following him they greeted him with shout 'Jai master mashai ki jai"."

ORIGINAL POEM

And Sohrab arm'd in Haman'd tent, and came. 292
And as afield the reapers cut a swath 293
Down through the middle of a rich man's corn, 294
And on each side are squares of standing corn, 295
And in the midst a stubble, short and bare— 296
So on each side were squares of men, with spears 297
Bristling, and in the midst, the open sand. 298

PROSE RENDERING

"And Sohrab armed himself and came through the soldier's ranks out upon the open sand opposite where Rustum stood."

EXERCISE

"He dressed himself and came out upon the lawn opposite where the post office building stood.

Kiran decked himself with a garland and came through the village lane out upon the courtyard and stood opposite the wedding hall.

Sashi filled his pocket with marbles and came through the veranda out upon the playground opposite his bedroom.

Madan armed himself with a stick and came through the fields out upon the road opposite the grocer's shop."

ORIGINAL POEM

And Rustum came upon the sand, and cast 299
His eyes toward the Tartar tents, and saw 300
Sohrab come forth, and eyed him as he came. 301
... ...
......Rustum eyed 308
The unknown adventurous youth, who from afar 309

Came seeking Rustum, and defying forth	310
All the most valiant chiefs ;......	311

PROSE RENDERING

"Rustum gazed upon the unknown youth, who had come from afar defying all the most valiant Persian chiefs."

EXERCISE

"Naren greeted his cousin who had come from afar defying the stormy weather.

Sachin gazed with wonder upon the ship which had come from a far away shore defying the turbulence of the waves.

Ganesh thought of his brother who had sailed away for an unknown country defying danger and death."

ORIGINAL POEM

......long he persued	311
His spirited air, and wonder'd who he was.	312
For very long he seem'd, tenderly rear'd ;	313
Like some young cypress, tall, and dark, and straight	314
Which in a queen's secluded garden throws	315
Its slight dark shadow on the moonlit turf,	316
By midnight, to a bubbling fountain's sound—	317
So slender Sohrab seem'd, so softly rear'd.	318

PROSE RENDERING

"For a long time he looked him up and down and wondered who he was ; he seemed so very young and tenderly reared— like a cypress tree tall and straight, which throws its slight dark shadow on the moonlit grass in some queen's secluded garden."

EXERCISE

"When Jadu stood opposite Chunilal and challenged him to a wrestling match the wrestler looked him up and down and wondered who he was.

When Balai refused to leave the house the servant looked him up and down and wondered where he came from."

When the little boy stood up the teacher looked him up and down and wondered how old he was.

Kamal was reared by his aunt.

Kanai was not carefully reared by his father.

The child seemed ill-nourished and badly reared.

In the lamp-lit room the furniture threw fantastic shadows on the wall.

In the secluded temple lit by one hanging lamp the image throws a dark shadow on the wall.

In the secluded garden the casuarinas, tall and straight, throw their dark shadows on the moonlit lake."

ORIGINAL POEM

And a deep pity enter'd Rustum's soul — 319
As he beheld him coming ; and he stood — 320
And beckon'd to him with his hand, and said :— — 321

PROSE RENDERING

"Then a deep pity possessed Rustum as he saw him coming forward, and standing still he beckoned to him with his hand and said :"

EXERCISE

"When he saw that fantastic figure in the bamboo grove a great fear possessed him (he was possessed by a great fear).

When Ashu saw an old man standing still behind the tree beckoning to him with his hand, a feeling of distrust possessed him.

A feeling of joy possessed the child when he saw his mother coming forward beckoning to him with her hand.

A deep sorrow possessed him when he saw his motherless boy standing still at the gate and he came forward and beckoned to him with his hand."

ORIGINAL POEM

Behold me ; I am vast, and clad in iron, — 325
And tired ; and I have stood on many a field — 326
Of blood, and I have fought with many a foe — 327
Never was that field lost, or that foe saved. — 328

PROSE RENDERING

"See how huge in size I am and how hardened in war."

EXERCISE

"The blacksmith is huge in size and hardened in his work.

His face hardened when he saw his nephew who had courted his displeasure.

The muscles of his hand hardened with constant digging.

Jagai is hardened in crime."

ORIGINAL POEM

O Sohrab, wherefore wilt thou rush on death ?	329
Be govern'd ! quit the Tartar host, and come	330
To Iran, and be as my son to me,	331
And fight beneath my banner till I die !	332
There are no youths in Iran brave as thou.'	333

PROSE RENDERING

"Why should you court certain death ?

Be rather governed by me.

Leave the Tartar army and come with me and be as a son to me ; for there is no youth in the Persian ranks as brave as you."

EXERCISE

"Gobinda is not afraid of danger. He rather courts it.

Paran does not care for his service. He rather courts master's anger by disobedience.

Do not court certain death by trying to swim across the river. Rather wait for the ferry boat.

Do not court bankruptcy by your extravagance. Be rather governed by your father."

ORIGINAL POEM

So he spake, mildly; Sohrab heard his voice,	334
The mighty voice of Rustum, and he saw	335
His giant figure planted on the sand,	336
Sole, like some single tower, which a chief	337
Hath builded on the waste in former years	338
Against the robbers ; and he saw that head,	339
Streak'd with its first grey hairs ;—hope filled his soul	340
And he ran forward and embraced his knees,	341
And clasp'd his hand within his own, and said :—	342

PROSE RENDERING

"When Sohrab heard the mighty voice of Rustum and saw his giant form and his head streaked with its first grey hairs, a great hope filled his soul that this might be his father. He ran forward and knelt before him as he cried :—"

EXERCISE

"When Mahesh heard the cuckoo's note and saw the clouds in the eastern sky streaked with gold, the hope filled his heart that this might be the beginning of the morning.

When Kanti heard the mighty sound of human voices from the distance and saw the gigantic form of the temple dome mounted with gold, a great hope filled his soul that he might be at the end of his pilgrimage.

When Narabhup heard the mighty sound of the waterfall and saw the giant form of the hills, their peaks streaked white with snow, a great hope filled his soul that this might be the lower slope of the Himalayas."

ORIGINAL POEM

'O, by thy father's head ! by thine own soul ! 343
Art thou not Rustum ? speak ; art thou not he ?' 344

PROSE RENDERING

"By all that is most sacred, I implore you to tell me the truth, are you not Rustum ?"

EXERCISE

"I implore you to let me come into the room.

Kanai implored the Sannyasi to tell him the secret of producing gold.

Jadu implored his master to remit him his fine.

Anil implored his teacher to pardon him his irregularity of attendance.

My aunt implored the doctor to cure her son of the fever."

টীকা

'Sohrab and Rustum'-প্রসঙ্গ

শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ে ইংরেজি শেখানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ কি-রকম চিন্তাভাবনা করতেন তার অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত (44/vi-সংখ্যক) পাণ্ডুলিপি।[১] ক্লাসে আসার আগে তিনি কিভাবে প্রস্তুত হতেন এই পাণ্ডুলিপি তার দলিল। বস্তুত এটি শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ক্লাসের পাঠনক্রম।[২]

21 × 11.5 সেন্টিমিটার মাপের 18 পৃষ্ঠা-সংবলিত উক্ত পাণ্ডুলিপির প্রথম ও শেষ পত্রাঙ্ক যথাক্রমে '3' এবং '20' ; অর্থাৎ পাণ্ডুলিপির আরম্ভে '1'-'2' পৃষ্ঠা নিরুদ্দেশ।

রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে উক্ত পাণ্ডুলিপির একটি Typescript 3 (অভিজ্ঞান সংখ্যা—378/i) দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ এটি আদ্যোপান্ত সংশোধন করেছেন। সংশোধিত এই Typescriptটি বিশেষ মূল্যবান, কারণ এতে পাওয়া যায় :

১। মূল পাণ্ডুলিপির আরম্ভে ও শেষে নিরুদ্দিষ্ট (২+২) চার পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু ;

২। মূল পাণ্ডুলিপি তথা সংশোধিত-প্রতিলিপির কবির স্বহস্তে লেখা একটি শিরোনামহীন introduction (বর্তমান সংকলনে মুদ্রিত)।

মূল পাণ্ডুলিপি (অভিজ্ঞান 44/vi) রবীন্দ্রভবনে দান করেছেন শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী রেখা গুপ্ত। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রভবনের তৎকালীন অবেক্ষক মহাশয়কে লেখা তাঁর পত্রখানি (৪ জুন ১৯৬৮) নিম্নে উদ্ধৃত করা যায় :

"সবিনয় নিবেদন,

সোরাব-রুস্তমের পাণ্ডুলিপি আমার হাতে কি করিয়া আসিল কর্তৃপক্ষ সে বিষয়ে কৌতূহলী হওয়ায় জানাইতেছি। আমি ও আমাদের কয়েকজনকে লইয়া সোরাবরুস্তম পড়াইবার জন্য পূজ্যপাদ গুরুদেব একটি বিশেষ ক্লাস খুলিয়াছিলেন। প্রতিদিন যতটুকু পড়াইতেন ততটুকু তিনি লিখিয়া আনিতেন। আমি তাঁহার ক্লাসের একমাত্র ছাত্রী ছিলাম। তখন তাঁহার হাত হইতে তাঁহার হাতে লেখা অনেক জিনিষই অনেকের পাওয়ার সৌভাগ্য হইত। আমিও একজন সেইরকম সৌভাগ্যেরই অধিকারিণী। তবে অনেকদিন বোধ হয় তাঁহার টেবিলে পড়িয়া থাকার পরে কোনও বিদেশযাত্রার প্রাক্‌কালে আমার পরম স্নেহময় অগ্রজ ৺সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের হাত দিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তখন হইতে পাণ্ডুলিপিটি এই অবস্থাতেই পাইয়াছি।

বিনীতা

রেখা গুপ্ত"

রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে তাঁর ইংরেজি ক্লাসের পাঠনক্রম প্রস্তুত করতে উক্ত পাণ্ডুলিপি থেকে তার একাংশ এখানে হুবহু তুলে দেওয়া হল :

'On his way he passed through the Bhubandanga village. On his way he passed through the sal forest, which stood on the right hand side of the station road. On his way he passed through the maize field which stood on the low ground adjoining the village of Surul, at the place where there is a ruin of an old factory. On his way he passed through barren fields, which lead to the narrow stream near the village, where the fair is held at the middle of December, when singers come from all parts of the country to show their skill in music. On his way he passed through the huts of the Santals, which stood clustering on the high bank of Ajai, at the place where the water is gathered in a deep hollow even when the river gets dry in summer. "*On his way he passed through the black tents of the Tartars, which stood clustering like beehives on the low flat strand of the Oxus, at the place where the summer floods overflow, when the sun melts the snows in the high Pamirs.*"[৩]

উদ্ধৃতাংশে প্রথমে পর পর পাঁচটি বাক্য একটানা লেখা। পাণ্ডুলিপিতে নিম্নরেখ (underlined) ষষ্ঠ বাক্যটি বেশ দীর্ঘ, এবং পূর্বোক্ত পাঁচটি বাক্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদে একই অনুচ্ছেদের অন্তর্গত। শেষ বাক্যটি রেখাঙ্কিত করার অর্থ রবীন্দ্রনাথ এটিকে 'সোরাব-রুস্তম' মূল কবিতার 12, 13, 14, 15 এই চার পঙ্‌ক্তির গদ্য-রূপান্তর-রূপে নির্দিষ্ট করেছেন। লক্ষ্য করা যায়, গদ্য-রূপান্তর-ধৃত দুটি বিশেষ বাক্যাংশ বা বাগ্‌ধারা ('On his way' এবং 'passed through') সহযোগে রচিত হয়েছে প্রথম পাঁচটি বাক্য— যার প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র।

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ প্রথম মূল বই বা কবিতাটি পড়ে এক-একদিনের জন্য কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তির গদ্য-রূপান্তর এবং রূপান্তর-ধৃত বিশেষ বিশেষ বাক্যাংশ দিয়ে গঠিত একাধিক বাক্যের সঙ্গে প্রথমে ছাত্রদের পরিচয় সাধন করতেন। এই পরিচয় অন্তরঙ্গ হলে পর মূল বই বা কবিতাটি তাদের সামনে ধরতেন। 'ছোরাব-রুস্তম' কবিতার মোট পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৮৯২। রবীন্দ্রনাথ-কৃত সোরাব রুস্তমের পাঠনক্রম-সংবলিত পাণ্ডুলিপি তথা সংশোধিত প্রতিলিপিতে মূল কবিতার প্রায় ২৩৫টি পঙ্‌ক্তির (কোথাও সম্পূর্ণ কোথাও আংশিক ; গদ্য রূপান্তর (text prose-rendering) এবং অনুশীলনী (exercise) লিপিবদ্ধ দেখা যায়। আলোচ্য পাঠনক্রম মোটামুটি সাতচল্লিশটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। এক-একটি অনুচ্ছেদ সম্ভবত এক-এক দিনের পাঠনক্রম। কোন্ অনুচ্ছেদে কবিতার কোন্ কোন্ পঙ্‌ক্তি গৃহীত তার একটা হিসাব নিম্নোক্তভাবে দেওয়া যায় :

(প্রথম সারির ক্রমিক সংখ্যাগুলি এক-একটি দিন বা অনুচ্ছেদের এবং দ্বিতীয় সারির সংখ্যাগুলি মূল কবিতার পঙ্‌ক্তি-নির্দেশক)

1	1	2								
2	3	4	5							
3	5	6	7	8	9					
4	9	10	11							
5	12	13	14	15						
6	16	17	18	19						
7	20	21	22	23						
8	24	25	26	27						
9	28	29	30	31	32	33	34			
10	35	36	37							
11	38	39	40	41						
12	42	43	44	45						
13	46	47	48	49	50					
14	51	52	53							
15	54									
16	55	56	57							
17	57	58	59							
18	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69

19	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
20	83 84 85 86
21	86 87 88 89 90 91 92 93
22	104 105
23	106 107
24	136 141 142
25	143 144 145 146 147
26	148 149 150 151
27	152 153
28	171 172 173 174 175 176 177
29	178 179 180 181 182 183
30	184 186 187 188 189 190 191 195 196 199 200 201 202 203 204
31	211 212 213 214
32	215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225
33	226 227 228
34	229 230 231
35	232 233 234
36	235 236 237 238 239 240 241
37	242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256
38	257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
39	270 271 280 281 282 283
40	292 293 294 295 296 297 298
41	299 300 301 308 309 310 311
42	311 312 313 314 315 316 317 318
43	319 320 321
44	325 326 327 328
45	329 330 331 332 333
46	334 335 336 337 338 339 340 341 342
47	343

পাণ্ডুলিপি ও সংশোধিত প্রতিলিপি (typescript)-ধৃত পাঠনক্রমের পরিচায়ক পূর্বোক্ত 'introduction' থেকে আমরা জানতে পারি,

i) 'The first portion of it has been recovered, the rest is missing'.
ii) '...being incomplete, may be published as the specimen of the method I followed in my teaching.'
iii) 'The text and the exercises when published should be divided in separate columns.

এতএব 'সোরাব রুস্তম'-এর পাঠনক্রম-সংবলিত অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা-ক্রমে (তাঁর প্রয়াণের তেতাল্লিশ বছর পর) 'রবীন্দ্রবীক্ষা'র বর্তমান সংকলনে প্রথম মুদ্রিত হল 'The method I followed in my teaching' : (Sohrab and Rustum) শিরোনামে। কিন্তু বর্তমান সংকলনে পাণ্ডুলিপির পাঠ-বিন্যাস হুবহু অনুসরণ করা যায় নি। কারণ, পাণ্ডু-লিপিতে—

১) 'Sohrab and Rustum' কবিতার মূল পঙ্‌ক্তিগুলি উদ্‌ধৃত হয় নি ;

২) প্রতিদিনের পাঠন-ক্রমের আরম্ভেই আছে এক বা একাধিক বাক্যের অনুশীলনী অর্থাৎ 'exercise' ;

৩) সব শেষে লিখিত হয়েছে মূল কবিতার এক বা একাধিক পঙ্‌ক্তির গদ্যরূপান্তর।

ফলে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে তাঁর ইংরেজি ক্লাসের ছাত্রগণ যতটা সহজে 'Sohrab and Rustum' বুঝতে পারতেন ; রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে সাধারণ পাঠকগণ ততটা সহজে 'Sohrab and Rustum' অনুসরণ করতে পারবেন না। এর প্রধান কারণ, মূল কবিতা, উদ্‌ধৃত নেই, তা'ছাড়া 'text'-এর আগেই আছে Exercise ; কাজেই সাধারণ পাঠকের কথা বিবেচনা করে বর্তমান সংকলনে—

১) প্রথমেই উদ্‌ধৃত হয়েছে পাণ্ডুলিপি-বহির্ভূত 'Sohrab and Rustum' কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলি *Original Poem* শিরোনামে।

২) তারপরে *Prose Rendering*-এর অন্তর্গত করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ-কৃত Text বা গদ্যরূপান্তর।

৩) সবশেষে রাখা হয়েছে *Exercise* শিরোনামে Text-গৃত বিশেষ বাগ্‌ধারা-যোগে গঠিত এক বা একাধিক বাক্য।

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ক্লাসে 'সোরাব-রুস্তম' পড়ার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায় শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র তথা অধ্যাপক সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবির আলোকে শান্তিনিকেতন'-গ্রন্থের ৪৪-৪৬ পৃষ্ঠায়। তিনি লিখেছেন,

"আমার মনে আছে তৃতীয় বর্গে (Class VIII-এ), Matthew Arnold-এর 'সোরাব রোস্তাম' কাব্য কেমন করে তিনি পড়িয়েছিলেন। তাঁর সেই পড়ানোর কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দিই :

'সোরাব রোস্তম' কাব্যে ব্যবহৃত বাক্যের অনুরূপ বাক্য তিনি তাঁর খাতাতে লিখে-ছিলেন। আবার সেই বাক্যের অনুরূপ অপেক্ষাকৃত সহজ বাক্যও তাঁর সেই খাতায় লেখা ছিল। এইরূপ চার দফা, ছয় দফা, কখনো বা আট দফা বাক্য তিনি রচনা করতেন। ইংরেজি বাক্য এবং তার বিশুদ্ধ বাংলা প্রতিবাক্য।[৪]

প্রথমে সর্বশেষ দফার সহজ ইংরেজি বাক্য তিনি আমাদের খাতায় লেখাতেন আমাদের

তার বাংলা করতে হত। সকলের বাংলা[৫] করা হলে তিনি আমাদের তাঁর নিজের অনুবাদ করা বাংলা বাক্যটি শোনাতেন এবং তাও খাতায় লিখে নিতে বলতেন। আমাদের নিজেদের করা বাংলা বাক্যটির সঙ্গে তাঁর তৈরি বাংলা বাক্যটি[৬] মিলিয়ে দেখতে বলতেন।

এর পর খাতা বন্ধ করিয়ে, মুখে মুখে ঐ বাংলা বাক্যটির[৭] ইংরেজি অনুবাদ করাতেন। শেষে যে যার ইংরেজি অনুবাদ খাতার অপর পৃষ্ঠায় লিখত। তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। এরপর প্রথমে খাতায় লেখা তাঁর সেই ইংরেজি বাক্যের সঙ্গে আমাদের নিজেদের করা ইংরেজি অনুবাদ মিলিয়ে, উভয় ইংরেজি বাক্যের দোষগুণ বিচার করতে হতো। আমাদের বাক্যের দোষ এবং তাঁর বাক্যের গুণ আমরা একবাক্যে স্বীকার করতাম।

এইভাবে মাসাধিক ধরে, তিন চার থেকে, আট দশ দফা ইংরেজি ও বাংলা বাক্যের রচনা, আলোচনা, এবং তুলনা করতে করতে যখন আমাদের বুদ্ধিতে কিঞ্চিৎ ধার এবং বিদ্যাতেও কিঞ্চিৎ ভার হতো, তখন 'সোরাব রোস্তাম' কাব্যটির তাঁর কৃত প্রাঞ্জল গদ্যরূপ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করতেন। তারও পরে পদ্যরূপী মূল 'সোরাব-রোস্তাম' গ্রন্থখানি আমাদের সামনে ধরতেন।

অতঃপর সেই কাব্যগ্রন্থখানি আমাদের কাছে আর পাণিনি ব্যাকরণের মতো ভয়ঙ্কর লাগত না। তার রস গ্রহণ তখন কঠিন হতো না।"

একজন ছাত্রের উল্লিখিত সহজ স্বীকৃতির সঙ্গে Sohrab and Rustum কবিতার exercise-সম্পর্কে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের নিম্নোক্ত বিবৃতি বিশেষ সংগতিপূর্ণ। তিনি বলেছেন,

> 'After having gone through this exercise the boys of our third group [class viii] had no difficulty in understanding the original poem. Which is generally studied in college classes...'

এতদ্দ্বারা রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি শিক্ষাদান পদ্ধতির সাফল্যের কথাই বিবৃত হয়েছে। আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি শেখানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ যে-সকল পাঠ্যপুস্তক মুদ্রিত করে-ছিলেন এ-প্রসঙ্গে তার একটি তালিকা দেওয়া যায়

১। ইংরাজি সোপান, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৯০৪-১৯০৬)

২। ইংরাজি পাঠ (১৯০৯)

৩। ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৯০৯ ?)

৪। অনুবাদ চর্চা (১৯১৭)

৫। *Selected Passages for English Translation* (১৯১৭)

৬। ইংরেজি সহজ শিক্ষা, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৯২৯-১৯৩০)

উক্ত মুদ্রিত পুস্তক ছাড়াও সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধাদিতে ইংরেজি শিক্ষাদান সম্বন্ধে রবীন্দ্র-নাথের প্রতিবেদন জানা যায়। শান্তিনিকেতন পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬) 'ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভ' —প্রবন্ধে নিম্নোক্ত প্রতিবেদনটি এ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"আমরা যখন মাতৃভাষা শিখি তখন কোনো ভাষা সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো সংস্কার নাই। এই কারণে এই শিক্ষার প্রণালীই বিশুদ্ধ অপরোক্ষ প্রণালী। তাহার পরে আমাদের সাত বা আট বছর বয়সে যখন বিদেশি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করি তখন ভাষা সম্বন্ধে আমাদের মনের সংস্কার পাকা হইয়া গেছে। তখন সেই পূর্ব সংস্কার আমাদিগকে পদে পদে বাধা না দিয়া থাকিতে পারে না।

নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যখন আমাদের সংস্কারের পরিবর্তন বা বিস্তার ঘটিতে থাকে, তখন তাহাতে মনের ভার বৃদ্ধি করে না। ছেলেবেলায় জানিতাম দিগন্ত রেখাতেই দিকের সীমা, এখন জানি দিকের সীমা নাই। দিকের ধারণা সম্বন্ধে আমার ছেলেবেলার সংস্কার এখনকার সংস্কারের বিরুদ্ধ হইয়া আড্ডা গাড়িয়া বসে নাই, এক সংস্কার আর এক সংস্কারে বিলীন হইয়া গেছে।

কিন্তু ভাষার সংস্কার এ জাতের নয়। মাতৃভাষার এবং ইংরেজি ভাষার সংস্কার চিরদিনই পাশাপাশি বিরুদ্ধ হইয়া বাস করিবে— একটা আর একটাকে আত্মসাৎ করিয়া লইবে না। এইজন্যই পরভাষা শেখা এবং তাহাকে ব্যবহার করার এত দুঃখ।

এমন স্থলে আমাদের মন কী করে? দুইকে যখন সম্পূর্ণ এক করিয়া দিয়া সে ভার লাঘব করিতে না পারে তখন দুই স্বতন্ত্র পদার্থের মধ্যে একটা সম্বন্ধ ঘটাইতে চেষ্টা করে। সেই সম্বন্ধকে বলিব তুলনার সম্বন্ধ। যে ভাষা শিখিতেছি সে ভাষা আমার মাতৃভাষার সঙ্গে কোন্‌খানে মেলে এবং কোন্‌খানে মেলে না ইহাই স্পষ্ট করিয়া জানার দ্বারাই নূতন ভাষা আয়ত্ত করা স্বাভাবিক প্রণালী। যাহা জানি তাহারই সঙ্গে তুলনা করিয়াই যাহা জানিতেছি তাহাকে আমরা জ্ঞানের অঙ্গ করিয়া লই।

সাত আট বছর বয়সে যে বাঙালির ছেলে ইংরেজি শিখিতেছে তাহার পক্ষে ঐ ভাষা একটা বিষম উৎপাত। ঐ বয়সের ইংরেজের ছেলের পক্ষে ফরাসী বা জার্মান ভাষা তেমন উৎপাত নহে। ইংরেজি শিক্ষাতত্ত্ব গ্রন্থে Foreign Language শিক্ষা বলিয়া যে আলোচনা আছে তাহা ইংরেজের পক্ষে য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা। সে আলোচনা যে আমাদের ছেলেদের ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে খাটে না সে কথা মনে রাখা দরকার। আমরা যখন হিন্দি শিখি তখন সেই পরিচ্ছেদের পরামর্শ গ্রহণ করিলে ক্ষতি নাই। ইংরেজি ভাষাকে সম্পূর্ণ অপরোক্ষ প্রণালী দ্বারা শিক্ষা দিতে গেলেও বাঙালির ছেলের পক্ষে যে প্রভূত সময়ের প্রয়োজন হয়, সে সময় দেওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব। বিলাতফেরত বাঙালির ঘরে যেখানে তেমন করিয়া সময় দেওয়া হয় সেখানে ছেলেরা বাংলা ভাষা সম্বন্ধে ফিরিঙ্গি হইয়া উঠে। অর্থাৎ সেখানে স্বভাবতই এক ভাষাকে ঠেলিয়া কোণে সরাইয়া দিয়া অন্য ভাষাটি আধিপত্য করে। দুই ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার পরাভবকে যারা শোচনীয় মনে না করেন তাঁরা স্বভাষার এই অপমান বা অপঘাত মৃত্যুতে বেদনা বোধ করেন না।

তাই আমরা মনে করি যতদূর সম্ভব মাতৃভাষার সঙ্গে বার বার তুলনা করিতে করিতে

বাঙালির ছেলেকে ইংরেজি শেখানো উচিত— অর্থাৎ যে ভাষা সে জানে সেই ভাষারই পট-ভূমিকার উপরে অন্য ভাষাটাকে নিক্ষেপ করিয়া দেখাইলে তাহার চোখে অন্য ভাষাটা ক্রমশই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।"

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ক্লাস নেওয়ার একদিনের বিবরণ জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন,

"···সেটি ছিল চতুর্থ বর্গ, আজিকার ভাষায় সপ্তম শ্রেণী। তাদের তখনকার পাঠ্য ছিল ক্যাপটেন ম্যারিয়াতের বিখ্যাত পুস্তক The Three Midshipmen এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ Children's Classic Series। রবীন্দ্রনাথ পড়ালেন বাঙালি ছেলেদের, যাদের মাতৃভাষা ইংরেজি নয়, এবং ইংরেজি জ্ঞান যাদের সামান্যই।··· ছেলেরাই পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি পদের বাংলা অনুবাদ করতে লাগল। দু' একটা কথা তাদের অজানা হলে রবীন্দ্রনাথ সেই কথাগুলির বাংলা প্রতিশব্দ দিলেন। ছেলেরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছে এ-হলেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন, সব কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় তাদের আয়ত্ত হল কিনা সেজন্যে অপেক্ষা না করে পরবর্তী ইংরেজি বাক্যটি পড়তে ও অনুবাদ করতে বললেন। এইরূপ ৪৫ মিনিটের এক পর্বে ছেলেরা পুস্তকের ৩।৪ পৃষ্ঠা পড়ে গেল। এর ফল যে ভালো হত সে বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। ছেলেদের ইংরেজি পুস্তকের সঙ্গে অপরিচয়ের বাধা ক্রমে দূর হত। তাদের মনে ইংরেজি বই পড়ে বোঝবার ক্ষমতা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস জন্মাত, ইংরেজি বইয়ে রস পাওয়া যায় এই বোধ জন্মাত। ফলে তাদের ইংরেজি বই পড়বার আগ্রহ হত।"

—প্রমদারঞ্জন ঘোষ, 'আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন'

রবীন্দ্রনাথের একাধিক ছাত্র, অধ্যাপক এবং গুণগ্রাহী তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে একাধিক স্থলে লিখেছেন। কিন্তু তাঁদের লেখাতে আমাদের আলোচ্য Sohrab and Rustum-কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠিক কোন্ সময়ে পড়িয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত নেই। এর ব্যতিক্রম শ্রীকালীপদ রায় মহাশয়। তিনি তাঁর 'শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে "শান্তিনিকেতনে শিক্ষা-লাভের অভিজ্ঞতা" নিবন্ধে বলেছেন,

"১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে··· কখনও কখনও গুরুদেব দিনুবাবুর [দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর] পাশে বসে ছেলেদের গান এবং অভিনয় শেখাতেন।··· এই সময়ে ক্লাসেও গুরুদেব ম্যাথু আরনল্ডের 'সোরাব রুস্তম' পড়াতে আরম্ভ করেছিলেন এবং গরমের ছুটি হওয়া পর্যন্ত এই ক্লাস চলেছিল। ছুটির মধ্যেই মে মাসে গুরুদেব এণ্ডরুজ পিয়রসন এবং মুকুল দেকে নিয়ে জাপান হয়ে আমেরিকায় চলে যান। এক মাস পরে এণ্ডরুজ জাপান থেকে একা আশ্রমে ফিরে এলেন। গুরুদেবের অনুপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁর দায়িত্ব যেন অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল। এই সময়ে আমরা প্রিপারেটরি ক্লাসে পড়তাম। এণ্ডরুজ ফিরে এসে আমাদের ইংরেজি ক্লাস নিতে লাগলেন— বিশেষ করে ইংরেজি কবিতাগুলি পড়াতেন। প্রথমেই তিনি গুরুদেবের আরব্ধ সোরাব রুস্তম পড়িয়ে শেষ করেছিলেন।"[৮]

রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ফিরে এলেন ১৯১৭ সালের ১৭ মার্চ॥ কালীপদ রায় লিখেছেন,

"রবীন্দ্রনাথ আবার নিয়মিত ইংরেজি ক্লাস নিতে আরম্ভ করলেন।··· এই সময়ে তিনি প্রবেশিকা বর্গ থেকে আরম্ভ করে ষষ্ঠ বর্গ পর্যন্ত সব কটি ক্লাসে এক পিরিয়ড্ ছাত্রদের ইংরেজি পড়াতেন।··· তাঁর ইংরেজি পড়াবার ধরণটা ছিল অভিনব. মনে হত যেন অভিনয় দেখছি। আমাদের মন তিনি এমনই চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে রাখতেন ক্লাসে অমনোযোগী হবার আমরা কোনো অবকাশই পেতাম না।···

আশ্রমে ছেলেদের নিয়ে এই সময় তাঁর নিয়মিত অনুবাদচর্চা চলেছিল। অনুবাদচর্চা বইটিও এই সময় লিখতে শুরু করেন। গুরুদেবের ক্লাসে অনুবাদচর্চার জন্য তাঁর নির্দেশ অনুসারে আমাদের তিন প্রস্থ খাতা রাখতে হত। একটি ইংরেজি. একটি বাংলা. এবং একটি খসড়া খাতা। প্রতিদিন একটি করে বাংলা অনুচ্ছেদ আমাদের ইংরেজি তর্জমার জন্য নির্ধারিত খাতায় লিখিয়ে নিতেন।

ক্লাস নিতে আরম্ভ করে গুরুদেব প্রথমেই রোডোফিসের গল্প থেকে একটি বাংলা অনুচ্ছেদ আমাদের খসড়া খাতায় লিখিয়ে দিতেন। নির্দেশ দিলেন বাংলার জন্য নির্ধারিত খাতাটিতে এই অনুচ্ছেদ ফেয়ার করে এনে পরদিন তাঁকে দেখাতে হবে। খসড়া খাতায় বাংলা ডিক্টেশনের বানানগুলিও শুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। গুরুদেব প্রায়ই বলতেন যে অনুবাদের মাধ্যমে বিদেশী ভাষা শিক্ষার প্রণালীকেই তিনি প্রশস্ত বলে মনে করেন।"

অতঃপর স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, 'সোরাব-রুস্তম' পড়াবার সময়ও কি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রছাত্রীদের তিন প্রস্থ খাতা রাখতে নির্দেশ করেছিলেন। যদি তাই হয়, তা হলে 'সোরাব-রুস্তমে'র বর্তমান ইংরেজি পাণ্ডুলিপির পরিপূরক কোনো বাংলা খাতা কি ছিল ? যাতে লেখা ছিল 'sentences given in the vernacular'? সেই খাতাটি কি রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি ক্লাসের কোনো ছাত্রের সংগ্রহে অজ্ঞাতবাসে আছে ?

১ সংশোধিত প্রতিলিপি (অভিজ্ঞান 378/i) দৃষ্টে মূল পাণ্ডুলিপির (অভিজ্ঞান 44/vi) পাঠ সংকলনে প্রাথমিকভাবে সহায়তা করেছেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র তথা অধ্যাপক শ্রীনিরঞ্জন সরকার।

২ রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত একাধিক পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি শিক্ষাদান পদ্ধতির নিদর্শন লিপিবদ্ধ দেখা যায়।

৩ Ms. No. 44 (vi), পৃ. 1 (3)

৪,৫,৬,৭ রবীন্দ্রনাথ-লিখিত 'The sentence given in the vernacular' বাক্যের সঙ্গে এর সংগতি থাকা বিচিত্র নয়।

৮ সোরাব রুস্তম ক্লাসের অন্যতম ছাত্র সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণে এণ্ডরুজসাহেবের কথা বলেন নি।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদান পদ্ধতি-সম্বন্ধে একাধিক তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন সংকলিত দেখা যায় শান্তিনিকেতন পুস্তক প্রকাশ সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত 'শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাদর্শ' (পরিবর্ধিত সংস্করণ ৭ পৌষ ১৩৮৯) গ্রন্থের ১৬৫-২২৪ পৃষ্ঠায়।

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

নাম বা প্রথম ছত্র / স্থানকাল / অনুষঙ্গ	প্রথমছত্র বা নাম বা নির্দেশক সংখ্যা / স্থানকাল / অনুষঙ্গ	যে গ্রন্থে বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত	পাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ও পৃষ্ঠাসংখ্যা
ওরে ল্যাজ, হারা ল্যাজ		সে	সে-গুচ্ছ
ওরে শিকল তোমায় অঙ্গে ধরে		পরিত্রাণ	২৮।১০৯
ওরে শিকল তোমায় কোলে করে		পরিত্রাণ	৩৫৮।৮
ওরে সখা/বুক যে ফেটে যায়		পরিশোধ শ্যামা গীতবিতান	২৬৯(১)।১৩
ওরে সাবধানী পথিক		গীতবিতান	১১১।১২৭
ওরে সারাবেলা এ কি ছেলেখেলা		গীতবিতান	১৬৩।৭০
ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে		অচলায়তন গীতবিতান	১২৫।১১৪ ২৪৪।১১০
ওরে রে লক্ষণ এ কি অলক্ষণ			১৯৭।১০
ওলো রেখে দে রেখে দে, সখী		মায়ার খেলা গীতবিতান	২১০।১১
ওলো শেফালি, ওলো শেফালি শ্রাবণ সংক্রান্তি ১৩৩২ (১৬।৮।১৯২৫)	দ্র. শেষ বর্ষণ	গীতবিতান	৪৬৪।১৭২ (৯।১১।১৯২৩ তারিখযুক্ত পৃষ্ঠা)
ওলো সই ওলো সই বিভাস খেমটা ৫ আশ্বিন ১৩০২ শিলাইদহ বোট		গীতবিতান	২৯০।২৭৮ ৪২৬(১)।৪৩

ওহে অনাদি অসীম			২৯০|২৮৯
সুনীল অকূল সিন্ধু			৪২৬(১)|৫১
ভৈরবী			
১৬ আশ্বিন ১৩০২			
ওহে জীবনবল্লভ		গীতবিতান	১২৯|১৭৫
(কীর্তনের সুর)			২৯০|২৬৯
৮ বৈশাখ ১৩৩১			
যোড়াসাঁকো			
ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয়	দ্র. ওহে নিষ্ঠুর···	গীতবিতান	
ওহে নবীন অতিথি	নবীন অতিথি	শিশু	২৯০|২৭২
ওহে নিষ্ঠুর, ওহে দয়াময়			৪২৭(২)|১৫৯
(বর্জিত)			
ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি		গীতবিতান	২৯০|৩০০
খাম্বাজ, একতালা			৪২৬(১)|৫৯
২৩ কার্তিক ১৩০২			
ওহে সুন্দর মরি মরি		গীতবিতান	১১১|১২৮
ঔ	(১) গুটিসুটি ও ঔ		৪২৬(১)|৬৩
	(২) ডাক পাড়ে ও ঔ	সহজপাঠ	২৮|২১৭
		প্রথম ভাগ	
ক কাটে কাঠ			৪২৬(১)|৬২
দ্র.			
ক খ গ ঘ গান গেয়ে		সহজ পাঠ	২৮|২১৮
		প্রথম ভাগ	
কখন ঘুমায়েছিনু	১৭	রোগশয্যায়	১৮৬|৪
২১ নভেম্বর ১৯৪০			রোগশয্যায়-গুচ্ছ
উদয়ন			
কখনো কখনো কোনো অবসরে	মৌলানা জিয়াউদ্দিন	নবজাতক	১৯১|১৫
পুনশ্চ ৮|৭|৩৮			২৬৩|৯২
শান্তিনিকেতন			নবজাতক-গুচ্ছ

কখনো কাটিয়েছি তেতালার প্রান্তে ৮-৯ অগ্র. ১৩৩২ ২৪-২৫ ডিসেম্বর ১৯২৫	দ্র. যে সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম	আত্মপরিচয় ৫	২১।৬৩
কখনো সাজায় ধূপ ১৩।১২।১৯৪০	হ্যারাম		২০৭।১১
কঙ্কাল	পশুর কঙ্কাল ওই ১৭ ডিসেম্বর ১৯২৪ চাপাড়মালাল	পূরবী	১০২।১৪৫
কচ্ কচ্ মচ্ মচ্ ইত্যাদি শব্দ-দ্বৈত দৃষ্টান্ত সংকলন			২৭২।২৩৪
কচি তোর হাসিখানি			২০।১
তু. নন্দিনী	নাম্নী	মহুয়া	
কটকে [অবস্থানকালে কেনাকাটার হিসাব]			৪২৬(১)।১৯
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া	ছন্দের হসন্ত হলন্ত-২	ছন্দ	ছন্দ-গুচ্ছ
কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন		অচলায়তন গীতবিতান	২৪৪।৭০
কঠিন শিলা প্রতাপ তার বহে (অনু. God's power is in...)		পারস্যভ্রমণ	৫৭।১১৩
Shiraj 24 April 1932	দ্র. প্রতাপ ও প্রীতি	বার্ষিক শিশুসাথী ১৩৫২	
কঠিনের বুকে টানা করুণের ছবি (ইং অনুবাদ সহ)	১	চিত্রলিপি [১]	১৬৪।১২
[কড়ি ও কোমল কবির ভণিতা]	যৌবন হচ্চে জীবনে ঋতু পরিবর্তনের সময় (স্বাক্ষরিত) ৭।১২।৩৯ শান্তিনিকেতন	কবির ভণিতা	কবির ভণিতা-গুচ্ছ

কণ্টিকারী	শিলঙে এক গিরির খোপে	পরিশেষ	৫৫।১৫
৫ আষাঢ় ১৩৩৯			৫৬।৩৩
			পরিশেষ-গুচ্ছ
কণ্ঠে নিলেম গান আমার		গীতবিতান	১৬২।৬২
শেষ পারানীর কড়ি			
কণ্ঠে ভরি নিল নাম			২১।৬৯
দ্র. কণ্ঠ ভরি নাম নিল			
২৭ আষাঢ় ১৩৩৮	মীরাবাঈ	শারদীয় দেশ ১৩৬৪	
(মীরা সান্যাল)			
কত অজানারে জানাইলে তুমি	৩	গীতাঞ্জলি	৪২৯(২)।১২
(ইং অনুবাদ সহ)			
কত কথা তারে ছিল বলিতে	দ্র. কথা তারে ছিল বলিতে		
কতদিন এই পাতাঝরা	দ্র. শাল	বনবাণী	৬৩।৩২
(উদ্ধৃতি)			
কতদিন এক সাথে ছিনু		ভগ্নহৃদয়	২৩১।৩৬খ
ঘুমঘোরে		গীতবিতান	
কতদিন ভাবে ফুল উড়ে যাব	দশম পাঠ	সহজ পাঠ	২৮।২৩১
কবে		প্রথম ভাগ	২২০।১০
কতদিন যে তুমি আমায়	৫৪	গীতিমাল্য	২২৯।২৬
২৯ মাঘ ১৩২০ শান্তিনিকেতন			
কত ধৈর্য ধরি ছিলে কাছে	প্রণতি	মহুয়া	২৮।২০০
[আষাঢ় ১৩৩৫, বাঙ্গালোর]	১২/শেষ সন্ধ্যা	শেষের কবিতা	১৩৭(১)।১০০
কত না দিনের দেখা	মনের মানুষ	নটরাজ	২৭।৩০৩
৩ চৈত্র ১৩৩৩			১৬৯(ক)।১
কত বার মনে করি পূর্ণিমা	শ্রান্তি	মানসী	
নিশীথে			
দ্র. এ জীবনদাহ আমি	দুর্বল		১২৮।৫৭
পারিনে সহিতে			

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে ২৬ পৌষ শান্তিনিকেতন	১৪	বলাকা	১৩১।৩৪
কত লোক আজ খাবে	দ্বিতীয় পাঠ	সহজপাঠ প্রথম ভাগ	১৯।১
কথা ও কাহিনী	দ্র. কবির মন্তব্য		
কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত পরিশোধ নামক পদ্য কাহিনীটিকে	ভূমিকা	সাহিত্যের পথে	সাহিত্যের পথে-গুচ্ছ
কথা কহো কথা কহো	বাংলা প্রাকৃত ছন্দ	ছন্দ	ছন্দ-গুচ্ছ
কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বোলপুর	৮৩	গীতাঞ্জলি	৩৫৭।২৮ ৪২৭।৭৬
কথা তারে ছিল বলিতে ১৬ জ্যৈষ্ঠ [১৩০১] (ইং. অনু. I thought I had something to say)	 10	গীতবিতান Poems (1943 ed.)	১২৯।১৮২ ২৯০।২৬৫ ১১২।৪
কথা যদি নাই কও তবু মুখখানি	বাংলা ছন্দের প্রকৃতি	ছন্দ	ছন্দ-গুচ্ছ
কথার উপরে কথা চলছে সাজিয়ে দিনরাতি শান্তিনিকেতন ৭ বৈশাখ ১৩৪৩	আঠারো	পত্রপুট	১৯৪।৩৭ ২০০।১৩১ পত্রপুট-গুচ্ছ
কথিকা	সামনের বাড়ি তিনতলা (স্বাক্ষরিত)	লিপিকা	লিপিকা-গুচ্ছ
কদমা	কদমাগঞ্জ উজার করে		১৬৭।৮৬,৯০ ১৮৩।৯
	দ্র. ২	ছড়া	
কদম্বেরি কানন ঘেরি আষাঢ় মেঘের ছায়া	প্রকৃতি/৪১	গীতবিতান	৪৬৪।৬২
কনক (কল্যাণীয় শ্রীমান) ও লীলার (কল্যাণীয়া	দুর্গম সংসার পথে, আজ হতে,	দেশ ১৩৯১ শারদীয়, পৃ. ৩২৬	চারুচন্দ্রবন্দ্যো- পাধ্যায়

শ্রীমতী) শুভপরিণয় উপলক্ষে আশীর্বাদ	যুগলযাত্রী ২৫ চৈত্র ১৩৪২		পত্রগুচ্ছ (ফোটো)
কন্‌কনে শীত তাই চাই তার দস্তানা	৪৪	খাপছাড়া	২৮২।৪ খাপছাড়া-গুচ্ছ
[কন্‌গ্রেস]	অপ্রাসঙ্গিক হলেও পুনশ্চ বক্তব্যে একটা কথা জানিয়ে রাখি···	কালান্তর	কালান্তর-গুচ্ছ
কনি	দ্র. আমরা ছিলেম প্রতিবেশী		
কনে দেখা হয়ে গেছে নাম তার চন্দনা	১৬	খাপছাড়া (সংযোজন)	১৭০।৩০ খাপছাড়া-গুচ্ছ
কনের পণের আশে চাকরি সে ত্যজেছে	৪৮	খাপছাড়া	১৭৪।৩৭ খাপছাড়া-গুচ্ছ
কন্যাবিদায়	জননী কন্যারে আজ বিদায়ের ক্ষণে	বিচিত্রিতা	১৫।৩১ ৩২।২৯ ২৫।৩৫ ৫৪।৬২ ৯২।৪৩ বিচিত্রিতা-গুচ্ছ
কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিল না	হৈমন্তী	গল্পগুচ্ছ	১২৬।১-১৮
কবি	দ্র. আমি যে বেশ সুখে আছি		
কবি	দ্র. এতদিনে বুঝিলাম এ হৃদয় মরু না		
দ্র. মাঘের আশ্বাস	জানিলাম এ হৃদয় একেবারে মরু না	পরিচয় ১৩৩৮ মাঘ, পৃ ৪১০	
[কবি কাহিনী, ভগ্নহৃদয় সম্বন্ধে মন্তব্য ৩০ বৈশাখ ১৩৪৫]			চারুচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় পত্রগুচ্ছ। ১০৯

[ক্রমশ

ঘটনাপ্রবাহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

১৫ জুলাই ১৯৮৪ ॥

দীর্ঘকাল ভূটানপ্রবাসী শ্রীদিলীপ ভট্টাচার্য স্লাইড সহযোগে ভূটানের নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী প্রদর্শন ও তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন বিচিত্রাভবনের দ্বিতল কক্ষে।

২৮ ও ২৯ জুলাই ১৯৮৪ ॥

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বার্ক্‌লে, ইউ. এস. এ.) অধ্যাপক প্রণব বর্ধন উক্ত দুই সন্ধ্যায় উদয়নগৃহে বক্তৃতা করেন 'বিশ্বভারতী স্টাডি সারকল্‌'-এর উদ্যোগে। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'দি স্টেট অ্যাণ্ড ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া'।

১৫ অক্টোবর ১৯৮৪ ॥

রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য পুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের জন্য রবীন্দ্রভবনের বিচিত্রা-গৃহে ভবনের কর্মিগণ সম্মিলিত হন। অধ্যক্ষ শ্রীনরেশ গুহ লোকান্তরিত পুলিনবিহারীর জীবনচর্যা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

১৫ অক্টোবর ১৯৮৪ ॥

ভারতের অর্থ ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রণব মুখোপাধ্যায় দেশের ১৫৯তম দূরদর্শন সম্প্রসারণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন শান্তিনিকেতনের সীমান্ত পল্লীতে। এ উপলক্ষে তাঁর আনুষ্ঠানিক বক্তৃতাটি হয় উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে। পশ্চিমবঙ্গের ভূমি-সংস্কার ও পঞ্চায়েত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুনীল মজুমদার অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত শুনে উপস্থিত বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তৃপ্তিলাভ করেন।

রবীন্দ্রভবন-কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনী ॥
৭ অগস্ট ১৯৮৪ ॥

রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব-দিবস বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ-উৎসবের কালানুক্রমিক ইতিহাস প্রদর্শিত হয় আলোকচিত্রের মাধ্যমে বিচিত্রাভবনে।

রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংগৃহীত সামগ্রী ॥

এপ্রিল-অক্টোবর ১৯৮৪ ॥

১. রবীন্দ্রনাথের পত্রের জেরক্স কপি

স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুককে লেখা ১ খানি (২ পৃষ্ঠা) উপহার দিয়েছেন ২/৪ একডালিয়া রোড, কলকাতা-নিবাসী শ্রীমতী রোসান্না দাসগুপ্ত।

২. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূলপত্র ॥

শৈলেশচন্দ্র দেববর্মাকে লেখা ২৯ খানি (২৮ পৃষ্ঠা) উপহার দিয়েছেন শ্রীমণিময় দেববর্মণ (বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যক্ষ শ্রীঅজিত চক্রবর্তী মারফত)।

৩. রথীন্দ্রনাথের লেখা পত্রের মুদ্রিত প্রতিলিপি ॥

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-কৃত্য উপলক্ষে শৈলেশচন্দ্র দেববর্মাকে প্রেরিত (১ পৃষ্ঠা) উপহার দিয়েছেন শ্রীমণিময় দেববর্মণ (বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যাপক শ্রীঅজিত চক্রবর্তী মারফত)।

৪. প্রতিমা দেবীর মূলপত্র ॥

শৈলেশচন্দ্র দেববর্মাকে লেখা ১ খানি (১ পৃষ্ঠা) উপহার দিয়েছেন শ্রীমণিময় দেববর্মণ। (বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যাপক শ্রীঅজিত চক্রবর্তী মারফত)।

৫. An Appeal (for relief measures for the people of Birbhum District) of Rabindranath Tagore : 2 pages (written)

শ্রীমণিময় দেববর্মণের উপহার (বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যাপক শ্রীঅজিত চক্রবর্তী মারফত)।

রবীন্দ্রবীক্ষা

অপ্রকাশিত বা বিরলপ্রচারিত রবীন্দ্ররচনা, রবীন্দ্ররচনার পাঠবৈচিত্র্য ও পাঠপরিবর্তন, রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ প্রণালীবদ্ধ আলোচনা, এ-সবের ষাণ্মাসিক সংকলন। পূর্ব-প্রকাশিত এগারোটি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী :—

সংকলন ১ ॥ 'শিল্পী' (তুলনীয় 'জন্মদিনে' সংখ্যা ২৪) কবিতার পাঠ-বিবর্তন, ঠাকুর-বাড়ির 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র (প্রচ্ছদ) ও অন্যান্য।

সংকলন ২ ॥ 'অরূপরতনে'র সম্পূর্ণ রূপান্তর ও সম্পূর্ণ প্রেস-কপির সংরক্ষিত অংশ—উভয়ই অ-পূর্ব-প্রচারিত ও নূতন আবিষ্কার বলা চলে— এ সংখ্যায় আনুপূর্বিক মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত রেখাবদ্ধ অপরূপ প্রতিকৃতি, রচনাকাল '২৩ চৈত্র ১৩৪৭'। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত প্রচ্ছদ।

সংকলন ৩ ॥ ইংরেজিতে শিশুদের অভিনয়যোগ্য মৌলিক নাটিকা King and Rebel ও তৎসম্পর্কিত তথ্য। পুনশ্চ-ধৃত 'বালক' কবিতার গদ্যে প্রথম 'খসড়া'। তা ছাড়া 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ', রাজা-অরূপরতনের গানের তালিকা ও অন্যান্য। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত মুখোষ ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লিপিচিত্র বা লেখাঙ্কন।

সংকলন ৪ ॥ 'বলাকা'য় ছন্দোবিবর্তন, 'তাসের দেশ'-পাণ্ডুলিপির বহিরঙ্গবিবরণ, বঙ্কিমপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি।

সংকলন ৫ ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস-এর নাট্যরূপ। টীকা, নাট্যরূপ-প্রসঙ্গ ও পাণ্ডুলিপি-বিবরণ— শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক-কৃত।

সংকলন ৬ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত উপন্যাস : 'ললাটের লিখন'। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ (পাণ্ডুলিপি-ধৃত রবীন্দ্র-রচনার শিরোনাম, প্রথম ছত্র প্রভৃতির বর্ণানুক্রমিক অখণ্ড সূচী)।

সংকলন ৭ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা : বাংলা কবিতার কবি-কৃত ইংরেজি-রূপান্তর। দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য পত্র। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ৮ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা : 'পলাতকী'র প্রাথমিক খসড়া। দার্শনিক প্রবন্ধ : ব্যক্তিস্বরূপ ও বিশুদ্ধসত্তা। শ্রীকানাই সামন্ত -কৃত 'মালতীপুঁথিপর্যালোচনা'। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব -সংকলিত 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ৯ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা 'দুর্বল'। রবীন্দ্রনাথের মুকুট নাটকের অপ্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ 'The Crown'। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র। রবীন্দ্র-অপ্রকাশিত চিত্রলিপি। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব -সংকলিত 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১০ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা, অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লেখা বিশেষ মূল্যবান আটটি চিঠি, সন্ত কবীরের তেরোটি দোঁহার ইংরেজি রূপান্তর, দুটি চিত্রলিপি এবং 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১১ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার প্রাথমিক খসড়া, অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পদাবলী, বাউল ও প্রাচীন হিন্দি গানের ইংরেজি রূপান্তর, দুটি চিত্রলিপি এবং 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১ থেকে ১১ পর্যন্ত একত্র পাওয়া যায়। মূল্য— ১ দু টাকা ; ২, ৩, ৪, ৬ প্রতিটি চার টাকা ; ৫ আট টাকা ; ৭ ছয় টাকা এবং ৮, ৯, ১০, ১১ প্রতিটি দশ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

১. রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

২. বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলিকাতা ১৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠপঞ্জীকৃত গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ বহু রচনায় বহু ও বিচিত্র পাঠ-পরিবর্তন করেন, রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে তা অজানা নয়।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণে এরূপ পাঠসংস্কারের আনুপূর্বিক বিবরণ প্রণালীবদ্ধভাবে সংকলন, এ দেশের গ্রন্থপ্রকাশ-ক্ষেত্রে এ কালের এক বিশেষ ঘটনা। রচনা সম্পর্কে আনুষঙ্গিক নানা তথ্যে আর কবির বহু লিপিচিত্রে প্রত্যেক গ্রন্থ বিশেষভাবে অলংকৃত ও সমৃদ্ধ।

সন্ধ্যাসংগীত

এই গ্রন্থমালায় এটি প্রথম গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের কথায় : 'সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়'। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপরিবর্তনসহ, বিভিন্ন সময়ে এ থেকে বর্জিত কবিতা, সাময়িক পত্রে কবিতাগুলি প্রচারের সূচী, নানা উপলক্ষে সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে কবির নানা মন্তব্য— এ সবই সংকলিত। পুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ। পাঠ-পরিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতা বা কবিতাংশের বর্জন, নানা উপলক্ষে এই রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্য, আর ১২৯১ শ্রাবণের নবজীবন পত্রে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' নামে বিনা স্বাক্ষরে মুদ্রিত কবির বিদ্রূপাত্মক রচনা— এই সংস্করণে সবেরই একত্র সমাহার। তা ছাড়া প্রথম সংস্করণ -ধৃত রাগতালের সূচী ও শব্দার্থ-সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

এই গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় প্রথম দৃশ্যকাব্য। সাতটি সংস্করণের প্রণালীবদ্ধ পাঠপঞ্জীকরণ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর *Sanyasi or The Ascetic*-এর আদ্যন্ত পাঠের সহিত প্রচলিত বাংলা নাটকের বিস্তারিত তুলনা। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নানা মন্তব্য (পূর্বপ্রচারিত ও বিশেষভাবে পাণ্ডুলিপি-ধৃত), এ-সবের সমাহার। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীকানাই সামন্ত।

ভগ্নহৃদয়

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা

ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত ভগ্নহৃদয় ১২২৮ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত। অতঃপর রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান গ্রন্থ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-ভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বা পর্যালোচনা। পাণ্ডুলিপিচিত্র সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদনা : শ্রীকানাই সামন্ত। মূল্য ২৫ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা ৭৩
২১০ বিধান সরণি। কলিকাতা ৬

সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	১০	1825	1895
১৯	৩	তাঁর	তাঁহার
	১৮	তাঁর পঠদ্দশায়	পঠদ্দশায়
২০	৯	তাঁর	তিনি
	১০	করতে পারলেন	করিতে পারিলেন
২৫	১	ঋতুসংগীতগুলিকে	ঋতুসংগীতকে
	১১	ছিল লক্ষ্য।	ছিল কথার লক্ষ্য।
২৬	১৪	পৃ. ২০৯	পৃ. ২০৩
২৭	৮	নেমেছে।	নেচেছে।
	পাদটীকা	পৃ. ২৫৩	পৃ. ১৫৩
৫৪	৩০	Ae	He

রবীন্দ্রবীক্ষা

সংকলন ১৩ ● শ্রাবণ ১৩৯২

রবীন্দ্রবীক্ষা

র বী ন্দ্র বী ক্ষা

রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্পের ষাণ্মাসিক সংকলন

সংখ্যা ১৩

বিশ্বভারতী

শা ন্তি নি কে ত ন

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগ -বিষয়ে ভবনে যে-কাজ চলছে তার ধারার সঙ্গে পাঠককে যুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রভবন তথা রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের প্রযত্নে ষাণ্মাসিক সংকলন -রূপে রবীন্দ্রবীক্ষা প্রকাশিত হল। পত্রিকার বিষয়বস্তু হিসেবে থাকবে :

* রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা অপ্রকাশিত বাংলা ইংরেজি চিঠিপত্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট চিঠিপত্র ও রচনা।
* শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বা রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপির অপ্রচারিত বা বিরলপ্রচারিত সূচী, বিবরণ ও পাঠ।
* রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহের অন্যান্য বস্তুর তালিকা ও বিবরণ। যেমন :
  ক. রবীন্দ্র-অঙ্কিত চিত্রাবলি।
  খ. রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলি।
* দেশে বিদেশে নানা প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি বা রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তার তালিকা, বিবরণ ও চিত্র।
* নানা উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাপাঠ তথা অলিখিত ভাষণ-প্রতিভাষণ— এ-সবের বিবরণ, শ্রুতিলিখন, স্মৃতিলিখন।
* রবীন্দ্রনাথ-প্রযোজিত অভিনীত নাটক নৃত্যনাট্য গীতিনাট্য ঋতু-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ।
* রবীন্দ্র-পরিবার বান্ধবগোষ্ঠী ও যুগ এ-সবের পরিচায়ক যা-কিছু নিদর্শন তার যথাযথ বিচার বিবরণ ও তালিকা.
* রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গ্রন্থ তালিকা ও রচনার সূচী।
* রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-ভবন বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্দ্রানুরাগী সুধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

নিমাইসাধন বসু
উপাচার্য
বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন
২২শে শ্রাবণ ১৩৯২

বিষয়-সূচী

চিত্রসূচী

চিত্র পরিচয় ॥

প্রচ্ছদ ॥ বিশেষ ভঙ্গিমায় মনুষ্য। পার্শ্বচিত্র। স্বাক্ষর রবীন্দ্র/আডিয়ার/২৯।১০।৩৪। কাগজের উপরে কালি, কলম, ক্রেয়ন ও পেনসিলের কাজ ৩৮·৫ × ৫৫ সেন্টিমিটার।

রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ, সংখ্যা ৩৪০·/০০·২১৭৬·১৬

প্রবেশক ॥ নৈসর্গিক দৃশ্য। স্বাক্ষর—রবীন্দ্র/১৬. ৮. ১৯৩৬

কাগজের উপর ক্রেয়ন এবং প্যাস্টেলের কাজ ৩৮ × ২৪·৫ সেন্টিমিটার।

রবীন্দ্রভবন সংগ্রহ, সংখ্যা ৪৪১/০০·২২৭৭/১৬

জীবনস্মৃতি

প্রথম পাণ্ডুলিপি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ আসিয়াছে। সে অনুরোধ পালন করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এখানে অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। কিন্তু নিজের কথা লিখিতে বসিলে যে অহমিকা আসিয়া পড়ে তাহার জন্য পাঠকদের কাছ হইতে ক্ষমা চাই।

যাঁহারা সাধু এবং যাঁহারা কর্ম্মবীর তাঁহাদের জীবনের ঘটনা ইতিহাসে প্রচার হইলে সাধারণের লাভ হয় — কারণ তাঁহাদের জীবনটাই তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা কাব্য, তাহা ত সাধারণের অবজ্ঞা বা সমাদর পাইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াই আছে — আবার জীবনের কথা কেন?

এই কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া আমি অনেকের অনুরোধ-সত্ত্বেও নিজের জীবনী লিখিতে কোনো দিন উৎসাহ বোধ করি নাই। কিন্তু সম্প্রতি নিজের জীবনটা এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যেখান হইতে পিছন ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ পাওয়া গেছে — দর্শকভাবে নিজেকে অনেকটা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

ইহাতে এইটে চোখে পড়িয়াছে যে, কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও দুটো একই বৃহৎ রচনার অঙ্গ। জীবনটা যে, কাব্যেই আপনার ফুল ফুটাইয়াছে আর কিছুতে নয়, তাহা তবু সমগ্র জীবনেরই প্রকৃতি

কর্ম্মবীরের জীবন কর্ম্মকে জন্ম দেয়, আবার সেই কর্ম্ম তাঁহাদের জীবনও গঠিত করে। আমি ইহা স্পষ্ট বোধ করিয়া জানিয়াছি যে, কবির জীবনও যেমন একদিকে প্রকাশ পায় কাব্যে তেমনি কবিও জীবনকে রচনা করিয়া চলে।

জীবনস্মৃতি ॥ প্রথম পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপিচিত্র

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ

[ভূমিকা]

আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ আসিয়াছে। সে অনুরোধ পালন করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি। এখানে অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। কিন্তু নিজের কথা লিখিতে বসিলে যে অহমিকা আসিয়া পড়ে তাহার জন্য পাঠকদের কাছ হইতে ক্ষমা চাই।

যাঁহারা সাধু এবং যাঁহারা কর্ম্মবীর তাঁহাদের জীবনের ঘটনা ইতিহাসের অভাবে নষ্ট হইলে আক্ষেপের কারণ হয়— কেননা, তাঁহাদের জীবনটাই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান রচনা। কবির সর্ব্বপ্রধান রচনা কাব্য, তাহা ত সাধারণের অবজ্ঞা বা আদর পাইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াই আছে— আবার জীবনের কথা কেন?

এই কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া আমি অনেকের অনুরোধ সত্ত্বে নিজের জীবনী লিখিতে কোনোদিন উৎসাহ বোধ করি নাই। কিন্তু সম্প্রতি নিজের জীবনটা এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যখন পিছন ফিরিয়া তাকাইবার অবকাশ পাওয়া গেছে; দর্শকভাবে নিজেকে আগাগোড়া দেখিবার যেন সুযোগ পাইয়াছি।

ইহাতে এইটে চোখে পড়িয়াছে যে, কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও দুটা একই বৃহৎ রচনার অঙ্গ। জীবনটা যে, কাব্যেই আপনার ফুল ফুটাইয়াছে আর কিছুতে নয়, তাহার তত্ত্ব সমগ্র জীবনের অন্তর্গত।

কর্ম্মবীরদের জীবন কর্ম্মকে জন্ম দেয়, আবার সেই কর্ম্ম তাঁহাদের জীবনকে গঠিত করে। আমি ইহা আজ বেশ করিয়া জানিয়াছি যে, কবির জীবন যেমন কাব্যকে প্রকাশ করে কাব্যও তেমনি কবির জীবনকে রচনা করিয়া চলে।

আমার হাতে আমারই রচিত অনেকগুলি পুরাতন চিঠি ফিরিয়া আসিয়াছে —বর্ত্তমান প্রবন্ধে মাঝে মাঝে আমার এই চিঠিগুলি হইতে কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত করিব। আজ এই চিঠিগুলি পড়িতে পড়িতে ১৮৯৪ সালে লিখিত এই ক'টি কথা চোখে পড়িল :—

"আমি আমার সৌন্দর্য্য-উজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্ত্তগুলিকে ভাষার দ্বারা বারম্বার স্থায়িভাবে মূর্ত্তিমান করাতেই ক্রমশই আমার অন্তর্জীবনের পথ সুগম হয়ে

এসেছে। সেই মুহূর্ত্তগুলি যদি ক্ষণিক সম্ভোগেই ব্যয় হয়ে যেত তাহলে তারা চিরকালই অস্পষ্ট সুদূর মরীচিকার মত থাকৃত, ক্রমশঃ এমন দৃঢ় বিশ্বাসে এবং সুস্পষ্ট অনুভূতির মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ত না। অনেকদিন জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতের অন্তর্জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন, স্নেহপ্রীতির দিব্যত্ব আমার কাছে আজ আকার ধারণ করে উঠ্‌চে— নিজের কথা আমার নিজেকে সহায়তা করেছে— অন্যের কথা থেকে আমি এ জিনিষ কিছুতে পেতুম না।"

এই রকমে পদ্মের বীজকোষ এবং তাহার দলগুলির মত রচিত আমার জীবন ও কাব্যগুলিকে একসঙ্গে দেখাইতে পারিলে সে চিত্র ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু তেমন করিয়া লেখা নিতান্ত সহজ নহে। তেমন সময় এবং স্বাস্থ্যের সুযোগ নাই, ক্ষমতাও আছে কিনা সন্দেহ করি।

এখন উপস্থিত মত আমার জীবন ও কাব্যকে জড়াইয়া একটা রেখাটানা ছবির আভাসপাত করিয়া যাইব। যে সকল পাঠক ভালবাসিয়া আমার লেখা পড়িয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের কাছে এটুকুও নিতান্ত নিষ্ফল হইবে না। আমার লেখা যাঁহারা অনুকূলভাবে গ্রহণ করেন না তাঁহারাও সম্মুখে বর্ত্তমান আছেন কল্পনা করিলে তাঁহাদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে সঙ্কোচে কলম সরিতে চায় না— অতএব এই আত্মপ্রকাশের সময় তাঁহাদিগকে অন্তত মনে মনেও এই সভাক্ষেত্রের অন্তরালে রাখিলাম বলিয়া তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আরম্ভেই একটা কথা বলা আবশ্যক, চিরকালই তারিখ সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত কাঁচা। জীবনের বড় বড় ঘটনারও সন তারিখ আমি স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। আমার এই আসামান্য বিস্মরণশক্তি, নিকটের ঘটনা এবং দূরের ঘটনা— ছোট ঘটনা এবং বড় ঘটনা— সর্ব্বত্রই সমান অপক্ষপাত প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব আমার এই বর্ত্তমান রচনাটিতে সুরের ঠিকানা যদি বা থাকে তালের ঠিকানা না থাকিতেও পারে।

প্রথমে আমার রাশিচক্র ও জন্মকালটি ঠিকুজি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—
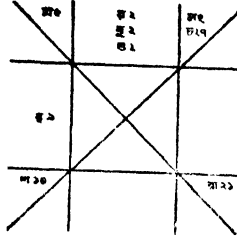
১৭৮৩। ০। ২৪। ৫৩। ১৭। ৩০

কৃষ্ণা ত্রয়োদশী

সোমবার

ইহা হইতে বুঝা যাইবে ১৭৮৩ সম্বতে অর্থাৎ ইংরাজি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৫শে বৈশাখে কলিকাতায় আমাদের জোড়াসাঁকোর বাটীতে আমার জন্ম হয়। ইহার পর হইতে সন তারিখ সম্বন্ধে আমার কাছে কেহ কিছু প্রত্যাশা করিবেন না।

আমার বাল্যকাহিনী।

শিক্ষারম্ভ

আমরা তিনটি বালক একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম— আমার দাদা সোমেন্দ্রনাথ, আমার ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ এবং আমি। দাদা এবং সত্য উভয়েই আমার চেয়ে দুই বৎসরের বড় ছিলেন। কিন্তু তাঁহারাও যখন গুরুমশায়ের কাছে পড়িতে আরম্ভ করেন সেই সঙ্গে আমারও শিক্ষা সুরু হয়। তখন এতই ছোট ছিলাম যে সে ঘটনা আমার কিছুই মনে নাই— এইজন্য আমি যে কোনো একদিন বিদ্যারম্ভ করিলাম তাহা আমার সম্পূর্ণ স্মরণের অতীত হইয়া গেছে।

এই সময়ের প্রথম যে কথা মনে পড়িতেছে সে ইস্কুলে যাইবার প্রস্তাব। দাদা এবং সত্য ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে ভর্ত্তি হইয়া ইস্কুলে যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন—আমি নিতান্ত ছোট বলিয়া তখনো এই গৌরবের অধিকারী হইতে পারি নাই। আমার পক্ষে ইহা অসহ্য হইয়াছিল। তাহার অনেকগুলি কারণ ছিল। এক প্রথমত বয়সে ছোট বলিয়া গণ্য বা নগণ্য হইবার অবমাননা ছোট বয়সে বড়ই বাজে,— তাহার পরে, বাড়ি হইতে কখনো বাহির হই নাই,— পূর্ব্বে কখনো গাড়িতেও চড়ি নাই— তাই, সত্য যখন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাহিরের রাস্তাঘাটের সহিত তাহার নূতন পরিচয়ের উচ্ছ্বাস অতিরঞ্জিত ভাষায়

ব্যক্ত করিত তখন আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। তাই দাদা ও সত্য ইস্কুলে যাইবার সময় আমি প্রতিদিন কান্না জুড়িয়া দিলাম। মনে আছে সেই সময়ে আমাদের বাড়ির শিক্ষক একটি চপেটাঘাত সহ আমাকে এই সারগর্ভ কথাটি বলিয়াছিলেন :— এখন ইস্কুলে যাইবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ ইস্কুলে না যাইবার জন্য তেম্‌নি কান্না অনেকদিন কাঁদিতে হইবে। সেই শিক্ষকের নাম এবং আকৃতি আমার কিছুই মনে নাই— কিন্তু সেই গুরুবাক্য এবং গুরুতর চপেটাঘাতটি স্পষ্ট মনে জাগিতেছে। মনে থাকিবারই কথা— কারণ, এতবড় অব্যর্থ ভবিষ্যদ্বাণী আমার আর কখনো কর্ণগোচর হয় নাই।

কান্নার জোরে আমিও অকালে ইস্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। সে ইস্কুলের স্মৃতিও অত্যন্ত অস্পষ্ট। সেখানে কি লাভ করিয়াছিলাম মনে নাই কিন্তু শাস্তিগুলা মনে পড়ে। সে শাস্তি আমি পাইতাম, কি, অন্য ছেলেরাও পাইত আমি দেখিতাম, তাহাও নিশ্চয় বলিতে পারি না। একটা শাসনপ্রণালী মনে আছে, ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের যত শ্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত।

অতি অল্প বয়সেই পড়িতে শিখিয়াছিলাম। কৃত্তিবাসের রামায়ণ আমি নিতান্ত শিশুকালেই পড়িয়াছি। সেই রামায়ণ পড়ার একটি দিনের ছবি আমার মনে স্পষ্ট জাগিয়া আছে। সেদিন মেঘলা দিন ছিল আমাদের বাহির বাড়িতে রাস্তার সম্মুখের লম্বা বারান্দাটাতে খেলিতেছিলাম। মনে নাই সত্য কি কারণে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য "পুলি্‌সম্যান" "পুলিস্‌ম্যান" করিয়া চেঁচাইতে লাগিল। আমার বিশ্বাস ছিল পুলিস্‌ম্যানকে ডাকিয়া তাহাকে বলিলেই হইল যে, এ লোকটাকে পুলিসে লইয়া যাও— অম্‌নি সে গ্রেফ্‌তার করিয়া লইয়া যাইবে— ইংরেজ রাজ্যশাসন সম্বন্ধে আমার ধারণাটা এইরকমেরই ছিল। সুতরাং অত্যন্ত ভয় পাইয়া আমি বাড়িভিতরে পালাইয়া আসিলাম। ব্যাকুলভাবে মাকে আসিয়া বলিলাম আমাকে পুলিসের হাতে ধরাইয়া দিবার জন্য সত্য ব্যবস্থা করিয়াছে। ভয় ভাঙাইয়া আমাকে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। মনটা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেও তখনো বাহিরে যাওয়া নিরাপদ মনে করিলাম না ; দিদিমা— আমার মাতার কোনো এক সম্পর্কে খুড়ী— যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেইটি সংগ্রহ করিয়া মায়ের ঘরের দ্বারে চৌকাঠের উপরে বসিয়া বইখানি কোলে লইয়া পড়িতে লাগিলাম। সম্মুখে অন্তঃপুরের

উঠান চারিদিকে বেষ্টন করিয়া বারান্দা ; সেই বারান্দায় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে অপরাহ্ণের মলিন আলোক আসিয়া পড়িয়াছে— এবং রামায়ণ পড়িতে পড়িতে জানকীর-দুঃখে আমার দুইচোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে।

বাহিরের সঙ্গে পরিচয়

তখন আমাদের বাড়ির শাসন খুব কড়া ছিল। আমরা কয়েদীর মত বন্দিভাবে থাকিতাম— এবং আমাদের চাকর এই জেলের দারোগার মত ছিল। বাহির-বাড়িতে দক্ষিণের দিকের কয়েকটি ঘরে বাড়ির সমস্ত চাকরদের থাকিবার জায়গা ছিল— আমরা দিনের অধিকাংশ সময়েই তাহাদের হেপাজতে থাকিতাম। ঘরটি দোতলার উপরে। জালনার ঠিক নীচেই একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল ও সেই পুকুরের পূর্ব্বধারে প্রাচীরের গায়ে একটি প্রকাণ্ড চিনে বটগাছ ছিল— পূর্ব্বপ্রান্তে এক সারি নারিকেল গাছ। তখন কলিকাতার রাস্তায় জল সেচনের জন্য বাঁধানো নালা বাহিয়া গঙ্গার জল আসিত। আমার পিতামহের আমল হইতে সেই নালার সঙ্গে এই পুষ্করিণীর যোগ ছিল। সেই নালার জল যখন ছাড়া পাইয়া ঝরণার মত পুকুরের মধ্যে আসিয়া পড়িত তখন সেই দৃশ্য আমাদের কাছে ভারি কৌতুকের ছিল।

মনে আছে এই তোষাখানার দক্ষিণদিকের ঘরে যখন আবদ্ধ হইয়া থাকিতাম তখন শ্যাম বলিয়া আমাদের একটি যশোহর জেলার চাকর আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া একটি গণ্ডি আঁকিয়া দিত এবং বুঝাইয়া যাইত যে, এই গণ্ডির বাহিরে যদি আসি তবে বিষম কাণ্ড হইবে। গণ্ডিটা যে কি গুরুতর ব্যাপার তাহা পূর্ব্বেই রামায়ণে পড়িয়াছি— এই গণ্ডিলঙ্ঘন করিয়াই ত সীতা মুস্কিল ঘটাইয়াছিলেন। তাই, পাহারা থাক্ বা না থাক্ ঐ খড়ির গণ্ডিটাকে না মানিয়া থাকিতে পারিতাম না। রবিবার প্রভৃতি ছুটির দিনে সেই গণ্ডির মধ্যে নিশ্চল হইয়া বসিয়া দক্ষিণের জান্‌লার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটা পর্য্যালোচনা করিয়া কাটাইতাম। সকাল হইতে দেখিতাম প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের যে বিশেষত্ব ছিল তাহাও আমার পরিচিত হইয়া গিয়াছিল। কেহবা দুই কানে আঙুল চাপিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া কতকগুলা ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত,— কেহবা ডুব না দিয়া ক্রমাগত গামছা দিয়া জল তুলিয়া মাথায় ঢালিত,

কেহবা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বারবার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ একসময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত, কেহবা একেবারে আসিয়াই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত —কেহবা জলের মধ্যে নামিয়াই একনিশ্বাসে কতকগুলা শ্লোক উচ্চারণ করিয়া লইত, কেহবা বক্ষের কাছে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে জপ করিত। স্নানের পালা শেষ হইতে দুপুর একটা হইয়া যাইত। তাহার পরে সমস্ত নিস্তব্ধ,— কেবল রাজহাঁসগুলো সারাবেলা ডুব মারিয়া মারিয়া গুগলি খাইত এবং চঞ্চুচালনা করিয়া পিঠের পালকগুলা সাফ করিতে থাকিত। বটগাছটা আমার কাছে বড় রহস্যময় ছিল। তাহার গুঁড়ির কাছে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে আমার বাল্যকল্পনা ভয়ে ভয়ে পদার্পণ করিয়া কত কি যে দেখিত তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা আমার পক্ষে কঠিন। এই বটকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম—

নিশি-দিসি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।

কিন্তু হায়, সে বট এখন কোথায়! যে পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দর্পণ ছিল তাহাও এখন নাই— যাহারা স্নান করিতে আসিত তাহাদের মধ্যেও অনেকেই এই বটগাছের অন্তর্হিত ছায়ারই অনুসরণ করিয়াছে। আর সেই ছোট ছেলেটিও আজ আপনার চারিদিক হইতে নানাপ্রকার ঝুরি নামাইয়া দিয়া একটা বটেরই মত প্রকাণ্ড ভারাক্রান্ত জটিলতার মধ্যে সুদিন দুর্দ্দিনের ছায়ারৌদ্রপাত গণনা করিতেছে।

বাড়ির বাহিরে আমাদের গতিবিধি নিষিদ্ধ বলিয়া বিশ্বপ্রকৃতিকে আমি আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। সে আমার কাছে রহস্যে পরিপূর্ণ ছিল। সে বাহির হইতে দূর হইতে আমার অন্তঃকরণকে এমন করিয়া লুব্ধ করিত যে তাহা আমার পক্ষে বেদনাকর হইয়া উঠিয়াছিল। বাহির বলিয়া একটি পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ, যাহার শব্দ গন্ধ, দ্বার জানলার ভিতর দিয়া আমাকে ধরা দিয়া যাইত। সে যেন আমার সঙ্গে খেলা করিতে চাহিত কিন্তু তাহার বৃহৎ খেলাঘরে যাইবার কোনো পথ আমার কাছে খোলা ছিল না— সে ছিল মুক্ত আমি ছিলাম বদ্ধ— সেই জন্যই প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল কিন্তু মিলনের উপায় ছিল কোথায়। আজ ত আমার চাকর সেই শ্যাম

নাই, আজ ত আমার চারিদিকে সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে— আজ ত ঘরের দ্বার মুক্ত! তবু কি সব গণ্ডি মুছিল, সব দ্বার খুলিল? বাহির এখনো ত সেই বাহির হইতেই আমার কাছে আনাগোনা করিতেছে! তাহার শশিতারাখচিত নীলাঞ্জনটি আমার চোখের সাম্‌নে দিয়া ঝল্‌মল্‌ করিয়া যাইতেছে। আমি কোন্‌ চোরাপথ দিয়া বাহির হইয়া পাঠশালা পালানো ছেলের মত ইহার অপরিসীম দূরত্বের মধ্যে একবার ছুটিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া আসিতে পারি। বড় হইয়া যে কবিতাটা লিখিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে—

খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে
কি ছিল বিধাতার মনে!
বনের পাখী বলে, "খাঁচার পাখী ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে!"
খাঁচার পাখী বলে, "বনের পাখী, আয়,
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে!"
বনের পাখী বলে— "না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব!"
খাঁচার পাখী বলে,— "হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব!"

আমাদের বাড়িভিতরের প্রাচীরের ছাদ আমার মাথা ছাড়াইয়া উঠিত। তাহারই মাঝে মাঝে দুই চারিখানি ইঁটের যে ফাঁক ছিল তাহারই ভিতর দিয়া এক একদিন মধ্যাহ্নে এই খাঁচার পাখীর সঙ্গে ঐ বনের পাখীর পরিচয় চলিত। এই প্রাচীরের ফাঁক দিয়া দেখিতাম আমাদের বাড়িভিতরের বাগানের নারিকেল তরুশ্রেণীর অপ্রকাশপথে আমাদের পাড়ার সিঙ্গির বাগানের পুকুরটার জলরেখা ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে,— তাহা ছাড়াইয়া মাঝে মাঝে তরুচূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাতাসহরের বিচিত্র আয়তনের উচ্চনীচ দেয়াল ও ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্নরৌদ্রে প্রখর শুভ্রতা বিস্তার করিয়া পূর্ব্বদিকের দূর দিগন্তসীমার পাণ্ডুর নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গেছে। সেই ছাদে ঢাকা নিস্তব্ধ বাড়িগুলা তাহাদের এক

একটা চিলের কোঠাকে নিশ্চল তর্জনীর মত তুলিয়া আমার কাছে কি সকল অপরূপ কাহিনী সঙ্কেতে বলিবার চেষ্টা করিত।

ভিক্ষু যেমন রাজভাণ্ডারের গরাদেগুলার বাহিরে দাঁড়াইয়া চাবিবন্ধ সিন্ধুক-গুলার ভিতরে কত আশ্চর্য্য রত্নমাণিক্য কল্পনা করে— আমিও তেমনি ঐ সুদূর অজ্ঞাত বাড়িগুলির মধ্যে কি খেলা, কি স্বাধীনতা, কি আনন্দের ছবি কল্পনা করিতে থাকিতাম তাহা বলিতে পারি না! মাথার উপরে আকাশ পরিপূর্ণ নিস্তব্ধ খরদীপ্তির বহুদূর প্রান্ত হইতে চিলের তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গির বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত বাড়িগুলির সম্মুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া পসরা হাঁকিয়া যাইত; তাহাতে আমার মনকে একেবারেই উদাস করিয়া দিত।

আমাদের বাড়িভিতরের অনাদৃত বাগানটিতে একটি বড় বিলাতি আমড়া, একটি বাতাবিলেবু, একটি কুলগাছ এবং এক সারি নারিকেল প্রধান স্থান অধিকার করিয়া ছিল। মাঝখানে একটি চাতাল বাঁধানো ছিল তাহা ফাটিয়া ভাঙিয়া তাহার মধ্যে ঘাস ও নানাপ্রকার গুল্ম অনধিকার প্রবেশপূর্ব্বক জবর-দখল স্থাপন করিয়াছিল। একটা লুপ্তপ্রায় উদ্যানপথের দুইধারে গোটা কতক উপেক্ষিত ফুলগাছ সাবেক দস্তুর স্মরণ করিয়া ঋতু অনুসারে যথাসাধ্য ফুল ফুটাইতে চেষ্টা করিত। উত্তরকোণে একটা ঢেঁকিঘর ছিল সেইখানে গৃহস্থালির প্রয়োজনে কখনো কখনো অন্তঃপুরিকাদের সমাগম হইত কিন্তু বাগানের মর্য্যাদা ছিল না। আমি শরতের প্রত্যূষে সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে কিসের টানে এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম— শরতের শিশিরার্দ্র হাওয়াটি ঘাসপাতার গন্ধ লইয়া আমাকে কি মোহে অভিভূত করিত— বাগানের পূর্ব্বপ্রান্তের নারিকেল পল্লবের ভিতর দিয়া কাঁচা সোনা-ঢালা শরতের প্রভাত আমার কাছে কি আনন্দমূর্ত্তি প্রকাশ করিত তাহা স্মরণ করিয়া পরে কোনো কোনো কবিতায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু কিছুই প্রকাশ করিতে পারি নাই।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আমার চার বৎসর বয়সের শিশুপুত্রের কথা আলোচনা করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছিলাম, তাহাতে আছে— "খোকা যখন নিমগ্ন-ভাবে বসে থাকে তখন ওর মনের মধ্যে আমার প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে। দেখতে ইচ্ছা করে ওদের ঐ অল্প ভাষার দেশে প্রদোষের আলোতে ভাবগুলো কি রকম অনির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তিতে আনাগোনা করে। আমার নিজের খুব ছেলেবেলাকার

কথা একটু একটু মনে পড়ে কিন্তু সে এত অপরিস্ফুট যে ভাল করে ধরতে পারিনে। কিন্তু বেশ মনে আছে এক একদিন সকালবেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠত। তখন পৃথিবীর চারিদিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল।··· গোলাবাড়িতে একটা বাখারি দিয়া রোজ রোজ মাটি খুঁড়তেম, মনে করতেম কি একটা রহস্য আবিষ্কার হবে। দক্ষিণের বারান্দার কোণে খানিকটা ধূলো জড় করে তার ভিতর কতকগুলো আতার বিচি পুঁতে রোজ যখন-তখন জল দিতেম—ভাবতেম্ এই বিচি অঙ্কুরিত হয়ে উঠলে সে কি একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার হবে। পৃথিবীর সমস্ত রূপ রস গন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন, —বাড়িভিতরের বাগানের নারকেলগাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ, ঝড়-বাদলা— সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্দ্ধ পরিচিত প্রাণী নানা মূর্ত্তিতে আমাকে সঙ্গদান করত। কুকুর বিড়াল ছাগল বাছুর প্রভৃতি জন্তুদের সঙ্গে শিশুদের যেমন এক প্রকার আন্তরিক মিল আছে তেমনি এই বৃহৎ বিস্তৃত চঞ্চল মূক বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে তার একটা হৃদয়ের যোগ আছে।"

ঘর ও ইস্কুল

সন্ধ্যার পরে বাড়ির মধ্যে আসিয়া দেখিতাম মা প্রদীপের আলোকে বসিয়া তাঁহার খুঁড়ির সঙ্গে বিন্তি খেলিতেছেন। তাঁহার বিছানার উপরে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া প্রথমে এক চোট চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া লইতাম। বাহিরে সেজদাদা[১] বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতেন। তাহারি দুই একটা পদ আমি যাহা শুনিয়া শিখিতাম তাহাও কোনোদিন গলা ছাড়িয়া দিয়া মাকে আসিয়া শুনাইতাম। তাহার পর আহারান্তে তিন বালকে বিছানার মধ্যে প্রবেশ করিলে আমাদের অতি সেকেলে কোনো একটি দাসী— শঙ্করী হৌক, প্যারি হৌক, তিনকড়ি হৌক, কেহ একজন আসিয়া আমাদিগকে রূপকথা শুনাইত। ভাগ্যে, তখন সাহিত্যবিচারশক্তিটা এখনকার মত খরধার ছিল না— সুয়োরাণী, দুয়োরাণী, রাজকন্যা, রাজপুত্রের কথা যতবার যেমন করিয়াই পুনরুক্ত হইত, অন্তঃকরণটা নববর্ষার চাতক পাখীটার মত ঊর্দ্ধমুখে হাঁ করিয়া শুনিত। আমি বিছানার যে প্রান্তটাতে শুইতাম তাহার সম্মুখেই ঘর বিভাগ করিবার জন্য একটা কাঠের বেড়া ছিল সেই বেড়ার গায়ের চূণকাম মাঝে মাঝে স্খলিত হইয়া শাদায়কালোয়

নানা প্রকারের রেখা রচনা করিয়াছিল— সেইগুলা মশারির ভিতর হইতে আমার কাছে নানা প্রকারের ছবি রূপে উদিত হইত এবং আসন্ননিদ্রায় অলসচক্ষে অর্দ্ধ জাগরণের বিচিত্র স্বপ্নমালা রচনা করিত।

এই সময়ে ঈশ্বর নামে একটি নূতন চাকর আমাদের কাছে নিযুক্ত হইল, সে ব্যক্তি গ্রামে গুরুমশায়গিরি করিত। তাহার বিজ্ঞজনোচিত গাম্ভীর্য্য এবং বিশুদ্ধভাষা প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়া আমার গুরুজনেরা হাসিতেন। এই লোকটি আমাদিগকে শান্ত রাখিবার একটি উপায় বাহির করিয়াছিল। সন্ধ্যাবেলায় তোষাখানায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চারিদিকে আমাদিগকে জড় করিয়া ঈশ্বর রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইত— অন্য দুই একজন কৌতূহলী চাকর আসিয়াও জুটিত, একটা রীতিমত সভা বসিয়া যাইত— মাঝে মাঝে শাস্ত্রঘটিত প্রশ্নও উঠিত এবং ঈশ্বর বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত তাহার মীমাংসা করিয়া দিত।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে বোধ করি বেশি দিন ছিলাম না। যখন নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম তখনকার স্মৃতিটা তেমন ঝাপসা নয়— এবং কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে। ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাস পর্য্যন্ত আমি নর্ম্মাল স্কুলে ছিলাম কিন্তু কোনো ছাত্রের সঙ্গে মিশিতে পারি নাই। একটার সময় ছুটি হইবামাত্র জলখাবারের জায়গায় আমাদের বাড়ির চাকরের কাছে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। এই নর্ম্মাল স্কুল আমার কাছে এত বড় বিভীষিকা ছিল যে এখানে দীর্ঘকাল পড়িতে হইবে মনে করিয়া সেই নিতান্ত অল্প বয়সেও নিজের জীবনকে দুঃসহ বলিয়া বোধ হইত। যখন কিছু উপরের ক্লাসে পড়িতাম তখন ছুটির সময়ে কোনোমতে ছাত্রদের হাত এড়াইয়া স্নুপারিন্টেণ্ডেন্ট গোবিন্দবাবুর ঘরের পাশে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের ঘরে গিয়া একলা বসিয়া থাকিতাম। সেই ঘরের মুক্ত দ্বার দিয়া মধ্যাহ্নকালীন কলিকাতা সহরের হর্ম্ম্যশ্রেণীর জনহীন ছাদগুলির দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিতাম। বেশিরকম গৃহপালিত ছিলাম বলিয়াই বোধ করি স্কুলের ছাত্রদের ভাষা ও আচরণ আমাকে যেন একটা কি ঘৃণ্য পদার্থের দ্বারা আঘাত করিত,— সমস্তই অশুচি ও অপমানকর বলিয়া আমাকে সঙ্কোচে অভিভূত করিয়াছিল। শিক্ষকদের মধ্যেও অনেকে শীলতায় ছাত্রদের চেয়ে বেশি উন্নত ছিলেন না। সাধনায় "গিন্নী" বলিয়া একটা ছোট গল্প লিখিয়াছিলাম, সেটা নর্ম্মাল স্কুলেরই স্মৃতি হইতে লিখিত।

কবিতারচনারম্ভ

ইতিমধ্যে আমি কবিতা লিখিতে সুরু করিয়াছি। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। ইংরাজি সাহিত্যে তাঁহার খুব অনুরাগ ছিল— প্রায় তিনি ইংরাজি কবিতা আওড়াইতেন। আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশি হইবে না। সে বয়সে আমাকে কবিতা লেখাইবার জন্য তাঁহার কেন যে খেয়াল গেল তাহা আমি কিছুই বলিতে পারি না। একদিন দুপুরবেলায় তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া কেমন করিয়া চোদ্দ অক্ষর মিলাইয়া কবিতা লিখিতে হয় আমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন এবং আমার হাতে একটা স্লেট্ দিয়া বলিলেন পদ্মের উপরে একটা কবিতা রচনা কর। তাহার পূর্ব্বে বারম্বার রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া ও শুনিয়া পদ্যছন্দ আমার কানে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। গোটাকতক লাইন লিখিয়া ফেলিলাম। জ্যোতি খুব উৎসাহ দিলেন। পদ্যলেখাটা যে একটা অসম্ভব ব্যাপার সে ভয় ভাঙিয়া যাইতেই একখানা নীল কাগজের খাতা সংগ্রহ করিলাম; তাহাতে স্বহস্তে পেন্সিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া খুব বড় বড় কাঁচা অক্ষরে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সেজদাদাকে বড় ভয় করিতাম। সত্য একদিন আমার খাতা লইয়া তাঁহার হাতে দিল। পদ্যলেখায় সময়যাপনকে পাছে তিনি অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন এই ভয়ে আমি লুকাইয়া বেড়াইতেছি এমন সময়ে আমার খাতা ফিরিয়া আসিল এবং যাহা রিপোর্ট পাওয়া গেল তাহাতে নিরাশ্বাস হইবার কোনো কারণ দেখিলাম না।

হরিণশিশুর নূতন শিং বাহির হইবার সময় সে যেমন যেখানে সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্যম লইয়া আমি সেইরকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম। দেশকালপাত্র বিবেচনা না করিয়া যাহাকে পাই তাহাকেই আমার নূতন কবিতা শুনাইতে থাকি। বিশেষত আমার দাদা সোমেন্দ্রনাথ আমার এই সকল রচনায় গর্ব্ব অনুভব করিয়া শ্রোতা সংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। মনে আছে একদিন একতলায় দফ্‌তরখানার আমলাদের কাছে কবিত্ব ঘোষণা করিয়া আমরা দুই ভাই ফিরিয়া আসিতেছি এমন সময় তখনকার "ন্যাশনাল্ পেপার" পত্রের এডিটর শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্রমহাশয় সবেমাত্র আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ দাদা তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া কহিলেন, "নবগোপালবাবু, রবি একটা কবিতা লিখিয়াছে, শুনুন্ না!" তৎক্ষণাৎ

সেই দেউড়ির কাছে দাঁড়াইয়াই পদ্মের উপর যে-কবিতাটা লিখিয়াছিলাম তাঁহাকে শুনাইয়া দিলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন— "বেশ হইয়াছে। কিন্তু 'দ্বিরেফ' শব্দটার মানে কি?"

"দ্বিরেফ" এবং 'ভ্রমর' দুটোই তিন অক্ষরের কথা, ভ্রমর শব্দটা ব্যবহার করিলে ছন্দের কোনো অনিষ্ট হইত না। কিন্তু জানি না কোথা হইতে ঐ দুরূহ কথাটা আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সমস্ত কবিতার মধ্যে ঐ কথাটার উপরেই আমার বিশেষ নির্ভর ছিল। আমি জানিতাম "দ্বিরেফ" কথাটা পড়িলেই সকলকে স্তম্ভিত হইতে হইবে, তাহার পরে আর এ লেখাটাকে ছেলেমানুষের রচনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার জো থাকিবে না! দফ্‌তরখানার আমলাবর্গ ঐ দ্বিরেফ শব্দটাতে নিঃসন্দেহ আমার ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিল। কিন্তু নবগোপালবাবুকে লেশমাত্র দুর্ব্বল করিতে পারিল না, এমন কি, তাঁহার হাস্য উদ্রেক করিল। ইহাতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল নবগোপালবাবু সমজদার লোক নহেন;— তাঁহাকে আর কবিতা শুনাই নাই। তাহার পরে আমার বয়স অনেক হইয়াছে কিন্তু কে যে সমজদার এবং কে সমজদার নহে তাহা পরখ করিবার প্রণালীর বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাই হোক, নবগোপাল হাসিলেন বটে কিন্তু 'দ্বিরেফ' কথাটা স্বস্থানেই রহিয়া গেল!

নানা বিদ্যার আয়োজন

তখন নর্ম্মাল স্কুলের একটি শিক্ষক নীলকমল ঘোষাল মহাশয় বাড়িতে আমাদের পড়াইতেন। তাঁহার শরীর ক্ষীণ শুষ্ক ও কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহাকে একটি ছিপছিপে বেতের মত বোধ হইত। সকাল ছটা হইতে নটা পর্য্যন্ত আমাদের শিক্ষাভার তাঁহার উপর ছিল। চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণিবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য পর্য্যন্ত সমস্তই ইহাঁর কাছে পড়া।

আমাদিগকে বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে আমরা তাহার চেয়ে ঢের বেশি পড়িয়াছি। আমরা যখন মেঘনাদবধ পড়িতাম তখন আমার বয়স বোধ করি নয় বছর হইবে। তাহার সঙ্গে আরো অনেক শিক্ষার বিষয় ছিল। ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া এক পালোয়ানের সঙ্গে আমাদিগকে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরেই জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধকাব্য,

জ্যামিতি, গণিত, এবং ইতিহাস ভূগোল শিখিতে হইত। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলে ড্রয়িং এবং জিম্‌ন্যাস্টিকের মাস্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার পরে ইংরাজি পড়াইবার জন্য অঘোরবাবু আসিতেন। ইংরাজি আমরা বাংলার অনেক পরে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এইরূপে রাত্রি নটার পর ছুটি পাইতাম।

রবিবার সকালে বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতে হইত। তা ছাড়া প্রায় মাঝে মাঝে সীতানাথ দত্তমহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে পরীক্ষা দ্বারা প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাটি আমার কাছে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক ছিল— রবিবারে সীতানাথবাবু না আসিলে বিমর্ষ হইতাম।

ইহা ছাড়া ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের একটি ছাত্রের কাছে কোনো এক সময়ে অস্থিবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। সেই স্কুল হইতে, তার-দিয়া-জোড়া একটি নরকঙ্কাল কিনিয়া আনিয়া আমাদের স্কুল-ঘরের দেয়ালে লট্‌কাইয়া দেওয়া হইল। মানুষের শরীরে যতগুলা অস্থি আছে তার সব ক'টার উৎকট নাম আমরা মুখস্থ করিয়া ফেলিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের শিক্ষারম্ভকালের অনেক পরে আমরা ইংরাজি শিখিতে সুরু করিয়াছি। কিন্তু প্যারীসরকারের ফার্ষ্টবুক সেকেণ্ডবুকের পরেই আমাদিগকে অতিব্যগ্রতাবশত এমন শক্ত ইংরাজি বই পড়ানো আরম্ভ হইল যে আমরা কোনোমতে তাহাতে দন্তস্ফুট করিতে পারিতাম না। পড়িতে বসিলেই ঘুমে মাথা ঢুলিয়া পড়িত এবং অঘোরবাবু বারান্দায় দৌড় করাইয়া আমাদের ঘুম ভাঙাইতে চেষ্টা করিতেন— কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আমাদের শুভ দৈববশত বড়দাদা[২] যদি এমন সময়ে স্কুলঘরের সাম্‌নের বারন্দা দিয়া যাইতেন এবং আমাদের নিদ্রাকাতর অবস্থা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইত তবে তৎক্ষণাৎ তিনি আমাদের পড়া ভাঙিয়া দিতেন— সেই আনন্দে আমাদের ঘুমের ঘোর ভাঙিতে বিলম্ব হইত না এবং অকালে অন্তঃপুরে আবির্ভূত হইয়া মাতৃকক্ষের শান্তি নষ্ট করিয়া দিতাম।

এই সমস্ত পড়ার মধ্যে মাঝে একবার হেরম্ব তত্ত্বরত্ন মহাশয় আমাদিগকে একেবারে 'মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং' হইতে আরম্ভ করিয়া মুগ্ধবোধের সূত্র কণ্ঠস্থ করাইতে সুরু করিয়াছিলেন— ইহা হইতে বুঝা যাইবে আমাদের প্রতি চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই।

বাহিরে যাত্রা

নর্ম্মাল স্কুলের নীচের কোনো ক্লাসে পড়িতেছি এমন সময় কলিকাতায় ডেঙ্গু জ্বর আসিল এবং আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনেটিতে ছাতুবাবুদের বাগানে আশ্রয় লইল। আমরা তাহার মধ্যে ছিলাম।

এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্ব্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেদিনকার আনন্দসঞ্চয় আমার চিরজীবনের সম্বল হইয়া আছে। সেখানে চাকরদের থাকিবার ঘরটি গঙ্গার ধারেই ছিল। ঘরের সংলগ্ন একটি ঢালু ছাদের বারান্দা এবং তাহার সম্মুখে গোটাছুয়েক পেয়ারা গাছ। কখনো সেই বারান্দায় কখনো পেয়ারাগাছতলায় একলা বসিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত। সেই নিভৃত বাগানে সেই উদার নদীর উপরে প্রত্যেক নির্ম্মল প্রভাত যেন প্রতিদিনকে বিশ্ব-লক্ষ্মীর স্বহস্তে প্রেরিত নব নব উপহারের মত হাসিমুখ করিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া যাইত। প্রতিদিন প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্রই পুলকিতচিত্তে মনে হইত আজকে একটা নূতন দিন আসিল। সকালে মুখ ধুইয়া সেই বারান্দাটিতে একখানি চৌকি টানিয়া বসিবামাত্র চারিদিক হইতে একটি বনের গন্ধ আসিয়া আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিত। তাহার পরে প্রত্যহ সেই একই জোয়ারভাঁটা সেই নানাবিধ নৌকার গতায়াত, সেই পেয়ারাগাছের ছায়ার পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপরে বিদীর্ণ-বক্ষ সূর্য্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোণিত প্লাবন! মাঝে একবার স্নান করিতে যাইতাম। গঙ্গার বাঁধানো ঘাটের দুই পাশে দুইটি চাঁপা গাছ ছিল— স্নানের পর গন্ধে আমোদিত সেই চাঁপাগাছতলায় কাপড় ছাড়িয়া অন্তঃপুরে খাইতে যাইতাম— খাইয়া আসিয়া আবার সেই কল্পনার পাল খাটাইয়া মনটাকে নৌকার মত গঙ্গার ধারার উপরে ভাসাইয়া দিলাম। এক একদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসিত।— ওপারের গাছগুলি কালো, নদীর উপরে কালো ছায়া; —দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির জলে দিগন্ত ঝাপ্‌সা হইয়া আসিত, নদীর জল চঞ্চল হইয়া উঠিত এবং তীরবর্ত্তী একটি বালকের অন্তঃকরণ তাহার সমস্ত আনন্দ বিস্তার করিয়া বনের ময়ূরের মত নৃত্য করিতে থাকিত। ছেলেবেলায় যে ছড়াটা শুনিয়াছিলাম তাহার প্রথম ছত্রটি গঙ্গার তীরে এইরূপ বাদলার দিনে সঙ্গীতের মত মনের ভিতরে বারবার বাজিতে থাকিত—

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান!"

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আবার ফিরিলাম এবং নর্ম্মাল স্কুলের উদ্‌ঘাটিত কবলের মধ্যে তাহার প্রতিদিনের বরাদ্দ গ্রাসপিণ্ডের মত প্রবেশ করিতে হইল।

কাব্যরচনাচর্চ্চা

সেই নীল খাতাটা ক্রমেই ভরাট্ হইয়া উঠিতে লাগিল এবং বালকের চঞ্চল হস্তের আগ্রহপূর্ণ পীড়নে তাহা ক্রমেই কুঞ্চিত ও তাহার ধারগুলা ছিন্ন হইয়া বদ্ধমুষ্টি আঙুলগুলার মত ভিতরের জিনিষগুলোকে যেন চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সেই কুমারী মাতাটি আজ করুণাময়ী দেবী বিস্মৃতির অন্তঃপুরে অসূর্য্যম্পশ্যরূপা হইয়া রক্ষা পাইয়াছে— তাহার আর ভয় নাই! যদিও জগতের বহুতর কাব্যসমালোচনাও প্রতিদিন সেইখানে গিয়াই আশ্রয় লইতেছে —কিন্তু তবু আমার সেই কুঞ্চিতদল নীল পদ্মকোরকের মত খাতাটির কোনো ভয় নাই! কারণ, সেই বিস্মৃতিলোকে তপোবনের মত অক্ষুন্ন শান্তি। সেখানে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়— সেখানে কাব্য এবং সমালোচনা এক শয্যায় গলাগলি করিয়া শুইয়া চিরনিদ্রা উপভোগ করিয়া থাকে।

আমি যে কবিতা লিখি এ কথা স্কুলে রটিয়াছিল। আমাদের একটি শিক্ষক সাতকড়ি দত্তমহাশয় আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন। তিনি মাঝে মাঝে আমাকে দুই এক পদ কবিতা দিয়া তাহা পূরণ করিয়া আনিতে বলিতেন। তাহার মধ্যে কেবল একটি আমার মনে আছে—

"রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।"

আমি এই দুইটি লাইনকে ধুয়ার মত করিয়া বড় একটা বর্ষার বর্ণনা লিখিয়াছিলাম। সেই বর্ণনার মধ্যে দুটি লাইনমাত্র আমার মনে আছে। সে দুটি লাইনও যদি মনে না থাকিত তবে কাব্যসাহিত্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিন্তু আমার সেকালের কবিতাকে কোনোমতেই যে দুর্ব্বোধ বলা চলে না, তাহারই প্রমাণস্বরূপ লাইন দুটোকে নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম—

"মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।"

ইহার মধ্যে যেটুকু গভীরতা তাহা সরোবর সংক্রান্ত— অত্যন্ত স্বচ্ছ— কাহারো বুঝিবার কোনো ব্যাঘাত হইবে না।

আর একটি কোনো ব্যক্তিগত বর্ণনা হইতে চার লাইন উদ্ধৃত করি আশা করি অস্পষ্ট বলিয়া কোনো পাঠক ইহাকে অবজ্ঞা করিবেন না :—

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি— তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তা'তে,
হাপুস্ হুপুস্ শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিঁড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

একদিন ছুটির সময় হঠাৎ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ গোবিন্দবাবুর ডাক পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি পদ্য লেখ ?" আমাকে কবুল করিতে হইল। শুনিয়া, ঠিক মনে নাই, একটা কি সুনীতি বিষয়ে আমাকে কবিতা লিখিয়া আনিতে ফরমাস করিলেন। লেখা হইয়া গেলে পরের দিন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ছেলেদের সাম্‌নে দাঁড় করাইয়া আমাকে সেটা আবৃত্তি করিতে বলিলেন। আমি পড়িলাম সম্ভবত আমার সেই পদ্যরচনার বিষয় ছিল সদ্‌ভাব, কিন্তু সুনীতিপ্রচারক গোবিন্দবাবু ভুল বুঝিয়াছিলেন— আমার সেই কবিতা আবৃত্তি সদ্‌ভাবসঞ্চারের কোনো সহায়তা করে নাই। ছেলেরা আপনাদের মধ্যে আলোচনা করিয়াছিল যে, আমার সেই লেখাটা চুরি, এমন কি, একটি ছেলে বলিয়াছিল এই কবিতাটি সে কোনো বিশেষ একটি বইয়ে আগাগোড়া দেখিয়াছে। ইহার পরে সুনীতির এমনি দুরবস্থা উপস্থিত হইল যে অনেক ছেলেই "কবিযশঃপ্রার্থী" হইয়া উঠিল ; উপায় যাহা অবলম্বন করিয়াছিল তাহাকে নীতিচর্চ্চা নাম দেওয়া যাইতে পারে না। এখন অনায়াসেই মনে করিতেছি আমার সেই লাইন কয়টা আমার না হইয়া যদি তাহাদেরই হইত তাহাতে ক্ষতি কি ছিল ! কিন্তু তখন ! আবার, এখন আমি যেটুকু যশের সম্বল লইয়া অন্য ছাত্রদের কাছে ছাপার অক্ষরে আবৃত্তি করিতে বসিয়াছি এটুকুর প্রতি মমত্ব ত্যাগ করা আজ আমার পক্ষে সেদিনকার মতই কঠিন হইয়াছে। কিন্তু এইখানেই কি শেষ !

শ্রীকণ্ঠবাবু

তখন বাড়িতে আমার কবিতার একটি শ্রোতা পাইয়াছিলাম— এমন শ্রোতা আর কখনো পাইব বলিয়া আশা করি না। ইনি রায়পুরের সিংহপরিবারের

শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়। বৃদ্ধ পরিপক্ক আম্রফলটির মত সুরসে সুগন্ধে পরিপূর্ণ, এবং তাঁহার স্বভাবের কোথাও একটি আঁশ ছিল না। মাথাভরা টাক, গোঁফদাড়ি কামানো মুখটি স্নেহমাধুর্য্যমণ্ডিত, মুখবিবরের মধ্যে দন্তের লেশমাত্র ছিল না— বড় বড় দুই চক্ষু অবিরাম হাস্যে সমুজ্জ্বল। একটি ছোট সেতার প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার কোলে-কোলে ফিরিত এবং তাঁহার কণ্ঠে গানের আর বিশ্রাম ছিল না।

ইনি আমার পিতার ভক্তবন্ধু ছিলেন। ইঁহারই হিন্দুস্থানী গানভাঙা একটি ব্রহ্মসঙ্গীত আছে, 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে ভুলোনা রে তাঁয়'— এই গানটি তিনি পিতৃদেবকে শোনাইবার সময় চৌকি ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেতারে ঘন ঘন ঝঙ্কার দিতে দিতে একবার বলিতেন "অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে"— আবার পাল্টাইয়া লইয়া বলিতেন— "অন্তরতর অন্তরতম তুমি যে"— চোখ দিয়া জল পড়িত এবং গানের মধ্যে তাঁহার সমস্ত হৃদয় উৎসারিত হইয়া উঠিত। এই বৃদ্ধ যেদিন আমার পিতার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে আসেন— তখন পিতৃদেব চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারে বাগানে ছিলেন। শ্রীকণ্ঠবাবু তখন তাঁহার অন্তিম রোগে আক্রান্ত— উঠিবার শক্তি ছিল না— চোখের পাতা অঙ্গুলি দিয়া তুলিয়া চোখ মেলিতে হইত। এই অবস্থায় তিনি তাঁহার কন্যার শুশ্রূষাধীনে বীরভূমের রায়পুর হইতে চুঁচুড়ায় আসিয়াছিলেন। এখানে বহু কষ্টে একবার মাত্র পিতৃদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া চুঁচুড়ায় বাসায় ফিরিয়া আসেন এবং সেইখানেই দুই একদিনের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কন্যার কাছে শুনিতে পাই আসন্ন মৃত্যুর সময়েও "কি মধুর তব করুণা প্রভো" এই গানটি শেষ গাহিয়া চিরনীরবতা লাভ করিয়াছিলেন।

এই বৃদ্ধটি যেমন আমার পিতার, যেমন আমার দাদাদের, তেমনি আমাদেরও যেন সমবয়সী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার প্রতি সারাদিন আমাদের উপদ্রবের অন্ত ছিল না। তাঁহাকে সবচেয়ে পীড়ন করিবার উপায় ছিল— বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস হইতে বনগমনবৃত্তান্ত পড়িয়া শোনানো। সেই করুণ কাহিনী তিনি কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিতেন না— তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত এবং পাঠক সত্যকে পাঠ হইতে ক্ষান্ত করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন।

কবিতা শোনবার এমন অনুকূল শ্রোতা সহজে মেলে না। যাহা শুনিতেন তাহাই তাঁহার ভাল লাগিত,— এমন কি, তিনি আমার একটা কবিতায় পরজ

সুর বসাইয়া গানও গাহিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দুইটি ঈশ্বরস্তব রচনা করিয়াছিলাম— তাহাতে চিরকালের দস্তুরমত সংসারের দুঃখকষ্ট ও ভবযন্ত্রণার উল্লেখ করিতেও ছাড়ি নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই দুটি পারমার্থিক কবিতা পিতৃদেবের দৃষ্টিগোচর হইলে নিশ্চয় তাঁহার বিস্ময় ও আনন্দের সীমা থাকিবে না। শ্রীকণ্ঠবাবুরও সেই ধারণা। তিনি একদিন মহা উৎসাহে এই কবিতা দুটি লইয়া আমার পিতাকে দেখাইয়াছিলেন। আমি সেখানে ছিলাম না কিন্তু খবর পাইলাম যে সংসার দাবদাহন যে এত সকাল সকাল আমাকে এমন অসহ্য পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে তিনি হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। তাঁহার কাছে একটা গান শিখিয়াছিলাম "ময় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী।" এই গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝঙ্কার দিতেন, যেখানটাতে গানের প্রধান ঝোঁক "ময় ছোড়োঁ" সেইখানে উৎসাহিত হইয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন ও অশ্রান্তভাবে সেটা বারম্বার পুনরাবৃত্তি করাইয়া লইতেন, বিশেষ বিশেষ স্থানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া আমার প্রতি বাহবা আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেন। সঙ্গীতে একেবারে টস্‌টস্ করিতেছে এমন ইহাঁর মত দ্বিতীয় লোক আর দেখি নাই ;— ইহাঁর সমস্ত স্বভাবটির মধ্যে জোয়ারের জলের মত সঙ্গীত প্রবেশ করিয়াছিল। ছোটবড় সকলেরই প্রতি তাঁহার উচ্ছ্বসিত অজস্র প্রীতি এই সঙ্গীতেরই রূপান্তর। "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামক আমার একটি উপন্যাস লিখিবার বাল্য প্রয়াস যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝিয়াছেন যে আমার এই বাল্যকালের বৃদ্ধ বন্ধুটির আদর্শেই বসন্ত রায়কে আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

বাংলা শিক্ষার অবসান

আমরা যখন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের এক ক্লাস নীচে পড়িতেছি এমন সময়ে আমাদের নর্ম্মাল স্কুলের পালা হঠাৎ শেষ হইয়া গেল। তাহার একটু ইতিহাস আছে। আমাদের বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক কিশোরীমোহন মিত্রের[৩] রচিত আমার পিতামহের একখানি ইংরাজি জীবনী পড়িতে চাহিয়াছিলেন। সত্যপ্রসাদ সাহসে ভর করিয়া আমার পিতার কাছ হইতে সেই বই একখানি চাহিতে গিয়াছিল।

সত্যর বিশ্বাস ছিল তাঁহার কাছে শুদ্ধ ভাষায় বিশুদ্ধ উচ্চারণে কথা কহাই নিয়ম। তাই সে বই চাহিবার সময় হ্রস্বদীর্ঘমাত্রা রক্ষা করিয়া এমনি বিশুদ্ধ গৌড়ীয় ভাষায় প্রার্থনা জানাইয়াছিল যে তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন বাংলা ভাষাটা ইহারা অতিরিক্ত অধিক পরিমাণে শিখিয়া ফেলিয়াছে। তাহার পরদিন সকালে নীলকমল বাবুর কাছে পড়িতেছি এমন সময় তাঁহার তেতালার ঘরে আমাদের তিনজনের ডাক পড়িল। তিনি কহিলেন আজ হইতে আর তোমাদের বাংলা পড়িবার প্রয়োজন নাই।

আনন্দে আমাদের মন নৃত্য করিতে লাগিল। নীলকমলবাবু তখনো নীচে বসিয়া আছেন। তাঁহার হাত হইতে আমাদের নিষ্কৃতি যে আমাদের পক্ষে এত বেশি উল্লাসজনক সেটা তাঁহার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িলে অশিষ্টতা হইবে জানিয়া বহুকষ্টে মুখ গম্ভীর করিয়া শান্তভাবে তাঁহাকে এই সংবাদ জানাইলাম। বিদায় লইবার সময় তিনি কহিলেন কর্তব্যের অনুরোধে তোমাদের প্রতি অনেক সময় কঠিন ব্যবহার করিয়াছি, সে কথা মনে রাখিয়ো না। তোমাদের যাহা শিখাইয়াছি ভবিষ্যতে তাহার মূল্য বুঝিতে পারিবে।

মূল্য বুঝিতে পারিয়াছি। ছেলেবেলায় বাংলা পড়িতেছিলাম বলিয়াই পাঠ্যাবস্থায় বরাবর চিন্তা করিতে পারিয়াছি এবং সে চিন্তা প্রকাশ করিবারও সুযোগ ছিল। মননকার্য্য তখন হইতে অবাধে চলিয়া আসিয়াছে। অনায়াসে সকল বই পড়িতাম, বুঝিতাম, সুতরাং মন আপনার খোরাক পাইত। যদি বিশেষভাবে ইংরাজি পড়াতেই মন দিতে হইত তাহা হইলে ভাষা আয়ত্ত করিতেই দীর্ঘকাল কাটিয়া যাইত— ইংরাজি বই হইতে সহজে ভাব ও রস উদ্ধার করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে যে সময়টা নষ্ট হইত সে সময় মন সম্পূর্ণ উপবাসী হইয়া থাকিত। তাহা ছাড়া ইংরাজিতে মনের ভাব সহজে প্রকাশ করিবার ক্ষমতালাভও বহুকালের সাধনসাপেক্ষ। ভাবগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ভাবপ্রকাশও যদি না চলে তবে মননকার্য্য নিতান্ত অসম্পূর্ণ থাকে। শিশুকাল হইতে মাতৃভাষার কোলে বসিয়া আমার মন স্বদেশীসাহিত্যের স্তন্যরসে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে যাহা লাভ করিয়াছি তাহা হিসাবের খাতায় দেখাইবার নহে তাহা আমার অন্তরাত্মা জানে। যখন চারিদিকে ইংরাজি পড়াইবার ধূম পড়িয়া গেছে তখন যিনি সাহস করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমাদিগকে বাংলা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

নর্ম্মাল স্কুল ত্যাগ করিয়া আমরা বেঙ্গল অ্যাকাডেমি নামক এক ফিরিঙ্গি স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। পড়াশুনা করিতাম না, না করিলেও বিশেষ কেহ লক্ষ্য করিত না। ছোট স্কুল, আয় অল্প, স্কুলের অধ্যক্ষ আমাদের একটি গুণে মুগ্ধ ছিলেন আমরা নিয়মিত বেতন দান করিতাম।

দেশভ্রমণ। বোলপুর

ইতিমধ্যে আমাদের উপনয়নকাল উপস্থিত হইল। আমার যদিও বয়স অল্প ছিল তবু আমাদের তিনজনের একসঙ্গে পৈতাই স্থির হইল। মাথা মুড়াইয়া কানে কুণ্ডল পরিয়া আমরা তিনজনে তিন দিন তেতলার মহলে যথা নিয়মে অবরুদ্ধ হইলাম ও পরস্পারের প্রতি বিবিধ উপদ্রব করিয়া কয়টা দিন আনন্দে ও উৎসাহে কাটিয়া গেল।

এই প্রকারের তিনদিনের সাধনায় আমরা ত দ্বিজ হইয়া বাহির হইলাম, কিন্তু ন্যাড়া মাথার প্রতি সকলের কৌতুকপূর্ণ মনোযোগ সর্ব্বদা আকৃষ্ট হওয়াতে কিছু ব্যস্ত করিয়া তুলিল। এই মাথা লইয়া যে কি করিয়া ইস্কুলে যাইব এই দুশ্চিন্তা কিছুতেই ঘুচিল না। এমন সময় পিতৃদেব সঙ্কল্প করিলেন এবারে তিনি আমাকে হিমালয়ে সঙ্গে লইয়া যাইবেন!

শুনিয়া আনন্দে আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। হিমালয়ে যাইব! সে বয়সে এতবড় দ্বিতীয় কথা কিছু কল্পনা করিতে পারিতাম না।

কিছুকাল পূর্ব্বেই সত্য তাহার পিতামাতার সঙ্গে বোলপুরে বেড়াইতে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া রেলগাড়ি চড়া হইতে আরম্ভ করিয়া আগাগোড়া তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত এমন রং ফলাইয়া বর্ণনা করিয়াছিল যে ঔৎসুক্যের ক্ষোভ অনেককাল পর্য্যন্ত আমার মন হইতে যায় নাই। এইবার তাহা যে একেবারে এমন করিয়া মিটিবে তাহা আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল।

দালানে বাড়ির সকলের সঙ্গে একত্রে উপাসনা করিয়া সকলকে প্রণামপূর্ব্বক বিদায় হইলাম। যাত্রারম্ভে প্রথমে কিছুদিন বোলপুরের বাগানে গিয়া থাকিতে হইবে। বোলপুরের উদ্দেশ্যে রেল গাড়িতে চড়িলাম। এই আমার প্রথম রেল-গাড়ি চড়া। গাছপালা, মাঠ, মাঝে মাঝে গ্রামের কুটীরগুলি যখন দুইটি শ্যামল প্রবাহ আকারে গাড়ির দুই ধার দিয়া মরীচিকার বন্যার মত ছুটিয়া যাইতে

লাগিল তখন পিতার কাছে সম্ভ্রমে সংযত হইয়া বসিয়া থাকা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পরে বোলপুর স্টেশনে গিয়া পৌঁছিলাম। মাঠের মাঝখানকার পথ দিয়া পাল্‌কী করিয়া যাইবার সময় আমি চাহিয়া দেখিলাম না, পাছে রাত্রে এখানকার নূতন দৃশ্যের অস্পষ্ট আভাস আমার চোখে পড়িয়া কাল প্রাতঃকালের নবীন কৌতূহলদৃষ্টির কিছুমাত্র রসভঙ্গ করে।

পুলকিতচিত্তে রাত্রে বিছানার মধ্যে শুইতে গেলাম। ভোরে উঠিয়া ঔৎসুক্য-চঞ্চল হৃদয়ে বাগানে বাহির হইয়া পড়িলাম।

চারিদিকে তরঙ্গায়িত মাঠ দিগন্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গেছে—দূরে কোথাও কোথাও বাঁধের ধারের তালগাছের সার দেখা যাইতেছে। মাঝে মাঝে খর্ব্বাকার খেজুর বুনো কুল কাঁটাগাছ ও উইয়ের ঢিবি মিলিয়া এক একটা ঝোপ রহিয়াছে। আর কোথাও কিছু না। মাঠের চারিদিকে অজস্র ধান ফলিয়া আছে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রমণকারীটির কাছে এমন বর্ণনা শুনিয়াছিলাম। চাকরদের ডাকিয়া বারবার জিজ্ঞাসা করিলাম ধানগাছ কোথায়? কি করিয়া চাষারা চাষ করে এবং ধান কিরূপ তাহা দেখিবার জন্য আমার কৌতূহলের সীমা ছিল না। সকলে বলিল একে ত ফাল্গুন মাসে মাঠে ধান দেখিবার কোনো উপায় নাই দ্বিতীয়ত এই ডাঙাজমিতে কোনো ঋতুতেই ধান অথবা কোনো ফসল জন্মিবার কথা নহে।

যাই হোক্ ধান পাই বা না পাই মাঠ পাওয়া গেল। এখানে চাকরদের শাসন ছিল না,—প্রান্তরলক্ষ্মী দিক্‌চক্রবালে একটিমাত্র নীলরেখার গণ্ডী আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে আমার অবাধ সঞ্চরণের কোনো ব্যাঘাত করিত না।

বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালিমাটি ক্ষইয়া গিয়া প্রান্তরতল হইতে নিম্নে লাল কাঁকর ও নানাপ্রকার পাথরে খচিত ছোট ছোট শৈলমালা, গুহাগহ্বর, নদী উপনদী রচনা করিয়া বালখিল্যদের দেশের ভূ-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। এখানে এই ঢিবিওয়ালা খাদগুলিকে খোয়াই বলে। দুপুরবেলা এই খোয়াইয়ের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলা, এই ছোট ছোট স্তূপগুলির উপত্যকা অধিত্যকার মধ্যে অভূতপূর্ব্ব কোনো একটা কিছুর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ানো আমার সমস্ত দিনের কাজ ছিল। এক জায়গায় মাটি চুঁইয়া

একটা গভীর গর্ত্তের মধ্যে খড়িগোলা জল জমা হইত— এই জল সঞ্চয় আপন বেষ্টন ছাপাইয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া বালির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত, অতি ছোট ছোট মাছ সেই জলকুণ্ডের মুখের কাছে স্রোতের উজানে সন্তরণের স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিত। আমি সেই ধারাপথ অনুসরণ করিয়া এই ক্ষুদ্র অজ্ঞাত দেশের ক্ষুদ্র লিভিঙষ্টোনের মত ভ্রমণ করিয়াছি,— কত বাজে পাথরের টুক্‌রাকে অদ্ভুত পদার্থ জ্ঞান করিয়া অঞ্চল ভরিয়া সঞ্চয় করিয়াছি— এবং নির্জন মধ্যাহ্নে একটা কোনো ঢিবির গুহার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে পা ছড়াইয়া বসিয়া নিজেকে বাল্যশ্রুত রূপকথার তেপান্তর-প্রান্তরচারী দুঃসাহসিক রাজপুত্রেরই সমতুল্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছি।

ইতিমধ্যে সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীল খাতাটি বিদায় করিয়া রচনাচর্চ্চার জন্য একখানি বাঁধানো লেটস্ ডায়ারি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ক্রমাগত লিখিয়া ও পাঁচজনকে লেখা শুনাইয়া নিজের কবিত্বগৌরববোধ নিজের কাছে দিব্য একটু স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে— সেই জন্য খাতাপত্র এবং অন্যান্য বাহ্য আয়োজনের প্রতি সংপ্রতি একটু লক্ষ্য পড়িয়াছিল।

তখন শুধু কবিতা লিখিয়াই তৃপ্তি ছিলনা তার সঙ্গে রীতিমত কবিত্ব করাও দরকার ছিল। তখন এটুকু বুঝিয়াছিলাম কবিত্ব করিবার কতকগুলি বিশেষ বিধি আছে। তাই ভোরে উঠিয়া বোলপুর বাগানের প্রান্তে একটি শিশু নারিকেলগাছের তলায় দক্ষিণ মাঠের দিকে পা ছড়াইয়া দিয়া পেন্সিল হাতে আমার খাতা ভরাইতে বসিতাম। ঘরের মধ্যে বসিয়া লিখিলে হয়ত ইহার চেয়ে অনেক বেশি মন স্থির করিয়া লেখা সম্ভব হইত কিন্তু তাহা হইলে নিজের কল্পনায় নিজেকে এমনতর ভয়ঙ্কর কবি বলিয়া ঠেকিত না। প্রভাতের আলোক, উন্মুক্ত আকাশ, উদার প্রান্তর, তরুর ছায়া— এ সমস্ত সেকালে ছাড়িবার জো ছিল না! নবীন কবির ত একটা দায়িত্ব আছে! আমার কেহ দর্শক ছিল না জানি কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে ভুলাইবার প্রয়োজন ছিল। মধ্যাহ্নে খোয়াইয়ের মধ্যে বুনো খেজুরের ঝোপ হইতে ছোট ছোট অখাদ্য খেজুর খাইয়া নিজেকে জনহীন মরুরাজ্যে পথহারা তৃষার্ত্ত পথিক বলিয়া মনে হইত— এবং সকালবেলায় নারিকেলচ্ছায়ায় খাতা কোলে করিয়া বসিয়া নিজেকে কবি বলিয়া সন্দেহ থাকিত না। এইরূপ অবস্থায় তৃণহীন কঙ্করশয্যায় কাকের কোলাহলে ও রৌদ্রের উত্তাপে যথানিয়মে "পৃথ্বীরাজের পরাজয়" নামক একটা বীররসাত্মক

কাব্য লিখিয়াছিলাম। সেই নারিকেল গাছটি তখন কবির মাথার প্রায় সমান সমান ছিল আজ সে আমার মাথা অনেক দূর ছাড়াইয়া উঠিয়াছে— কিন্তু লেটস্ ডায়ারিসমেত সেই কাব্যটির কোনো চিহ্ন কোনোখানেই নাই।

হিমালয় যাত্রা

বোলপুর হইতে বাহির হইয়া সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, আলিগড় প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অমৃতসরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে সহরের বাহিরে একটা বড় বাগানের মধ্যে আমাদের থাকিবার বাংলা স্থির হইয়াছিল।

অমৃতসরের গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মত মনে পড়ে। অনেকদিন সকাল-বেলায় পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে নির্ম্মিত শিখমন্দিরে গিয়াছি। সেখানে নিয়তই ভজনা চলিতেছে— আমার পিতা মাঝে মাঝে সেই শিখ পুরোহিতদের মধ্যে বসিয়া সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন, তাহারা বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া পরম সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিত। ফিরিবার সময় মিছরির খণ্ড ও হালুয়া প্রসাদ লইয়া আসিতাম।

পিতৃদেব আমাকে ইংরাজি ও সংস্কৃত পড়াইতেন। প্রক্টরের লিখিত সরল পাঠ্য জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে তিনি আমাকে স্থানে স্থানে বুঝাইয়া দিতেন আমি তাহাই বাংলায় লিখিতাম। বাংলা ভাষায় তখন আমার যতটা অধিকার ছিল ততটা তিনি আশাও করেন নাই।

পড়ার অবকাশ পাইবামাত্র আমি প্রকাণ্ড সেই বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। ইঁদারার ধারে একটি তুঁতগাছ ছিল তাহা হইতে তুঁতফল পাড়িয়া খাইতাম। আমাদের বাগানের গায়েই প্রতিবেশীর একটি গোলাপ ক্ষেত ছিল। সমস্ত দিন ইঁদারা হইতে চর্ম্মপাত্রে বলদের দ্বারা জল তোলাইয়া এই ক্ষেতের নালায় নালায় প্রবাহিত করা হইত। বাগানময় কলশব্দে সেই জলধারার সঞ্চার দেখা আমার একটি প্রধান আমোদ ছিল। দীর্ঘ মধ্যাহ্নে জল তুলিবার সেই আর্ত্তশব্দ ও জল-তোলা লোকটির মাঝে মাঝে সমুচ্চ করুণসুরে গান এখনো স্বপ্নস্মৃতির মত আমার কানে লাগিয়া আছে।

অমৃতসরে মাসখানেক ছিলাম। সেখান হইতে চৈত্রমাসের শেষে ড্যালহৌসী পাহাড়ে যাত্রা করা গেল। অমৃতসরে মাস আর কাটিতেছিল না— হিমালয়ের

আহ্বান আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। অবশেষে একদিন ড্যালহৌসী ছাড়াইয়া বক্রোটায় হিমালয়ের শৃঙ্গের উপরে আশ্রয় লইলাম।

আমরা যখন ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতেছিলাম— তখন পর্ব্বতের উপত্যকা অধিত্যকাদেশে নানাবিধ চৈতালি ফসলে স্তরে স্তরে পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে বিচিত্রবর্ণ সৌন্দর্য্যের আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। আমরা প্রাতঃকালেই দুধ ও রুটি খাইয়া বাহির হইতাম এবং অপরাহ্নে ডাকবাংলায় আশ্রয় লইতাম। সমস্ত দিন আমার দুই চোখের বিরাম ছিল না, পাছে কিছু একটা এড়াইয়া যায় এই আমার ভয়। যেখানে পাহাড়ের একটা কোণে পথের একটা বাঁকে দুই চারিটা পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতি নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছ দিয়া লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মত দুই একটি ঝরনার ধারা সেই ছায়াতরুদের তল দিয়া শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া নিভৃত ঘনশীতল অন্ধকারের ভিতর হইতে কুল্ কুল্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে সেখানে শ্রান্ত ঝাঁপানিরা ঝাঁপান নামাইয়া বিশ্রাম করিত ;— আমি লুব্ধভাবে মনে করিতাম এ সমস্ত জায়গা আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইতেছে কেন ? বাড়িতে ফিরিয়া গিয়া মার কাছে কি করিয়া সমস্ত বর্ণনা করিব সে কথাও ভাবিতাম।

নূতন পরিচয়ের ঐ একটা মস্ত সুবিধা ; তখন যেটাই চোখে পড়ে তাহার পূরা আস্বাদনটুকু পাওয়া যায়। পাহাড়ে উঠিতে যখন প্রথম ঝরনা দেখিলাম তখন এ কথা মনে আসে নাই এমন অনেক ঝরনা দেখা যাইবে। মন যখন তাহা জানিতে পারে তখন মনোযোগ খরচটা বাঁচাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু যখন প্রত্যেক জিনিষটাকেই দুর্লভ বলিয়া কল্পনা করে তখনই তাহার পূর্ণ মূল্য দেয়। আজো আমি এক একদিন কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইবার সময় নিজেকে নবাগত বিদেশীর মত করিয়া সমস্ত দেখিবার চেষ্টা করি। তখন প্রত্যেক মানুষের মুখের ভাব, বেশভূষা, চলাফেরা, প্রত্যেক দোকানের দৃশ্যটি এমন পরিস্ফুটরূপে অপূর্ব্বরূপে চোখে পড়ে যে তখনি বুঝিতে পারা যায় যে, এই সমস্তই অত্যন্ত পরিচিত মনে করিয়াই প্রত্যহই ইহাদের পরিচয় হইতে বঞ্চিত হই ; ইহারা আমার পক্ষে নূতন নহে বলিয়াই ইহাদিগকে জানিতে পারি না। এইরূপে যেদিন সহসা একসময় ক্ষণকালের জন্য মনকে তাহার তুচ্ছ সংস্কারজাল হইতে মুক্ত করিতে পারি তখন হঠাৎ এই সূর্য্যকিরণকে বহুমূল্য সম্পদ বলিয়া

মনে হয়; মনে হয় আমি ধন্য, আমি এই আলোক দেখিতে পাইতেছি! যাহা অজস্র পাওয়া যাইতেছে তাহাকে পাওয়াই কঠিন।

অপরাহ্ণে ডাকবাংলায় পৌঁছিয়া পিতৃদেব বাংলার বাহিরে চৌকি লইয়া বসিতেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্ব্বতের সেই স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি আশ্চর্য্য স্বচ্ছ হইয়া ফুটিত এবং পিতা আমাকে গ্রহতারকা চিনাইয়া জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

বক্রোটায় আমাদের বাসাটি একটি পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় ছিল। যদিও তখন বৈশাখ মাস কিন্তু শীত অত্যন্ত প্রবল ছিল— এমন কি পথের যে অংশে রৌদ্র পড়িতে পাইত না সেখানে তখনো বরফ গলে নাই।

আমাদের বাসার অনতিদূরে একটি বিস্তীর্ণ কেলুবন ছিল। সেই বনে আমি আমার লৌহফলকবিশিষ্ট লাঠি লইয়া প্রায় বেড়াইতে যাইতাম। আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি সেই অভ্রভেদী প্রাচীন বনস্পতিদলের তল দিয়া বিস্ময়বিহ্বল হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম। নিবিড় শাখাজালের তলে একটা ঘন শীত, ছায়া ও রৌদ্রালোকে অঙ্কিত হইয়া একটা চিত্রিত কালো সরীসৃপের মত সেখানে কুণ্ডলী পাকাইয়া স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে— তাহার হিমগাত্র যেন ঠেলিয়া চলিতে হইত।

শীতরাত্রে অনেকগুলা কম্বল মুড়ি দিয়া যখন নিদ্রা দিতেছি এমন সময় এক একদিন দেখিতাম— গায়ের উপর একখানি শাল ফেলিয়া রাত্রের অন্ধকারে আমার পিতা বারান্দায় উপাসনা করিতে চলিয়াছেন। অন্ধকারের ভিতর দিয়া তাঁহার সেই শুভ্র শ্মশ্রু শুক্লকেশ ও ধীর নিঃশব্দ সঞ্চরণ আমার মনের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া গেছে।

তাহার পর আর এক ঘুমের পরে হঠাৎ দেখিতাম, তিনি আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। উপক্রমণিকা হইতে নরঃ নরৌঃ নরাঃ মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময়টি নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই শীতের প্রত্যূষে কম্বলরাশির আবেষ্টন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে বড় দুঃখের জাগরণ!

অন্ধকার কাটিয়া গিয়া সূর্য্যোদয় হইলে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা অন্তে এক বাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন, তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর একবার উপাসনা করিতেন।

উপনয়নের পূর্ব্বে কয়েকমাস ধরিয়া উপনিষদের মন্ত্রগুলি আমরা যথাবিধি সুরের সহিত অভ্যাস করিয়াছিলাম।

তাহার পরে আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। তাঁহার সঙ্গে বেড়ানো আমার পক্ষে সহজ ছিল না— অনেক বয়স্ক লোকের পক্ষেও তাহা কঠিন ছিল।

ফিরিয়া আসিয়া পিতার কাছে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্ক্‌লিনের জীবনী পড়িতাম। দশটার সময়ে আমাকে বরফগলা জলে স্নান করিতে হইত— আমার পক্ষে সে এক কঠোর তপস্যা ছিল।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে পিতা আর একবার আমাকে পড়াইতে বসিতেন। কিন্তু সে আমার পক্ষে অসাধ্য হইত। প্রত্যূষের নষ্টঘুম তাহার অকালব্যাঘাতের প্রতিশোধ লইত— আমি ঘুমে বারবার ঢুলিয়া পড়িতাম। আমার অবস্থা বুঝিয়া পিতৃদেব ছুটি দিবামাত্র [ঘুম কোথায় ছুটিয়া যাইত।] তাহার পরে দেবতাত্মা হিমাচলের পালা।

এইরূপ তিনমাস প্রবাসভ্রমণের পর পিতৃদেব তাঁহার অনুচর কিশোরী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন

ক্ষুদ্র ভ্রমণকারী যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার অভ্যর্থনা তাহার নবলব্ধ মর্য্যাদার উপযুক্ত হইয়াছিল। বিনা বিকারে এতটা সহ্য করা কঠিন। ভ্রমণের কাহিনী যাহা বিবৃত করিতে লাগিলাম তাহার মধ্যে কল্পনার অংশ যে মিশ্রিত হইয়া যায় নাই তাহা কি করিয়া বলিব! না মিশাইয়া উপায় ছিল না। প্রত্যক্ষ যে সকল দৃশ্য ও ঘটনার দ্বারা আমার মনে প্রচুর বিস্ময় ও প্রভূত আবেগ উৎপন্ন করিয়াছিল তাহা বয়স্ক লোকের কাছে যথাযথভাবে করিতে গিয়া দেখি নিতান্তই ছোট হইয়া পড়ে। আমার কাছে সে সকল ব্যাপার যেমন প্রবলভাবে অদ্ভুত-ভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল শ্রোতার সম্মুখেও তাহাকে সেইভাবে দাঁড় করিতে গিয়া কথার পরিমাণটাকে যথাদৃষ্টের চেয়ে না বাড়াইয়া দিলে চলিল না। একটা দৃষ্টান্ত দিই। একদিন নিদ্রাবেশের জোরে মধ্যাহ্নপাঠ হইতে সকাল-সকাল নিষ্কৃতি পাইয়া একলা পাহাড়ে ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার হইবার পূর্ব্বেই না ফিরিলে পিতৃদেব উৎকণ্ঠিত হইবেন জানিয়া

সহজপথ ছাড়িয়া পাহাড়েদের পায়ে-চলা একটা দুর্গম সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম। উঠিতে উঠিতে সেই পথের পাশে এক জায়গায় কতকগুলা ঝাঁটানো শুকনো পাতা জড় ছিল ইচ্ছা করিয়া তাহার উপর পা দিলাম— দিবা-মাত্র আমার পা হড়্‌কিয়া গেল এবং যষ্টির সাহায্যে পতন হইতে রক্ষা পাইলাম। রক্ষা ত পাইলাম, কিন্তু আমার কল্পনা যাইবে কোথায়? আমি মনে মনে ভাবিলাম নিদারুণ একটা বিপদ হইতে কোনোক্রমে রক্ষা পাইলাম এবং এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে একাকী দুরূহ পথে দুঃসাধ্য ভ্রমণের বিপদ-গৌরব মনকে পুলকিত করিয়া তুলিল। কিন্তু ঘটিলে এবং সমস্ত অবস্থা প্রতিকূল হইলে জীবনের ইতিবৃত্তে যাহা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিতে পারিত অথচ ঘটে নাই বলিয়া সামান্য একটুখানি পা-হড়কানির উপর দিয়াই গেল শ্রোতৃসমাজে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করি কি উপায়ে! প্রথমত যতদূরে গিয়া পড়িয়াছিলাম প্রয়োজনের অনুরোধে তাহার দূরত্ব বোধ করি কিছু বাড়াইতে হইয়াছিল। তাহার পরে, ফিরিয়া আসিবার সময় পথের মধ্যে যদি সন্ধ্যা হইয়া পড়ে তবে সেই বিঘ্নের সঙ্গে বন্যজন্তু, বিশেষত ভালুকের আশঙ্কাটা যোগ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহার পরে পড়িলে যে কি ভয়ানক পড়া হইতে পারিত তাহার বর্ণনাও অপেক্ষাকৃত মিত ভাষায় বলা উচিত ছিল কিন্তু বলা হয় নাই সে কথা স্বীকার করিব।

মাতার নিকট বিদ্যাপ্রকাশ

গ্রীষ্মকালের দিনান্তে গা ধুইয়া মা অন্তঃপুরের ছাদের উপর বিছানা পাতিয়া দিদিমাকে লইয়া বসিতেন। সেই সভার আসর আমি জমাইতাম। মার কাছে যশস্বী হইবার প্রলোভন ত্যাগ করা কঠিন— কাজটাও দুঃসাধ্য নহে। ইতিপূর্ব্বে নর্ম্মাল স্কুলে পড়িবার সময় যেদিন কোনো একটি শিশুপাঠে প্রথম দেখা গেল যে পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য চোদ্দলক্ষগুণে বড় সেদিন মায়ের সন্ধ্যাসভায় এই বিজ্ঞান আলোচনাদ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলাম। সম্প্রতি প্রক্টরের গ্রন্থে সদ্য ঠোকর মারিয়া গ্রহতারা সম্বন্ধে যে অল্প একটুখানি জানিয়াছিলাম তাহা— এবং সেটুকু অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গেলে যাহা জানিতাম না তাহাও সেই দক্ষিণবায়ুবীজিত আমাদের সমিতির মধ্যে উপস্থিত করিতাম।

আমার পিতার অনুচর কিশোরী চাটুয্যে এককালে পাঁচালির দলের গায়ক

ছিল। সে আমাকে কতকগুলি পাঁচালির গান শিখাইয়া দিয়াছিল— বুধ শুক্র-গ্রহের দূরত্ব, শনির চন্দ্রময়তা প্রভৃতি সংবাদের চেয়ে আমাদের সভাস্থলে এই পৌরাণিক গানগুলির সমাদর অধিক হইয়াছিল। "ওরে ভাই জানকীরে দিয়ে এস বন", "প্রাণ ত অন্ত হল আমার কমল আঁখি", "রাঙা জবায় কি শোভা পায় পায়", "ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে, একান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে" এই গানগুলি গাহিবার ফরমাস্ একদিনও কামাই হইত না।

পাহাড়ে থাকিতে পিতা আমাকে ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ হইতে কৈকেয়ী-দশরথ-সংবাদ পড়াইতেন। আমি চিরকাল কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িয়া আসিয়াছি— তাহাতে দস্যুরত্নাকরের কথাও পড়িয়াছি— কিন্তু একেবারে মূল বাল্মীকির খাঁটি রামায়ণ পড়িতেছি মনে করিয়া আমার কল্পনা অত্যন্ত বিচলিত হইত। যে হিমালয় কৈলাসের কথা কাব্যপুরাণ হইতে শুনিয়া আসিয়াছি একদিন সশরীরে সেখানে সঞ্চরণ করিতে পারিলাম ইহা মনে করিয়া আমার যেমন একটা চিত্তের বিস্ফারতা জন্মিয়াছিল ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ হইতে অনুষ্টুভ শ্লোকগুলি পড়িবার সময় আমার মনে ঠিক সেইরূপ একটা সবিস্ময় সম্ভ্রম উদয় হইত এবং মনে হইত আমি যেন একটা আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি।

মার কাছে আসিয়া এই গৌরব প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহাকে বলিলাম, "মা তোমরা কৃত্তিবাস পড় আমি একেবারে স্বয়ং বাল্মীকি রামায়ণ পড়িয়া আসিয়াছি।" মা ভারি খুসি হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তবে পড়িয়া শুনা দেখি!"

হায়! একে ঋজুপাঠের সামান্য উদ্ধৃত অংশ, তাহার মধ্যে আবার আমার পড়া অতি অল্পই, তাহাও পড়িতে গিয়া দেখি মাঝে মাঝে অনেকখানি অংশ বিস্মৃতিবশত নিতান্তই অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যে মা পুত্রের বিদ্যাবুদ্ধির অসামান্যতা অনুভব করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া বসিয়াছেন তাঁহাকে "ভুলিয়া গেছি" বলিবার মত শক্তি আমার ছিল না— সুতরাং ঋজুপাঠ হাতে যেটুকু পড়িয়া গেলাম তাহার মধ্যে বাল্মীকির রচনা এবং আমার ব্যাখ্যায় কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য আমার শ্রদ্ধাবান্ পক্ষপাতী শ্রোতারা অনুভব করিতে পারিলেন না— যাহা বুঝিলাম এবং না বুঝিলাম দুইই সমান ঔদার্য্যের সহিত বুঝাইয়া গেলাম। স্বর্গ হইতে করুণহৃদয় মহর্ষি বাল্মীকি নিশ্চয়ই জননীর নিকট খ্যাতিপ্রত্যাশী অর্ব্বাচীন বালকের সেই অপরাধ সকৌতুক স্নেহহাস্যে

মার্জ্জনা করিয়াছেন কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন আমাকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি দিতে পারিলেন না। মা মনে করিলেন আমার দ্বারা অসাধ্যসাধন হইয়াছে; তাই আর আর সকলকে বিস্মিত করিয়া দিবার জন্য তিনি কহিলেন, "একবার দ্বিজেন্দ্রকে শোনা দেখি!" তখন মনে মনে বিপদ গণিয়া যথেষ্ট আপত্তি করিলাম। মা কোনো-মতেই শুনিলেন না, বড়দাদাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বড়দাদা আসিতেই কহিলেন "রবি কেমন বাল্মীকির রামায়ণ পড়িতে শিখিয়াছে একবার শোন না।" পড়িতেই হইল। সুবিধা এই হইল বাংলা ব্যাখ্যা তিনি শুনিতে চাহিলেন না। গুটিকয়েক শ্লোক শুনিয়াই তিনি "বেশ হইয়াছে" বলিয়া তাড়াতাড়ি নিজের রচনাকার্য্যে চলিয়া গেলেন।

এইরূপ কিছুদিন ধরিয়া বাড়িতে ঘরে ঘরে প্রচুর পরিমাণে আদর পাওয়ার পর ইস্কুলে যাওয়া আমার পক্ষে বড় কঠিন হইয়া উঠিল। নানা ছল করিয়া বেঙ্গল একাডেমি হইতে পালাইতে সুরু করিলাম। আমার পলায়নের উপায়-গুলি কোনো ছাত্রের অনুকরণীয় নহে। বেঙ্গল একাডেমি হইতে সেণ্ট্‌ জেভিয়ার্সে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল তাহাতেও কোনো ফল হইল না।

মাতার মৃত্যু

বাড়িতে আমার আদরের পরিমাণ অতিরিক্ত হইবার আর একটি কারণ ঘটিল। এই সময়ে মার মৃত্যু হইল। কিছুকাল হইতেই রোগভোগ করিয়া অল্পে অল্পে তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া আসিয়াছিল। একদিন রাত্রে আমরা ঘুমাইতেছিলাম এমন সময় আমাদের একজন প্রাচীনা দাসী আমাদের বিছানার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া উঠিল— সোম, রবি, তোদের দশা কি হল! তাড়াতাড়ি একজন আত্মীয়া আসিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে লইয়া গেলেন। আমরা ঘুমের ঘোরে তখনো ভাল কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া খবর কানে আসিল কিন্তু মন যেন কোনোমতেই সে সংবাদটা লইল না। বাহিরে বারান্দায় গিয়া যখন দেখিলাম মার মৃতদেহ উঠানে পালঙ্কের উপর শয়ান রহিয়াছে তখন সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে বজ্রের মত মনের মধ্যে আঘাত করিল। যখন বাড়ির দেউড়ি দিয়া মার দেহ বাহিরে বহন করিয়া লইয়া গেল এবং আমরা সকলে শ্মশানাভিমুখে অনুবর্ত্তী হইলাম তখন কেবলি এই কথা মনকে পীড়িত করিতে লাগিল যে মা একেবারেই বাড়ি হইতে বাহির

হইয়া যাইতেছেন, এ দরজা দিয়া আর কোনোকালেই তিনি এ বাড়িতে প্রবেশ করিবেন না।

এই ঘটনার পর শ্রাদ্ধশান্তিতে ও শোকের অবস্থায় কিছুকাল কাটিয়া গেল। তাহার পর মাতৃহীন বালক বলিয়া অন্তঃপুরে বিশেষ প্রশ্রয় পাওয়াতে ইস্কুলে যাওয়া প্রায় একপ্রকার ছাড়িয়াই দিলাম। দাদারা মাঝে মাঝে এক আধবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন— আমাকে ভর্ৎসনা করাও ছাড়িয়া দিলেন। একদিন বড়দিদি কহিলেন, আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম বড় হইলে রবি মানুষের মত হইবে কিন্তু রবির আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল। আমি বুঝিতে পারিতাম আমি সকলেরই অবজ্ঞাভাজন হইতেছি, এবং বিদ্যার অভাবে বড় হইলে আমার অবস্থা শোচনীয় হইবে— ইহাতে মনে মনে আমাকে অত্যন্ত লজ্জিত ও পীড়িত করিত কিন্তু বিদ্যালয়ে প্রবেশ, বৎসরের পর বৎসর প্রায় প্রতিদিন হরিণবাড়ির পাথরভাঙা কয়েদীর মত ক্লাসে আবদ্ধ হইয়া নীরস পড়া লইয়া মাথা ঘোরানো ও তাহাই অভ্যাস করিবার জন্য বাড়ি ফিরিয়া রাত্রি পর্য্যন্ত খাটুনি ও পরদিন সমস্ত সকালটা ইস্কুলের জন্য প্রস্তুত হইয়া ও তাহারই কল্পনায় বিষাদভারে বিমর্ষ হইয়া জীবনের সুদীর্ঘকাল যাপন করা মনে করিলে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত— আমি কোনোমতেই কোনো বিদ্রূপে কোনো লাঞ্ছনায়, কোনো অনিষ্টের ভয়ে তাহা অতিক্রম করিতে পারিতাম না!

ঘরের পড়া

৺আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়িতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ইস্কুলের পড়ায় তিনি কোনোমতেই আমাকে বাঁধিতে না পারিয়া শেষকালে হাল ছাড়িয়া দিয়া আমাকে অন্য পড়া সুরু করাইয়া দিলেন। তিনি ব্যাকরণ বাদ দিয়া অর্থ করিয়া আমাকে কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন— তিন সর্গ যতটা পড়াইয়াছিলেন তাহার আগাগোড়া সমস্তই আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। এদিকে শেক্সপিয়রের ম্যাক্‌বেথ তিনি আমাকে অল্প অল্প করিয়া মানে বুঝাইয়া দিতেন এবং আমাকে দিয়া তাহা পদ্যে অনুবাদ করাইয়া লইতেন। সেই অনুবাদের আর সকল অংশই হারাইয়া গিয়াছিল কেবল ডাকিনীদের অংশটা অনেকদিন পরে ভারতীতে বাহির হইয়াছিল।

ছেলেবেলা হইতে বাংলা বই যেখানে যাহা কিছু পাইয়াছি সমস্তই গিলিয়া পড়িয়াছি। তখন সাহিত্য এমন ফলাও ছিল না। মৎস্যনারীর গলা, সুশীলার উপাখ্যান, রবিন্‌সন্ ক্রুশো আমাদের পড়িবার খোরাক ছিল। রবিন্‌সন্ ক্রুশো কতবার পড়িয়াছি বলিতে পারি না। ছেলেদের পড়িবার এমন বই কি আর জগতে আছে? আশ্চর্য্য এই যে, আজকাল ছেলেদের জন্য রংবেরঙের এত শত বই বাহির হইতেছে অথচ রবিন্‌সন্ ক্রুশোর তর্জ্জমা বাজারে পাওয়া যায় না। আমার ত মনে হয় ভাগ্যে এখন আমি বাংলাদেশে শিশু হইয়া জন্মাই নাই। এখন জন্মিলে রামায়ণ-মহাভারত পড়া হইত না, রূপকথা বলিবার লোক পাইতাম না, সেই ছবিওয়ালা রবিন্‌সন্ ক্রুশো বইখানি পরম রত্নের মত হাতে আসিয়া পৌঁছিত না। এখনকার দিনের যে সমস্ত রঙীন ছবিওয়ালা ছেলে-ভুলানো বই পাইতাম, সে সকল বইয়ে শিশুপাঠকদের প্রতি শ্রদ্ধার লেশমাত্র নাই। তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশুজ্ঞান করিয়া কেবলই ভুলাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু আমি জানি শিশুরা কেবলমাত্র শিশু নহে, তাহাদিগকে যতটা অবোধ মনে করিয়া তাহাদের পাঠ্যগুলিকে অপাঠ্য করিয়া তোলা হয়, তাহারা ততটা অবোধ নয়। যেমন কোনো কোনো পিতামাতা ছেলের পানীয় দুধে অনাবশ্যক জল মিশাইতে থাকেন, তাঁহারা কেবলি আশঙ্কা করেন ছেলের পাকশক্তি দুর্ব্বল— এমনি করিয়া যথার্থই তাহার পাকযন্ত্রকে দুর্ব্বল ও শরীরকে পুষ্টিহীন করিয়া তোলেন, ছেলেদের পড়া সম্বন্ধেও অধিকাংশের ব্যবহার সেইরূপ। এ কথা মনে রাখা উচিত ছেলেদের পক্ষে সব কথাই সম্পূর্ণ বুঝিবার প্রয়োজন নাই; মাঝে মাঝে ঝাপ্‌সা থাকিলে মাঝে মাঝে না বুঝিলেও ক্ষতি নাই। তাহারা যে সংসারে আসিয়াছে তাহাও তাহাদের কাছে অনতিস্পষ্ট— তাহার মাঝে মাঝে অনেকখানিই অন্ধকার— কিন্তু তাহাতে ছেলেদের বিশেষ ব্যাঘাত হয় না— এই সংসারটাকে বুঝিয়া না বুঝিয়াও তাহারা মোটের উপরে ইহাকে আপনার মনের মধ্যে একরকম করিয়া খাড়া করিয়া লয়। আমরা ছেলেবেলায় যে সমস্ত বই পড়িতাম তাহার কি আগাগোড়াই বুঝিতাম? বুঝিবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তখনো আমরা ক্রিটিক্ হইয়া উঠি নাই— যাহা অবোধ্য তাহা অতি অনায়াসেই বর্জ্জন করিয়া যাহা আমাদের গ্রাহ্য তাহা সহজেই গ্রহণ করিতে পারিতাম। ইহাতে নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে ভাবের ছেদ হইত কিন্তু তাহাতে রসের কিরূপ ব্যাঘাত হয় তাহা আমরা জানিতামই না।

আমাদের মনটাও ত রচনা-কার্য্য হইতে বিরত ছিল না— যেখানে যেটুকু অভাব ঠেকিত নিজেই তাহা পূরণ করিয়া লইত। এখন বড় সাবধানে বড়ই পাত্‌লা করিয়া জোলো করিয়া ছেলেদের পড়িতে দেওয়া হয়— বেচারাদিগকে অগত্যা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয় কিন্তু তাহারা জানে না এ সম্বন্ধে আমরা তাহাদের অপেক্ষা কত বেশি সৌভাগ্যবান্ ছিলাম।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রমহাশয় "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিক কাগজ বাহির করিতেন। সেই কাগজের বাঁধানো এক খণ্ড, সেজদাদার আলমারির মধ্যে ছিল— সেটি আমি হস্তগত করিয়াছিলাম। সেই বইখানার কথা মনে পড়িলেই কত ছুটির দিনের নিভৃত মধ্যাহ্নের আনন্দ মনে আসে। আমাদের শোবার ঘরের তক্তপোষটার উপরে পড়িয়া তাহার ছবি ওল্‌টাইতে ওল্‌টাইতে, নর্হাল্ তিমিমৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত বেলা কাটিয়া গেছে।

অথচ এই মাসিকপত্র ছেলেদের জন্য লেখা নহে— তখনকার সাধু বাংলা-ভাষা সহজ ছিল না, সমস্তই যে নিঃশেষে বুঝিতাম তাহা নয়, তবু তাহা আমার ক্ষুধার খাদ্য ছিল।

এখন আমার অনেক সময়েই মনে হয় "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-এর মত একখানি কাগজ এখন নাই কেন? প্রায় সব কাগজই, পুরাতত্ত্ব, তত্ত্বজ্ঞান, দুরূহ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধেই পরিপূর্ণ। এমন একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ নাই যাহা সর্ব্বসাধারণের সুখপাঠ্য। যাহা বয়স্কলোক, বালক ও স্ত্রীলোক সকলেই পড়িতে পারে। এখন যে সকল কাগজ বাহির হইতেছে তাহার মধ্যে নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ বাহির হইলেই পাঠকেরা অপমান বোধ করে— অথচ পনেরো আনা পাঠক নর্হাল তিমির বিবরণ কিছুই জানে না। বিলাতে চেম্বার্স জার্নাল, কাস্‌ল্‌স্ ম্যাগাজিন্, ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন্ প্রভৃতি অধিকাংশ কাগজই সাধারণের পাঠ্য;— ইহারাই জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সমস্ত দেশকে নিয়মিত মোটা ভাত মোটা কাপড় জোগাইতেছে। এই মোটা ভাত মোটা কাপড়ই বেশির ভাগ লোকের বেশি মাত্রায় কাজে লাগে। আমাদের সাহিত্যে ইহা উপেক্ষিত হওয়াতে দেশের অধিকাংশ লোকই বঞ্চিত হইতেছে। আজকাল বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনই আমাদের দেশের মাসিকপত্রের একমাত্র আদর্শ হওয়াতে, সকলেই স্বাধীন— "চিন্তাশীল" লেখক হইবার দুরাশা করাতেই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

এক একবার মনে হয় রামানন্দবাবুর সচিত্রপত্র "প্রবাসী" কিয়ৎপরিমাণে এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও সম্পূর্ণ পরিমাণে সঙ্কোচ দূর করিতে পারিতেছে না।

আমাদের বাল্যকালে আর একটি ছোট কাগজের পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম তাহার নাম অবোধবন্ধু। এই অবোধবন্ধুর খণ্ডগুলিকে বড়দাদার আলমারি হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এইগুলি লইয়া তাঁহারি দক্ষিণদিকের ঘরে খোলা দরজার কাছে পড়িয়া আরামে মধ্যাহ্ন কাটাইয়াছি। এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। সেই কাব্য সরল বাঁশির সুরের সঙ্গে মাঠের ও বনের হাওয়া আনিয়া আমার মন ভুলাইয়াছিল। এই অবোধবন্ধু কাগজে বিলাতী পৌল্‌-বর্জ্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। সেই কোন্ সাগরের মাঝখানকার দ্বীপটি, সেই সমুদ্রসমীর-কম্পিত কোন্ সুদূরের নারিকেলবনটি আমার মনকে কতদিন উতলা উদাস করিয়া দিয়াছে— সেই পৌল্‌-বর্জ্জিনী পড়ার পর হইতে সমুদ্র ও সমুদ্রতীর আমার অন্তরের সামগ্রী হইয়াছিল। আরো বড় হইয়া যখন কপালকুণ্ডলা পড়িলাম তখন সমুদ্রতীরের সৈকততটপ্রান্তবর্ত্তী অরণ্যচ্ছবি আমার মনে সেই জাদু করিয়াছিল।

অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন হঠাৎ একদিন আসিয়া বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল। তখন আমার বয়স বোধ করি এগারো হইবে। বঙ্গদর্শন বাহির হইবার প্রত্যাশায় বড়র দল অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন, কখন্ তাঁহাদের পড়া শেষ হইবে বলিয়া আমাকে অধীরভাবে উঁকিঝুঁকি মারিয়া বেড়াইতে হইত। আমার সেই কিশোর বয়সে মনের কুঁড়িটা যখন একটু খুলিবে খুলিবে করিতেছিল ঠিক সেই সময়েই তাহার উপরে নবোদিত বঙ্গদর্শনের কিরণপাত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রকাশিত প্রাচীনকাব্যসংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে আর একটি লাভের জিনিষ হইয়াছিল। আমার পূজনীয় দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কাছে এই সংগ্রহের অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত খণ্ডগুলি আসিত। তাঁহাদের পড়া হইলেই আমি এগুলিকে জড় করিয়া আনিতাম। বিদ্যাপতির সেই সবল দুর্ব্বোধ বিকৃত মৈথিলী পদগুলি বোধ করি অস্পষ্ট বলিয়াই অধিক করিয়া আমার আগ্রহ আকর্ষণ করিয়াছিল। আমি নোটের প্রতি নির্ভর [না] করিয়া, বিদ্যাপতির ভাষা নিজের চেষ্টায় ভাল করিয়া

আয়ত্ত করিয়া লইবার [উ]দ্যোগ করিয়াছিলাম। কোনো কঠিন কথা বা বিশেষ ভাষাভঙ্গীর [ব্যব]হার কাব্যসংগ্রহের যেখানে যেখানে পাইতাম সমস্তই একটি খাতায় পাশে পাশে [এক]ত্র করিয়া রাখিতাম এবং আমার বুদ্ধিতে যতটা জোগাইয়াছিল তদনুসারে সেই ভাষার ব্যাকরণের নিয়মও টুঁকিতে ছাড়ি নাই।

একথা বলা বাহুল্য, তখন বিদ্যাপতি অথবা অন্যান্য বৈষ্ণব কবির পদ অবাধে পড়িবার উপযুক্ত বয়স আমার হয় নাই, কিন্তু আমি সেগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলাম। ইহাতে আমার বালককালের কল্পনাকে নিঃসন্দেহই কিছু আবিল করিয়াছিল কিন্তু সে আবিলতা একসময়ে আপনিই কাটিয়া গেল কিন্তু পদগুলির গভীর সৌন্দর্য্য আমার অন্তঃকরণের সহিত জড়িত হইয়া গেছে।

কেবল বৈষ্ণবপদাবলী নহে, তখন বাংলা সাহিত্যে যে কোনো বই বাহির হইত আমার লুব্ধ হস্ত এড়াইতে পারিত না। মনে আছে, দীনবন্ধু মিত্রের "জামাইবারিক" বইখানি আমার কোনো সতর্ক আত্মীয়ার হাত হইতে সংগ্রহ করিয়া পড়িতে আমাকে নানাপ্রকার কৌশল করিতে হইয়াছিল। এই সকল বই পড়িয়া জ্ঞানের দিক হইতে আমার যে অকাল পরিণতি হইয়াছিল বাংলা গ্রাম্য ভাষায় তাহাকে বলে জ্যাঠামি ;— প্রথম বৎসরের ভারতীতে প্রকাশিত আমার বাল্যরচনা "করুণা" নামক গল্প তাহার নমুনা। কিন্তু এই অকালোচিত জ্ঞানগুলি মস্তিষ্কের উপরিভাগেই ছিল তাহারা হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। বরঞ্চ এখনকার কালের ছেলেদের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখিতে পাই যথার্থভাবে পরিণত হইয়া উঠিতে আমার সুদীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। আমার বালকবুদ্ধি আমাকে অনেকদিন ত্যাগ করে নাই— আমি অধিক বয়সেও নানা বিষয়ে অদ্ভুতরকম কাঁচা ছিলাম। একটা কিছু জ্ঞানে জানা এবং তাহাকে আত্মসাৎ করার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে— আমার বালককালের সংসারজ্ঞান তাহার একটা দৃষ্টান্ত। এবং সেই দৃষ্টান্ত হইতেই আজ আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারি ইংরাজি হইতে আমরা যে সকল শিক্ষা খুব পাইয়াছি বলিয়া চারিদিকে ফলাইয়া বেড়াইতেছি যদি কালক্রমে সেই শিক্ষা যথার্থভাবে আমাদের প্রকৃতিগত হয় তখন বুঝিতে পারিব আমাদের পূর্ব্বের অবস্থা কিরূপ অদ্ভুত অসত্য এবং হাস্যকর এবং তখন আমাদের আস্ফালনও যথেষ্ট শান্ত হইয়া আসিবে।

সাহিত্যালোচনার সহায়

এই উপলক্ষ্যে প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি কথা বলিয়া লইব। যখন আমার বয়স নিতান্তই অল্প ছিল এবং দূষিত বুদ্ধি আমার জ্ঞানকেও স্পর্শ করে নাই এমন সময় একদিন বড়দাদা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া ইন্দ্রিয়সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্বন্ধে আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ আমার মনে এমনি গাঁথিয়া গিয়াছিল যে ব্রহ্মচর্য্য হইতে স্খলন আমার কাছে বিভীষিকা স্বরূপ হইয়াছিল। বোধ করি, এইজন্য বাল্যবয়সে অনেক সময়ে আমার জ্ঞান ও কল্পনা যখন বিপদের পথ দিয়া গেছে তখন আমার সঙ্কোচপরায়ণ আচরণ নিজেকে ভ্রষ্টতা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় বড়দাদার বন্ধু ছিলেন। তাঁহার কাব্যগুলি আমাদের পরিবারে বিশেষভাবে পরিচিত ও আদৃত ছিল। তখন আমার মনের এই একমাত্র অভিলাষ ছিল কবে আমি বিহারী চক্রবর্ত্তীর মত কবিতা লিখিব! বড়দাদা ইতিমধ্যে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় তাহা তাঁহার উদার উচ্চ হাস্যদ্বারা বিচিত্র করিয়া আত্মীয় বন্ধুদিগকে শোনাইতেন, আমি ঘরের একটি কোণে বসিয়া বা দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিবার চেষ্টা করিতাম। বড়দাদার আশ্চর্য্য ভাষা, তাঁহার বিচিত্র ছন্দ, তাঁহার ছবিতে-ভরা পাকা হাতের রচনা আমার মত বালকের অনুকরণচেষ্টারও অতীত ছিল। আশ্চর্য্য এই যে স্বপ্নপ্রয়াণ বারম্বার শুনিয়া তাহার বহুতর স্থান আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল এবং বাংলাভাষায় ইহা যে একটি অত্যাশ্চর্য্য কাব্য তাহাতেও আমার সন্দেহ ছিল না— তথাপি আমার লেখায় তাঁহার নকল ওঠে নাই।

তখন আমার কাব্য লেখার আর একটি আদর্শ ছিল। ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরাজিসাহিত্যে এম. এ.। সাহিত্যে তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল। উদাসিনী নামক একটি কাব্য তিনি ছাপাইয়াছিলেন, বঙ্গদর্শনের সমালোচনায় তাহা প্রশংসিত হইয়াছিল। গান ও খণ্ডকাব্য রচনায় তিনি ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক গান গায়কদিগকে গাহিতে শুনিয়াছি অথচ রচয়িতার নাম অজ্ঞাত।

ইহাঁর সদ্য রচনাগুলি সর্ব্বদাই পড়িয়া শুনিয়া আলোচনা করিয়া আমার তখনকার রচনারীতি লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ইহাঁর লেখার অনুসরণ করিয়াছিল। তা'ছাড়া ইহাঁর সাহিত্যের নেশা আমার পক্ষে বড়ই সংক্রামক ছিল— ইহাতে অহরহ

আমাকে মাতাইয়া রাখিয়াছিল। তখন নিজে পড়িয়া বুঝিবার সামর্থ্য না-থাকিলেও ইহাঁর সাহায্যে ইংরাজিসাহিত্যের রস প্রচুর পরিমাণে উপভোগ করিয়াছিলাম। বায়রণ এবং শেক্‌স্‌পিয়রের মধ্যে ইনি ডুবিয়া ছিলেন— অপরপক্ষে বাংলাসাহিত্যে বৈষ্ণব পদকর্তা, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, হরুঠাকুর, রাম বসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতিও তাঁহার অজস্র প্রীতি ছিল। তাঁহার একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, যাহা তাঁহার ভাল লাগিত তাহার প্রতি তাঁহার প্রশংসাবাদের লেশমাত্র কার্পণ্য ছিল না। প্রাণ ভরিয়া রস গ্রহণ করিতে ও গলা খুলিয়া গুণ গান করিতে তিনি জানিতেন। আমার সে বয়সে সাহিত্যের বস্তুটা তাঁহার কাছ হইতে কি ভাবে কতটা পাইয়াছিলাম তাহা জানি না, কিন্তু সাহিত্যের উৎসাহ উত্তেজনা আমার সমস্ত অন্তঃকরণের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া আমাকে চতুর্দ্দিক হইতে রসগ্রহণের জন্য উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল।

সাহিত্যের শিক্ষায় ভাবের চর্চ্চায় জ্যোতিদাদাও আমার বিশেষ সহায় ছিলেন। আমি অবাধে তাঁহার সহিত ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম তিনি আমাকে বালক বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন না। তিনি পিয়ানো যন্ত্রে প্রায় প্রত্যহই নব নব সুর রচনা করিতেন— আমার চেষ্টা ছিল সেই সকল সুরের ভাব অনুসরণ করিয়া তাহার সহিত কথা যোজনা করা। এই উপলক্ষ্যে অক্ষয়-বাবুতে আমাতে মিলিয়া অনেকগুলি গান রচনা করিয়াছিলাম, ইহাতে আমাদের একটা সানন্দ প্রতিযোগিতা ও উন্মত্ততা ছিল।

গীতচর্চ্চা

আমাদের পরিবারে গানচর্চ্চার মধ্যেই শিশুকাল হইতে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে বাল্যকালে গাঁদাফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর সমস্ত অঙ্গ একেবারেই অর্থহীন ছিল কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। এই খেলায়, ফুল দিয়া সাজানো একটা টেবিলের উপরে বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে “দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে” গান গাহিতেছি বেশ মনে পড়ে।

চিরকালই গানের সুর আমার মনে একটা অনির্ব্বচনীয় আবেগ উপস্থিত করে। এখনো কাজকর্ম্মের মাঝখানে হঠাৎ একটা গান শুনিলে আমার কাছে

এক মুহূর্তেই সমস্ত সংসারের ভাবান্তর হইয়া যায়। এই সমস্ত চোখে দেখার রাজ্য গানে-শোনার মধ্য দিয়া হঠাৎ একটা কি নূতন অর্থলাভ করে। হঠাৎ মনে হয় আমরা যে জগতে আছি, বিশেষ করিয়া কেবল তাহার একটা তলার সঙ্গেই সম্পর্ক রাখিয়াছি— এই আলোকের তলা, বস্তুর তলা— কিন্তু এইটেই সমস্তটা নয়। যখন এই বিপুল রহস্যময় প্রাসাদে সুর আর একটা মহলের একটা জালনা ক্ষণিকের জন্য খুলিয়া দেয় তখন আমরা কি দেখিতে পাই। সেখানকার কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের নাই সেই জন্য ভাষায় বলিতে পারি না কি পাইলাম— কিন্তু বুঝিতে পারি সেদিকেও অপরিসীম সত্য পদার্থ আছে। বিশ্বের সমস্ত স্পন্দিত জাগ্রত শক্তি আজ প্রধানতঃ বস্তু ও আলোকরূপেই প্রতিভাত হইতেছে বলিয়া আজ আমরা এই সূর্য্যের আলোকে বস্তুর অক্ষর দিয়াই বিশ্বকে অহরহ পাঠ করিতেছি আর কোনো অবস্থা কল্পনা করিতে পারি না— কিন্তু এই অসীম স্পন্দন যদি আমাদের কাছে আর কিছুই না হইয়া কেবল গগনব্যাপী অতিবিচিত্র সঙ্গীত রূপেই প্রকাশ পাইত— তবে অক্ষররূপে নহে বাণীরূপেই আমরা সমস্ত পাইতাম। গানের সুরে যখন অন্তঃকরণের সমস্ত তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠে তখন অনেক সময় আমার কাছে এই দৃশ্যমান জগৎ যেন আকার আয়তনহীন বাণীর ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে— তখন যেন বুঝিতে পারি জগৎটাকে যে ভাবে জানিতেছি তাহা ছাড়া কতরকম ভাবেই যে তাহাকে জানা যাইতে পারিত তাহা আমরা কিছুই জানি না।

সেই সময় জ্যোতিদাদার পিয়ানো যন্ত্রের উত্তেজনায় কতক বা তাঁহার রচিত সুরে কতক বা হিন্দুস্থানী গানের সুরে বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলাম। তখন বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর সারদামঙ্গল সঙ্গীত আর্য্যদর্শনে বাহির হইতেছিল এবং আমরা তাহাই লইয়া মাতিয়াছিলাম। এই সারদামঙ্গলের আরম্ভসর্গ হইতেই বাল্মীকিপ্রতিভার ভাবটা আমার মাথায় আসে এবং সারদামঙ্গলের দুই একটি কবিতাও রূপান্তরিত অবস্থায় বাল্মীকিপ্রতিভায় গান রূপে স্থান পাইয়াছে।

তেতালার ছাদের উপর পাল খাটাইয়া স্টেজ বাঁধিয়া এই বাল্মীকিপ্রতিভার অভিনয় হইল। তাহাতে আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম। রঙ্গমঞ্চে আমার এই প্রথম অবতারণ। দর্শকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন— তিনি এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়া তৃপ্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইহার পরে দশরথকর্ত্তৃক মৃগভ্রমে মুনিবালক বধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহাও অভিনীত হইয়াছিল। আমি তাহাতে অন্ধমুনি সাজিয়াছিলাম। এই গীতিনাট্যের অনেকগুলি গান পরে বাল্মীকি-প্রতিভার অন্তর্গত হইয়া তাহারই পুষ্টিসাধন করিয়াছে।

রচনাপ্রকাশ

এম্‌নি সময়টাতে জ্ঞানাঙ্কুর বলিয়া একটি কাগজ বাহির হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমার সেই বাল্যের কবিতাগুলিও সম্পাদকমহাশয় আবর্জ্জনার ঝুড়িতে ফেলেন নাই। পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া "বনফুল" নামে যে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম সেটি বোধ করি জ্ঞানাঙ্কুরে বাহির হইয়াছিল। এবং বছর তিন চার পরে দাদা সোমেন্দ্রনাথ অন্ধ পক্ষপাতের উৎসাহে এটি গ্রন্থ আকারেও ছাপাইয়াও ছিলেন। মনে একান্ত আশা ছিল এই কবিতাটিও অন্যান্য অনেকগুলি বাল্যকীর্ত্তির সহিত লোপ পাইয়াছে— কিন্তু দুই এক খণ্ড বনফুল এখনো কোনো কোনো সঞ্চয়বায়ুগ্রস্ত পাঠকের হাতে আছে খবর পাইয়া হতাশ হইয়াছি। ইহাকে শাস্ত্রে বলে কর্ম্মফল।

জ্ঞানাঙ্কুরে আরো অনেকগুলি খণ্ড কবিতা বাহির হইয়াছিল। যখন সেগুলি কোনো এক সময় ছাপা হইয়া গেছে তখন অভিশপ্ত প্রেতের মত তাহাদিগকে সংসারে সঞ্চরণ করিতেই হইবে নিশ্চয় জানি। কৌতূহলী সংগ্রহকর্ত্তাদের হাত হইতে সেগুলি চিরদিন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। আমি কেবল এইটুকু নিবেদন জানাইতেছি যে, যে সকল কবিতা মরিয়া কবরস্থ হইয়াছে তাহাদিগকে শান্তিভোগ করিতে দেওয়া হউক্‌।

এই জ্ঞানাঙ্কুরেই আমার প্রথম গদ্যপ্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রথম প্রবন্ধটি গ্রন্থসমালোচনা। ইহার সঙ্গে একটু ইতিহাস আছে।

তখন ভুবনমোহিনী প্রতিভা নামে একখানি বই বাহির হইয়াছিল। এই বইখানি ভুবনমোহিনী নামধারিণী কোনো মহিলার লেখা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল।

আমার একটি বন্ধু ছিলেন, তাঁহার বয়স আমার চেয়ে বড়— তখনকার দুই একটি সাহিত্যরথীর সহিত তাঁহার আনাগোনা ছিল। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে ভুবনমোহিনী স্বাক্ষরিত চিঠি আনিয়া দেখাইতেন। "ভুবনমোহিনী"

ঠিকানায় ইঁহার নিকট হইতে সর্ব্বদাই বই কাপড় প্রভৃতি বহুবিধ ভক্তি-উপহার প্রেরিত হইত। 'ভুবনমোহিনী'র কবিত্বশক্তিতে ইনি নিরতিশয় মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এই চিঠিগুলি এবং ভুবনমোহিনী প্রতিভার কোনো কোনো কবিতার স্থানবিশেষ দেখিয়া আমি এই ভুবনমোহিনীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু দেশবিখ্যাত প্রতিভান্বিতা স্ত্রীকবির সহিত বিশ্রব্ধ বন্ধুত্ব-সূচক পত্রব্যবহারের গৌরব আমার মুগ্ধ হৃদয় বন্ধু কোনো সংশয়ের ছায়ায় পরিম্লান করিতে পারিতেন না। তখন বোধ করি বন্ধুকে আর্টিকেল লিখিয়া পীড়ন করিবার উদ্দেশে আমি এই "ভুবনমোহিনী প্রতিভা", শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র নিয়োগীর "দুখসঙ্গিনী", ও রাজকৃষ্ণ রায়ের "অবসরসরোজিনী" বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া একটি সমালোচনা লিখিলাম। তাহাতে খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কি, গীতিকাব্যেরই বা লক্ষণ কি, তাহা অত্যন্ত গাম্ভীর্য্য ও প্রবীণতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। আজ তাই ভাবি— ছাপা কাগজের নাট্যমঞ্চের উপরে বিজ্ঞবেশে যাঁহারা সকলকে স্তম্ভিত করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাদের সাজ যদি বিধাতা হঠাৎ একবার খুলিয়া দেখান তবে কত হতভাগ্য পাঠক অনাবশ্যক মনোনিবেশ ও অযথা সম্ভ্রমের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে!

আমার এই প্রবন্ধে ভুবনমোহিনীপ্রতিভার প্রশংসাবাদ না থাকাতে বন্ধু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আসিয়া বলিলেন— একজন বি.এ. তোমার এই লেখার প্রতিবাদ লিখিতেছেন। কি সর্ব্বনাশ, বি. এ. শুনিয়া আমার চিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। শিশুকালে সত্য যেদিন বারান্দা হইতে পুলিস্‌ম্যান ডাকিয়াছিল সেদিন আমার যে দশা হইয়াছিল আজও প্রায় সেই দশা হইল। বন্ধুর মুখের সাম্‌নে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে ছাড়িলাম না কিন্তু কিছুকাল ধরিয়া মন হইতে উদ্বেগ কোনোমতেই দূর হইতে চাহিল না। আমার কেবলি আশঙ্কা হইতে লাগিল, বড় বড় কোটেশনের আঘাতে, খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য সম্বন্ধে আমার বিস্তারিত মন্তব্য ধূলিসাৎ হইয়া আর লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিবে না। আমি আমাদের এম. এ. অক্ষয়বাবুর শরণাপন্ন হইব মনে করিতেছিলাম কিন্তু পাছে যথার্থই আমার লেখায় কোনো গুরুতর গলদ ঘটিয়া থাকে বলিয়া আমি লজ্জায় তাঁহার কাছেও অগ্রসর হইতে পারিতেছিলাম না। কেবলি মনে মনে ভাবিতেছিলাম— কুক্ষণে জনম তোর রে সমালোচনা!— যাহা হউক বি.এ.

সমালোচক আমার বাল্যকালের পুলিসম্যানটির মতই দেখা দিলেন না। আজকাল কখনো কখনো তাঁহার দর্শন পাই কিন্তু দেখা পাই বলিয়াই ভয় ভাঙিয়া গেছে।

আত্মীয় আলাপীদের কাছ হইতে বালক কবির যেরূপ প্রশ্রয় ঘটা অবশ্যম্ভাবী আমার তাহা ঘটিয়াছিল। আমি যে কবি, এবং বালক কবি বলিয়া আমার যে একটা আশ্চর্য্য অসামান্যতা আছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ ঘটিবার অবকাশ আমাকে কেহ দেন নাই। এমন সময় অক্ষয়বাবুর মুখে বালক চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনিয়া আমার কল্পনা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি স্থির করিলাম আত্মহত্যার অংশটা আপাতত বাদ দিয়া আমাকে দ্বিতীয় চ্যাটার্টন্ হইতে হইবে।

ভানুসিংহের কবিতা

একদিন মেঘলাদিনের মধ্যাহ্নে বাড়ির ভিতরের একটি ঘরে বিছানার উপরে একটি শ্লেট লইয়া বসিয়া লিখিলাম— গহনকুসুমকুঞ্জ মাঝে। লিখিয়া বিশেষ গর্ব্ববোধ হইল। তাহার পর হইতে ভানুসিংহের কবিতায় আমার একটি ক্ষুদ্র খাতা ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

উপরে লিখিত আমার বন্ধুটিকে একদিন বলিলাম, সমাজের লাইব্রেরি খুঁজিতে খুঁজিতে বহু কালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গেছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ নামক কোনো কবির পদ কপি করিয়া আনিয়াছি। এই বলিয়া তাঁহাকে কবিতাগুলি শুনাইলাম। শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন— কহিলেন, এই পুঁথি ত আমার নিতান্তই চাই— এমন কবিতা বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস কেহই লিখিতে পারেন নাই। আমি ইহা প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে ছাপিবার জন্য অক্ষয়বাবুকে দিব।— ইহার পর নিজের কীর্ত্তি স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। খাতা দেখাইয়া বলিলাম এগুলি আমি লিখিয়াছি।— বন্ধু কহিলেন, তাই ত, মন্দ হয় নাই ত!

ভানুসিংহের কবিতা দেখিয়া তখনকার কোনো কোনো পাঠক ভুলিয়াছিলেন জানি— কিন্তু তখন যদি প্রাচীন বৈষ্ণব পদগুলি বাঙালী পাঠকসমাজে যথেষ্ট পরিচিত থাকিত তাহা হইলে ভুলিবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। ইহার ভাষা একটা যদৃচ্ছাকৃত ব্যাপার এবং ইহার ভাববিন্যাস নিতান্তই আধুনিক ও কৃত্রিম। ইটালিয়ান্ ঝিঁঝিট নামে খ্যাত একটা সুরে সরোজিনী নাটকের

"প্রেমের কথা আর বোলো না" গান রচিত হইয়াছিল। বিলাতে গিয়া মনে করিয়াছিলাম ইটালিয়ান ঝিঁঝিট শোনাইলে শ্রোতারা খুসি হইবেন। অবশেষে গান শোনানো হইলে একটি মহিলা নিতান্তই ব্যথিত হইয়া বলিয়াছিলেন— "এ সুরটাকে তোমাদের যে কোনো খুসি নাম দিতে পার কিন্তু ভগবানের দোহাই, ইহাকে ইটালিয়ান্ বলিবার প্রয়োজন নাই।" তেমনি ভানুসিংহের ভাষার আর যে কোনো নামকরণ করা যাইতে পারে কিন্তু ইহাকে পদাবলীর ভাষা বলা চলে না।

স্বাদেশিকতা

এই সময়ে স্বদেশের হিতসাধন করিবার জন্য জ্যোতিদাদা বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবুকে দলপতি করিয়া একটি গোপন সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সভার মধ্যে আমিও ছিলাম। আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে স্বদেশের জন্য বেদনার মধ্যে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমাদের পরিবারে বিদেশী প্রথার কতকগুলি বাহ্য অনুকরণ অনেকদিন হইতে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই— কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ সাগ্নিকের পবিত্র অগ্নির মত বহুকাল হইতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের পিতৃদেব যখন স্বদেশের প্রচলিত পূজাবিধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখনো তিনি স্বদেশী শাস্ত্রকে ত্যাগ করেন নাই, ও স্বদেশী সমাজকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন। আমার পিতামহ এবং ছোট কাকা মহাশয় বিলাতের সমাজে বর্ষযাপন করিয়া ইংরাজের বেশ পরিয়া আসেন নাই এই দৃষ্টান্ত আমাদের পরিবারের মধ্যে সজীব হইয়া আছে। বড়দাদা বাল্যকাল হইতে আন্তরিক অনুরাগের সহিত মাতৃ-ভাষাকে জ্ঞান ও ভাব সম্পদে ঐশ্বর্য্যবান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। মেজ-দাদা বিলাতে গিয়া সিভিলিয়ান হইয়া আসিয়াছেন কিন্তু তাঁহার ভাবপ্রকাশের ভাষা বাংলাই রহিয়া গেছে। সেজদাদার অকালে মৃত্যু হইয়াছিল কিন্তু তিনিও নিজের চেষ্টায় মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞানের যে পরিমাণ চর্চ্চা করিয়াছিলেন তাহা বাংলাভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। জ্যোতিদাদাও তরুণ বয়স হইতে অবিশ্রাম বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়া আসিতে-ছেন। আমাদের পরিবারে পিতৃদেবকে ইংরাজি পত্রলেখা একেবারে নিষিদ্ধ। শুনিয়াছি নূতন আত্মীয়তা পাশে বদ্ধ কেহ তাঁহাকে একবার ইংরাজিপত্র লিখিয়া-

ছিলেন তাহা ফেরৎ আসিয়াছিল। আমরা আপনাআপনির মধ্যে কেহ কাহাকে এবং পারতপক্ষে কোনো বাঙালিকে ইংরাজি ভাষায় পত্র লিখি না— আমাদের এই আচরণটিকে যে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিলাম আশা করি একদা অদূর ভবিষ্যতে তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিস্ময়াবহ বলিয়াই গণ্য হইবে।

আমাদের পিতামহ ইংরাজরাজপুরুষদিগকে বেলগাছির বাগানে নিমন্ত্রণ করিয়া সর্ব্বদা ভোজ দিতেন একথা সকলেই জানেন— কিন্তু শুনিয়াছি তিনি পিতাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন যে ইংরাজকে যেন খানা দেওয়া না হয়!— তাহার পর হইতে ইংরাজের সহিত সংস্রব আর আমাদের নাই; এবং পিতামহের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত সরকারের নিকট হইতে খেতাবলোলুপতার উপসর্গ আমাদের পরিবারে দেখা দেয় নাই।

দেশানুরাগ প্রচারের উদ্দেশ্যে আমাদের বাড়ি হইতে "হিন্দুমেলা" নামে একটি মেলার সৃষ্টি হইয়াছিল। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধি করিবার চেষ্টা সেই প্রথম হয়। বড়দাদা এবং আমার খুড়তত ভাই গণেন্দ্র দাদা ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন— তাঁহারা নবগোপাল মিত্রকে এই মেলার কর্ম্মকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত করিয়া ইহার ব্যয়ভার বহন করিতেন। মেজদাদা সেইসময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত "মিলে সবে ভারতসন্তান" রচনা করিয়াছিলেন— এবং "লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কি ক'রে" গান গণদাদা-কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা আবৃত্ত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক পুরস্কৃত হইত। কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আমিও এই মেলায় কবিতা আবৃত্তি করিয়াছি। মনে আছে কোনো এক বৎসরের মেলায় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া গাছের তলায় দাঁড়াইয়া লর্ড লিট্নের দিল্লিদরবার উপলক্ষ্যে রচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম তিনি তাহাতে আমার সম্বন্ধে যেরূপ উৎসাহবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা লিখিলে ধৃষ্টতা প্রকাশ হইবে।

পূজনীয় রাজনারায়ণ বসুর দলপতিত্বে আমরা যে একটি ক্ষুদ্র দল বাঁধিয়া গোপন সভা করিয়াছিলাম, পাছে পাঠকেরা হাসেন বলিয়া আজ তাহার অনুষ্ঠানাদির বিস্তারিত বর্ণনা করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। কেবল এইটুকু বলিতে পারি, যে কয়দিন এই সভা ছিল অহরহ উৎসাহে আমরা যেন হাওয়ার উপর চলিতাম।

লজ্জা ভয় সঙ্কোচ আমাদের কিছু ছিল না। একটা বড় 'আইডিয়ার' আবহাওয়ায় সর্ব্বদা বাস করিবার মধ্যে যে একটা কত বড় মুক্তি ও আনন্দ আছে তাহা অনুভব করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষের একটা সার্ব্বজনীন পরিচ্ছদ কি হইতে পারে জ্যোতিদাদা তাহার বিবিধপ্রকার নমুনা বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন— এবং তাহাই পরিয়া তিনি স্বজনবর্গের বিস্মিত কৌতুকদৃষ্টির সম্মুখ দিয়া যখন সভায় যাইবার জন্য গাড়িতে উঠিতেন তখন আমরা ইহাতে অদ্ভুত কিছুই দেখিতে পাইতাম না। স্বদেশে দিয়াশলাই কাপড় প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা সকলে তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভাতে দান করিতেন। এই টাকা হইতে নানাপ্রকার পরীক্ষা হইত। কিছুদিন পরীক্ষার পর দেশালাই প্রস্তুত হইল, কিন্তু দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগে যদি দেশালাইয়ের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত তাহা হইলে আমাদের সেই দেশালাইবাক্‌সগুলা আজ পর্য্যন্ত বাজারে চলিতে পারিত। খবর পাওয়া গেল একটি কোন ছোক্‌রা কাপড়ের কল উদ্‌ভাবন করিয়াছে আমরা তাহাকে টাকা দিয়া উৎসাহ দিতে লাগিলাম। অবশেষে একদিন দেখি আমাদের একজন সভ্য ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন কলে এই গামছা প্রস্তুত হইয়াছে—বলিয়া তিনি অসংযত উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বোধহয় প্রকাশ করিলে তিনি অপরাধ লইবেন না, এই ব্রজবাবু এখন মেট্রপলিটান কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং তখনো তাঁহার চুলে পাক ধরিয়াছিল। অবশেষে দুটি একটি সুবুদ্ধি লোক আসিয়া আমাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল।

ভারতী

মোটের উপর এই সময়টা আমার পক্ষে একটা উন্মত্ততার সময় ছিল। কতদিন রাত্রে ঘুমাই নাই ;— আমাদের ইস্কুলঘরের ক্ষীণ বাতিতে বই পড়িতাম ও গভীর রাত্রে পশ্চিমের লম্বা বারান্দায় পদচারণা করিয়া বেড়াইতাম ; নিস্তব্ধ রাত্রে নিমতলা ঘাটের যাত্রীদের কণ্ঠ হইতে মাঝে মাঝে হরিবোল্ ধ্বনিত হইত। তেতালার ছাদের উপরে বড় বড় টবে বড় বড় গাছ দিয়া জ্যোতিদাদা একটা বৃহৎ বাগান বানাইয়া ফেলিয়াছিলেন— কত গ্রীষ্মের গভীর রাত্রে সেই গাছগুলির ছায়াপাতে বিচিত্র চন্দ্রালোকে একাকী প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।

এই সময়ে জ্যোতিদাদা বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া ভারতী বাহির করিবার সঙ্কল্প স্থির করিলেন। এই আর একটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিষয় হইল। আমার বয়স তখন ঠিক ষোলো— কিন্তু আমি দলের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্ব্বেই আমি বালকসুলভ স্পর্দ্ধার সহিত মেঘনাদবধ কাব্যের একটি সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। পাঠক সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন এই অমর কাব্যকে লাঞ্ছিত করিয়া আমি মনে মনে ভারি একটা বাহাদুরি লইতেছিলাম। সেই দাম্ভিক লেখাটা দিয়া ভারতীতে আমি প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম। একটা যে ছোটো গল্প দিয়াছিলাম তাহার কথা উল্লেখ করিতেও আমি কুণ্ঠিত বোধ করিতেছি।

এই প্রথম বৎসরের ভারতীতেই "কবিকাহিনী" নামক একটি কাব্য বাহির করিয়াছিলাম— তাহার আরম্ভটি এইরূপ :—

"শুন কল্‌পনা বালা, ছিল কোনো কবি
বিজন কুটীরতলে। ছেলেবেলা হতে
তোমার অমৃতপানে আছিল মজিয়া।"

তাহার শেষটিও কম নয় :—

"একদিন হিমাদ্রির নিশীথবায়ুতে
কবির অন্তিমশ্বাস গেল মিশাইয়া।
হিমাদ্রি হইল তার সমাধি মন্দির,
একটি মানুষ সেথা ফেলে নি নিশ্বাস।"

একেবারে রীতিমত কবিত্ব যাহাকে বলে। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের কথাও ছাড়া হয় নাই— যখন পরের মুখের কথাই সম্বল ছিল, নিজের মনের মধ্যে সত্য জাগ্রত হয় নাই তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তখন বৃহৎকে বৃহৎ করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টায় তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তুলিতাম। এই বাল্যরচনাগুলি পাঠকালে যখন সঙ্কোচ অনুভব করিতে থাকি তখন মনে আশঙ্কা হয় যে, বড় বয়সের লেখার মধ্যেও নিশ্চয় এইরূপ অতিপ্রয়াসের বিকৃতি ও অসত্যতা অপেক্ষাকৃত প্রচ্ছন্নভাবে অনেক রহিয়া গেছে। লোকের সামনে বড় কথাকে খুব চীৎকার করিয়া বলিতে গিয়া নিশ্চয়ই অনেক সময় তাহার শান্তি ও গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়াছি— নিশ্চয়ই অনেক সময়ে

কথাকে ছাপাইয়া নিজের কণ্ঠকেই প্রকাশ করিয়াছি এবং কালের নিকট হইতে তাহার দণ্ড পাইব একথাও নিঃসন্দেহ।

এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থ আকারে বাহির হয়। আমি যখন মেজদাদার নিকটে আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন। বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রথিতনামা শ্রীযুক্ত কালিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার "বান্ধব" পত্রে এই কাব্যসমালোচনা উপলক্ষ্যে লেখককে উদয়োন্মুখ কবি বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। খ্যাত ব্যক্তির লেখনী হইতে এই আমি প্রথম খ্যাতি লাভ করিয়াছিলাম। ইহার পর ভূদেববাবু এডুকেশন গেজেটে আমার প্রভাত-সঙ্গীত সম্বন্ধে যে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই বোধ করি আমার শেষ লাভ। প্রথম হইতে সাধারণের নিকট হইতে বাহবা পাইয়া আমি যে রচনাকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি একথা আমি স্বীকার করিতে পারিব না। সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রকাশের পর হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয়কে আমি উৎসাহদাতা বন্ধুরূপে পাইয়াছিলাম। ইহার সহিত নিরন্তর সাহিত্যালোচনায় আমি যথার্থ বল লাভ করিয়াছিলাম— ইহারই কার্পণ্যহীন উৎসাহ আমার নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধাকে আশ্রয় দিয়াছিল। কিন্তু আমার রচনার আরম্ভকালে সমালোচক সম্প্রদায় বা পাঠকসাধারণের নিকট এ সম্বন্ধে আমি অধিক ঋণী নহি।

[যে] বয়সে ভারতীতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম সে বয়সের লেখা প্রকাশযোগ্য হইতেই পারে না। বালককালে লেখা ছাপাইবার দোষ অনেক— বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থার জন্য অনুতাপ সঞ্চয় করিবার এমন উপায় আর নাই। কিন্তু একটা সুবিধা আছে, ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখিবার মোহ অল্প বয়সের উপর দিয়াই কাটিয়া যায়। আমার লেখা কে কে পড়িল, কে কি বলিল, চারি-দিকে এ সম্বন্ধে কিরূপ জনরব উঠিয়াছে, ইহা লইয়া অস্থির হইয়া ওঠা, লেখার কোন্‌খানে দুটো ছাপার ভুল হইয়াছে এবং তাহাতে করিয়া পাঠকদের কাছে লেখার সৌন্দর্য্য কতটা মাটি হইয়াছে ইহাই লইয়া কণ্টকবিদ্ধ হইতে থাকা, এই সমস্ত মুদ্রাঙ্কণের ব্যাধিগুলি বাল্যবয়সে সারিয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ চিত্তে লিখিবার অবকাশ পাওয়া যায়। নিজের ছাপা লেখাটাকে সাজাইয়া গোছাইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া সকলের কাছে নাচাইয়া বেড়াইবার মুগ্ধ অবস্থা হইতে যত শীঘ্র নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।

তরুণ বাংলাসাহিত্যের এখনো এমন একটা বিস্তার ও প্রভাব হয় নাই যাহাতে সেই সাহিত্যের অন্তর্নিহিত আদর্শ লেখকদিগকে শাসনে রাখিতে পারে। লিখিতে লিখিতে ক্রমশঃ নিজের ভিতর হইতেই এই সংযমটিকে উদ্‌ভাবিত করিয়া লইতে হয়। এইজন্য সুদীর্ঘকাল বহুতর আবর্জ্জনাকে জন্ম দেওয়া অনিবার্য্য। কাঁচা অবস্থায় নিজের লেখা সম্বন্ধে চেতনাটা যখন বড় বেশি জাগ্রত থাকে তখন চমৎকৃত করিয়া দিবার ইচ্ছাটা দুর্দ্দান্ত হয়— সেই সময়ে অল্প সম্বলে অদ্ভুত কীর্ত্তি করিতে না পারিলে মন স্থির হয় না,— কাজেই ভঙ্গিমার আতিশয্য, এবং প্রতি পদেই নিজের স্বাভাবিক শক্তিকে ও সেই সঙ্গে সত্যকে সৌন্দর্য্যকে বহুদূরে লঙ্ঘন করিয়া যাইবার প্রাণপণ প্রয়াস রচনার মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই অবস্থা হইতে সুস্থ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় উপনীত হওয়া, নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতার প্রতি আস্থা লাভ করা, রচনার মধ্যে শক্তির সঙ্গে সঙ্গে শান্তির রাজত্ব স্থাপন করা, আমাদের দেশে কালক্রমে ঘটিয়া থাকে।— দেশে সাহিত্যবিধি এখনো কর্ত্তৃত্বলাভ করে নাই।

যাহাই হৌক্ ভারতীর ভাণ্ডারে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা যে কালো অক্ষরে সঞ্চিত হইয়া আছে একথা স্মরণ করিলে আমার চিত্ত সঙ্কুচিত হইতে থাকে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে, উদ্ধত অবিনয়ের জন্য লজ্জা, অদ্ভুত আতিশয্যের জন্য লজ্জা, সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।

যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের লজ্জা বোধ হয় বটে কিন্তু তখন মনের মধ্যে যে একটা উৎসাহের বিস্ফারতা সঞ্চার হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়ই আমার চিত্তের মধ্যে স্থায়ী প্রাণসঞ্চার করিয়াছে। বাল্যকাল ভুল করিবার সময়, কিন্তু বিশ্বাস করিবার, আশা করিবার, উল্লাস করিবারও সময় বাল্যকাল। এই ভুলগুলিকে ইন্ধনস্বরূপ করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া থাকে তবে ভুলগুলা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহা ইহজীবনে কখনোই ব্যর্থ হইবে না। আমার রাশি রাশি ভুল আবর্জ্জনাকুণ্ডে রাশি রাশি ছাই জমা করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সেই বহুদিনের অগ্নিতে মানসজীবনের ঢালাই পেটাইয়ের কাজ বেশ রীতিমত চলিয়াছিল সে সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নাই।

আমেদাবাদ

ভারতী যখন দ্বিতীয় বৎসরে পড়িল মেজদাদা প্রস্তাব করিলেন আমাকে বিলাতে লইয়া যাইবেন। এ প্রস্তাব আমার স্বপ্নের অতীত ছিল। পিতৃদেব যখন সম্মতি

দিলেন তখন আমার চঞ্চল মন তাহার পাখা ঝট্‌পট্ করিতে লাগিল। সমুদ্র পার হইয়া একদিন য়ুরোপের মাটিতে পা দিতে পারিব ইহা আমার আশার চরম সার্থকতা ছিল।

বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে মেজদাদা আমাকে প্রথমে আমেদাবাদে লইয়া গেলেন তখন তিনি সেখানে ডিস্ট্রিক্ট্ জজ ছিলেন।

শাহিবাগে জজের বাসা ছিল। ইহা বাদশাহাদের আমলের প্রাসাদ—ঔরঙ্গজেবের জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই প্রাসাদের প্রাকারপাদমূলে গ্রীষ্মকালের ক্ষীণস্বচ্ছাস্রোতা সাবরমতী নদী তাহার বালুশয্যার একপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সেই নদীর শোভা সম্ভোগ করিবার জন্য প্রাসাদের সম্মুখ ভাগেই প্রকাণ্ড একটি ছাদ আছে। এগারোটার সময় মেজদাদা আদালতে চলিয়া গেলে আমি এই প্রাসাদের বিচিত্র পথ দিয়া বিচিত্র কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতাম :— সকলের উপরের তলায় একটি ছোট ঘরে আমার আশ্রয় ছিল। রাত্রেও আমি সেই নির্জ্জন ঘরে শুইয়া থাকিতাম। শুক্লপক্ষের কত নিস্তব্ধ রাত্রে আমি সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এইরূপ একটা রাত্রে আমি যেমন খুসি ভাঙা ছন্দে একটা গান তৈরি করিয়াছিলাম—তাহার প্রথম চারটে লাইন উদ্ধৃত করিতেছি।

“নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে অতি ধীরে গাওগো!
ঘুমঘোর ভরা গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠসাথে সুকণ্ঠ মিলাওগো!”

ইহার বাকি অংশ পরে ভদ্র ছন্দে বাঁধিয়া পরিবর্ত্তিত করিয়া তখনকার গানের বহিতে ছাপাইয়াছিলাম— কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনের মধ্যে সেই সাবরমতী নদীতীরের, সেই ক্ষিপ্ত বালকের নিদ্রাহারা গ্রীষ্মরজনীর কিছুই ছিল না। “বলি ও আমার গোলাপবালা” গানটা এম্‌নি আর এক রাত্রে লিখিয়া বেহাগসুরে বসাইয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিয়া বেড়াইয়াছিলাম! “শুন, নলিনী খোলোগো আঁখি” “আঁধার শাখা উজল করি”, প্রভৃতি আমার ছেলেবেলাকার অনেকগুলি গান এইখানেই লেখা।

ইংরাজিতে আমি যে নিতান্তই কাঁচা ছিলাম বিলাত যাইবার পূর্ব্বে সেটা আমার একটা বিশেষ ভাবনার বিষয় হইল। মেজদাদাকে বলিলাম আমি ইংরাজি

সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব আমাকে বই আনাইয়া দিন। তিনি আমার সম্মুখে টেন্ প্রভৃতি গ্রন্থকার রচিত ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসসংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন আমি তাহার দুরূহতা বিচারমাত্র না করিয়া অভিধান খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম। সেই সঙ্গে আমার লেখাও চলিতে লাগিল। এমন কি, অ্যাংলো স্যাক্‌সন ও অ্যাংলোনর্ম্মান সাহিত্য সম্বন্ধীয় আমার সেই প্রবন্ধগুলাও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। এইরূপ লেখার উপলক্ষ্যে আমি সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মেজদাদার কাছারি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত একান্ত চেষ্টায় ইংরাজি গ্রন্থের অর্থসংগ্রহ করিয়াছি।

মেজদাদার লাইব্রেরিতে ডাক্তার হেবর্লিন্ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত শ্রীরামপুরে মুদ্রিত পুরাতন একখানি সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহ ছিল। তাহাতে মেঘদূত অমরুশতক প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্য ছাপা হইয়াছিল। প্রায় কিছুই না বুঝিয়া বারম্বার পড়িয়া পড়িয়া, আন্দাজে অর্থ রচনা করিয়া এই সংস্কৃত কাব্য কয়টি লইয়া আমি ক্রমাগত উলট্‌পালট করিয়াছি।

বিলাতযাত্রা

এইরূপে আমেদাবাদে ও বোম্বাইয়ে মাসছয়েক কাটাইয়া আমরা বিলাতে যাত্রা করিলাম। অশুভক্ষণে বিলাতযাত্রার পত্র প্রথমে আত্মীয়দিগকে ও পরে ভারতীতে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এখন আর এগুলিকে বিলুপ্ত করা আমার সাধ্যের মধ্যে নাই। ইহার অধিকাংশ পত্রই বালকের বাহাদুরি দেখাইবার চেষ্টা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, আঘাত করিয়া, তর্ক করিয়া, রচনার আতসবাজি করিবার প্রয়াস। ইহার সমস্ত যে লেখকের যথার্থ হৃদয়ের কথা তাহা নহে ইহার অনেকটাই লোক-ভুলাইবার চাতুরীমাত্র। এই কারণে এই পত্রগুলি এখন আমাকে নিতান্তই পীড়িত করে। ইহার অবিনয় ও অসরলতা আমার কাছে কষ্টকর। একটা আশ্চর্য্য এই দেখিয়াছি, যতকাল বিলাতে ছিলাম আমার কবিতা লিখিবার উৎসাহ যেন একেবারে শুষ্ক হইয়াছিল। দেখা গেল আমার এই চিরপরিচিত আকাশের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও আমার গান গাহিবার কথা মনেও উদয় হয় না। কেবল ডেভন্‌শিয়ারের পুষ্পবিকীর্ণ বসন্তবিরাজিত টর্কি-নগরীর সমুদ্রতটে "মগ্নতরী" বলিয়া একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেও জোর করিয়া লেখা। মনে করিয়াছিলাম যখন আমি কবি একথা নিঃসংশয়

তখন এই নীলসাগরের শৈলবেলায়, 'পাইন্' অরণ্যের সুগন্ধচ্ছায়ায়, কুসুমাস্তীর্ণ শষ্পশয্যায় বসিয়া নিশ্চয়ই আমার কবিতা লেখা কর্ত্তব্য— নহিলে নিজের কাছেও খাটো হইতে হয়। তাই খাতা হাতে ছাতা মাথায় সমুদ্রের কলসঙ্গীত শুনিতে শুনিতে এই কবিতা লিখিয়াছিলাম। এবারকার এ লেখাটা "পৃথ্বীরাজের পরাজয়"-এর মত দয়া করিয়া আপনি হারাইয়া যায় নাই— ছাপা হইয়া গেছে— এখন গ্রন্থাবলী হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া জোর করিয়া ইহাকে হারাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি।

ভগ্নহৃদয়

বিলাতে থাকিতে আর একটি কাব্যের পত্তন হইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে জাহাজে. কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি। ভগ্নহৃদয় নামে ইহা ছাপা হইয়াছিল। তখন এই কাব্যটির প্রতি আমার বিশেষ একটা সগর্ব্ব মমত্ব জন্মিয়াছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করি নাই এবং গ্রন্থাবলীতেও ইহা স্থান পায় নাই।

আমার এই আঠারো বছর বয়সের কবিতা সম্বন্ধে আমার ত্রিশ বছর বয়সের একটি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম এইখানে উদ্ধৃত করি :—

"ভগ্নহৃদয় যখন লিখতে আরম্ভ করেছিলাম তখন আমার বয়স আঠারো বাল্যও নয় যৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধে নেই। একটু একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মত কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে— সত্যকার পৃথিবী একটা আজ্‌গবি পৃথিবী হয়ে ওঠে। মজা এই, তখন আমারই বয়স যে আঠারো ছিল তা নয়, আমার আশপাশের সকলেরই বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনারাজ্যে বাস করতেম। সেই কল্পনারাজ্যের খুব তীব্র সুখ-দুঃখও স্বপ্নের সুখ-দুঃখের মত। অর্থাৎ তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সত্য পদার্থ ছিল না। কেবল নিজেরই মনটা ছিল— তাই আপনমনে তিল তাল হয়ে উঠত। তিল তাল হয়ে না উঠলেও মনের সন্তোষ হত না— মনে হত ঠিক উপযুক্ত হচ্ছে না।··· যাহোক, সেই আঠারো বৎসর বয়সের দিকে চেয়ে দেখলে রাশি রাশি কুয়াশা দেখতে পাই। সেই অনির্দ্দিষ্ট কুয়াশায় আমার

তখনকার জীবন একটা অশ্রুময় ভাবে আর্দ্র করে রেখেছিল। আমার যে একটা অস্থির বিষাদের ভাব ছিল তার নির্দ্দিষ্ট কোনো সত্য কারণ ছিল না— বরঞ্চ অনির্দ্দিষ্টতাই তার যথার্থ কারণ। মন কি চায় তা ঠিক ঠাওরাতে পারত না —কারণ, চারদিকের আকাশ আচ্ছন্ন ছিল, উপন্যাস এবং কাব্য থেকে যা জান্‌তে পেত সেইটেকেই আপনার মনে করত। অনেক সময়ে রোগের একটা নাম দিতে পারলেও আরাম পাওয়া যায়— আমার সে সময়কার মানসিক ভাবটা নিজের একটা নামকরণ করবার চেষ্টা করত। তার নিজের মধ্যে অবশ্যই একটা সত্য ছিল কিন্তু সে সত্যটা যে কি তাকে কিছুতেই ঠাওরাতে পারত না বলে আপনাকে পুঁথিসম্মত অন্য পাঁচ নামে পরিচয় দিয়ে মিথ্যা করে তুলত। কেবল যে মিথ্যা পরিচয় তা নয় তদনুসারে তাকে মিথ্যা অভিনয়ও করতে হত।"

আমার পনেরো ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ তেইশ বছর পর্য্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল। যে যুগে পৃথিবীতে জল স্থলের বিভাগ ভাল করিয়া হইয়া যায় নাই, তখনকার সেই প্রথম পঙ্কস্তরের উপরে বৃহদায়তন অদ্ভুতাকার উভচর জন্তুসকল আদিকালের শাখাসম্পদহীন অদ্ভুত অরণ্যের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। আমার অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলা সেইরূপ অপরিমিত অদ্ভুত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন, পথহীন, অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারা একটা সত্য পায় নাই, একটা প্রতিষ্ঠা পায় নাই। তাহারা আপনাকেও জানে না, বাহিরে আপনার লক্ষ্যকেও জানে না। তাহারা নিজেকে কিছুই জানে না বলিয়া পদে পদে আর একটা কিছুকে নকল করিতে চায়, বাড়াবাড়ি করিতে থাকে। অসত্য, সত্যের অভাবকে অসংযমের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করে। জীবনের সেই একটা অকৃতার্থ অবস্থায় যখন অন্তর্নিহিত শক্তিগুলা উদ্গত হইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে, যখন সত্য তাহাদের লক্ষ্যগোচর ও আয়ত্তগম্য হয় নাই তখন আতিশয্যের দ্বারাই সে আপনাকে সকলের চেয়ে, সত্যের চেয়েও বড় করিয়া ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

শিশুদের দাঁত যখন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে তখন সেই অনুপাতে দাঁতগুলি শরীরের মধ্যে জ্বরের দাহ বিপ্লবের উত্তেজনা আনয়ন করে। সেই উত্তেজনার সার্থকতা ততক্ষণ কিছুই নাই যতক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁতগুলা বাহির হইয়া বাহিরের খাদ্যপদার্থকে অন্তরস্থ করিবার সহায়তা না করে। আমাদের মনের আবেগগুলিরও

সেই দশা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা বাহিরে আসিয়া বহির্জগতের সহিত আপন সম্বন্ধ অনুভব না করে, অন্তরের সহিত বাহিরের সামঞ্জস্য ও ভাবের সহিত সত্যের সম্মিলন স্থাপন না করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা ব্যাধির স্বরূপ হইয়া মনকে পীড়িত করিতে থাকে। বাহিরেই যাহার একমাত্র চরিতার্থতা বিশ্বজগৎকে গ্রহণ করাই যাহার যথার্থ কর্ম্ম, অন্তরের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় তাহা উপদ্রব, তাহা আতিশয্য।

আমার হৃদয়ের আবেগ আমার কল্পনাবৃত্তি পরিণতশক্তি লইয়া বিশ্বের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে জীবনের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রেতের কীর্ত্তন করিয়াছিল তাহার কোন চিহ্ন আমার কাছে আজ প্রীতিকর নহে এবং কোনো প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির কাছে তাহা উপাদেয় হইতে পারে না।

আমার জীবনের তখনকার অভিজ্ঞতা হইতে আজ একটা শিক্ষালাভ করিয়াছি। সে শিক্ষা সকল নীতিশাস্ত্রেই লেখে কিন্তু জীবনের শিক্ষা শাস্ত্রের চেয়ে প্রত্যয়জনক। আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তির স্বাভাবিক চারিতার্থতাই বাহিরে—আমাদের যাহা কিছু কষ্ট সেই চরিতার্থতার খর্ব্বতাতেই। স্বার্থ আমাদের প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে বাহিরে নিয়োগ করিতে পারে না, অনেকখানি হাতে রাখে—সেইজন্য স্বার্থসাধনের মধ্যে আমাদের দুঃখের অন্ত নাই! বিশ্বের মঙ্গল-কর্ম্মেই আমাদের প্রবৃত্তিগুলি পরিপূর্ণভাবে বাহিরে আসে, তাহাতেই তাহাদের যথার্থ মুক্তি এবং আমাদের যথার্থ আনন্দ। স্বার্থ যতক্ষণ প্রবল থাকে ততক্ষণ আমাদের পরিণতি হয় নাই, যে বাহিরে আসা আমাদের সমস্ত প্রকৃতির লক্ষ্য স্বার্থ তাহাতে বাধা দিয়াছে, এইজন্য দুঃখবেদনা, আতিশয্য, অসত্য স্বার্থসাধনের সাথের সাথী। এইজন্যই তখন আমাদের প্রবৃত্তিগুলি বিকৃত হইয়া লোভদ্বেষ ঈর্ষা হিংসারূপে আপনাকে এবং অন্যকে কেবলি পীড়ন করিতে থাকে। মঙ্গল-কর্ম্মে যখন তাহারা মুক্তিলাভ করে তখনি তাহারা স্বাভাবিক বিকারহীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কারণ, মঙ্গলকর্ম্মেই সত্য,—আমি আপনাকে লইয়া কখনো সত্য নই সমস্ত বিশ্বের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াই সত্য, সেই সত্যের যে কর্ম্ম তাহাই মঙ্গলকর্ম্ম, আমাদের প্রবৃত্তির পরিণাম সেইদিকে, আনন্দের পথও সেইদিকে।

সন্ধ্যাসঙ্গীত

আপনার মধ্যে অবরুদ্ধ যে অবস্থার কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি মোহিতবাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত আমার গ্রন্থাবলীতে সেই অবস্থার কবিতাগুলি "হৃদয় অরণ্য" নামের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "পুনর্মিলন" নামক কবিতায় আছে :—

"হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হনু পথহারা।
সে বন আঁধারে ঢাকা, গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।
নাহি রবি, নাহি শশী, নাহি গ্রহ, নাহি তারা,
কে জানে কোথায় দিগ্বিদিক!
আমি শুধু একেলা পথিক।"

'হৃদয় অরণ্য' নাম এই কবিতা হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে। এইরূপে যখন নিজের হৃদয়েরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আমার কল্পনা নানা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে-ছিল তখনকার অধিকাংশ কবিতাই আমি নূতন গ্রন্থাবলী হইতে বর্জ্জন করিয়াছি কেবল 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এ প্রকাশিত কতকগুলি কবিতা 'হৃদয় অরণ্য' বিভাগে স্থান পাইয়াছে।

এক সময় তেতালার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল— জ্যোতিদাদারা বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে আমি একা সেই বৃহৎ ছাদে ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কবিতাগুলি লিখিতে আরম্ভ করি। এই কবিতাগুলি লিখিবার সময় আমার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন বলিয়া উঠিয়াছিল— এইবার তুমি ধন্য হইলে। এতদিন পরে তুমি নিজের কথা নিজের ভাষায় লিখিতে পারিলে। এখন আর সঙ্গীতের জন্য তোমাকে অন্য কাহারো যন্ত্র ধার করিয়া বেড়াইতে হইবে না।

ইহাকে কেহ যেন গর্ব্বোচ্ছ্বাস বলিয়া জ্ঞান না করেন। পূর্ব্বের অনেক রচনায় আমি গর্ব্ব অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছি— এবার গর্ব্ব নহে। নিজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে হঠাৎ নিঃসংশয়তা অনুভব করিবার যে পরিতৃপ্তি তাহাকে

অহঙ্কার বলিব না। পক্ষীশাবক যেদিন হঠাৎ নিজের পাখা মেলিয়া বিনা পরের সাহায্যে আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে সেদিন নিজের সম্বন্ধে তাহার যে একটা বিস্ময় ও আনন্দ ঘটে— এখন হইতে আমি স্বাধীন বলিয়া সে যে একটা উল্লাস অনুভব করে— আমিও সেইরূপ নিজের স্বাধীন অধিকার লাভের আনন্দে নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম। সন্ধ্যাসঙ্গীতে আমি সর্ব্বপ্রথম নিজের সুরে নিজের কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার ছন্দ ভাষা ভাব সমস্তই কাঁচা হইতে পারে এবং কাঁচা হইবারই কথা কিন্তু দোষগুণসমেত তাহা আমার।

এই কারণে এই সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতাগুলি নূতন গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে রচিত "পথিক" নামক কেবল একটি কবিতা "যাত্রা" খণ্ডে বসিয়াছে— এবং ভানুসিংহের পদ ও কতকগুলি গান ইহার পূর্ব্বের রচনা।

দ্বিতীয়বার ব্যর্থ বিলাতযাত্রা

বিলাতে যখন বারিষ্টার হইব বলিয়া পড়া আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম এমন সময় পিতৃদেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পুনবায় কৃতিত্বলাভের জন্য বন্ধুগণ আমাকে বিলাত পাঠাইতে পিতাকে অনুরোধ করেন। এবারে বিশেষ ব্যাঘাতে আমরা মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসি। এইরূপে লক্ষ্মীর প্রসাদলাভের জন্য দুইবার যাত্রা করিয়া দুইবারই প্রত্যাখ্যান পাইয়াছিলাম। আশা করি, বার লাইব্রেরির ভূ-ভার বৃদ্ধি না করাতে আইন দেবতা আমাকে সদয়চক্ষে দেখিবেন।

গঙ্গাতীর

দ্বিতীয়বার বিলাতে যাইবার পূর্ব্বদিন সায়াহ্নে বেথুন সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিকাল কলেজ হলে আমি সভাস্থলে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সভাপতি ছিলেন বৃদ্ধ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার প্রবন্ধের বিষয় ছিল "সঙ্গীত"। যন্ত্রসঙ্গীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি গেয় সঙ্গীত সম্বন্ধে এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে গানের কথাকে গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলাই এইরূপ সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য ;— প্রবন্ধের মাঝে মাঝে গান গাহিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার বক্তব্যটিকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সভাস্থ লোকের বিশেষত সভাপতি মহাশয়ের নিকট হইতে প্রচুর সাধুবাদ পাইয়াছিলাম। তখন আমার মনে হইয়াছিল কথাটা এত সহজ ও সত্য যে

ইহাও যে লোককে বুঝানো আবশ্যক হইয়াছে এই আশ্চর্য্য। আজ আনন্দের সহিত স্বীকার করিব তখনকার অনেকগুলি ভ্রমের সঙ্গে আমার এই মতটিকেও পরিহার করিয়াছি। বস্তুত গীতিকলা কাব্যকলার অনুবর্ত্তী নহে। তাহার নিজের একটি বিশেষ প্রকৃতি এবং বিশেষ কাজ আছে— বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে গানের সেখানে আরম্ভ। অনির্ব্বচনীয়ের রাজ্যই গানের প্রকৃত রাজ্য। গানের সুর আমাদের মনে যে সৌন্দর্য্যবোধ যে আনন্দ জাগ্রত করে তাহা বাক্যের দ্বারা নির্দ্দেশযোগ্য নহে। এই জন্য গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যত কম থাকে ততই ভাল। হিন্দুস্থানী গানের কথাগুলি সাধারণত এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া সুর আপনার আবেদন অনায়াসে প্রচার করিতে পারে; —এইরূপে রাগিণী যেখানে কথার দ্বারা ব্যাঘাত না পায়, যেখানে শুদ্ধমাত্র স্বর-রূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সঙ্গীতের উৎকর্ষ। কিন্তু বাংলাদেশে বহুকাল হইতে কাব্যের প্রভাব, কথার আধিপত্য, এত বেশি যে এখানে বিশুদ্ধ সঙ্গীত নিজের স্বাধীন জায়গা করিয়া লইতে পারে নাই—এদেশে তাহাকে তাহার ভগিনী কাব্যকলার আশ্রয়েই বাস করিতে হয়— বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাবুর গান পর্য্যন্ত সকলেরই অধীনে থাকিয়া সে আপনার মাধুর্য্য বিকাশ করিয়াছে। কিন্তু অনেক সময়ে স্ত্রী যেমন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়া প্রকৃতপক্ষে স্বামীর প্রতি কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে এদেশে গানও সেইরূপ কথার অনুবর্ত্তন করিবার ভার লইয়া কথাকে ছাড়াইয়া গেছে। আমি যখন নিজে গান রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি তখন পদে পদে ইহা অনুভব করিয়াছি। মনে কর গুন্ গুন্ সুর করিতে করিতে আমি এই একটা লাইন লিখিলাম— "তোমার গোপন কথাটি, সখি, রেখো না মনে।" লাইনটির কথা অতি সহজ, তাহা ব্যাখ্যা করিবার দরকার করে না। কিন্তু সুরটা আমারই মনে ঐ কথার যে ব্যাখ্যা করিতে লাগিল তাহা ব্যক্ত করা বড় কঠিন। মনে হইতে লাগিল আমি যে গোপন কথাটি শুনিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছি তাহা যেন বনশ্রেণীর শ্যামলিমার মধ্যে মিলাইয়া আছে, পূর্ণিমারাত্রির নিস্তব্ধ শুভ্রতার মধ্যে ডুবিয়া আছে— তাহা যেন সমস্ত জলস্থল আকাশের নিগূঢ় গোপন কথা! বহু বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম "তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে।" সেই গানের ঐ একটিমাত্র পদ মনে

এমন একটি অপরূপ চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল যে আজো ঐ লাইনটা মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়। একদিন ঐ গানের ঐ পদটার মোহে আমিও একটা গান লিখিতে বসিলাম— স্বরগুঞ্জনের সঙ্গে প্রথম লাইন লিখিলাম— "আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী!" সঙ্গে সঙ্গে যদি সুরটুকু না থাকিত তবে এ গানের কি ভাব দাঁড়াইত জানি না, কিন্তু ঐ সুরটার মধ্য হইতে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্ত্তি মনে জাগিল। আমার মনে হইল জগতের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আছে, কোন্ রহস্যসিন্ধুর পারে তাহার বাড়ি— তাহাকেই শারদপ্রাতে, মাধবী রাত্রিতে ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি— হৃদয়ের মাঝখানেও মাঝে মাঝে তাহার আভাস পাওয়া গেছে, আকাশে কান পাতিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কখনো বা শুনিয়াছি— সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনীর দ্বারে আমার গানের সুর আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল— এবং আমি কহিলাম—

"ভুবন ভ্রমিয়া শেষে
এসেছি তোমারি দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে
ওগো বিদেশিনী!"

আমি তাই চিরকাল আমার গানের বই ছাপাইতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছি, কারণ, গানের কথাগুলো সুরের অভাবে নিতান্তই লক্ষ্মীছাড়া হইয়া থাকে; তাহার সেই নগ্নতা দীনতা লোকের সাম্‌নে প্রকাশ করিবার নহে। তাহারা যে সঙ্গীতের বাহনমাত্র সেই সঙ্গীতকে বাদ দিয়া তাহাদিগকে উপস্থিত করিলে লক্ষ্মীকে বাদ দিয়া লক্ষ্মীপেঁচাকে খাড়া করা হয়।

বিলাতযাত্রার আরম্ভপথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গার ধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আবার সেই গঙ্গা। সেই আলস্যে, আনন্দে, অনির্ব্বচনীয় বিষাদ ও ব্যাকুলতায় জড়িত স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি। যেমন করিয়াই দেখি, এইখানেই আমার স্থান, এই আমার আপনার সামগ্রী। এরূপ পরিবেষ্টনের, এরূপ জীবনের যদি কোনো দোষ থাকে তাহা আছে— কিন্তু যেটুকু লাভ করিতে পারি তাহা এইখান হইতেই পারি— যাহা কিছু আপনার করিয়াছি তাহা এই আমার অলসদেশের অবসরপূর্ণ শান্ত ছায়ার মধ্যেই করিয়াছি। আরো ত অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি— ভাল জিনিষ প্রশংসার জিনিষ

অনেক দেখিয়াছি— কিন্তু সেখানে ত আমার এই মার মত আমাকে কেহ অন্ন পরিবেষণ করে নাই। আমার কড়ি যে হাটে চলে না সেখানে কেবল সকল জিনিষে চোখ বুলাইয়া ঘুরিয়া দিন যাপন করিয়া কি করিব। যে বিলাতে যাইতেছিলাম সেখানকার জীবনের উদ্দীপনাকে কোনোমতেই আমার হৃদয় গ্রহণ করিতে পারে নাই। আমি আর একবার বিলাতে যাইবার সময় পত্রে লিখিয়াছিলাম :—

"নীচেকার 'ডেকে' বিদ্যুতের প্রখর আলোক আমোদপ্রমোদের উচ্ছ্বাস, মেলামেশার ধূম, গানবাজনা, এবং কখনো কখনো ঘূর্ণীনৃত্যের উৎকট উন্মত্ততা। এদিকে আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে ধীরে ধীরে চন্দ্র উঠ্‌চে, তারাগুলি ক্রমে ম্লান হয়ে আসচে, সমুদ্র প্রশান্ত ও বাতাস মৃদু হয়ে এসেছে; অপার সমুদ্রতল থেকে অসীম নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা, এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি নীরব উপাসনার মত ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। আমার মনে হতে লাগল যথার্থ সুখ কাকে বলে এরা ঠিক জানে না। সুখকে চাব্‌কে চাব্‌কে যতক্ষণ মত্ততার সীমায় না নিয়ে যেতে পারে ততক্ষণ এদের যথেষ্ট হয় না। প্রচণ্ড জীবন ওদের যেন অভিশাপের মত নিশিদিন তাড়া করেছে;— ওরা একটা মস্ত লোহার রেল গাড়ির মত চোখ রাঙিয়ে, পৃথিবী কাঁপিয়ে, হাঁপিয়ে, ধুঁইয়ে, জ্বলে, ছুটে, প্রকৃতির দুইধারের সৌন্দর্য্যের মাঝখান দিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে চলে যায়। কর্ম্ম বলে একটা জিনিষ আছে বটে কিন্তু তারি কাছে আমাদের মানবজীবনের সমস্ত স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবার জন্যেই আমরা জন্মগ্রহণ করিনি— সৌন্দর্য্য আছে, আমাদের অন্তঃকরণ আছে— সে দুটো খুব উঁচু জিনিষ।"

আমি বৈলাতিক কর্ম্মশীলতার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেছি না। আমি নিজের কথা বলিতেছি। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার অন্নের মতই আবশ্যক ছিল। যদিও খুব বেশিদিনের কথা নহে তবু ইতিমধ্যেই সময়ের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে। আমাদের তরুচ্ছায়াপ্রচ্ছন্ন গঙ্গাতটের নীড়গুলির মধ্যে কলকারখানা ঊর্দ্ধফণা সাপের মত প্রবেশ করিয়া সোঁ সোঁ শব্দে কালো নিশ্বাস ফুঁসিতেছে। এখন খর মধ্যাহ্নে আমাদের মনের মধ্যেও বাংলাদেশের স্নিগ্ধচ্ছায়া খর্ব্বতম হইয়া

আসিয়াছে— এখন দেশে কোথাও অবসর নাই। হয়ত সে ভালই— কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভালো এমন কথাও জোর করিয়া বলিবার সময় হয় নাই।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পরবর্ত্তী জীবন সম্বন্ধে আর একখানি পুরাতন চিঠি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিই :—

"যৌবনের আরম্ভ সময় বাংলাদেশে ফিরে এলেম। সেই ছাদ, সেই চাঁদ, সেই দক্ষিণে বাতাস, সেই নিজের মনের বিজন স্বপ্ন, সেই ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে চারিদিক থেকে প্রসারিত সহস্র বন্ধন, সেই সুদীর্ঘ অবসর, কর্ম্মহীন কল্পনা, আপন মনে সৌন্দর্য্যের মরীচিকা রচনা, নিষ্ফল দুরাশা, অন্তরের নিগূঢ় বেদনা, আত্মপীড়ক অলস কবিত্ব— এইসমস্ত নাগপাশের দ্বারা জড়িত বেষ্টিত হয়ে চুপ করে পড়ে আছি। আজ আমার চারদিকে নবজীবনের প্রবলতা ও চঞ্চলতা দেখে মনে হচ্চে আমারও হয় ত এ রকম হতে পারত। কিন্তু আমরা সেই বহুকাল পূর্ব্বে জেনেছিলেম— তিনজন বালক— তখন পৃথিবী আর একরকম ছিল। এখনকার চেয়ে অনেক বেশি অশিক্ষিত সরল, অনেক বেশি কাঁচা ছিল। পৃথিবী আজকালকার ছেলের কাছে Kindergarten এর কর্ত্রীর মত— কোনো ভুল খবর দেয় না— পদে পদে সত্যকার শিক্ষাই দেয়— কিন্তু আমাদের সময়ে সে ছেলেভোলাবার গল্প বলত— নানা অদ্ভুত সংস্কার জন্মিয়ে দিত— এবং চারিদিকের গাছপালা প্রকৃতির মুখশ্রী কোনো এক প্রাচীন বিধাতৃমাতার বৃহৎ রূপকথা রচনারই মত বোধ হত, নীতিকথা বা বিজ্ঞানপাঠ বলে ভ্রম হত না।"

এই উপলক্ষ্যে এখানে আর একটি চিঠি উদ্ধৃত করিয়া দিব। এ চিঠি অনেকদিন পরে আমার ৩২ বছর বয়সে গোরাই নদী হইতে লেখা— কিন্তু দেখিতেছি সুর সেই একই রকমের আছে। এই চিঠিগুলিতে পত্রলেখকের অকৃত্রিম আত্মপরিচয়— অন্তত বিশেষ সময়ে বিশেষ মনের ভাব প্রকাশ পাইবে। ইহার মধ্যে যে ভাবটুকু আছে তাহা পাঠকের পক্ষে যদি অহিতকর হয় তবে তাঁহারা সাবধান হইবেন— এখানে আমি শিক্ষকতা করিতেছি না।

"আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার কি কখনো জন্মগ্রহণ করব? যদি করি আর কি কখনো এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপরে বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে··· পড়ে থাক্‌তে পারব? হয়ত আর কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধেবেলা আর কখনো ফিরে পাব না। তখন কোথায় দৃশ্য পরিবর্ত্তন

হবে, আর, কি রকম মন নিয়েই বা জন্মাব ? এমন সন্ধ্যা হয়ত অনেক পেতেও পারি কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপর এত সুগভীর ভালবাসার সঙ্গে পড়ে থাক্‌বে না।··· আশ্চর্য্য এই, আমার সব চেয়ে ভয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি। কেননা সেখানে সমস্ত চিত্তটিকে এমন উপরের দিকে উদ্‌ঘাটিত রেখে পড়ে থাক্‌বার জো নেই— এবং পড়ে থাকাও সকলে ভারি দোষের মনে করে। হয় ত একটা কারখানায় নয় ত ব্যাঙ্কে নয়ত পার্লামেণ্টে সমস্ত দেহমনপ্রাণ দিয়ে খাটতে হবে। সহরের রাস্তা যেমন ব্যবসাবাণিজ্য গাড়িঘোড়া চলবার জন্যে ইটে বাঁধানো কঠিন, তেমনি মনটা স্বভাবটা বিজ্‌নেস্‌ চালাবার উপযোগী পাকা করে বাঁধানো, তাতে একটি কোমল তৃণ, একটা অনাবশ্যক লতা গজাবার ছিদ্রটুকু নেই। ভারি ছাঁটাছোঁটা গড়াপেটা আইনে বাঁধা মজবুত রকমের ভাব। কি জানি, তার চেয়ে আমার এই কল্পনাপ্রিয় আত্মনিমগ্ন বিস্তৃত আকাশপূর্ণ মনের ভাবটি কিছু-মাত্র অগৌরবের বিষয় বলে মনে হয় না।”

এখনকার কোনো কোনো নূতন মনস্তত্ত্ব পড়িলে আভাস পাওয়া যায় যে, একটা মানুষের মধ্যে যেন অনেকগুলা মানুষ জটলা করিয়া বাস করে, তাহাদের স্বভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমার মধ্যেকার যে অকেজো অদ্ভুত মানুষটা সুদীর্ঘকাল আমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছে— যে মানুষটা শিশুকালে বর্ষার মেঘ ঘনাইতে দেখিলে পশ্চিমের ও দক্ষিণের বারান্দাটায় অসংযত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইত, যে মানুষটা বরাবর ইস্কুল পালাইয়াছে, রাত্রি জাগিয়া ছাদে ঘুরিয়াছে, আজও বসন্তের হাওয়া বা শরতের রৌদ্র দেখা দিলে যাহার মনটা সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া দিয়া পালাই পালাই করিতে থাকে, তাহারই জবানী কথা এই ক্ষুদ্র জীবনচরিতের মধ্যে অনেক প্রকাশিত হইবে। কিন্তু একথাও বলিয়া রাখিব আমার মধ্যে অন্য ব্যক্তিও আছে— যথা সময়ে তাহারও পরিচয় পাওয়া যাইবে।

আমার গঙ্গার তীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পরিপূর্ণ বিকশিত পদ্মফুলের মত একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘোরতর বর্ষার দিনে হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির “ভরা বাদর মাহ ভাদর” পদটিতে সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন ক্ষ্যাপার মত কাটাইয়া দিতেছি ;— কখনো বা সূর্য্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন

আমি গান গাহিতাম— পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিম তটের অজস্র সোনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ব্ব বনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত;— আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্রশান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিক্‌ঝিক্‌ করিতেছে।

তখন যাহা মাথায় আসিত তাহাই লিখিতাম। ছোটো ছোটো গদ্য লেখাগুলা বিবিধ প্রসঙ্গ নামে ভারতীতে বাহির হইত— বৌঠাকুরাণীর হাট গল্পটাও এখানে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলাম— সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতা লেখাও চলিত।

আমরা যে বাগানে ছিলাম তাহা "মোরান্‌সাহেবের বাগান" নামে খ্যাত ছিল। এখন সেখানে কারখানা হইয়া সে বাড়িঘর সমস্ত ভাঙিয়া চুরিয়া অন্যরূপ হইয়া গিয়া থাকিবে। একেবারে গঙ্গার ঘাটের সোপান বাহিয়া পাথরে বাঁধানো একটি প্রশস্ত সুদীর্ঘ অলিন্দ পাওয়া যাইত— বাড়িটি তাহার সঙ্গেই সংলগ্ন। বাড়ির সর্ব্বোচ্চ তলায় বহুদ্বারবিশিষ্ট একটি গোলঘর ছিল সেইখানে আমার কবিতা লিখিবার জায়গা করিয়াছিলাম। সেখানে বসিলে গাছের মাথাগুলি ও খোলা আকাশ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়িত না। এই ঘরকে লক্ষ্য করিয়াই সন্ধ্যাসঙ্গীতে লিখিয়াছিলাম

অনন্ত এ আকাশের কোলে টলমল মেঘের মাঝার,
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর তোর তরে কবিতা আমার।

প্রভাত সঙ্গীত

এইরূপে গঙ্গাতীরে কিছুকাল কাটিয়া গেলে জ্যোতিদাদা কিছুদিনের জন্য চৌরঙ্গী জাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। এখানেও একটু একটু করিয়া বৌঠাকুরাণীর হাট ও একটা একটা করিয়া সন্ধ্যাসঙ্গীত লিখিতেছি এমন সময় একদিন আমার মধ্যে একটা আশ্চর্য্য উলট্‌পালট্‌ হইয়া গেল। সদর ষ্ট্রীটের রাস্তাটার পূর্ব্বপ্রান্তে বোধ করি ফ্রীস্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে যেমনি আমি সূর্য্যোদয় দেখিলাম অমনি আমার চোখের

উপর হইতে যেন একটা পর্দ্দা উঠিয়া গেল। একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার আচ্ছন্ন হইয়া গেল— আনন্দ এবং সৌন্দর্য্য সর্ব্বত্র তরঙ্গিত হইতে লাগিল— আমার মনে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক মুহূর্ত্তে ভেদ করিয়া অন্তরের মধ্যে বিশ্বের আলোক বিচ্ছুরিত হইল। আমি সেইদিনই সমস্ত মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" লিখিলাম। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু তখনো জগতের সেই আনন্দচ্ছবি লুপ্ত হইল না। আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। পূর্ব্বে যাহাদের সঙ্গ আমার পক্ষে বিরক্তি-কর ছিল তাহারা কাছে আসিলে আমার হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে লাগিল। রাস্তা দিয়া মুটেমজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গী, তাহাদের শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে সৌন্দর্য্যময় বলিয়া বোধ হইত। সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মত বহিয়া যাইত। রাস্তা দিয়া একটি যুবক আর একটি যুবকের কাঁধে হাত দিয়া যখন হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত, তখন তাহা আমার কাছে একটি অপরূপ ব্যাপার বলিয়া ঠেকিত— বিশ্বজগতের অফুরান রসের ভাণ্ডার হাসির উৎস আমার যেন চোখে পড়িত। কাজ করিবার সময়ে মানবশরীরে যে আশ্চর্য্য গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় পূর্ব্বে তাহা আমি লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই— এখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সঙ্গীত আমাকে একটা বৃহৎভাবে মুগ্ধ করিতে লাগিল। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই নানা কাজে নানা আবশ্যকে লক্ষ লক্ষ মানব চঞ্চল হইতেছে সেই ধরণীব্যাপী মানবসমাজের দেহচাঞ্চল্য একটা বিপুল সৌন্দর্য্য লইয়া আমার মনে যেন উদিত হইতে লাগিল। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটা গোরু আর একটা গোরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে, এই সকল প্রাত্যহিক দৃশ্যের অভ্যন্তর হইতে একটি অপরিমেয় রহস্য আমাকে যেন বিস্ময়ে পীড়ন করিতে লাগিল। সেই অবধি এই রহস্য আজও আমাকে ক্ষণে ক্ষণে আঘাত করিয়া অভিভূত করে। সেদিন আমাদের বাড়ির সম্মুখে একটা গাধার বাচ্ছা বাঁধা ছিল, হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া একটি বাছুর আসিয়া তাহার ঘাড় চাটিয়া দিতে আরম্ভ করিল— এই অপরিচিত মূঢ় পশুশাবক দুটির ভাষাহীন স্নেহসম্ভাষণদৃশ্যে একটা বিশ্বব্যাপী রহস্যবার্ত্তা আমার বুকের পাঁজরগুলার ভিতর দিয়া যেন বাজিয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময়ে যে লিখিয়াছিলাম—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি—

ইহা কবিকল্পনার অত্যুক্তি নহে। যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা লিখিবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

প্রভাত হল যেই কি জানি হল এ কি!
আকাশপানে চাই কি জানি কারে দেখি!
প্রভাতবায়ু বহে কি জানি কি যে কহে,
মরমমাঝে মোর কি জানি কি যে হয়।

এই উচ্ছ্বাস ও এই ভাষাকে বিদ্রূপ করা যাইতে পারে কিন্তু যে বালক ইহা রচনা করিয়াছিল তাহার পক্ষে ইহা কিছুই মিথ্যা ছিল না।

কিছুকাল আমার এইরূপ আত্মবিস্মৃত আনন্দে কাটিয়া গিয়াছিল। তাহার পরে জ্যোতিদাদার সঙ্গে দার্জ্জিলিঙে গিয়া সহর হইতে দূরে রোজ্‌ভিলা নামক একটি নিভৃত বাসায় আশ্রয় লইলাম।

প্রতিধ্বনি

হিমালয়ে আসিয়া আমার সেই আনন্দের উৎসাহ সহসা দূর হইয়া গেল— যে দৃষ্টি সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিল তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইলাম না। এই দার্জ্জিলিঙে প্রভাতসঙ্গীতের একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম প্রতি-ধ্বনি। সে কবিতাটা অনেকের কাছে দুর্ব্বোধ বলিয়া ঠেকে। আমি তাহার যে অর্থ অনুমান করিতেছি এই উপলক্ষ্যে তাহা বলিতে ইচ্ছা করি।

জগৎকে সাক্ষাৎ বস্তুরূপে যে দেখিতেছি, মাটিকে মাটি, জলকে জল, অগ্নিকে অগ্নি বলিয়া জানিতেছি তাহাতে আমাদের আবশ্যকের কাজ চলে সন্দেহ নাই। অনেকের পক্ষে অন্তত অধিকাংশ সময়ে জগৎ কেবল আবশ্যকের জগৎ হইয়াই থাকে। কিন্তু এই জগৎই যখন আমাদিগকে সৌন্দর্য্যে বিহ্বল রহস্যে অভিভূত করে তখন ইহা কেবল আমাদের পেট ভরায় না— অন্তরঙ্গভাবে আমাদের অন্তঃকরণকে আলিঙ্গন করে— বস্তু যেন তখন তাহার বস্তুত্বের মুখস্ খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া চিদ্‌ভাবে আমাদের চিত্তকে প্রণয়সম্ভাষণ করে। বস্তুজগৎ ভাবের

অন্তঃপুরে সেই যে একটা বহুদূরত্বের আভাস বহন করিয়া সূক্ষ্মভাব ধারণ করিয়া প্রবেশ করে তাহাকেই আমি প্রতিধ্বনি বলিতেছি। জগতের এই মূর্ত্তি ফসলের কথা বলে না, বাণিজ্যের কথা বলে না, ভূগোলবিবরণ ও ইতিবৃত্তের কথা বলে না —যেখানকার কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া আমাদিগকে আকুল করিয়া দেয় সে কোথাকার কথা ? সে কোন্ জায়গা, যেখানে বিশ্বজগতের সমস্ত ধ্বনি প্রয়াণ করিতেছে এবং সেখান হইতে অপূর্ব্ব সঙ্গীতরূপে প্রতিধ্বনিত হইয়া ভাবুকের অন্তঃকরণকে সেই রহস্যনিকেতনের দিকে আহ্বান করিতেছে !

অরণ্যের, পর্ব্বতের, সমুদ্রের গান,—
ঝটিকার বজ্রগীতস্বর—
দিবসের, প্রদোষের, রজনীর গীত,—
চেতনার, নিদ্রার, মর্ম্মর,—
বসন্তের, বরষার, শরতের গান,—
জীবনের, মরণের স্বর,—
আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
ব্যাপ্ত করি বিশ্বচরাচর,—
পৃথিবীর, চন্দ্রমার, গ্রহতপনের,
কোটি কোটি তারার সঙ্গীত,—
তোর কাছে জগতের কোন্ মাঝখানে
না জানি রে হতেছে মিলিত !
সেইখানে একবার বসাইবি মোরে,—
সেই মহা আঁধার নিশায়
শুনিব রে আঁখি মুদি বিশ্বের সঙ্গীত
তোর মুখে কেমন শুনায়।

বিশ্বের সমস্ত আলোকের অতীত যে অসীম অব্যক্ত সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন, ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকা, নৈমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোঽয়মগ্নিঃ— সেই বিশ্বলোকের অন্তরালের অন্তঃপুরে এই সমস্তই প্রয়াণ করিয়া সেখানকার কি আনন্দের আভাস সংগ্রহপূর্ব্বক ভাবুকের অন্তঃকরণে নূতনভাবে অবতীর্ণ হইতেছে। জগৎটা যখন সেই অনির্ব্বচনীয়ের মধ্য দিয়া আমাদের মনে আসে তখন আমাদিগকে ব্যাকুল করে। তাহাকেই কবি বলিয়াছে :—

তোর মুখে পাখীদের শুনিয়া সঙ্গীত
নির্ঝরের শুনিয়া ঝর্ঝর,
গভীর রহস্যময় অরণ্যের গান,
বালকের মধুমাখা স্বর,—
তোর মুখে জগতের সঙ্গীত শুনিয়া
তোরে আমি ভালবাসিয়াছি,
তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই,
বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি !

পাখীর ডাক শুধু ধ্বনিমাত্র, বায়ুর তরঙ্গ, কিন্তু তাহা যে গান হইয়া উঠিয়া আমার অন্তঃকরণকে মুগ্ধ করিতেছে এ ব্যাপারটা কোথা হইতে ঘটিল ? পাখীর ডাক কোন্ আনন্দগুহার মধ্য হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়া জগতের পরপার হইতে আমার এই ভাল লাগাটা বহন করিয়া আনিল ? এই সমস্ত ভাল লাগার ভিতর হইতে যথার্থত কাহাকে আমার ভাল লাগিতেছে— তাহাকে বিশ্বময় খুঁজিয়া ফিরিতেছি কিন্তু দেখিতে পাই কই ! কোথায় সে ছলনা করিয়া আছে !

জ্যোৎস্নায় কুসুমবনে একাকী বসিয়া থাকি
আঁখি দিয়া অশ্রুবারি ঝরে—
বল্ মোরে বল্ অয়ি মোহিনী ছলনা
সে কি তোর তরে ?
বিরামের গান গেয়ে সায়াহ্নের বায়
কোথা বহে যায় !
তারি সাথে কেন মোর প্রাণ হুহু করে,
সে কি তোর তরে ?
বাতাসে সুরভি ভাসে, আঁধারে কত না তারা,
আকাশে অসীম নীরবতা,—
তখন প্রাণের মাঝে কত কথা ভেসে যায়
সে কি তোরি কথা ?
ফুল হতে গন্ধ তার বারেক বাহিরে এলে

আর ফুলে ফিরিতে না পারে,
ঘুরে ঘুরে মরে চারিধারে ;
তেমনি প্রাণের মাঝে অশরীরী আশাগুলি
ভ্রমে কেন হেথায় হোথায়,
সে কি তোরে চায় ?

জগতের সৌন্দর্য্য আমাদের মনে যে আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলে সে আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য কোন্‌খানে ? সেইখানেই, যেখান হইতে এই সৌন্দর্য্য প্রতিধ্বনিত হইয়া আসিতেছে।

প্রভাতসঙ্গীত সম্বন্ধে একটি পত্র এইখানে উদ্ধৃত করি :—

"জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর"— ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সব প্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়— যেমন নবোদ্‌গতদন্ত শিশুটি মনে করচেন সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে পূরে দিতে পারেন। ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যায় মনটা যথার্থ কি চায় এবং কি চায় না— তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাষ্প সঙ্কীর্ণ সীমা অবলম্বন করে জ্বলতে এবং জ্বালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবী করে বস্‌লে কিছুই পাওয়া যায় না— অবশেষে একটা কোনো-কিছুর মধ্যে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশ লাভ করা যায়। প্রভাতসঙ্গীতে আমার অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস— সেই-জন্যে ওটাতে আর কিছুমাত্র বাচ-বিচার বাধাব্যবধান নেই।"

সদরষ্ট্রীটে বাসের সঙ্গে আমার আর একটা কথা মনে আসে। এই সময়ে বিজ্ঞান পড়িবার জন্য আমার অত্যন্ত একটা আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন হক্‌স্‌লির রচনা হইতে জীবতত্ত্ব ও লক্‌ইয়ার, নিউকোম্ব্‌ প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে জ্যোতির্বিদ্যা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতাম। জীবতত্ত্ব ও জ্যোতিষ্কতত্ত্ব আমার কাছে অত্যন্ত উপাদেয় বোধ হইত।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

প্রথম উচ্ছ্বাসের সাধারণ ভাবের আনন্দ ক্রমে আমাদিগকে বিশেষ পরিচয়ের দিকে লইয়া যায়। পূর্ব্বরাগ অনুরাগে পরিণত হয়। বস্তুত অনুরাগ পূর্ব্বরাগের

আমি দেখিতেছি প্রভাতসঙ্গীতের প্রথম কবিতা "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"

আমার হৃদয়ের

আমার কবিতার এই অন্তরপথটির একটি রূপক-মানচিত্র আঁকিয়া দিয়াছে।

একসময় ছিল যখন হৃদয় আপনার অন্ধকার গুহার মাঝে আপনি বদ্ধ ছিল : —

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,

আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।

রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,

ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ 'পরে।

তাহার পর বাহিরের বিশ্ব কোন্ এক ছিদ্র দিয়া আলোকের দ্বারা তাহাকে আঘাত করিল।

আজি এ প্রভাতে রবির কর

কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,

কেমনে পশিল গুহার আঁধারে

প্রভাত পাখীর গান!

না জানি কেনরে এতদিন পরে

জাগিয়া উঠিল প্রাণ!

তাহার পর জাগ্রত হৃদয়টি যখন বিশ্বকে সে দেখিল — তখন প্রথম

'প্রভাতসঙ্গীত' অধ্যায়ের একটি পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপিচিত্র

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ

অপেক্ষা এক হিসাবে সঙ্কীর্ণ। তাহা এক গ্রাসে সমস্তটা না লইয়া খণ্ড খণ্ডে চাখিয়া চাখিয়া লইতে থাকে। তখন সে প্রেমের একাগ্রতার দ্বারা অংশের মধ্যে সমগ্রকে, সীমার মধ্যেই অসীমকে উপভোগ করিতে পারে। তখন তাহার চিত্ত প্রত্যক্ষ একটির মধ্য দিয়া অপ্রত্যক্ষ অনেকের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করে। তখন সে যাহা পায় তাহা কেবলমাত্র নিজের মনের একটা অনির্দ্দিষ্ট ভাবানন্দ নহে, বাহিরের সহিত প্রত্যক্ষের সহিত একান্ত মিলিত হইয়া তাহার হৃদয়ের ভাব সম্পূর্ণ সত্য হইয়া উঠে।

নূতন প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে প্রভাতসঙ্গীতের কবিতাগুলিকে "নিষ্ক্রমণ" নাম দেওয়া হইয়াছে— কারণ, সেগুলি হৃদয়ারণ্য হইতে বাহিরের বিশ্বে প্রথম আগমন। তাহার পরে সমস্ত গ্রন্থাবলীতে সুখদুঃখ আলোক অন্ধকারে, সংসারের যাত্রী এই হৃদয়টার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে খণ্ডে খণ্ডে নানা সুর ও নানা ছন্দে বিচিত্রভাবে বিশ্বের সম্মিলন— অবশেষে এই বহুবিচিত্রের মধ্যে বহমান পরিচয়ধারা আর একবার যে পরিব্যাপ্ত একের মধ্যে আসিয়া মিলিত হয় সেই এক কেবল একটি অনির্দ্দিষ্ট আভাসমাত্র নহে তাহা সুনির্দ্দিষ্ট সত্য।

আমি দেখিতেছি প্রভাতসঙ্গীতের প্রথম কবিতা "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" আমার কবিতার আমার হৃদয়ের এই যাত্রাপথটির একটি রূপক-মানচিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল এক সময় ছিল যখন হৃদয় আপনার অন্ধকার গুহার মধ্যে আপনি বদ্ধ ছিল :—

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ পরে।

তাহার পর বাহিরের বিশ্ব কোন্ এক ছিদ্র বাহিয়া আলোকের দ্বারা তাহাকে আঘাত করিল।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান!
না জানি কেন রে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

তাহার পর জাগ্রত দৃষ্টিতে যখন বিশ্বকে সে দেখিল— তখন প্রথম দর্শনের আনন্দ আবেগ।

প্রাণের উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
আলিঙ্গন তরে উর্দ্ধে বাহু তুলি
আকাশের পানে উঠিতে চায়,
প্রভাতকিরণে পাগল হইয়া
জগৎ মাঝারে লুটিতে চায়!

তাহার পরে দুই শ্যামল কূলের মধ্য দিয়া, বিবিধ রূপ, বিবিধ সুখ, বিবিধ ভোগ, বিবিধ খেলার ভিতর দিয়া

যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব
কে জানে কাহার কাছে!

শেষকালে যাত্রার পরিণামক্ষণে মহাসাগরের গান শুনা যায়—

সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।

একটি অপূর্ব্ব অদ্ভুত হৃদয়স্ফূর্ত্তির দিনে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

প্রভাতসঙ্গীতের পরবর্ত্তী রচনা "প্রকৃতির প্রতিশোধ"-এ প্রভাতসঙ্গীতেরই অনুবৃত্তি ছিল। এই ক্ষুদ্র নাট্যটি কারোয়ারে লিখিয়াছিলাম। কারোয়ার বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ অংশে কর্ণাটের প্রধান সহর। সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। মেজদাদা তখন সেখানে জজ ছিলেন। আমরা একটি দল সদর ষ্ট্রীট হইতে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অল্প জায়গায় দেখিয়াছি। এই ক্ষুদ্র শৈলমালা-বেষ্টিত সমুদ্রের বন্দরটি এমন নিভৃত এমন প্রচ্ছন্ন যে সহরের উগ্রমূর্ত্তি ইহার মধ্যে

কিছুই দেখা যায় না। প্রশস্ত বালুতটের উপরে বড় বড় ঝাউগাছের অরণ্য। এই অরণ্যের এক প্রান্তে কালা নদী নামে একটি ক্ষুদ্র নদী তাহার দুই গিরিবন্ধুর উপকূলের মাঝখান দিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে। মনে আছে, একদিন শুক্লপক্ষের গোধূলিতে একটি ছোটো নৌকা করিয়া আমরা এই কালানদী বাহিয়া উজাইয়া চলিয়াছিলাম। এক জায়গায় তীরে নামিয়া শিবাজীর একটি প্রাচীন গিরিদুর্গ দেখিয়া আবার নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। ক্রমে নিস্তব্ধ বন পাহাড় এবং এই নির্জ্জন সঙ্কীর্ণ নদীর স্রোতটির উপর জ্যোৎস্নারাত্রি ধ্যানাসনে বসিয়া চন্দ্রলোকের যাদুমন্ত্র পড়িয়া দিল। আমরা তীরে নামিয়া একজন চাষার কুটীরে পরিষ্কার প্রাঙ্গণের মধ্যে চাঁদের আলোতে আসন পাতিয়া আহার করিয়া লইলাম। ফিরিয়া সমুদ্রের মোহানার কাছে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। সেইখানে নামিয়া বালুতটের উপর দিয়া হাঁটিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। তখন নিশীথ রাত্রি, সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, ঝাউ অরণ্যের নিয়ত মর্ম্মরিত পল্লবগুলির চাঞ্চল্য থামিয়া গিয়াছে, শুভ্র বালুকারাশির উপরে তরুচ্ছায়াগুলি নিস্তব্ধ, দূরে নীলাভ শৈলমালা পাণ্ডুরনীল আকাশতলে নিমগ্ন। এই উদার শুভ্রতা এবং স্তব্ধতার মধ্য দিয়া আমরা কয়েকটি মানুষ নীরবে চলিতে লাগিলাম। বাড়িতে পৌঁছিয়া ঘুমাইতে পারিলাম না:— এই শুক্লরাত্রি আমার সমস্ত দেহের রোমকূপের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া আমার সমস্ত অন্তঃকরণকে আবিষ্ট করিয়াছিল। সেই রাত্রেই যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহা সুদূর প্রবাসের এই সমুদ্রতীরের একটি বিগত রজনীর সহিত বিজড়িত। এই স্মৃতির সহিত তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাঠ করিলে পাঠকদের কেমন লাগিবে সন্দেহ করিয়া সঙ্কোচে নূতন গ্রন্থাবলীতে ইহা ছাপানো হয় নাই। আশা করি এইখানে সেই লেখাটিকে স্থান দিলে তাহার পক্ষে অনধিকার প্রবেশ হইবে না।

যাই, যাই, ডুবে যাই, আরো আরো ডুবে যাই
বিহ্বল অবশ অচেতন,—
কোন্‌খানে কোন্ দূরে নিশীথের কোন্ মাঝে
কোথা হয়ে যাই নিমগন!
হে ধরণী, পদতলে দিয়ো না দিয়ো না বাধা,
দাও মোরে দাও ছেড়ে দাও!

অনন্ত দিবসনিশি এমনি ডুবিতে থাকি
তোমরা সুদূরে চলে যাও !
তোমরা চাহিয়া থাক, জ্যোৎস্না-অমৃত-পানে
বিহ্বল বিলীন তারাগুলি !
অপার দিগন্ত ওগো, থাক এ মাথার পরে
দুই দিকে দুই পাখা তুলি !
গান নাই, কথা নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই,
নাই ঘুম, নাই জাগরণ,
কোথা কিছু নাহি জাগে, সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না লাগে
সর্ব্বাঙ্গ পুলকে অচেতন।
অসীম সুনীলে শূন্যে বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে,
তারে যেন দেখা নাহি যায়,
নিশীথের মাঝে শুধু মহান্ একাকী আমি
অতলেতে ডুবি রে কোথায় !
গাও বিশ্ব গাও তুমি সুদূর অদৃশ্য হতে
গাও তব নাবিকের গান—
শত লক্ষ যাত্রী লয়ে কোথায় যেতেছ তুমি
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান !
অনন্ত রজনী শুধু ডুবে যাই নিবে যাই
মরে যাই অসীম মধুরে,
বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে মিলায়ে মিশায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে !

একথা এখানে বলা আবশ্যক কোনো সদ্য আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে তখন যে লেখা ভাল হইতে হইবে এমন কথা নাই। ভাবের সঙ্গে ভাবুকের মাঝখানে কিঞ্চিৎ ব্যবধান হইলে তবেই সে ভাবটার উপর প্রকাশ করিবার মত জোর খাটে, তাহাকে ঠিক জায়গায় চাপিয়া ধরিতে পারা যায়, এইরূপ কিয়ৎপরিমাণ নির্লিপ্ততা না ঘটিলে ভাবের উপরে রচয়িতার কর্তৃত্ব চলে না।

এই কারোয়ারে সমুদ্রতীরের বাংলায় "প্রকৃতির প্রতিশোধ" লিখিয়াছিলাম। এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া অনন্তের মধ্যে আপনাকে বিশুদ্ধভাবে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল তখন সে ইহাই দেখিল, ক্ষুদ্রের মধ্যেই বৃহৎ, সীমার মধ্যেই অসীম, প্রেমের মধ্যেই মুক্তি। প্রেম যেখানেই আলো ফেলে সেইখানেই দেখিতে পাই সীমা নাই,— এইজন্য প্রেমের এই বাক্য অত্যুক্তি নহে—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

কারোয়ার হইতে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে ১২৯০ সালে ২৪শে অগ্রহায়ণে আমার বিবাহ হয়। তখন আমার বয়স ২২ বৎসর।

বালক

ছবি ও গান নাম ধরিয়া আমার যে কবিতাগুলি বাহির হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ এই সময়কার লেখা।

ভূরি পরিমাণ বাষ্প যেমন ক্রমে সংহত হইয়া কঠিন ভূমণ্ডলে পরিণত হইয়াছে, তেমনি আমার মনে হয় আমার কবিত্বরচনার বাষ্পীয় যুগ শেষ হইয়া এই ছবি ও গানে প্রথম সংহতির আরম্ভ দেখা দিয়াছে। এই ছবি ও গানের কালেই যেন বাহিরের উপর হইতে আমার দৃষ্টির সম্মুখের কুয়াশা কাটিয়া গিয়া বিশেষ বিশেষ চিত্র ও বিশেষ বিশেষ হৃদয়ভাবগুলি নির্দ্দিষ্টতা লাভ করিয়া আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছিল;— কিন্তু তখনো মিশ্রিত ভাবটা কাটে নাই,— দৃষ্টি তখনো স্বপ্নাবেশে জড়িত ছিল, তুলি তখনো স্পষ্ট রেখার টান দিতে শেখে নাই বলিয়া রং ছড়াইয়া ফেলিত।

এই সময়ে বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র মাসিকপত্র বাহির করিবার জন্য মেজ বধূঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সুধীন্দ্র, বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা

প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় কাগজ চলিতে পারে না জানিয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে হয়। এই কাগজটির নাম ছিল "বালক"।

দুই এক সংখ্যা "বালক" বাহির হইবার পর একবার কয়েকদিনের জন্য হাজারিবাগে যাইতে হয়। সেই হাজারিবাগ ভ্রমণের বিবরণ "দশদিনের ছুটি" নামে বালক-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতায় ফিরিবার সময় রাতের গাড়িতে ভিড় ছিল। ভাল করিয়া ঘুম হইতেছিল না— ঠিক চোখের উপরে আলো জ্বলিতেছিল; আমাদের সঙ্গের ইংরাজ আরোহী সেটাকে আবৃত করিতে অনিচ্ছুক ছিল। সেই অবস্থায় শুইয়া শুইয়া বালক-এর জন্য একটা গল্প লিখিবার উপযুক্ত আখ্যায়িকা ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রাকর্ষণ হইল। স্বপ্ন দেখিলাম, বলিদানের রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে— বাবা, এ কি, এ যে রক্ত! বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ যেন অন্তরে অন্তরে বিদ্ধ হইয়াও মুখে জোর করিয়া তাহার প্রশ্ন থামাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।— এই স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল এটি বেশ আমার গল্পের কাজে লাগিবে। বাড়িতে আসিয়াই এই স্বপ্নের সহিত ত্রিপুরার পুরাবৃত্ত মিশাইয়া "রাজর্ষি" গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালক-এ বাহির করিতে লাগিলাম।

"বালক" পত্রটি তখনকার দিনে কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আমাদের মধ্যে কাহারো ব্যবসায়বুদ্ধি লেশমাত্র ছিল না। একে কাগজের দাম নিতান্তই কম ছিল তাহার উপরে কে যে টাকা আদায় করিত, কোথায় তাহার হিসাব থাকিত তাহার ঠিকানা ছিল না। ছাপাখানার ঋণভার স্কন্ধে করিয়া এক বৎসর চালাইয়াই বালক বন্ধ করিতে বাধ্য হইলাম।

১. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩. কিশোরীচাঁদ মিত্র

—

রচনা-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম ধারাবাহিক প্রকাশ মাসিক প্রবাসীতে (ভাদ্র ১৩১৮ - শ্রাবণ ১৩১৯)। গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশিত হয় ১৩১৯ সালের ৯ শ্রাবণ (২৫ জুলাই ১৯১২)। যদিও জীবনস্মৃতি রবীন্দ্রজীবনের প্রথম পঁচিশ বছরের কয়েকটি ঘটনার ভিত্তিতে রচিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ইহাকে জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে। সে হিসাবে এ লেখা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক।'[১]

তাঁর মতে,

'জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে— তাহা কোন্ এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে— সে রঙ তাহার নিজের ভাণ্ডারের, সে রঙ তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে; সুতরাং পটের উপর যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।

এই স্মৃতির ভাণ্ডারে অত্যন্ত যথাযথরূপে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে কিন্তু ছবি দেখার একটা নেশা আছে, সেই নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। যখন পথিক যে-পথটাতে চলিতেছে বা যে-পান্থশালায় বাস করিতেছে, তখন সে-পথ বা সে-পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে; তখন তাহা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত অধিক প্রত্যক্ষ। যখন প্রয়োজন চুকিয়াছে, যখন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে, তখনই তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়।'[২]

অতীত দিনের ছবি দেখার নেশা রবীন্দ্রনাথের স্বভাবজাত। তার নিদর্শন শুধু 'জীবনস্মৃতি' নয়, জীবনসায়াহ্নে লেখা 'ছেলেবেলা'[৩] পুস্তিকা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শেষবয়সে রচিত একাধিক কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথ শৈশবের স্মৃতির সৌরভ ফুটিয়েছেন। অন্যূন দশটি রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিতে অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তে রচনার উদাহরণ পাওয়া যায়। তাঁর 'ছেলেবেলা' ও 'আত্মপরিচয়'[৪] পুস্তক দু'খানি বাদ দিলেও শুধু জীবনস্মৃতিরই তিন প্রস্ত পাণ্ডুলিপি[৫] বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংগৃহীত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের জিজ্ঞাসা —অতীত দিনের ছবি দেখার নেশা তো তাঁর ছিল, এ ছাড়া এমন কিছু ঘটনা কি রবীন্দ্রজীবনে ঘটেছিল যার প্রেরণায় ত্বরান্বিত হতে পেরেছে তাঁর জীবনস্মৃতি

রচনার কাজ ? এই জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানকালে একটিরও বেশি ঘটনার কথা আমাদের মনে পড়ে যায়। তার মধ্যে প্রথম ঘটনাটি ১৩০২ সালের— যখন তাঁর স্মৃতিনির্ভর আত্মজীবনী প্রথম প্রকাশিত হয় 'সখা ও সাথী' নামক মাসিক পত্রিকায় (শ্রাবণ, পৃ. ৭৬-৭৯) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৬] শিরোনামে।

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"-শীর্ষক উক্ত রবীন্দ্র-জীবনবৃত্তান্তে কবির বালক-কালের এমন কয়েকটি ঘটনা মুদ্রিত দেখা যায়, যে-গুলি তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ছাড়া অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এই ঘটনাগুলি জীবনস্মৃতির পৃষ্ঠা থেকে 'সখা ও সাথী'র জন্য সংকলিত— এরূপ অনুমান ঠিক নয়, কারণ, 'জীবনস্মৃতি'-প্রকাশের (শ্রাবণ ১৩১৯) সতেরো বছর আগে 'সখা ও সাথী'র শ্রাবণ সংখ্যায় রচনাটি প্রকাশিত (১৩০২)। অতএব, 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যে স্মৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন সতেরো বছর আগে সেই স্মৃতিচারণই করেছেন 'সখা ও সাথী'র সম্পাদক ভুবনমোহন রায়ের সঙ্গে কোনো এক নিভৃত সাক্ষাৎকারে— এরূপ অনুমান অসংগত নয়। এ অনুমানের সমর্থন আছে 'সখা ও সাথী'র পরবর্তী ভাদ্র-সংখ্যায় (পৃ. ১০৩-০৪) সম্পাদকের মন্তব্য সহ প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত পত্রে :

"রবিবাবুর পত্র।

শ্রাবণ মাসের সখা ও সাথীতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে বাল্যজীবনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহার দু'একটি ভ্রম দেখাইয়া রবীন্দ্রবাবু আমাদের যে চিঠি লিখিয়াছেন পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

"আধুনিক কালের শাস্ত্র অনুসারে পিণ্ডদানের পরিবর্ত্তে জীবনবৃত্তান্ত রচনা প্রচলিত হইয়াছে ; কিন্তু অনুরাগী ব্যক্তিগণ যখন তাঁহাদের প্রীতিভাজনের জীবদ্দশাতেই উক্ত বন্ধুকৃত্য আগে ভাগে সারিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন, তখন সজীব সশরীরে তাঁহাদের প্রদত্ত সেই অন্তিম সৎকার গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। প্রেতলোকের প্রাপ্য ইহলোকেই আদায় করিতে বসিলে মনে হয় ফাঁকি দেওয়া হইতেছে। ফলতঃ, এখনো আমার জীবন আমারই হস্তে আছে ; আশা করি আরও কিছুকাল থাকিবে ; যখন ইহার অধিকার ত্যাগ করিব তখন সেই পরিত্যক্ত জীবনটাকে লইয়া যাঁহার ধর্ম্মে যাহা বলে তিনি তাহাই করিতে পারেন। আপনারা যখন আমার বাল্যজীবন লিখিবেন বলিয়া আমাকে শাসন করিয়া

গিয়াছিলেন তখন তাহার গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করিতে পারি নাই— এবং নিশ্চিন্ত চিত্তে সম্মতি দিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আপনাদের মাসিক পত্রে প্রবন্ধের শিরোভাগে নিজের নাম ছাপার অক্ষরে দেখিয়া সবিশেষ লজ্জা অনুভব করিতেছি। ছাপার কালিতে ম্লান না দেখায় এমন উজ্জ্বল নাম অল্পই আছে।

কিন্তু তাহা লইয়া অধিক পরিতাপ করিতে বসিলে অবিনয় প্রকাশ করা হইবে। এক্ষণে কেবল আপনাদের প্রবন্ধের দুই একটা ভ্রম সংশোধন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

১. মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভায় নিমন্ত্রিত হইয়া আমি বাহিরের বারান্দায় বেড়াইতেছিলাম, সেইখানে বঙ্কিমের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার কোন নব প্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন এমন সময় কন্যাকর্তৃপক্ষের কেহ বঙ্কিমের কণ্ঠে পুষ্পমাল্য পরাইতে আসিলে তিনি তাহা লইয়া স্বহস্তে আমার গলে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেখানে দেশের প্রধান লেখকেরা উপস্থিত ছিলেন না— এবং মাল্যদানের দ্বারা বঙ্কিম আমাকে অন্যান্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদ দেন নাই।

২. ড্যালহৌসি পাহাড়ে থাকিতে আমার পিতা অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতেন ; আমাকে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ অভ্যাস করিবার জন্য রাত্রি চারিটার সময় উঠাইয়া দিতেন।

৩. শ্রীযুক্ত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়কে আপনাদের প্রবন্ধে স্মৃতিরত্ন উপাধি দেওয়া হইয়াছে। নিশ্চয়ই সেটা বিস্মৃতিবশতঃই ঘটিয়াছে।

৪. অভিভাবকগণ যথেষ্ট বাল্যবয়সেই আমাকে স্কুলে দিয়াছিলেন ; কিন্তু আমার অপেক্ষা অধিক বয়স্ক সঙ্গীগণ আমার পূর্ব্বেই স্কুলে যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হওয়াতে আমি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া প্রভূত শোক প্রকাশ করিয়াছিলাম সে কথা যথার্থ।

অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ভ্রমগুলি সংশোধন করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনের কথা নিজে যেমন জানেন তার হেরফের অপর কারো রচনায় ভবিষ্যতে আর যাতে না হয়, সেই সতর্কতারই ফল সম্ভবত রবীন্দ্র-নাথের স্বহস্তে জীবনস্মৃতি রচনার এই প্রেরণা। তাঁর কাছে তাঁর অতীতের

দিনগুলি ছবির প্রদর্শনীর-ই মতো। জীবনস্মৃতির ভূমিকায় তিনি তাই বলেন, "কয়েক বৎসর পূর্বে একদিন কেহ আমাকে জীবনের ঘটনা জিজ্ঞাসা করাতে, একবার এই ছবির ঘরে খবর লইতে গিয়াছিলাম।"

উদ্ধৃতাংশে উক্ত 'কেহ' বলতে যদি 'সখা ও সাথী'র সম্পাদককে না-বোঝায় তা হলে উক্ত 'কেহ' হতে পারেন 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের (১৩১১) সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। তাঁরই অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ প্রথম স্বহস্তে যে আত্ম-জীবনী লিখে পাঠালেন তার উপসংহারটি এরূপ :—

"···জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয় তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে —জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপ লাভ করিয়া থাকে— যাহা চোখের সম্মুখে মূর্ত্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া থাকে— যাহা অশরীরী ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে তাহাই যদি কাব্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে— তবেই কাব্য সফল হইয়াছে— এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনার মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।"[৭]

এর পরবর্ত্তী ঘটনায় (১৩১৭ সালের ২৮শে ভাদ্র), রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে একখানি চিঠিতে তাঁর জীবন ও রচনার যে-ইতিহাস[৮] সংক্ষেপে লিখে পাঠালেন 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সহসম্পাদক পদ্মিনীমোহন নিয়োগী সেটি তাঁর জীবনবৃত্তান্ত হলেও তাঁর প্রকৃত জীবনী নয়।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই তিনি তাঁর 'প্রকৃত জীবনী' 'জীবনস্মৃতি' রচনায় মনোনিবেশ করেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন,

"জীবনস্মৃতির খসড়া গত বৎসর [১৩১৭ / ১৯১০ ?] সমাপ্ত হয় ; কবি তাঁহার জন্মোৎসবের পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি খসড়া হইতে আমাদিগকে পড়িয়া শোনান। জন্মোৎসবের পর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাসীতে জীবনস্মৃতি ধারাবাহিক প্রকাশের জন্য চাহিয়া বসেন।"[৯]

উদ্ধৃতাংশে উল্লিখিত জীবনস্মৃতির খসড়া ও রবীন্দ্রবীক্ষার বর্তমান সংখ্যায় সংকলিত 'জীবনস্মৃতি প্রথম পাণ্ডুলিপি' অভিন্ন বস্তু। পূর্বে কথিত জীবনস্মৃতির

তিনপ্রস্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে এটিই প্রথম। প্রচলিত 'জীবনস্মৃতি'-গ্রন্থে উক্ত পাণ্ডুলিপি-ধৃত ভূমিকা[১০] অংশ মাত্র সংযোজিত (পরিশিষ্ট : গ্রন্থপ্রসঙ্গরূপে) ; সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি এ-পর্যন্ত অমুদ্রিত।[১১] অথচ, জীবনের স্মৃতিচারণ সূত্রে 'বিশুদ্ধ সাহিত্য সৌরভ' ফুটিয়ে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম প্রয়াস বিদ্বজ্জনের গোচরে আনা একান্তই প্রয়োজন। জীবন ও সাহিত্য— দুই পুষ্পের এক অভিন্ন বৃন্ত 'জীবনস্মৃতির প্রথম পাণ্ডুলিপি' শান্তিনিকেতনের ঘরোয়া আসরে পঠিত হলে পর 'প্রবাসী' মাসিক পত্র থেকে বার বার অনুরোধ আসতে থাকে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী পত্রিকার তৎকালীন সহসম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে যে-সকল পত্র লিখেছিলেন সেগুলি নিম্নে উদ্‌ধৃত করা গেল।[১২]

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত :

১. ওঁ

[পোষ্টমার্ক শিলাইদহ
১৬ মে ১৯১১]

প্রিয়সম্ভাষণমেতৎ

বাঃ তুমি ত বেশ লোক ! একেবারে আমার জীবনে হস্তক্ষেপ করতে চাও ! এতদিন আমার কাব্য নিয়ে অনেক টানাটানি গিয়েছে— এখন বুঝি জীবন নিয়ে ছেঁড়াছেড়ি করতে হবে ; সম্পাদক হলে মানুষের দয়ামায়া একেবারে তিরোহিত হয় তুমি তারই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হয়ে উঠচ।

যতদিন বেঁচে আছি ততদিন জীবনটা থাক্ তার বদলে ব্যাকরণের একটা কিস্তি এবার পাঠাই…।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. ওঁ

শিলাইদা / নদিয়া

প্রিয়বরেষু

আমার জীবনের প্রতি দাবি করে তুমি যে যুক্তি প্রয়োগ করেছ সেটা সন্তোষজনক নয়। তুমি লিখেছ "আপনার জীবনটা চাই"— এর পিছনে যদি

কামান বন্দুক বা অন্তত Halliday সাহেবের নাম স্বাক্ষর থাকত তাহলে তোমার যুক্তির প্রবলতা সম্বন্ধে কারো কোনো সন্দেহ থাকতনা— তদভাবে আপাতত আমার জীবন নিরাপদে আমারই অধিকারে থাকবে এইটেই সঙ্গত।

আসল কথা হচ্ছে এই যে তুমি ইহকাল পরকাল সকল দিক সম্পূর্ণ বিবেচনা করে এই প্রস্তাবটি করেছ, না, সম্পাদকীয় দুর্জ্জয় লোভে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে এই দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হচ্চ তা আমি নিশ্চয় বুঝতে পারচিনে বলে কিছু স্থির করতে পারচিনে। তোমার বয়স অল্প, হঠকারিতাই তোমার পক্ষে স্বাভাবিক ও শোভন ; অতএব এ সম্বন্ধে রামানন্দবাবুর মত কি, তা না জেনে তোমাদের মাসিক পত্রের black and white-এ আমার জীবনটার এক গালে চুন ও এক গালে কালী লেপন করতে পারব না। পঞ্চাশ পেরলে লোকে প্রগলভ হবার অধিকার লাভ করে কিন্তু তবুও শাদা চুল ও শ্বেত শ্মশ্রুতেও অহমিকাকে একেবারে সম্পূর্ণ শুভ্র করে তুলতে পারে না।··· ইতি ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

৩. ওঁ

[শিলাইদহ]

প্রিয়বরেষু

তোমার হাতেই জীবন সমর্পণ করা গেল। রামানন্দবাবুকে লিখেছি। কিন্তু অজিতের প্রবন্ধ[১৩] শেষ হয়ে গেলে এটা আরম্ভ হলেই ভাল হয়। লোকের তখন জীবন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য একটু বাড়তে পারে।··· ইতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪. ওঁ

[পোষ্টমার্ক শান্তিনিকেতন
১৪।৭।১৯১১]

প্রিয়বরেষু

জীবনস্মৃতিটা নিয়ে পড়েছি— ওটাও সাফসোফ করে দিচ্ছি— খুব মনোযোগ করে দেখলুম এ রচনাটা সাহিত্যে চলবার মত হয়েছে— নইলে কিছুতেই আমি দিতুম না। ২।৩ দিনের মধ্যে ওর প্রথম কিস্তিটি পাঠিয়ে দেব। শুক্রবার

ত্বদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫. ওঁ

[শিলাইদহ]

প্রিয়বরেষু

জ্ঞানের হাত দিয়ে জীবনীটা[১৪] পাঠিয়েছি-- পেলে কিনা কোনো খবর দাও নি কেন? সবটা পড়ে দেখো— যদি কোথাও কোনো খট্‌কা বাধে তবে সেটা সাফ করে ফেলো।

শ্রাবণে তোমরা আমার বার্দ্ধক্য সম্বন্ধে উল্লাস প্রকাশ করবার সঙ্কল্প করে লিখেছ— তা যদি হয় তবে সেইটে চুকে গেলে ভাদ্রমাসের প্রবাসীতে আমার জীবনস্মৃতি বের করলে কেমন হয়? তাহলে একটা প্রসঙ্গক্রমে ওটা বের হতে পারে।... ইতি সোমবার

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. ওঁ

[শিলাইদহ / জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮]

প্রিয়বরেষু

...জীবনস্মৃতি তোমাদের হাতে পূর্ব্বেই সমর্পণ করেছি। ভূমিকাটি[১৫] আগাগোড়া বদলে দিয়েছি বোধ হয় দেখেছ— অর্থাৎ আমার জীবন বলে একটা বিশেষ গন্ধ যাতে প্রবল হয়ে না ওঠে তার জন্যে আমার চেষ্টার ত্রুটি হয় নি— আমার ত বিশ্বাস ওতে বিশুদ্ধ সাহিত্যসৌরভ ফুটে উঠেছে কিন্তু আপরিতোষাদ বিদুষাং ইত্যাদি।...

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭. ওঁ

[শিলাইদহ]

প্রিয়বরেষু

... কবিকে [সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে] আমার কবিজীবনীটা[১৬] পড়িতে দিয়ো। সে ত সম্পাদকশ্রেণীর নহে সুতরাং তাহার হৃদয় কোমল— অতএব সে ওটা

পড়িয়া কিরূপ বিচার করে জানিতে ইচ্ছা করি। সত্যেন্দ্রর শরীর ত ভাল আছে ? ··· ইতি ২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত—

১. ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার জীবনস্মৃতি প্রবাসীতে বাহির করিবার পক্ষে আপনার অনুরোধ ছাড়া আর একটি কারণ ঘটিয়াছে। আমার বিদ্যালয়ের কোনো অত্যুৎসাহী শিক্ষক আমার ঐ লেখা নকল করিয়া মফস্বলে কোনো সভায় আমার জন্মদিন উপলক্ষ্যে পাঠ করিতে পাঠাইয়াছেন। প্রকাশ না করিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু ইহার অযথা ব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা যখন আছে তখন বিকৃতি লাভের পূর্বেই ওটাকে ছাপার অক্ষরে ধ্রুব করিয়া রাখা ভাল কিন্তু আগে অজিতের লেখাটা বাহির হইয়া গেলে তাহার পরে এটা প্রকাশ হওয়া কি ভাল নয় ? ভাবিয়া দেখিবেন। আমি ঐ লেখাটার ফাঁক ভরাইয়া আবার একটু সংশোধন করিয়া লইতেছি। যখন ইচ্ছা করেন পাইবেন।··· ইতি ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. ওঁ

শিলাইদা

নদীয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জীবনস্মৃতি কাপি করিতে দিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় অজিতের লেখার প্রথম কিস্তি অন্তত বাহির হইয়া গেলে এই প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়া উচিত। অজিত আমার জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন— তাহার লেখা পড়িয়া যদি পাঠকদের মনে কৌতূহল জাগ্রত হয় তবে এ লেখাটা তাঁহারা ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন। এবং অজিতেরই লেখার অনুবৃত্তি রূপে

এই জীবনস্মৃতির উপযোগিতা কতকটা পরিমাণে আছে। ইতিমধ্যে আমি··· বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিতেছি তিনি আমার লেখাটাকে যেন প্রচার না করেন।

জীবনস্মৃতি অনেকটা পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে— সমস্তটাই আবার নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যখন প্রবন্ধটা হাতে পাইবেন একবার ভাল করিয়া আগাগোড়া পড়িয়া দেখিবেন যদি কোনো স্থানে লেশমাত্র অহমিকা বা অনাবশ্যক প্রগল্‌ভতা প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা নির্ম্মম ভাবে কাটিয়া দিবেন। নিজের কথা বলিবার সময় কথার ওজন থাকে না। যে সব বৃত্তান্তকে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক বলিয়া বোধ করি তাহা সাধারণের কাছে তুচ্ছ ও বিরক্তিকর হইতে পারে। ইতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ ওঁ

শিলাইদা
নদীয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাল জ্ঞানের হাত দিয়া আমার জীবনস্মৃতির কাপি আপনার কাছে পাঠাইয়াছি, বোধহয় পাইয়াছেন।[১৬] আশা করি আমার এই লেখাটিতে আমার শত্রুমিত্র কোনো পক্ষকেই উত্তেজিত করিয়া তুলিবে না। যে পর্য্যন্ত পাঠাইয়াছি ইহার পরেও আরো খানিকটা লেখা আছে। তাহাতে ক্রমশ অধিক করিয়া আমার রচনার কথা আসিয়া পড়িয়াছে। আর একবার সংশোধন করিয়া লিখিয়া তাহার পরে বিবেচনা করা যাইবে সে অংশটা বাহির করা চলিবে কিনা। ইতি ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪ ওঁ

শিলাইদা
নদীয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জীবনস্মৃতির প্রুফ না হউক ফাইলটা আমার কাছে পাঠাইবেন কেননা কিছু কিছু বাড়ান চলিতেছে। আমার মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল— আর ২০।২২ দিন

লিখিতে পাইব ইহার মধ্যে সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। অতএব আপনি যদি জীবনস্মৃতির সমস্ত কাপি আমার কাছে রেজেষ্ট্রি করিয়া পাঠান তবে তাহার উপর শেষ তুলির পোঁচ দিয়া সমস্তটা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি। সীতার ইচ্ছা জীবনস্মৃতি আরো খানিকটা অগ্রসর করিয়া দিই তাহাও নিতান্ত অসম্ভব নহে অতএব কাপিগুলা একবার শীঘ্র করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ইতি ৮ই ফাল্গুন ১৩১৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫ ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আজ প্রুফ পাইলাম। ইহার শেষ প্যারাগ্রাফটায় কিছু যোগ করিয়া দিতে হইবে। আজই তাড়াতাড়ি লেখার সুবিধা হইল না, কারণ হাতে এখন একটা অন্য লেখার উপসর্গ আছে। ভগ্নহৃদয় শীর্ষক এই প্যারাগ্রাফটি বৈশাখের কিস্তিতে চালাইয়া দিবেন। সেই হইলেই ঠিক ভাল হয়— চৈত্রের শেষে ওটা ঠিক সঙ্গত হয় নাই— তাই এই প্যারাগ্রাফটা কাটিয়া রাখিলাম।

জীবনস্মৃতির শেষের কথাগুলা মোটামুটিভাবে লিখিয়া ফেলিতে ইচ্ছা আছে। কিন্তু মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল— ছুটি আর ত বাকি নাই। এই কয়দিনের মধ্যে কতটুকুই বা লিখিতে পারিব? বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা বড় প্রবন্ধ লিখিতে হাত দিয়াছি— ইতি ১৩ই ফাল্গুন ১৩১৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬ ওঁ

শিলাইদা

৩০ বৈশাখ ১৩১৯

কয়েকদিন থেকে আবার অসুস্থ বোধ করছি। জীবনস্মৃতি শ্রাবণের কিস্তিতে শেষ করে দিয়েছি— দেখলুম আর লেখবার সময়ও পাব না— ক্রমে জটিলতার অরণ্য ভেদ করে কলমও চলবে না।···

টীকা

১ 'জীবনস্মৃতি', সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ, সুলভ সংস্করণ, পৌষ ১৩৭৮, পৃ. ২

২ তদেব, পৃ. ১

৩ প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৪৭

৪ প্রথম প্রকাশ (রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পর) : ১ বৈশাখ ১৩৫০, পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত।

৫ অভিজ্ঞান-সংখ্যা যথাক্রমে : — ১৪৬ (১), ১৪৬ (২), ১৪৬ (৩)

এতন্মধ্যে তৃতীয়টি প্রবাসীতে প্রকাশিত ধারাবাহিক জীবনস্মৃতির প্রেসকপি; সীতা দেবী -কর্তৃক রবীন্দ্রভবনে উপহৃত। এই প্রেসকপির পাঠ এবং প্রচলিত জীবনস্মৃতি গ্রন্থের পাঠ প্রায় অভিন্ন।

দ্বিতীয়টি অসম্পূর্ণ; কিন্তু এর 'শিক্ষারম্ভ' অধ্যায়ে শিশুরবির সহিত সরস্বতীর প্রথম সুস্পষ্ট পরিচয়ের স্মৃতি লিপিবদ্ধ দেখা যায়। এর শিরোনামহীন ভূমিকা প্রচলিত 'জীবনস্মৃতি'র পরিশিষ্টে গ্রন্থপ্রসঙ্গ ২ রূপে মুদ্রিত। প্রথম খসড়াটি (অভিজ্ঞান ১৪৬/১) বর্তমান সংকলনে মুদ্রিত। এর শিরোনামহীন ভূমিকা প্রচলিত জীবনস্মৃতির পরিশিষ্টে গ্রন্থপ্রসঙ্গ-১ রূপে মুদ্রিত। অন্য কোনো অংশ কোথাও প্রকাশিত হয় নি।

৬ 'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' শিরোনামে মুদ্রিত প্রথম রবীন্দ্রজীবনবৃত্তান্ত :

'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যে ফুলের সৌরভ আছে, কুঁড়িতেই তাহার আভাষ পাওয়া যায়। যাহার কুঁড়িতে সৌরভ নাই, সে ফুল ফুটিলেও সৌরভ পাওয়া যায় না। মানুষেরও প্রতিভা থাকিলে সে প্রতিভা ফুটিয়া উঠিবার আগেই তাহার আভাষ পাওয়া যায়। যাঁহারা বড় লোক হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের জীবনেই আমরা এটি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।

আজ বাঙ্গলার একজন প্রধান প্রতিভাবান লেখকের সম্বন্ধে কয়েকটি কথা তোমাদিগকে বলিব। যে প্রতিভাবলে তিনি আজ এত যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, বাল্যকালে সেই প্রতিভা কি রকম করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

১২৬৮ সনের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। লক্ষ্মীসরস্বতীর একত্র মিলন প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু কলিকাতার এই ঠাকুর পরিবারের মধ্যে আমরা এ উভয়ের মিলন দেখিতে পাই। ধন ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে বিদ্যার এ প্রকার মিলন অতি বিরল।

খুব অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। তিনি বাল্যকাল হইতেই রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন এবং তাহা পাইলে আর কিছু চাহিতেন না। বাড়ীর একজন পুরাতন চাকর দরজার নিকট বসিয়া সুর করিয়া রামায়ণ

পড়িত, রবীন্দ্রনাথ একাগ্র হইয়া তাহা শুনিতেন, এবং শুনিতে শুনিতে কখনো হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন, কখনো অন্যায় অত্যাচারের কথা শুনিয়া রাগ সম্বরণ করিতে পারিতেন না, আবার কখনো দুঃখকষ্টের বিবরণ শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেন।

বাড়ীর চতুঃসীমার মধ্যেই বালক রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র পৃথিবীটি আবদ্ধ ছিল। বাড়ীর বাহির হইবার তাহার অধিকার ছিল না; এবং সমবয়স্ক অন্যান্য বালকদের সহিতও খেলিতে পাইতেন না। দক্ষিণ খোলা একটি ঘরে বসিয়া সম্মুখের পুষ্করিণী তীরের ঘন পল্লবময় বট-গাছটির দিকে চাহিয়া থাকিতেন এবং বাল্য কল্পনায় সেই ছায়াময় বটমূলে কত পরীর আবাস-স্থান দেখিতে পাইতেন। শ্বেতবর্ণ রাজহাঁসগুলি গলা বাঁকাইয়া পুষ্করিণীর কাল জলে আনন্দে সাঁতার দিয়া বেড়াইত, কখনো বা চঞ্চুদ্বারা আপনাদের পক্ষ পরিষ্কার করিত, মহা কুতূহলে বসিয়া বসিয়া তিনি তাহাই দেখিতেন।

গৃহের বাহিরে পৃথিবীর দৃশ্য কিরূপ, তাহা দেখিবার জন্য বালক রবীন্দ্রনাথের এক এক সময় একান্ত আকাঙ্ক্ষা হইত, একটু বাহিরে যাইবার স্বাধীনতা পাইবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। কোন সমবয়স্ক বালক বালিকাকে বাহিরের উন্মুক্ত বায়ুতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেখিলে, তাহাদিগকে আপনার অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী মনে করিতেন। কিন্তু শাসন বড় কঠিন ছিল, তিনি সে স্বাধীনতা পাইতেন না। তাই সময় সময় গৃহের ছাদে উঠিয়া প্রাচীরের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া, বাহিরের জগৎটা একটু দেখিয়া লইতেন। কিন্তু কি দেখিতেন? গৃহের পর গৃহ, ছাদের পর ছাদ। কলিকাতার ন্যায় বড় সহরে আর কি দেখিবেন? কোথাও কেহ ছাদে উঠিয়াছে, কোন ছাদে কেহ বা কাপড় শুকাইতে দিতেছে, একমনে বালক রবীন্দ্র তাহাই দেখিতেন এবং বাহিরের পৃথিবীর দৃশ্য দেখিবার সাধ তাহাতেই মিটাইতে হইত। স্কুলে যাইতে হইলেও তাঁহার এ সাধ কথঞ্চিত মিটিত, কিন্তু ছেলেবেলায় তাঁহাকে স্কুলেও যাইতে দেওয়া হয় নাই, বাড়ীতেই পণ্ডিত রাখিয়া পড়ান হইত। তাঁহার অপেক্ষা বয়সে দুই তিন বৎসরের বড় এক ভ্রাতা ও ভাগিনেয় তখন স্কুলে যাইতেন। তাঁহারা বয়স্কদের ন্যায় স্বাধীনভাবে বাড়ীর বাহিরে যান, আর তিনি গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন, ইহা তাঁহার কাছে অতিশয় জুলুম মনে হইত। স্কুলে যাওয়া আর স্বাধীনতা পাওয়া তাঁহার কাছে তখন একই কথা বলিয়া মনে হইত। স্কুলে যাইবার জন্য এক এক সময়ে তিনি কাঁদিতেন; তখন বাড়ীর পণ্ডিতমহাশয় বলিতেন— 'এখন স্কুলে যাওয়ার জন্য কাঁদছ, এরপর স্কুলে যেতে হবে বলে কাঁদবে।'

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রামায়ণ মহাভারতের গল্প তিনি একাগ্রমনে শুনিতেন। চারি পাঁচ বৎসর বয়সের সময় যখন নিজেই রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারিলেন, তখন আর আনন্দ ধরে না। তখন কতক বুঝিতেন, কতক বা বুঝিতেন না; কিন্তু তবু পড়িয়া কতই সুখী হইতেন। রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। কবিতা লেখার আরম্ভটা কিরূপে হয়, শুন। তাঁহার অপেক্ষা বয়সে চারি পাঁচ বৎসরের বড়, তাঁহার একজন আত্মীয়

একদিন তাঁহাকে বলিলেন,— "আয় রবি আমরা কবিতা লিখি।" রবি বলিলেন,— "কেমন করিয়া কবিতা লিখিতে হয়, তাত আমরা কিছুই জানি না।" তখন তিনি বলিলেন,— "ও আর শক্ত কি, প্রতি ছত্রে চৌদ্দটা করিয়া অক্ষর দিয়া মিল করিয়া লিখিলেই কবিতা হইল।" রবীন্দ্রও সেই উপদেশ অনুসারে কবিতা লিখিতে বসিলেন। তখন হাতের লেখা, অতি অল্প-বয়স্ক বালকের যেমন হইয়া থাকে, তেমনি ছিল : বড় বড় বাঁকা বাঁকা অক্ষরে রবীন্দ্রনাথ পদ্ম সম্বন্ধে এক কবিতা লিখিলেন, সেই তাঁহার প্রথম লেখা।

ইহার কিছুদিন পরে, তাঁহাদিগকে পানিহাটির বাগানে যাইয়া কিছুকাল থাকিতে হইবে স্থির হইল। পানিহাটির বাড়ীটি গঙ্গার ধারে, সম্মুখে বিস্তৃত বালুকাময় চড়া। গাছপালা, স্বভাবের শোভা, পাখীর গান, নদীর কুলু কুলু রব, এই সমস্ত দেখিবার ও শুনিবার জন্য রবীন্দ্র-নাথের মন বড় ব্যাকুল হইত। এতদিনে তাঁহার সে সাধ মিটিল। কলিকাতা থাকিতে তাঁহার একটুও স্বাধীনতা ছিল না, অন্যান্য বালকেরা যে স্বাধীনতাটুকু পায়, তিনি তাহাতেও বঞ্চিত ছিলেন। সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলে যেখানে সেখানে বেড়াইবে, অভিভাবকগণ তাহা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথ কতকটা স্বাধীনতা পাইলেন। সেই বাগানে যতদিন বাস করিতে পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার খুব সুখের দিন ছিল বলিয়া মনে করিতেন। গঙ্গা দিয়া নৌকা বাহিয়া যাইতেছে, কোথাও বা গঙ্গার চড়ায় নৌকা বাঁধিয়া যাত্রীরা রাঁধিতেছে, কখনো বা নদীর জলে টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়িতেছে, বালক রবীন্দ্রনাথ আকুল প্রাণে সেই সকল দেখিতেন। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদী এল বান' তখন তাঁহার মনে পড়িত এবং গঙ্গার চড়ায় যাত্রিদিগকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইত, শিবঠাকুর তাঁহার পরিবারবর্গ লইয়া গঙ্গার চড়ায় বাস করেন।

অভিভাবকগণ যখন রবীন্দ্রনাথকে স্কুলে পাঠাইবার উপযুক্ত মনে করিলেন, তখন নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সেই সময়ে নর্ম্মাল স্কুলে সাতকড়ি দত্ত নামে একজন শিক্ষক ছিলেন, তিনি কোন প্রকারে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, এই বালক কবিতা লিখিতে পারে। তাই একদিন রবীন্দ্রনাথকে ডাকিয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রবীন্দ্রনাথ হাঁ বলিলেন। তখন সাতকড়িবাবু বলিলেন, 'আচ্ছা আমি দুটি পদ দিতেছি, তুমি ইহা লইয়া একটি কবিতা রচনা কর।'

"রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।"

বালক রবীন্দ্র এই দুটি চরণ লইয়া এক মস্ত কবিতা লিখিয়া দিলেন ; তাহা হইতে দুটি ছত্র নীচে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

"মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।"

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স আট বৎসর মাত্র। উদ্ধৃত দুটি চরণ পড়িলেই, এই ক্ষুদ্র বালকের প্রতিভার আভাষ পাওয়া যায়।

হরনাথ পণ্ডিত নামে একজন শিক্ষক এই সময়ে নর্ম্মাল স্কুলে ছিলেন। এই লোকটির প্রকৃতি বড় ভাল ছিল না ; ছেলেদের সঙ্গে তিনি বড় ভাল ব্যবহার করিতেন না। রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষকের উপর হাড়ে চটা ছিলেন ; কখনো ইহার সহিত কথা কহেন নাই, ক্লাশে পড়া জিজ্ঞাসা করিলেও রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তর করিতেন না। ইহার জন্য অনেক সময় তাঁহাকে খুব কঠিন শাস্তি পাইতে হইয়াছে, অনেক সময় উঠানে রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। সে আবার সোজা দাঁড়ান নয়, মাথা হেঁট করিয়া পিঠ বাঁকাইয়া, অনেকক্ষণ একভাবে থাকিতে হইত। কিন্তু এত কঠিন শাস্তি দিয়াও হরনাথ পণ্ডিত রবিকে কথা বা পড়া বলাইতে পারেন নাই। তিনি মনে করিতেন ছেলেটার কিছু হইবে না ; কিন্তু যখন বৎসরের শেষে পরীক্ষায় মধুসূদন স্মৃতিরত্নের নিকট রবীন্দ্র খুব বেশী নম্বর পাইয়া ক্লাসে ১ম কি ২য় হইলেন, তখন হরনাথ পণ্ডিত তাহা বিশ্বাসই করিলেন না। তিনি বলিলেন, পরীক্ষক পক্ষপাত করিয়া বেশী নম্বর দিয়াছেন। যে সারা বৎসর কিছু পড়ে নাই, সে কেমন করিয়া এত নম্বর পাইল। রবীন্দ্রনাথের পুনরায় পরীক্ষা দিতে হইল। এবার অন্যান্য শিক্ষকদের সমক্ষে পরীক্ষা হইল। রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্বের অপেক্ষাও এবার বেশী নম্বর পাইলেন। রবীন্দ্রনাথ মনোযোগের সহিত পড়া তৈয়ার করিতেন, কিন্তু হরনাথ পণ্ডিতের উপর বিরক্তি বশতঃ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতেন না। হরনাথ পণ্ডিতের মনে হইত, রবি কিছুই করে না।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ পিতৃঠাকুর মহাশয়ের সহিত বোলপুরে যান। সেখানে তৃণলতা, পত্র-পুষ্পশোভিত ক্ষেত্রের উন্মুক্ত বায়ুতে ছুটাছুটি করিবার স্বাধীনতা পাইয়া, সে যেন এক নূতন জীবন পাইলেন।

তারপর পিতার সহিত ডাল্‌হাউসি পাহাড়ে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাত্রি চারিটার সময় উঠিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, পুত্রকেও সেই সময়ে উঠিয়া সংস্কৃত রামায়ণের শ্লোক ও সংস্কৃত ব্যাকরণ মুখস্ত করিতে হইত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিষ বড় ভালবাসিতেন। বালক রবীন্দ্রনাথকে আকাশের তারা দেখাইয়া জ্যোতিষের কথা শিখাইতেন এবং সৃষ্টিকর্তার মহিমার কথা বলিতেন। ইংরাজী জ্যোতিষের পুস্তক হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গালা রচনা শিক্ষা হইত।

কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই নগরে তাঁহার ভ্রাতা, সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট গিয়া থাকেন। সেখানে সত্যেন্দ্রবাবুর লাইব্রেরিতে বসিয়া ইংরাজী কবিতা পুস্তক পড়াই তাঁহার প্রধান কাজ ছিল। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ১৫ কি ১৬ বৎসর এবং এই সময় হইতেই তিনি রীতিমত লিখিতে আরম্ভ করেন। ভারতী মাসিক পত্রে এই সময় হইতেই তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ বিলাতের লণ্ডন ইউনিভারসিটি কলেজে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন, এবং ইউরোপের নানা দেশ বেড়াইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। সেই অবধি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চ্চায় নিযুক্ত আছেন। রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি কবিতাপুস্তক লিখিয়াছেন ; এবং তাঁহার কবিতা, বাঙ্গালা ভাষায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে বলা যায়। সকল প্রকারের সঙ্গীত রচনায়ই তিনি সিদ্ধহস্ত নিজেও একজন অতি সুগায়ক ; সঙ্গীতের ভাষা, ভাব ও সুরের এমন সুন্দর সমাবেশ ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীত রচনায় রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। নাটক নভেলও তাঁহার কয়েকখানি আছে, তাহা ছাড়া প্রবন্ধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের ত সংখ্যাই নাই। তাঁহার রচিত 'রাজর্ষি' বালক বালিকাদের পড়িবার উপযোগী একখানি অতি সুন্দর পুস্তক। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কবিতাই অধিক লিখিতেন এবং একজন অসাধারণ কবি বলিয়াই পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল তাঁহার সমকক্ষ গদ্য লেখকও বড় দেখা যায় না। বঙ্কিমবাবু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অতিশয় প্রশংসা করিতেন। একবার একটি সভায় দেশের প্রধান প্রধান লেখকগণ একত্রিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বঙ্কিমবাবুর গলায় এক ছড়া মালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু বঙ্কিমবাবু সেই মালা ছড়াটি, রবীন্দ্রনাথের গলায় সাদরে পরাইয়া দিলেন। দেশের প্রধান প্রধান লেখকদিগের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর কাছে এ প্রকার সমাদর লাভ করা সাধারণ গৌরবের কথা নয়। আজকাল রবীন্দ্রনাথকে দেশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আত্মপরিচয়' (১ বৈশাখ ১৩৫০), পৃ. ২৯
উদ্ধৃতি-সংবলিত মূল রচনাটি 'বঙ্গভাষার লেখক, প্রথম ভাগ'-গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত (পৃ. ৯৬৪-৮৪)

৮ 'আত্মপরিচয়' (১ বৈশাখ ১৩৫০) পৃ. ১০৭-১২। চিঠিখানি প্রথম ১৩৪৮-এর কার্তিক সংখ্যা প্রবাসীতে মুদ্রিত।

৯ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড (আশ্বিন ১৩৬৮), পৃ. ২৬৫

১০ জীবনস্মৃতি (পৌষ ১৩৭৮ সং), পৃ. ১৫৫-৫৭

১১ 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র কার্তিক-পৌষ ১৩৫০ সংখ্যায় (পৃ. ১০৯-২৭) "শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত" "জীবনস্মৃতির খসড়া"র [ভূমিকা]য় বলা হয়েছে :

"জীবনস্মৃতি যে আকারে এখন প্রচলিত বিষয়বস্তুতে প্রায় এক হইলেও তাহার সহিত এই পূর্বতন ভাষার খসড়ার ভাষায় অনেকস্থলেই প্রচুর পার্থক্য আছে এবং ইতস্তত এমন সব খুঁটিনাটি খবর আছে যে সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য কিছুতেই মিটিতে চায় না। রচনাকুশলতার দিক দিয়া মুদ্রিত গ্রন্থ অনেক সংহত ; আলোচ্য খসড়াতে অনেক বিষয়ের অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত আলোচনা আছে যাহা পরিবর্জন বা পরিমার্জন করিয়া সাহিত্যের দিক দিয়া লাভই হইয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করিবেন। কিন্তু স্বীয়

জীবন ও রচনার ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা যাঁহারা পর্যাপ্ত মনে করেন না, সে সম্বন্ধে তাঁহার মুখ হইতে আরো দু-চার কথা— এমন কি, পুরাতন কথা নূতন ভাষায় হইলেও— শুনিবার জন্য যাঁহারা লোলুপ, এবং আত্মপরিচয় দিতে গিয়া যেখানে ইঙ্গিতমাত্র করিলে চলিত সেখানে কিছু বিস্তারিত করিয়া বলিলে লেখককে যাঁহারা অতিকথনের অপবাদ দিবেন না, তাঁহারা আনন্দিত ও উপকৃত বোধ করিবেন মনে করিয়া এই পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো অংশ মুদ্রিত হইল।"

১২. জীবনস্মৃতির প্রেসকপি প্রবাসীতে পাঠানোর সময় এবং মুদ্রণকালে লিখিত চিঠিপত্র এবং তৎসম্পর্কিত অন্যান্য প্রসঙ্গের বিশদ পরিচয়ের জন্য দ্রষ্টব্য : গ্রন্থপরিচয় জীবনস্মৃতি, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৬

১৩. অজিতকুমার চক্রবর্তী -লিখিত "রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক প্রবন্ধ— রবীন্দ্রজন্মোৎসবে (১৩১৮) শান্তিনিকেতনে পঠিত। প্রবাসী, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৮ সংখ্যাদ্বয়ে প্রকাশিত।

১৪. জীবনস্মৃতির প্রেসকপি— সংশোধিত তৃতীয় পাণ্ডুলিপি— অভিজ্ঞান ১৪৬(৩)

১৫. প্রচলিত জীবনস্মৃতিতে শিরোনামহীন ভূমিকারূপে মুদ্রিত (পৃ. ১-২)

১৬. জীবনস্মৃতির প্রেসকপি— সংশোধিত তৃতীয় পাণ্ডুলিপি রূপে পরিচিত— অভিজ্ঞান-সংখ্যা ১৪৬(৩)

১৭. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী বিশ্বভারতী-কর্তৃক 'চিঠিপত্র-১২' রূপে প্রকাশিত হবে।

ঘটনাপ্রবাহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

৩০ নভেম্বর ১৯৮৪ ॥

উপাচার্য শ্রীঅম্লান দত্তকে রবীন্দ্রভবনের পক্ষ থেকে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় 'বিচিত্রা' গৃহের একতলায়। অধ্যক্ষ শ্রীনরেশ গুহ এবং অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়ের ভাষণের পর বিদায়ী উপাচার্য এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

৮ মে ১৯৮৫ ॥

পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠিত হয় উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে।

রবীন্দ্রভবন-কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনী

৫-২০ নভেম্বর ১৯৮৪ ॥

'প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরার শান্তিনিকেতন'-শীর্ষক এক প্রদর্শনী উন্মুক্ত ছিল 'বিচিত্রা'গৃহের একতলায়।

৩১ জানুয়ারি - ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ ॥

কালীমোহন ঘোষের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি প্রদর্শনী উন্মুক্ত ছিল 'বিচিত্রা'গৃহের একতলায়।

১২ এপ্রিল ১৯৮৫ ॥

প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর রবীন্দ্রভবন পরিদর্শন উপলক্ষে জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধী -সম্পর্কিত একটি বিশেষ প্রদর্শনী উন্মুক্ত ছিল 'বিচিত্রা'গৃহের একতলায়।

রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংগৃহীত সামগ্রী

নভেম্বর ১৯৮৪ - মে ১৯৮৫

১। পুলিনবিহারী সেন-সংগ্রহ ॥

রবীন্দ্রনাথের নিকট আত্মীয় এবং ঠাকুরপরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের লেখা চিঠিপত্র এবং অন্যান্য মূল্যবান অভিলেখ - এ পর্যন্ত ১০ (দশ) প্রস্ত পাওয়া গিয়েছে; এরূপ আরো কয়েকপ্রস্ত অভিলেখ-সামগ্রী শীঘ্র এসে পৌঁছবে আশা করা যায়। মোট সংগ্রহ-প্রাপ্তির পর একটি দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

২। শ্রীসুবল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপহার ॥

ক) কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের
২ দুইখানি চিঠির ফোটোকপি — ২ পৃষ্ঠা

খ) সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখণ্ড জমিক্রয়ের
দলিলের ২৩।১০।১৯০৮ জেরক্স কপি — ৭ পৃষ্ঠা

গ) অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির ফোটোকপি ১ পৃষ্ঠা

ঘ) গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবির ফোটোকপি ১ পৃষ্ঠা

৩। শ্রীজীবেন্দ্রকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরীর উপহার ॥

রবীন্দ্রনাথ রচিত পাঁচটি কবিতা :

ক) ভাবিতেছ মনে··· ২৯ জুলাই ১৯৩৩ ২ পৃষ্ঠা

খ) তোমাদের দান··· ১ পৃষ্ঠা

গ) তুমি পূজনীয়··· ১ পৃষ্ঠা

ঘ) বাহিরে যখন··· ৭ ফাল্গুন ১৩৩৪ ৪ পৃষ্ঠা

ঙ) বর্ষার নবীন মেঘ··· ১৮ আষাঢ় ১৩২৯ ৫ পৃষ্ঠা

রবীন্দ্রনাথের পত্র : শ্রীজীবেন্দ্রকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরীকে

তোমাদের ত্রয়োদশীর··· ২৫ ভাদ্র ১৩৪৩ ১ পৃষ্ঠা

৪। শ্রীনির্মালা আচার্যের উপহার ॥

Xerox copy of an article :
CHOKHER BALI
Rabindranath Tagore as a Novelist
by J. D. Anderson
} ৮ পৃষ্ঠা

রবীন্দ্রবীক্ষা

অপ্রকাশিত বা বিরলপ্রচারিত রবীন্দ্ররচনা, রবীন্দ্ররচনার পাঠবৈচিত্র্য ও পাঠপরিবর্তন, রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ প্রণালীবদ্ধ আলোচনা, এ-সবের ষাণ্মাসিক সংকলন। পূর্ব-প্রকাশিত বারোটি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী :—

সংকলন ১ ॥ 'শিল্পী' (তুলনীয় 'জন্মদিনে' সংখ্যা ২৪) কবিতার পাঠ-বিবর্তন, ঠাকুর-বাড়ির 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র (প্রচ্ছদ) ও অন্যান্য।

সংকলন ২ ॥ 'অরূপরতনে'র সম্পূর্ণ রূপান্তর ও সম্পূর্ণ প্রেস-কপির সংরক্ষিত অংশ—উভয়ই অ-পূর্ব-প্রচারিত ও নূতন আবিষ্কার বলা চলে— এ সংখ্যায় আনুপূর্বিক মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত রেখাবদ্ধ অপরূপ প্রতিকৃতি, রচনাকাল '২৩ চৈত্র ১৩৪৭'। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত প্রচ্ছদ।

সংকলন ৩ ॥ ইংরেজিতে শিশুদের অভিনয়যোগ্য মৌলিক নাটিকা King and Rebel ও তৎসম্পর্কিত তথ্য। পুনশ্চ-ধৃত 'বালক' কবিতার গদ্যে প্রথম 'খসড়া'। তা ছাড়া 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ', রাজা-অরূপরতনের গানের তালিকা ও অন্যান্য। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত মুখোষ ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লিপিচিত্র বা লেখাঙ্কন।

সংকলন ৪ ॥ 'বলাকা'য় ছন্দোবিবর্তন, 'তাসের দেশ'-পাণ্ডুলিপির বহিরঙ্গবিবরণ, বঙ্কিমপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি।

সংকলন ৫ ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস-এর নাট্যরূপ। টীকা, নাট্যরূপ-প্রসঙ্গ ও পাণ্ডুলিপি-বিবরণ— শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক -কৃত।

সংকলন ৬ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত উপন্যাস : 'ললাটের লিখন'। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ (পাণ্ডুলিপি-ধৃত রবীন্দ্র-রচনার শিরোনাম, প্রথম ছত্র প্রভৃতির বর্ণানুক্রমিক অখণ্ড সূচী)।

সংকলন ৭ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা : বাংলা কবিতার কবি-কৃত ইংরেজি-রূপান্তর। দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য পত্র। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ৮ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা : 'পলায়নী'র প্রাথমিক খসড়া। দার্শনিক প্রবন্ধ : ব্যক্তিস্বরূপ ও বিশুদ্ধসত্তা। শ্রীকানাই সামন্ত -কৃত 'মালতীপুঁথিপর্যালোচনা'। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব -সংকলিত 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ৯ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা 'দুর্বল'। রবীন্দ্রনাথের মুকুট নাটকের অপ্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ **'The Crown'**। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র। রবীন্দ্র-অপ্রকাশিত চিত্রলিপি। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব -সংকলিত 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১০ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা, অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লেখা বিশেষ মূল্যবান আটটি চিঠি, সন্ত কবীরের তেরোটি দোঁহার ইংরেজি রূপান্তর, দুটি চিত্রলিপি এবং 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১১ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার প্রাথমিক খসড়া, অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পদাবলী, বাউল ও প্রাচীন হিন্দি গানের ইংরেজি রূপান্তর, দুটি চিত্রলিপি এবং 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১২ ॥ বাল্যসুহৃদ অক্ষয়কুমার মিত্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের বারোখানি পত্র এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অক্ষয়কুমারের একখানি পত্র (প্রতিলিপিচিত্রসহ), **সুন্দর :** নাট্যগীতি (প্রতিলিপিচিত্রসহ), Sohrab and Rustum : Prose-rendering & Exercise : Rabindranath (দুইটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্রসহ) এবং 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১ থেকে ১২ পর্যন্ত একত্র পাওয়া যায়। মূল্য— ১ দু টাকা ; ২, ৩, ৪, ৬ প্রতিটি চার টাকা ; ৫ আট টাকা ; ৭ ছয় টাকা এবং ৮, ৯, ১০, ১১ প্রতিটি দশ টাকা ; ১২ বারো টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

১. রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

২. বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলিকাতা ১৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠপঞ্জীকৃত গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ বহু রচনায় বহু ও বিচিত্র পাঠ-পরিবর্তন করেন, রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে তা অজানা নয়।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণে এরূপ পাঠসংস্কারের আনুপূর্বিক বিবরণ প্রণালীবদ্ধভাবে সংকলন, এ দেশের গ্রন্থপ্রকাশ-ক্ষেত্রে এ কালের এক বিশেষ ঘটনা। রচনা সম্পর্কে আনুষঙ্গিক নানা তথ্যে আর কবির বহু লিপিচিত্রে প্রত্যেক গ্রন্থ বিশেষভাবে অলংকৃত ও সমৃদ্ধ।

সন্ধ্যাসংগীত

এই গ্রন্থমালায় এটি প্রথম গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের কথায়: 'সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়'। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপরিবর্তনসহ, বিভিন্ন সময়ে এ থেকে বর্জিত কবিতা, সাময়িক পত্রে কবিতাগুলি প্রচারের সূচী, নানা উপলক্ষে সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে কবির নানা মন্তব্য— এ সবই সংকলিত। পুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় -সংকলিত ও সম্পাদিত।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ। পাঠ-পরিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতা বা কবিতাংশের বর্জন, নানা উপলক্ষে এই রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্য, আর ১২৯১ শ্রাবণের নবজীবন পত্রে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' নামে বিনা স্বাক্ষরে মুদ্রিত কবির বিদ্রূপাত্মক রচনা— এই সংস্করণে সবেরই একত্র সমাহার। তা ছাড়া প্রথম সংস্করণ -ধৃত রাগতালের সূচী ও শব্দার্থ-সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন: শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

এই গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় প্রথম দৃশ্যকাব্য। সাতটি সংস্করণের প্রণালীবদ্ধ পাঠপঞ্জীকরণ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর *Sanyasi or The Ascetic*-এর আদ্যন্ত পাঠের সহিত প্রচলিত বাংলা নাটকের বিস্তারিত তুলনা। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নানা মন্তব্য (পূর্বপ্রচারিত ও বিশেষভাবে পাণ্ডুলিপি-ধৃত), এ-সবের সমাহার। সংকলন ও সম্পাদন: শ্রীকানাই সামন্ত।

ভগ্নহৃদয়

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা

ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত ভগ্নহৃদয় ১২৮২ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত। অতঃপর রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান গ্রন্থ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-ভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বা পর্যালোচনা। পাণ্ডুলিপিচিত্র-সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদনা: শ্রীকানাই সামন্ত। মূল্য ২৫ টাকা।

রবীন্দ্রবীক্ষা

সংকলন ১৪ ● পৌষ ১৩৯২

রবীন্দ্রবীক্ষা

র বী ন্দ্র বী ক্ষা

রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্পের ষাণ্মাসিক সংকলন

সংখ্যা ১৪

বিশ্বভারতী

শা ন্তি নি কে ত ন

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগ -বিষয়ে ভবনে যে-কাজ চলছে তার ধারার সঙ্গে পাঠককে যুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রভবন তথা রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের প্রযত্নে ষাণ্মাসিক সংকলন -রূপে রবীন্দ্রবীক্ষা প্রকাশিত হল। পত্রিকার বিষয়বস্তু হিসেবে থাকবে :

* রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা অপ্রকাশিত বাংলা ইংরেজি চিঠিপত্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট চিঠিপত্র ও রচনা।
* শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বা রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপির অপ্রচারিত বা বিরলপ্রচারিত সূচী, বিবরণ ও পাঠ।
* রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহের অন্যান্য বস্তুর তালিকা ও বিবরণ। যেমন :
  - ক. রবীন্দ্র-অঙ্কিত চিত্রাবলি।
  - খ রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলি।
* দেশে বিদেশে নানা প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি বা রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তার তালিকা, বিবরণ ও চিত্র।
* নানা উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাপাঠ তথা অলিখিত ভাষণ-প্রতিভাষণ-- এ-সবের বিবরণ, শ্রুতিলিখন, স্মৃতিলিখন।
* রবীন্দ্রনাথ-প্রযোজিত অভিনীত নাটক নৃত্যনাট্য গীতিনাট্য ঋতু-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ।
* রবীন্দ্র-পরিবার বান্ধবগোষ্ঠী ও যুগ এ-সবের পরিচায়ক যা-কিছু নিদর্শন তার যথাযথ বিচার বিবরণ ও তালিকা।
* রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গ্রন্থ তালিকা ও রচনার সূচী।
* রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-ভবন বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্দ্রানুরাগী সুধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

নিমাইসাধন বসু
উপাচার্য
বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন
৭ই পৌষ ১৩৯২

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

চিত্র পরিচয় ॥

প্রচ্ছদ ॥ অলংকৃত আরাম-কেদারায় উপবিষ্টা রমণী। পার্শ্বচিত্র। শ্রীরবীন্দ্র স্বাক্ষরিত। আনুমানিক তারিখ ১৯২৯-৩০। কাগজের উপর কলমে, তুলিতে কালি, জলনিরোধক কালি, কালো নীলচে কালো এবং লাল রঙের কাজ। ২০·৫/২৫·২ সেন্টিমিটার।
রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ০০ ২৫৬৭ ১৬

প্রবেশক ॥ নৈসর্গিক দৃশ্য। হলুদ রঙ আকাশের নীচে জলা ও গাছপালা। অঙ্কনের স্থান কাল এবং তারিখবিহীন।
কাগজের উপর জল রঙ, জলনিরোধক রঙ, পোস্টার রঙ ও ক্রেয়নের কাজ।
৫২ × ৩৫·৪ সেন্টিমিটার।
রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ০০·১৮৬৫·১৬।

টুকরো লেখা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

অচেনারে যবে আমি দিই নমস্কার
বাহিরে নিখিল বিশ্ব করে তা স্বীকার।

২

অটোগ্রাফের খাতাখানা খুলে
লিখতে তুমি আমায় কহ যে,
সহজ কথা গিয়েছি হায় ভুলে
যায় না লেখা এতই সহজে।

পাণ্ডু. ১৭০

৩

অণুর আলোকনৃত্য উঠে
বিশ্বরচনার ছন্দ ফুটে।

৫।৩।৩৬

৪

অন্তরে মিলনপুষ্প
সৌন্দর্যে ফুটুক,
সংসারে কল্যাণ ফলে
ফলিয়া উঠুক।

১১ আশ্বিন ১৩৩০
শ্রীমতী সীতা দেবী

৫

অন্ধকার ভেদ করি আসুক আলোক
অন্ধতার মোহ হতে আঁখি মুক্ত হোক।

দ্র. গোপেশচন্দ্র দাসের পত্র।

৬

অবকাশপদ্মে বাণী রচে পাদপীঠ
সেই পদ্মে ছিদ্র রচে তুচ্ছ বাক্যকীট।

৭ই পৌষ ১৩৩৯

৭

অবসন্ন দিন তার সোনার মুকুট ফেলে খুলে
মাথা নত করে আসি নীরবের মহা বেদীমূলে ॥

পাণ্ডু. ২৭

৮

অবুঝ বুঝি মরিস খুঁজি কোথায় দূর পানে
বাহিরে আঁখি বাঁধা—
বুকের মাঝে চাহিস্ না যে ঘুরিস্ কোন্‌খানে
তাই ত লাগে ধাঁধা।

পাণ্ডু. ১৬২

৯

অযতনে তব নিমেষকালের দান
পরশ করে যে গভীর আমার প্রাণ,
শরৎ রাতের উল্কা যেন সে টুটে
রজনীর বুকে আগুন হইয়া উঠে।

দ্র. *Fireflies*-এর পৃষ্ঠায় লেখা।

১০

অলখ স্তুতায় গাঁথিনু রাখী
পরানু স্বপন কঙ্কণে
বাহুতে যদি না থাকে স্মৃতি মোর
রাখিয়া দিয়ো মনে।

১১

আকাশের বাণী বাজে
বাতাসের বীণাতে,
মাধবীরে দিল ডাক
রবি মুখ চিনাতে।
টুনটুনি নেচে নেচে
দুলাইল লতাটি,
রবিরে শুনায়ে দিল
ধরণীর কথাটি।

২২ আষাঢ়, ১৩৩৬

রেবা, টুনু। মণিলালের মেয়ের অটোগ্রাফ বই থেকে

আকাশের লইয়া আরতি
চলিয়াছে অরুণ সারথি
দিনশেষে অস্তের পথে
বহে রবি আলোক ভারতী।

শান্তিনিকেতন। ১ বৈশাখ ১৩৪৩।

১৩

শান্তি

আগে যেথায় ভিড় জমত মেলা
নানা রকম চলত হাসিখেলা,
বিদায় নেবার সময় হলে লাগত মনে ব্যথা
"এখন তবে যাই" বলতে বাধতো মুখে কথা।
চোখের জলে দেখেছিলেম অশ্রুজলের ধারা
করুণ রসের সেই পালাটা আজকে হোলো সারা।
আজ বুঝেছি সেটা কালের ভ্রান্তি
এখন যেটা প্রকাশ পেলো সেটাই শান্তি শান্তিঃ।

পাণ্ডু. ২০

৮।৪।৪১ / সকাল ৮টা। অতুলপ্রসাদ সেনকে।

১৪

আনন্দ মুহূর্ত কত শূন্যে মিলাইছে
তবু তার অধিকার রেখে যায় পিছে।

পাণ্ডু. ২৩

১৫

আপন নামের নামাবলি
গায়ে দিয়ে পথ চলি
পায়ে পড়ে ভবু এবং নবু।
নিজের নামটা গায়ের জোরে
আপনি দিই চালান করে
ভক্ত জনের অভাব হয় না কভু॥

পাণ্ডু. ২০৭
উদয়ন, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

১৬

আমার কাছে যা চেয়েছ সামান্য তার দাম
কেবল মাত্র কালীর আঁচড়, কেবলমাত্র নাম।
কাগজগুলো কাটবে পোকায়, কালীর হবে লয়
নামটা যদি কোথাও থাকে, এই খাতাতে নয়।

২৯ মাঘ ১৩৩৯

১৭

আমার বাসা যাওয়া-আসার
পথের কাছাকাছি
আমি কেবল চেয়েই দেখি
কেবল বসেই আছি।

খ্রীষ্টজন্মদিন, ১৯৩৬

১৮

আমার বুড়ো বয়সখানা ছিল বসে একা
তোমার জন্মদিনের সাথে হঠাৎ হল দেখা।

দাঁড়ালো যেই চমকে উঠে
বয়সটা তার পড়ল টুটে।

পাণ্ডু. ২৯৪

১৯

উদয়পথের তরুণ পথিক তুমি
অস্তপথের রবির স্নেহের কর
আশিস রাখিল নবজীবনের পর
তোমার ললাট চুমি।

শান্তিনিকেতন
১৫।১।৩৮

২০

ঊর্ধ্বলোকে হিমগিরির শুভ্র আসন পাতা
সামনে বুনো গাছটা সেও তুলে দাঁড়ায় মাথা।
মোর নয়নের পুণ্য দৃশ্য ঐ করল চুরি
বুক ফুলিয়ে ভাবছে বুঝি এটাই বাহাদুরী॥

পাণ্ডু. ২৩

২১

এই যে সূর্যাস্ত আভা
যে দিবস হারায় তাহারে
সেও যে আপনি ডোবে
রাত্রির আঁধারে।

পাণ্ডু. ১৮৭, ক

২২

শ্রীযুক্ত আরাই কাম্পো
প্রিয়বরেষু

বন্ধু,
একদিন অতিথির প্রায়
এসেছিলে ঘরে,

আজ তুমি যাবার বেলায়
এসেছ অন্তরে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫শে বৈশাখ ১৩২৫
কবি এটি লিখে দেন শিল্পীকে তুলি ধরে।
তারই ফোটো থেকে প্রতিলিপি।

২৩

ঐ দেখা যায় আলোকপথের সোনার চিহ্নখানি
দূর হতে শুনি শুভ শরতের আশীর্বাণী।

মমতা দাশগুপ্তর অটোগ্রাফ খাতা হইতে

২৪

ওরে সারাবেলা একি ছেলেখেলা
বসে বসে নাম লেখা
চলে যাবি যবে পিছে পড়ে রবে
শুধু গুটিকত রেখা।

পাণ্ডু. ১৬৩

২৫

কখনো যে করে নাই বোকামি
কোনোখানে নাই যার ধোঁকামি
ভালো লোক, তুমি দেখো তা
মনে রেখো এ কথা।
বাঁকা কথা শুনে মনে ভুল খায়
উত্তরে মাথা শুধু চুলকায়
নাহোক সে বাহাদুর বীরবর
তার পরে করা যায় নির্ভর।

পাণ্ডু. ২০৭

২৬

কেন খাতার শূন্য পাতা করে কাঙালপনা
মাগে কথার কণা
লেখার ফেনা ভেসে ওঠে কথার প্রবাহে
পাঁচমিশালি খাতা তাহাই জমাতে চাহে ॥

পাণ্ডু. ১৬৪

২৭

ক্লান্ত লেখনীরে মোর বৃথা খেলাচ্ছলে
ক্লিষ্টকর এরেই কি কৃতজ্ঞতা বলে !

পাণ্ডু. ৫

২৮

ক্ষণিকের পটে
নাম যদি যাই লিখে
লেখক রবে না,
নাম কি রইবে টিঁকে ?

১৪ই এপ্রিল ১৯৩১

২৯

খাতার পাতায় আমার নামটা ধরে
বাঁধিবারে চাও তোমার স্মরণডোরে।

পাণ্ডু. ১৭০

৩০

ঘন মেঘভার গগনতলে
বনে বনে ছায়া তারি
একাকিনী বসি চোখের জলে
কোন্ বিরহিনী নারী।

পাণ্ডু. ১২

৩১

চরণে আপনারে
বরণ কর যবে
পাখীরা গেয়ে ওঠে
মধুরতম রবে।
মাটির তলে তলে
পুলক ধারা চলে
নবীন আলো ঝলে
প্রভাত উৎসবে॥

পাণ্ডু. ২১
স্বরঞ্জন-সংগ্রহ। উমা গুপ্তকে।

৩২

চলার গতি শেষের প্রতি
হোক না অনুকূল
পথের বোঁটা কঠিন অতি
গৃহটি তার ফুল।
নামেতে এসে মিটুক মম
গানের যত ক্ষুধা
কর্ম হোক পাত্র সম
ধর্ম হোক সুধা।

পাণ্ডু. ২১

৩৩

ছন্দে বাঁধা বকুনিটার ঝোঁক
এখনো তো ফুরোয় নি তার রোখ
কুগ্রহ মোর দিয়েছে ঘা কলম হলো খোঁড়া
কথার মত কথা কিছু বলবে আগাগোড়া—
সে শক্তি নেই তার
টুকরো লেখা ছড়িয়ে সে তাই করছে একাকার।

না বললেও চলত যাহা তাইতে ঝুড়ি ভরে
আপাতত সময় কাটে যা হয় হবে পরে ॥

পাণ্ডু. ১৬০। ১৬২

৩৪

ছোট আমার স্থান
দিয়ো আমায় অল্প তোমার দান।
যেমনি ভরে যাবে
অন্তবিহীন ভাবে
সেইটকু মোর হবে অফুরান ॥

পাণ্ডু. ১১৬

৩৫

জন্ম দিল মুক্তিমন্ত্র, সেই মন্ত্র অন্তরেতে ধরি
মৃত্যুর বন্ধন যত পদে পদে দিব ছিন্ন করি।

৬ অক্টোবর
প্রমোদ মুখোপাধ্যায়কে
৪০ পুরুলিয়া হাইওয়ে

৩৬

জল উড়ে মেঘ হয় মেঘ নামে জলে
দেওয়া নেওয়া বিশ্বচক্রে চিরদিন চলে।
শুধুই গ্রহণ করে দান যার নেই,
লাভে তার নাহি লাভ, মরুভূমি সেই।

পাণ্ডু ২৩

৩৭

উমা (রায়)

জীবনের তপস্যায় এই লক্ষ্য মনে দিয়ো রেখে
স্বর্গেরে বাঁচাতে হবে দানবের আক্রমণ থেকে ॥

৩০ ভাদ্র ১৩৩৯

৩৮

তব শক্তির ভাণ্ডার খুলে দিল দ্বার
মৃত্যু আপনি করে মৃত্যুরে পার।
দুঃখ সে হোলো মহীয়ান
পাক্ অশ্রান্ত প্রাণ তব
দক্ষিণ হস্তের স্পর্শের দান।

৩৯

দিকে দিকে প্রজ্বলিত তীব্র দীপ্ত শিখা
হেথা সুন্দরের মূর্তি— সে তো মরীচিকা।

পাণ্ডু. ১৬৩

৪০

দূরে ফেলে গেছ জানি
স্মৃতির বীণাখানি
বাজায় তব বাণী
মধুতম।
অনুপমা জেনো অয়ি,
বিরহ চিরজয়ী
করেছে মধুময়ী
ব্যথা মম।

পাণ্ডু. ২৮।২৪

৪১

দ্যুলোক ভাসানো
আলোক সুধায়
অভিষেক তুমি
করো বসুধায়।
নবীন দৃষ্টি নয়নে তাহার
এনে দাও অকলঙ্ক।

৪২

নদী বহে যায় নূতন নূতন বাঁকে
সাগর সমান থাকে।

পাণ্ডু. ২৭

৪৩

নানান্ নামের আখর কুড়োনো খাতা
তা নিয়ে মানুষ কেন বা ঘোরায় মাথা
যাকে তাকে ধরে ধরে
কেন লয় পাতা ভরে,
তুচ্ছ কথায় জন্ম কবে গেলে যা'তা
কোন্ সাধনায় এই নামাবলী গাঁথা!

২৩।১।৩৬
শান্তিনিকেতনে
শান্তি দেবী।

৪৪

নামের অক্ষর দিয়ে মিছে ভর ঝুলি
যা কিছু ধূলির ধন নিয়ে যাবে ধূলি।
যার নাম সে রবে না হয়ে যাবে ছাই
খাতার আঁচড়গুলো রবে কি তাহাই?

লে. ক. অমিয়কুমার সেন
মিলিটারি হাসপাতাল, এলাহাবাদ।

৪৫

নিজেরে প্রকাশে আলো তাই তো সে আলো
দাতাই দানেতে ভালো তাই দান ভালো।

পাণ্ডু. ১৬২

৪৬

পথে পথে মিথ্যা এ-সব ছিন্ন বাণী ছড়িয়ে যাওয়া
ব্যর্থ কাজের আবর্জনা উড়িয়ে নেবে কালের[১] হাওয়া।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১
পাণ্ডু. ১৬৩, ১৮৫, ২৯৪ এবং
তপতী। ফোটোকপি।
পাঠান্তর : ১. ঝড়ের।

৪৭

পথে যেতে যেতে হোলো
পথিকের মেলা,
কিছু হোলো কথা, আর
কিছু হোলো খেলা।
তার পরে মিলে গেল
দিগন্তের পারে
ছায়ার মতন একেবারে॥

শান্তিনিকেতন। ৯ পৌষ ১৯৩৫
নিরুপমা বসু। মূল—প্রভাত বসুর খাতায়।

৪৮

পাখির পালক অলস আবেশে
চুমিছে ধূলি
আকাশলীলারে গেছে সে ভুলি।

Fireflies বইয়ের পাতায় মূল লেখা।

৪৯

পূর্বের দিগন্তমূলে
অপূর্বের ললাটের পর
পশ্চিম প্রান্তের রবি
আশিসিল প্রসারিয়া কর।

৬. ১৯২৫.
অপূর্বকুমার চন্দকে

৫০

পৌর্ণমাসী উচ্চ হাসি
কয় তারাকে
আজকে কেন আর দেখি নে
পথহারাকে ?
আপন দীপে অন্ধকারে
পাও না বাধা
আমার দীপে তোমার লাগে
আলোর ধাঁধা ॥

পাণ্ডু. ১৭০

৫১

প্রদীপ থাকে সারাটা দিন
ঘরের এক কোণে.
সন্ধ্যাবেলা উঠিবে জাগি
শিখার চুম্বনে।

Fireflies বইয়ের পাতায় লেখা।

৫২

বন্দী হয়ে আছে মরুস্থল
সীমাহীন নিষ্ফলতা তাহার শৃঙ্খল।

Fireflies বইয়ের পাতায় লেখা।

৫৩

বাণী আমার পাগল হাওয়ার
ঘূর্ণি ধূলিতে
প্রাণের দোলে এলোমেলো
রয় গো দুলিতে।
মৃত্যুলোকের অগাধ নদী
পার হয়ে সে ফেরে যদি
উল্টো স্রোতের সে দান, ডালায়
পারবে তুলিতে।

ক্ষিতিমোহন সেন -দুহিতাকে মমতা দাশগুপ্তকে।

৫৪

বারে বারে আসি পথের বাহিরে
বারে বারে পথ ডাকো
ব্যথা দিয়ে তুমি জানাও আমায়
তুমি মোরে ভোলো নাকো।

পাণ্ডু.তে বর্জনচিহ্নসহ।

৫৫

বিশ্বে ছড়ায় চাঁদ আলোরে
বক্ষে যতনে রাখি কালোরে।

পাণ্ডু. ২৭
তু. চন্দ্র করে···/ কণিকা।

৫৬

বৈশাখের বেলফুল
তারি গন্ধখানি
মিশায়ে কথার ছাঁদ
রবি আশীর্বাণী।

সত্যেন্দ্রনাথ বিশী।

৫৭

ভীরু প্রদীপের ভরসা দিবার তরে
অসংখ্য তারা রজনী জ্বালায়ে ধরে।

ইং. অনুবাদসহ
Fireflies বইয়ের পাতায় লেখা।

৫৮

ভুবন হবে নিত্য মধুর
জীবন হবে ভালো
মনের মধ্যে জ্বালাই যদি
ভালোবাসার আলো।

১৬ আশ্বিন ১৩২৮
বাবলি। রেখা সরকার

৫৯

ভোরের বেলায় যে জন পাঠালে রঙিন মেঘের পাঁতি
আজ সে কি সাড়া দিয়েছে তোমায় শুভ্র আলোর সাথী।

শান্তিনিকেতন, অগস্ট ১৯৩৮

ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের মেয়ে বাবলিকে।

৬০

মরু এ যে, সত্য হেথা মহা বিভীষিকা
সুন্দর হেথায় সেই মিথ্যা মরীচিকা।

পাণ্ডু. ১৬৩

ইং. রূপান্তরসহ

দ্র. মরুতল কারে বলে…. পাণ্ডু. ২৪

৬১

মরুতল কারে বলে? সত্য যেথা কুশ্রী বিভীষিকা
সুন্দর সে মিথ্যা মরীচিকা।

পাণ্ডু. ২৪

৬২

মেঘগুলি মোর
আঁধার আকাশে কাঁদে
ভুলেছে তাহারা আপনি রবিরে বাঁধে।

পাণ্ডু. ২৬

৬৩

মোহন কণ্ঠ সুরের ধারায় যখন রাজে
বাহির ভুবন তখন হারায় গহন মাঝে।
বিশ্ব তখন নিজেরে ভুলায়
আকাশের বাণী ধরায় বুলায়
ধরে অপরূপ নব নব কায়
নবীন সাজে।

১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩

অমলা দত্ত (রায়চৌধুরী)।

৬৪

যে পদ্ম দেখেছে রবি
সুদূর জাপানে
ভারতের পদ্ম সাথে
প্রভেদ না জানে।

ই. রূপান্তরসহ
১৩ জানুয়ারি ১৯২৭
শান্তিনিকেতন।
তু. সেই আমাদের দেশের পদ্ম···/ স্ফুলিঙ্গ ২৪৫।

৬৫

যেন প্রসারিয়া উদয় রশ্মিজাল
বৈজয়ন্তী মেলে দিগন্তরাল।
কলির কলুষে কালো মেঘ যত সব
আলোকের যেন না ঘটায় পরাভব
কুয়াশাতে যেন ম্লান নাহি হয় ভাল॥

শান্তিনিকেতন
৪ চৈত্র ১৩৩৯

৬৬

রবি যায় পশ্চিমের সমুদ্রের পার
পূর্ব দিগন্তের পানে রাখি নমস্কার॥

পাণ্ডু. ৭৭

৬৭

রেণু কোথায় লুকিয়ে থাকে
ফুলের মধ্যখানে
বাতাসেতে গন্ধ তাহার
ছড়ায় সুদূরপানে।

২৮।২।৩৬
(রেণু)

৬৮

রৌদ্রী তপস্যার তাপে জ্বলন্ত[১] বৈশাখে
মোর জন্ম রবি দৌত্যে[২] যদি এনে থাকে
নব আলোকের লিপিখানি
সে মোর সৌভাগ্য বলে[৩] মানি।

২৭ বৈশাখ ১৩৪৭

অজয় ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য

পাঠান্তর : ১. তাপিত, ২. সৌরদৃত, ৩. তাহলে নিজেরে ধন্য।

৬৯

লিখন দিয়ে স্মৃতিরে কি
রাখবে চিরদিন?
লিখন রবে স্মৃতি হয়ে
কোন্ আঁধারে লীন।
পাখীর সময় হলে সে কি
মান্‌বে খাঁচার মানা—
রইবে না সে রবে কেবল
লোহার খাঁচাখানা॥

পাণ্ডু. ১৯

৭০

লিখে এনু[১] বৎসর বৎসর
জন্মদিনে আমার[২] স্বাক্ষর
জীবনের বার্ষিক পাতায়।
সময় হয়েছে যবে
সে লেখা লিখিত[৩] রবে
তারিখের বাঁধানে[৪] খাতায়॥

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী কল্যাণীয়াসু

পাণ্ডু. ১৯, ১৪৭

পাঠান্তর : ১. লিখিলাম, ২. আপন, ৩. কাগজে তা, ৪. শেষের।

৭১

লেখনীর লেখা মাত্র মোর লেখা নয়,
এই শুধু রেখা নহে মোর পরিচয়।
ফেনা যত ছুটে চলে কালস্রোতে ভাসা
তারে ধরি রাখিবারে কেন এ দুরাশা॥

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষালকে প্রদত্ত অটোগ্রাফ।

৭২

শান্তি যখন আপনার ধুলা
মাজিতে থাকে
মহাঝড় বলে তাকে।

Fireflies বইয়ের পাতায় লেখা।

৭৩

শোন না তবুও আপনার মনে
কথা বলে যাই কত
বধির তীরের কাছে নিশিদিন
নদীর ধ্বনির মতো॥

পাণ্ডু. ২৮

৭৪

সবিতার জ্যোতির্মন্ত্র সাবিত্রী তাহারি নাম জানি
সর্বলোকে আপনারে মুক্তি দাও এই তার বাণী।

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী

৭৫

সহজ মনে পারি যেন অবসর ছেড়ে দিতে
নূতন কালের বাঁশিটিরে নূতন কালের গীতে।

লক্ষ্ণৌ। ১৩ জানুয়ারি ১৯৩০

৭৬

সাগর তার অধীর বাণী
লেখে বালুকাতীরে
লেখন তার হারিয়ে যায়
আবার লেখে ফিরে।

৯।৪।৩৮

৭৭

সায়াহ্নে রবির কর পড়িল গগন নীলিমায়
মহীরে আশিসবাণী লিখি দিল ললাটসীমায়

গোলাম মহীউদ্দীন।

৭৮

সেকালের জয়গৌরব খসি
ধুলায় হতেছে ধূলি।
একাল তা নিয়ে গড়িতেছে বসি
আপন খেলেনাগুলি॥

Fireflies বইয়ের পাতায়
ইংরেজির বাংলা রূপান্তর।

৭৯

স্বর্গ হতে যে সুধা নিত্য ঝরে
সে শুধু পথের, সে নহে ঘরের তরে।
তুমি ভরে লবে ক্ষণিকের অঞ্জলি
স্রোতের প্রবাহ চিরদিন যাবে চলি॥

পাণ্ডু. ২৯৪

৮০

স্বর্গের চোখের জলে ঝরে পড়ে বৃষ্টি
হাজার হাজার হাসি মর্ত্যে করে সৃষ্টি।

পাণ্ডু. ৭৭
তু. *Stray Birds*-এর অনুবাদ।
তু. আকাশের চুম্বন বৃষ্টিরে···/ স্ফুলিঙ্গ ২০

৮১

হৃদয়ে তব না যদি রয় স্মৃতি
কণ্ঠে তবু রহিবে মোর গীতি।

পাণ্ডু. ২৭

৮২

হেথায় আকাশ সাগর ধরণী
কহিছে প্রাণের ভাষা
এইখানে এসে হৃদয় আমার
পেয়েছে আপন বাসা।
লভেছি গভীর শান্তি
দেখেছি অমৃত কান্তি
ছুদিনে পেয়েছি চিরদিবসের
বন্ধুর ভালোবাসা।

পাণ্ডু. ৭৭

কবিতা-পরিচয়

রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে রক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি থেকে সংকলিত

ওঁ

SANTI NIKETAN
BENGAL, INDIA

কল্যাণীয়েষু

গৃহপ্রবেশ আবার কিছু বদল করে দিলুম। একটি নতুন character যোগ করেছি — মুকুন্দর ছোট মেয়ে। অত ছোট মেয়ে ওরা জোগাতে পারবে ত? কিছু কিছু ছেঁটেও দিয়েছি। দু একটা গান ছিল, বদলে দিলুম। তোমার সেই গৃহপ্রবেশের বইখানায় কিছু কিছু জোড়াতাড়া করেছিলুম — সেগুলোও এই কপির মধ্যে যোগ করে দিয়ো। কপিটা ফেরত চাই — কারণ ছাপাতে দিতে হবে। আগামী ৪ঠা তারিখে কলকাতায় যাব তখন তোমাদের সঙ্গে দেখাশোনা হতে পারবে।

রবিকাকা

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিচিত্র

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্র

পুলিনবিহারী সেন-সংগ্রহ ॥ রবীন্দ্রভবন

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

১.　　　　　　　　　　　　ওঁ

[শিলাইদহ ৬ জুলাই ১৮৯৪ । ২৩ আষাঢ় ১৩০১]

গগন,

আমার অতিথিরা দুদিন ধরে বিস্তর মুরগি, টিনের মাছ, সসেজ, শ্যাম্পেন ক্ল্যারেট এবং হুইস্কি সমাপ্ত করে গেছেন। ভেবেছিলুম সাহাজাদপুরে[১] যদি দৈবাৎ কোন অভ্যাগত উপস্থিত হয় তাদের জন্যে শ্যাম্পেনজাতীয় দুই একটা তরল পদার্থ অবশিষ্ট থাক্‌বে— কিঞ্চিৎ আছে কিন্তু সে একেবারেই যৎকিঞ্চিৎ। ডেপুটিবাবু খুব জমে গিয়েছিলেন। এখানে তাঁর আগমনে আমলা ও প্রজারা কিছু মনের সন্তোষে আছে, মৌলবীর ত কথাই নেই।— এ বৎসরের আরম্ভে এখানে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষের ভাব দেখা যাচ্চে— তাই আমাকে শীঘ্র সাহাজাদপুরে পালাতে হচ্চে। পুণ্যাহের টাকা গুজস্তামত আদায় হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু শ্রাবণের মাঝামাঝি থেকে আদায়ের কোন গোল হবে না— শস্য বেশ যথেষ্ট হয়েছে— সম্প্রতি দুদিন বৃষ্টি হয়ে অনেক উপকার হয়েছে। সে বৃষ্টি না হলে ভারি মুস্কিল হত। সাজাদপুরের জন্যে একটি ভাল গোছ ভাবী পেশ্‌কার যোগাড় করেছি— লোকটি বিরাহিমপুরের নায়েবশ্রেণীর লোক— ইংরাজি বেশ জানে— জমিদারী হিসাবপত্র ও মোকদ্দমামামলার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট আছে। তার দরখাস্ত ও Testimonials বোধ হয় তোমাদের ওখানে পাঠানো হয়েছে। বিরাহিমপুরের পেশ্‌কারটি বিশেষ উপযুক্ত লোক। এ রকম লোক জমিদারী সেরেস্তায় পাওয়া দুর্লভ।— আমি আজ বিকালে সাজাদপুরে রওনা হচ্চি। জমাওয়াশিলের কাগজ সহজ করবার জন্যে আমি সব যোগাড় করচি। পুণ্যাহের পর এখানকার তহশিলদারদেরও কতক পরিবর্ত্তন হবে।— আহা, তোমাদের ফ্রেঞ্চ মাষ্টারটির[২] মৃত্যুসংবাদে বড়ই কষ্ট হল। ভালমানুষ গরিব বেচারী বিদেশে এসে মারা পড়ল!— অবনের ছবি কি রকম এগোচ্চে? আমি ফিরে গিয়ে বোধ হয় তার অনেক নতুন আঁকা দেখ্‌তে পাব। তোমাদের ক্লাবের প্রস্তাব কি হল?— বিরাহিমপুরের কাজের ভিড়ে এবং শারীরিক ক্লান্তিতে আমি কিছু লিখ্‌তে

পারিনি— অথচ সাধনা[৩] এবার বড় অসহায়— জ্যোতিদাদা[৪] বলু[৫] সুধী[৬] সকলেই তাকে পরিত্যাগ করে পালিয়েচেন। তোমাদের বাচ্ছারা সব কেমন আছে ? এই বর্ষার সময়টা ছেলেদের শরীরের পক্ষে বড় অসময়।

রবিকাকা

২. ওঁ

গগন—

দ্বারী বিশ্বাসের মকদ্দমায়[১] আমরা যদি জিতি তাহলে বোয়ালদহ পত্তনী না নিলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নেই। যদি হারি তাহলে অনেকটা দণ্ড স্বীকার করতে হবে। এই অবস্থায় আছে। এদিকে আবার বোয়ালদহের মালিকেরা দীঘাপতি এবং আমাদের উভয়ের কাছে প্রস্তাব পেয়ে ক্রমশই ল্যাজ মোটা করবার চেষ্টায় আছে— তাই আমি অনেকটা ঢিল্ দিয়ে বসে আছি। সম্প্রতি তারা যে রকম চাচ্চে তাতে আমাদের গাঁঠের কড়ি মন্দ লাগ্‌বে না— তহবিলের যে রকম অবস্থা এবং ট্রষ্টিদের যে রকম আশঙ্কা তাতে সেটা হয়ে উঠ্‌বে বলে মনে হয় না।— কুষ্টিয়ার বাজার আমি তোমাদের নিতে বল্‌ছিলুম। এষ্টেট্ থেকে কেনবার মত অবস্থা আমাদের নয়। আগরওয়ালা লোকটা দেনার জন্যে বিক্রি করচে— সম্পত্তিতে, যে, পাঁচ হাজার টাকার বাঁধা জমা এবং হাজার দুই টাকার নজরাদি আদায় হয় তার আর কোন ভুল নেই। ধরতে গেলে প্রায় সাত হাজার টাকা মুনফা। বোধ হচ্চে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকায় বিক্রি করতে রাজি হবে। সত্তর হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজারে নেবে এসেছে। যদি তোমরা কিন্‌তে চাও তাহলে তোমাদের পক্ষে যত কিছু সন্ধান নেওয়া আবশ্যক তা নিতে পার।

কুঠিবাড়ি[২] কাছারিবাড়ির উপরে করবার অনেকগুলো আপত্তি আছে। প্রথম, কাছারিবাড়িতে নানাবিধ শাসনের কার্য্য চলে— মার ধোর এবং কয়েদ এ ত প্রায় প্রতিদিনেরই ঘটনা— আমাদের বাসের পক্ষে স্বতন্ত্রবাড়ির নিতান্ত দরকার। এখানে যখন তেতালা বাড়ি ছিল তখন কাছারি এমন জায়গায় বস্‌ত যে তিনতলার উপরে তার টুঁশব্দটি পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারত না।— দ্বিতীয়ত, কাছারিবাড়ির চতুর্দ্দিকেই জলা জঙ্গল বাসস্থান— গ্রামে যখন ওলাউঠো প্রভৃতি একটা কোন ব্যামোর প্রাদুর্ভাব হয় তখন আমলারা পর্য্যন্ত কাছারি ত্যাগ

করে কুষ্টিয়ায় পালাতে বাধ্য হয়— যে কটা দিন মফস্বলে থাকা যায় একটুখানি সুখ স্বাস্থ্য এবং জমিদারের মর্য্যাদার প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক— যে কোন প্রকারে হোক্ মরে বেঁচে চালিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু তাতে নিজেরও সুবিধা হয় না, কাজেরও সুবিধা হয় না। এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট্ জজ্ প্রতিবেশী জমিদার এবং সর্ব্বসাধারণের কাছে আমাদের একটা সম্মান আছে— সেই সম্মান থাকার দরুন বিস্তর কাজ অত্যন্ত সহজে চলে যায় জমিদারী হিসাবে সেটার একটা মূল্য আছে। অবশ্য পূর্ব্বে যে রকম তেতালা বাড়ি ছিল সে রকম করতে চাইনে, কিন্তু কাছারিবাড়ির উপরে তোমরা যে রকম দোতলা ওঠাতে চাচ্চ তাতে সস্তা হয় কিন্তু আর কিছু হয় না। সে জায়গাটা স্বচক্ষে দেখ্লেই বুঝতে পারবে। আমার প্রস্তাব এই— দোতলা করেও কাজ নেই এবং বেশি ঘরেরও দরকার নেই— একটি ছোটখাট একতলা বাড়ি কাছারি এবং গ্রাম থেকে তফাতে একটু ভদ্ররকম করে বানিয়ে দিলে হয়ত সেই সস্তাও হবে অথচ অল্পকালের মত বাসযোগ্যও হতে পারবে। আমি সেইরকমের গোটাকতক প্ল্যান এবং এষ্টিমেট্ স্থির করবার চেষ্টায় আছি। এবারকার ইসমনবিশিতে অনেক খরচ সংক্ষেপ করা হয়েছে। তহশিলদারের ইসমনবিশিতেও যথাসম্ভব কমানো হয়েছে। নায়েব এখানে উপস্থিত হলে আরও কিছু হতে পারবে।

নতুন লেখা কিছুই লিখিনি। ভাল করে সময় পাইনি। নানারকমের হিজিবিজি কাজ এবং তর্কে বিতর্কে মাথা খারাপ হয়ে থাকে— বিশেষতঃ সন্ধের পর ভারি শ্রান্তি বোধ হয় তাই আর কোন লেখায় হাত দিতে পারিনি।

অবনের মেয়ের গলায় অস্ত্র করা হয়েছে শুনে ভারি চিন্তিত হয়েছি। এখন কেমন আছে। বরেন্দ্রেরও কি ডায়াবিটিস্ ছিল? তাঁর যে কার্ব্বাঙ্কল্ হয়েছে সেটা কি সাংঘাতিক জাতের? তাঁদের ত বড় বিপদ চল্‌চে দেখ্‌চি।

তুমি যে ভূতের ছবি নিয়েছ সে ভূত কে? হরিশ[৩] নয় ত? একবার এখানে আস্‌তে পারতে যদি ছবি নেবার ঢের জিনিষ পেতে। শীতের সময় যদি একবার আস্‌তে পার— তাহলে আমাদের— জমিদারী Illustrated হয়ে যায়।

রবিকাকা

৩. ওঁ

[October 1896]

গগন

মিস্ মিত্রের চিঠি তোমার কাছে পাঠালুম—সেক্রেটারিকে দিয়ে এর উত্তর লিখিয়ে পাঠিয়ো। অনেকদিন তোমাদের কোন খবর পাইনি— বাচ্ছারা সব কেমন আছে। ছুটিতে তোমরা কেউ কোথাও গেছ কিনা তাত জানিনে। রজনী[১] কি কোথাও নড়েছে? তার মাথায় এতগুলো প্ল্যান্ জুটেছিল যে শেষকালে বোধ হয় কলকাতাতেই থেকে গেছে। কর্ম্মাটাঁড়ের সেই বাগান কেনার কি হল? রজনী সে বাড়ি কি দেখে এসেছে? অবনের লেখা[২] কতদূর, এবং তার ছবির বন্দোবস্ত কি রকম হল? অবন কি আমার সেই কবিতার বইয়ের[৩] ছবির কোন বন্দোবস্ত করতে পেরেছে? রাহাকে দিয়ে তার এন্‌গ্রেভিং করিয়ে নেওয়াই বোধ হয় সব চেয়ে সুবিধে। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরবাবু[৪] কি তাঁর designএর কোন ব্যবস্থা করেছেন? আমি মাঝে কিছুদিন বিষম ঝড়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলুম— সেই ঝড়ের দিন একটি স্ত্রীলোককে[৫] জল থেকে উদ্ধার করা গিয়েছিল। কিন্তু তার থেকে কোন রোমান্টিক ব্যাপারের উদ্ভব হয় নি। সম্প্রতি অমলা[৬] এবং আমার পরিবারবর্গ এখানে এসেছেন— গান শোনা যাচ্চে— গান তৈরিও করচি—তোমাদের সেই "গানের বহি"টা পেলে অনেকটা ভরিয়ে দিতে পারতুম। কুষ্ঠিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট বীরেন্ সেন্ মাঝে মাঝে গান শোনবার জন্যে এখানে আস্‌চেন— এবং আজ দ্বিজেন রায়ের[৭] চিঠি পেলুম তাঁরা সস্ত্রীক বোটে করে এই অঞ্চলে আস্‌চেন। তোমাদের কেউ একজন যদি এই সময়ে এসো তাহলে খুব জমে— একজনের বেশি হলে ধরবে না। এখন আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। তোমাদের খবরবার্ত্তা লিখো—

রবিকাকা

৪. ওঁ

গগন

অক্ষয়বাবু[১] তাঁর ঐতিহাসিক চিত্রের[২] চাঁদার জন্যে আবার তাগিদ্ পাঠিয়েছেন। তাঁর ঠিকানায় টাকাটা পাঠিয়ে দিয়ো— ঠিকানা যথা—

Babu Akshay Kumar Maitra
Ghoramara
Rajshahi

এসেই নানা কাজের মধ্যে একেবারে গলা পর্য্যন্ত ডুবে পড়েছি— একটু সাম্‌লে উঠে অন্য সব ব্যাপারে হাত দিতে পারব। গালিমপুর[৩] সম্বন্ধে তোমরা কিছু স্থির করেচ? মালমস্‌লাগুলো নষ্ট হচ্চে এবং পাহারার খরচা অকারণ পড়চে। জ্যোতিদাদার সঙ্গে এ সম্বন্ধে একবার আলোচনা কোরো।

রবিকাকা

শীঘ্র বিসর্জ্জনের[৪] পরিত্যাজ্য অংশগুলিতে দাগ দিয়ে গ্রন্থাবলী তোমাদের কাছে পাঠাব।

৫. ওঁ

গগন

তোমাদের গ্রন্থাবলী[১] ফেরৎ পাঠাই। বিসর্জ্জনের যে যে অংশ বাদ দেবার যোগ্য পেন্সিলের দাগ দিয়ে দিলুম। রজনীর[২] পরামর্শমত গ্রন্থের পরিণামটা বদল করে দিলুম। জয়সিংহের মৃত্যু প্রভৃতি সব শেষ দৃশ্যে দেওয়া গেল— এবং সকলের শেষে রাজাকেও এনে হাজির করেছি। এতে পূর্ব্বের চেয়ে অনেকটা ভাল হয়েছে। কল্যাণীটা[৩] এখানে কাউকে দিয়ে কপি করিয়ে নেব— যে হাঙ্গামে পড়েছি আমি নিজে কপি করতে পারব না— কপি না করলেও ছাপাখানায় দেবার সুবিধা হবে না। তোমাদের খবর কি?

রবিকাকা

৬. ওঁ

গগন

আমি সর্দ্দিকাসি জ্বরে শয্যাগত।

এজমালি সম্পত্তিতে[১] আমাদের কোন স্বার্থ নেই— বাবামশায়ের[২] প্রতি বিশ্বাস পালনই একমাত্র লক্ষ্য।

যে ক'টি বিষয়ে তোমাদের স্পষ্টই লোকসান কেবল সেই ক'টির পরিবর্ত্তে তোমরা গালিমপুর চেয়েছ— এতে যে কেবল শান্তিনিকেতনের পক্ষে গালিমপুর লোকসান তা নয়, শিলাইদহ এবং কুমারখালি কুঠিবাড়িতে তোমাদের কাছ থেকে যে প্রাপ্য আছে তাও লোকসান দিতে হবে। কালিগ্রামের[৩] দাদনী টাকার শেষ অবশেষের অনেক অংশই আদায়ের অযোগ্য হয়ে পড়েছে, সেও তোমরা দিতে চেয়েছ— কিন্তু সেটা কাগজে যে রকম দেখাবে কাজে সে রকম হবে না। কুঠিবাড়ির মালমসলা সম্বন্ধে যে দাবি করেছ, তার বিরুদ্ধে আমাদের তরফের দাবিও অনেকগুলি দেখাবার ছিল। বোধহয় তোমরা নিজেও জান তোমরা যে প্রস্তাব করেছ বৈষয়িক হিসাবে সে রকম প্রস্তাবকে তোমরা নিজেও কখনো গ্রাহ্য করতে পারতে না। কিন্তু লাভের চেয়ে শান্তি ভাল— অনেক সময়ে ন্যায্য দাবির চেয়েও সেটা প্রার্থনীয়। বাবামশায় তোমাদের প্রস্তাব শুনে বিস্মিত হয়েছিলেন কিন্তু তিনি কোন রকমের বিরোধ চাননা— তোমরা যদি তোমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবকেই ন্যায়সঙ্গত মনে কর তাহলে আমাদের তরফ থেকে লেশমাত্র আপত্তি করব না।

শরীরটা নিতান্ত খারাপ আছে। তাই কেবল কোন মতে কাজের কথা ক'টি লিখে শেষ করচি। সুস্থ হয়ে উঠে অন্য কথা।

রবিকাকা

৭. ওঁ

গগন

আমার অত্যন্ত অসুখের সময় গালিমপুর সম্বন্ধে আমি তোমাকে কি লিখেছিলুম কিছুই মনে নেই। আশা করি কিছু মনে করবে না।

আজকাল আমি পারতপক্ষে বিষয়কর্ম্মের জালের মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাইনে— যতটুকু নিতান্ত কর্ত্তব্যানুরোধে করা উচিত সেইটুকু করি মাত্র।

এজমালি সম্পত্তির অদলবদল প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমরা দ্বিপুর কাছে প্রস্তাব কোরো— তিনি সে সম্বন্ধে যে রকম অভিপ্রায় করেন আমি তাতে কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি করব না।

দিনকতক খুব অসুখ গেছে— মাথার ভারি কষ্ট হত— এখন সেটা নেই —তবু শরীরটা সম্পূর্ণ নীরোগ হয় নি।

কনক কেমন আছে? এতদিনে বোধ হয় সেরে উঠেছে। এদিকে শিলাইদহে নীতুর একরকম low fever হয়েছে— কনকের[১] মত ৯৯/১০০° জ্বর হচ্চে যাচ্চে অথচ ছাড়চে না— ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। মনে করচি ওকে কাপি পাঠিয়ে দেখ্‌তে হবে।

তোমাদের এলাহাবাদ কেমন লাগ্‌চে? সেখানে নতুন বন্ধুবান্ধব সংগ্রহ করতে পারলে? সমস্ত দিন কর কি?

অবনের ছবি চলচে?

আমাকে আমার বোধ হয় শীঘ্রই কলকাতায় যেতে হবে— অগ্রহায়ণ ত শেষ হয়ে এল— ৭ই পৌষ[২] নিকটাগত। মাঝের থেকে ত্রিপুরার মহারাজার[৩] বোলপুরে যাবার হুজুক উঠে আমাকে অনর্থক বিস্তর ভোগালে। তিনি আগরতলা থেকে সম্প্রতি কলকাতায় ফিরেচেন— আবার বোলপুরে যাবার কথা না তুল্লে বাঁচি।

৭ই পৌষে তোমরা কি কেউ চট্ করে একবার বোলপুরে আস্‌চনা। মনে করচি এবার কনগ্রেসে লাহোরে[৪] যাব— পথের মধ্যে থেকে তোমরা কেউ এলে বড় ভাল হয়। চল না। পঞ্জাব বেড়াবার এই এক মস্ত সুবিধা। অমৃতসরের গুরুদরবার দেখে নিশ্চয় খুসি হবে। তোমাদের নম্বরটা ঠিক মনে পড়চে না বলে চিঠিখানা রেজিস্ট্রি করে দিলুম আশা করি পাবে।

রবিকাকা

৮. ওঁ

[শিলাইদহ। নভেম্বর ১৯০০]

গগন

এইমাত্র ছোট বোটখানা এসে পৌঁছল। এখন তোমরা আর দেরি কোরো না। দু-তিন দিনের মধ্যেই আস্‌তে চেষ্টা কোরো কেননা সাত পৌষের

জন্য প্রস্তুত হতে আমাকে যেতে হবে। বন্দোবস্তর কাজ চল্‌চে— চরে চর্চ্চা করতে আমিন গেছে। চর একান্দাজ জরিপ করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দেওয়া যাচ্চে। সম্প্রতি গুজরি কাগজগুলো নিয়ে আমি পড়েছি— সে কাগজের আর অন্ত নেই। এই সময়টা তোমরা এলে বড়ই ভাল— কতকগুলো কাজ দেখে নিতে পার। For instance করার চালানের যে সমস্ত তর্ক সেখান থেকে বোঝা শক্ত, এখানে এলেই তোমরা সহজে তার মীমাংসা করতে পারবে। এ কাজগুলো তোমরা নিজে একটু বুঝে না নিতে পারলে আজকাল আমার মনে ভারি দ্বিধা উপস্থিত হয়— মনে হয়, পাছে দূর থেকে তোমাদের মনে কখনো এ রকম সন্দেহ উপস্থিত হয় যে আমি যথেষ্ট বিবেচনা ও মনোযোগের সঙ্গে কাজ দেখ্‌চিনে! অতএব আমি থাক্‌তে থাক্‌তে শীঘ্র একবার তোমরা কেউ এখানে এসে পড়। সে পর্য্যন্ত আমি করার চালান প্রভৃতি কাগজগুলো পাঠানো স্থগিত রাখ্‌লুম। নতুন নিয়মগুলো এখানে কি রকমভাবে খোলা হল এবং audit করতে হলে কি রকম ভাবে করতে হবে সেটাও এখানে এলে দেখ্‌তে পাবে। কবে আস্‌বে টেলিগ্রাফ করে দিয়ো যদি রাত্রের ট্রেনে আস তাহলে রাত চারটের কাছাকাছি কুষ্টিয়ায় এসে পড়বে— আর যদি সকালের ট্রেনে ছাড় তাহলে বেলা আড়াইটে তিনটের সময় এখানে পৌঁছবে। ছাড়বার সময় বগুলায় Refreshment room-এ টেলিগ্রাফ করে দিয়ো তাহলে তোমাদের জন্যে breakfast তৈরি রাখ্‌বে। কুষ্টিয়ায় স্টেশনের ধারেই নদী। সেইখানেই বোট থাক্‌বে। যদি চাও, বোটে তোমাদের জন্যে breakfast তৈরি রেখে দেওয়া যেতে পারবে। তোমাদের উপযুক্ত কিছু রসদ সঙ্গে এনো— কেননা এখানে আহার্য্যদ্রব্য বড় পাওয়া যায় না—আমি ত কেবল দুধ খেয়েই থাকি। ২/৩ পৌষ আমাকে কলকাতায় ফিরতেই হবে। আমার চিঠি প্রাপ্তিমাত্রে এ সম্বন্ধে মত স্থির করে একটা জবাব দিয়ে দিয়ো কিন্তু নিশ্চয়ই আস্‌বার চেষ্টা কোরো। ফোটোগ্রাফের সরঞ্জাম এনো। আজকাল শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় পদ্মার চর যে কি চমৎকার দেখতে হয় চক্ষে না দেখলে বুঝতে পারবেনা। এখন শরীরের পক্ষেও ভাল— কোন ব্যাম-স্যা[ম] ঝড়ঝঞ্ঝার কোন সম্ভাবনা নেই।

রবিকাকা

৯. ওঁ

শিলাইদহ
[নভেম্বর ১৯০০]

গগন

বোটের মধ্যে এসে পৌঁচেছি— খুব মেঘ করে ঝড় বচ্চে— রসারসি বেঁধে নোঙর ফেলে ঢেউয়ে দোদুল্যমান হচ্চি— বোটের জানলা দরজা বন্ধ করে সমস্ত অন্ধকার। তোমাকে আমার সেই ছড়া সংগ্রহের[১] কথা স্মরণ করাবার জন্যে এই পত্রখানি লিখ্‌চি— সে কথাটা যেন ভুলো না এবং অধিক বিলম্বও কোরো না।

রবিকাকা

পুঃ— বোটের জন্যে যদি একটা Safety নোঙর কেনা যায় তাহলে কি রকম হয়? আমার এই নোঙরসুদ্ধ আর বারে ঝড়ে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ঠিক যে রকম ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে যায়— সে সময়টা আমার অন্তঃকরণ যে কতকটা পরিমাণে বিচলিত হয়ে উঠে তা একটু চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবে।

১০. ওঁ

শান্তিনিকেতন
[Dec. 1915]

কল্যাণীয়েষু

গগন, ফাল্গুনী[১] সম্বন্ধে ভাবনার কথা এই যে, ও জিনিসটি অত্যন্ত delicate— ওর একটু সূত্র ছিন্ন হয়ে গেলেই ওর খেই খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়। যারা অভিনয় আরম্ভ হবার কিছু পরে আস্‌বে তারা একেবারেই আগাগোড়া এ জিনিসটার মানে বুঝতে পারবে না। অভিনয় সুরু হওয়ার পরে প্রোগ্রাম পড়বারও সময় থাকবেনা। কেননা একবারও যবনিকা পড়বেনা। তাই গোড়ায় খুব ছোট্ট একটা কিছু যদি করা যায় তাহলেও চলে— তাহলে অন্তত লোকজনের আনাগোনাটাও তার উপর দিয়ে কেটে যায়। আরেকটা কথা— অভিনয় হবার দিনের আগে যদি প্রোগ্রাম বিক্রি হয় তাহলে সেটাতে করে বিজ্ঞাপনও হবে শ্রোতাদের বোঝবারও সুবিধা হতে পারবে। এটা ভেবে দেখো। প্রোগ্রামের নাম দিয়ো 'নাট্যবিষয়সার'। দাদার চৌপদীগুলো প্রোগ্রামে ছাপানো থাক্‌লে মন্দ হয় না। যে-যে দৃশ্যে তাঁর যে-যে চৌপদী আছে সেই-সেই দৃশ্যের গানগুলি

যেমন ছাপা হবে অমনি তারই সঙ্গে দাদার চৌপদী এই heading দিয়ে চৌপদীগুলোও ছাপিয়ে দিয়ো। তার কারণ চৌপদীগুলো stageএ প্রথমটা শোনবামাত্রই তার মানে বোঝা যায় না।

চেষ্টা করচি আমাদের শিশু গাইয়ের দল বাড়িয়ে তুলতে। নলিনীদের[২] ছেলেমেয়েদেরও দলে টানচি। নলিনীকে হার্ম্মোনিয়ম বাজাবার জন্যে তৈরি করতে হচ্চে— তোমরা ত বেহালা কিম্বা কোন তারের যন্ত্রওয়ালা পাঠাতে পারলে না।

বিবিকেও[৩] বাজিয়ের মধ্যে না হলে নয়— দুই wing-এ দুটো হার্ম্মোনিয়ম নাহলে অতবড় ফাঁকাটা ভেদ করে গাইয়েদের কানে সুর পৌঁছবেনা— ফস্ করে বেসুরো হলেই দাঁড়িয়ে মাটি হতে হবে। ৩০টা গান, দু চার দিনে শেখা সম্ভব নয়, এবং কখন্ কোন্‌টা কোন্ সুরে ধা করে ধরতে হবে তারও ভালো রকম তালিম দেওয়া আবশ্যক। অতএব তোমরা বিশেষ চেষ্টাচরিত্র করে প্রমথকে[৪] ধরে ওদের অন্তত এক সপ্তাহের মেয়াদেও যদি এখানে পাঠাতে পার তাহলে নিশ্চিন্ত হই— নইলে মন থেকে উদ্বেগ যাবে না— এটা খুব জরুরী সে কথা মনে রেখো— গানের উপরেই success নির্ভর করবে। দুই একটি বড় মেয়ের গলাও পাবার চেষ্টা করচি— এখানে কিছুকাল এসে থেকে শিখে যেতে পারে এমন বেশ গলাওয়ালা মেয়ের সন্ধান আছে কি? ছেলের দলের মধ্যে দু চারটি মেয়েকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিলে বেশ দেখ্‌তে হবে। রাস্তা দিয়ে পথিক-চলাচলের by-playটা তোমরা করে নিতে পারবে? সমস্তক্ষণই আমাদের অভিনয়ের পিছন দিয়ে কেবল এই রকম যাতায়াত চালালে বেশ হয়।

এই সময়ে তোমার exhibitionটা এসে পড়ে বড় মাটি করেচে। যাই হোক্ ফাল্গুনীর কথাটা মনের মধ্যে সর্ব্বদাই জাগিয়ে রেখো— ভাব্‌তে ভাব্‌তে ক্রমে ক্রমে এক একটা suggestion মনে এসে পড়বে। চোখ এবং কান দুইয়েরই একেবারে পেট ভরিয়ে তুল্‌তে হবে। তার পরে মানে বুঝতে না পারে নাই পারলে— বুঝিয়ে দেওয়ার চেয়ে মজিয়ে দেওয়াটাই দরকার।

রবিকাকা

১১. ওঁ

[জানুয়ারি ১৯১৬]

কল্যাণীয়েষু

ফাল্গুনীটা এতই ছোট যে যারা দশটাকা দিয়ে আসবে তারা দুঃখিত হবে। ওর সঙ্গে একটা ফাউ না দিলে কি চল্‌বে? না হয়, বৈকুণ্ঠের খাতাটা[১] জুড়ে দাও না। বহুবিবাহটা[২] ছোট আছে ধাঁ করে মুখস্থ হয়ে যাবে— চারু,[৩] দ্বিজেন বাগচি,[৪] সুরেশ,[৫] মণিলাল[৬] প্রভৃতিকে এতে লাগিয়ে দাও না। নিতান্তই যদি না পার— আমার additionওয়ালা বইটা আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো— দেখি যদি এখানে কোনোরকম করে করে-তুল্‌তে পারি। আমাদের পক্ষে খুবই শক্ত— তবু তোমরা যখন আমাদের পরিত্যাগই করলে তখন একবার প্রাণপণে চেষ্টা করব আত্মশক্তিতে কি করতে পারি। অজিত[৭] সোমবারে আস্‌বে তার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো।

কিন্তু এর উপরে আমার পক্ষে ১৫ই জানুয়ারি কলকাতায় যাওয়া কি করে সম্ভব হবে? আবার আমাকে ফিরে এসে আবার ৯ মাঘে যেতে হবে। সে যে বিষম ঘোরাফেরার পাল্লায় পড়তে হবে। তার পরে রিহার্শাল আমি না থাকলে সমস্ত ঢিল্ পড়ে যাবে। বিশেষত যদি দুটো নাটক আমাদের চালাতে হয় তাহলে ত কথাই নেই। তারপরে Hindu Universityর জন্যে Music সম্বন্ধে শীঘ্র একটা Lecture[৮] লিখ্‌তে বস্‌তে হবে— কলকাতায় গেলে লেখা ত হবে না। ৯ই মাঘের পূর্ব্বেই যদি লেখা শেষ করতে পারি তবেই রক্ষা পাব।

বাংলা প্রোগ্রামটা তুমি মনোমোহন ঘোষকে[৯] দিয়ে ইংরেজি করিয়ে নাও —এখন আমার এত কম সময় যে ও ভার আমি নিতে পারবনা। এণ্ড্রুজ থাকলে ভাবতুম না।

রবিকাকা

১২. ওঁ

কল্যাণীয়েষু

প্রোগ্রাম নিশ্চয় পেয়েছ। তাতে "বশীকরণ" নাম বদলে বহুবিবাহ করে দিয়েছি।

তোমাদের রিহার্সাল কি রকম চল্‌চে? মেয়ে সাজাবার সমস্যা কি রকম সমাধান করলে?

রথী[১] এখানে দুজন গাইয়ে বাজিয়ে পাঠিয়েছে তারা কেবল শনি রবিবার থেকে সমস্ত সুর শিখে নেবার প্ল্যান করে এসেচে। এমন অসাধ্য সাধনের কথা রথী কল্পনা করলে কেমন করে? আমরা মাসখানেক তালিম দিয়ে হিমসিম খেয়ে যাই আর বাইরে থেকে হঠাৎ এসে এই দুটি ভদ্রলোক আমাদের সমস্ত সুর তাল লয় একেবারে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে? তাদের ফেরৎ পাঠাতে হল।

বহুবিবাহে মনোরমা এবং মাতাজি একই লোককে সাজানো যেতে পারে মনে রেখো। মনোরমাকে একটিও কথা বলতে হয়নি— সে audienceএর দিকে পিঠ করে ঘোমটা দিয়ে চুপ করে বসে থাকবে— গোঁফদাড়ি থাকলেও ক্ষতি হবে না— নেপথ্য থেকে একজন কেউ ওর গানটা গেয়ে দেবে।

অবশ্য মাতাজিকে স্পষ্ট করে দর্শন দিতে হবে। তাকে দিব্য করে ত্রিপুণ্ড্র প্রভৃতি এঁকে রুদ্রাক্ষের মালা জড়িয়ে হাতে এক ত্রিশূল দিয়ে ভৈরবী গোছের চেহারা করে দিতে হবে— অথচ দেখতে ভাল হওয়া চাই।

ফাল্গুনীর সর্দ্দার যে সাজবে সে যখন গুহা থেকে বেরিয়ে আস্‌বে তখন তার হাতে ধনুকবাণ দিতে হবে। সেটা তৈরি রেখো। সর্দ্দারকে একটু বেশ সাজানো চাই। অন্য যারা আছে তারা নানা রঙ-বেরঙের চাদর উড়িয়ে পাগড়ি জড়িয়ে বেশ সরগরম করে তুল্‌বে।

বাউলকে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত একেবারে ধবধবে শাদা করে দিয়ো।

শনি ও রবি এই দুদিন অভিনয়টা হলে বোধহয় ভাল হবে কি বল?

রবিকাকা

১৩. ওঁ

কল্যাণীয়েষু

কাল সন্ধেবেলায় তোমার টেলিগ্রাফের তাড়া পেয়ে কালই লিখে ফেলেচি। সংক্ষেপ হলে চল্‌বেনা— কাজেই একটু ফলিয়ে ছেলেদের গানগুলো তর্জ্জমা করে একটু বেশ পড়বার যোগ্য করে তুল্‌তে হল। এর প্রুফটা একবার মনোমোহন ঘোষকে দেখিয়ে নিয়ো। গানগুলো এবং অন্য অংশ ভিন্ন অক্ষরে ছাপানো ভাল। প্রোগ্রামটা ইংরেজ মহলে আগে থাকতে বেচতে পারলে

বিজ্ঞাপনের কাজে লাগতে পারে কি বল? বাংলাটা একবার প্রুফ দেখতে পাঠিয়ো।

আর যাই কর বৈকুণ্ঠের খাতায় মণিলালকে অবিনাশ করোনা— ও acting করতে পারে না। হয় রথীকে নয় দ্বিজেন বাগচি প্রভৃতি কাউকে ধোরো। সুকুমার[১] অজিতের কাছে বলেচে যে সে বৈকুণ্ঠের খাতায় কেদার সাজতে রাজি।

ভাবছিলুম উঠোনে স্টেজ না করে আটচালা বেঁধে তোমাদের দক্ষিণের আঙিনায় স্টেজ করলে কেমন হয়? এখন থেকেই সাজাতে পার— গাছপালা পোঁতা সহজ হয়— যত Seats বেশি ধরতে পারে— সামনের রোয়াকে এবং দোতলায় মেয়েদের জায়গা করা যায়— ইত্যাদি সুবিধা আছে। হোগলার চাল করলে এক পসলা বৃষ্টিও কেটে যেতে পারে।

কাপড়ের কি করলে? আমার জন্যে যে শাদা ঝোলা করবে তার হাতের আস্তিনটা খুব ঝোলানো করতে হবে— মসলিনের কাপড় হলে শাদাটা বেশ খুল্‌বে ভাল। মেয়ে যারা থাক্‌বে তাদের পেশোয়াজ গোছের সাজেই বোধ হয় মানাবে। কি বল?

বিবিকে পাঠানোর কিছু করতে পারলে? বাজনা দরকার?

ইংরেজি Synopsisটা তোমরা সংক্ষেপ কোরোনা— ওটা এইরকম বড় হওয়াই চাই।

রামানন্দবাবুকে[২] দিলে তিনি ছাপিয়ে দিতে পারেন— তার পরে না হয় তিনি Modern Reviewতে ছাপিয়ে দেবেন। ওটা কিন্তু রথীকে বোলো Americaতে যেন Copyright করানো হয় এবং সেটা ছাপানো থাকা দরকার।

ব্যস্ত আছি। বৈকুণ্ঠের খাতার তালিমটা যেন ভালরকম দেওয়া হয়। —প্রম্প্‌টিঙের উপরেই কান পেতে থেকোনা— ভাল মুখস্থ না হলে জমে না। মুস্কিল, আমি ওখানে নেই— থাক্‌লে জবরদস্তি করে খাড়া করে তুল্‌তে পারতুম।

রবিকাকা

১৪. ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমিও সে কথা ভাবছিলুম। বৈকুণ্ঠের খাতার সঙ্গে ফাল্গুনীকে জুড়ে দিলে বড্ড বড় হবে। তা ছাড়া দুটোর মধ্যে মিল থাক্‌বে না তাই ভাবচি

ফাল্গুনীরই একটা introduction গোছের Scene জুড়ে দেব— সেটা ছোট হবে —তাতে মেয়ে থাকবে না— আর যারা দেরিতে আসবে তাদের disturbanceটা ঐটের উপর দিয়েই যাবে। এটা রাজা ও রাজসভাসদদের ব্যাপার হবে। একটু কাপড়-চোপড় হয়ত বেড়ে যাবে— কিন্তু এর অভিনয় তোমাদেরই ঘাড়ে ফেল্‌ব। কাল থেকে লিখতে সুরু করব।

যদি এখানকার রিহার্সাল ব্যাপারে কিছু ছুটি করে নিতে পারি তাহলে Cousinsকে[১] দেখাও দেব, দেখেও আসব। মুস্কিল এই— গেলে তখন থেকে শেষ পর্য্যন্তই থাকতে হবে— সেটা manage করতে পারলে চেষ্টা দেখব।

তোমরাই শুধু ব্যস্ত আছ তা নয়— আমরাও ভয়ানক ব্যস্ত। তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি যেন স্বপ্নে লিখ্‌চি— মনটা কোথায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে বলতে পারিনে।

ইংরেজি Synopsisটা কেমন লাগল ? চল্‌বে ত ? বাংলার প্রুফটা যেন নিশ্চয় পাই।

টিকিট বিক্রি হচ্চে ত ? একা ফাল্গুনীতেই যাতে আগুন জ্বলে ওঠে সেই চেষ্টা করা যাবে। তোমরা Stage Effect জমাবার ভারটা নিয়ো— আমরা গানে ও অভিনয়ে আছি।

ইংরেজি Synopsisটা পড়লে বুঝতে পারবে ছেলেদের কাকে কি রকম সাজাতে হবে। বেণুবন, পাখী, ফুটন্ত চাঁপা, বকুল, পারুল, আমের বোল, শালের কচি পাতা ইত্যাদি।

রবিকাকা

১৫. ওঁ

Santiniketan
Bengal, India
[Jan. 1926]

কল্যাণীয়েষু

গৃহপ্রবেশ[১] আরো কিছু বদল করে দিলুম। একটি নতুন Character যোগ করেছি— টুক্‌রি বলে ছোট মেয়ে। অত ছোট মেয়ে ওরা জোটাতে পারবে ত ? কিছু কিছু ছেঁটেও দিয়েছি। বড় ঘনঘন গান ছিল, কমিয়ে দিলুম। তোমার

সেই গৃহপ্রবেশ বইখানায় কিছু কিছু জোড়াতাড়া করেছিলুম— সেগুলোও এই কপির মধ্যে যোগ করে দিয়ো। কপিটা ফেরৎ চাই— কারণ ছাপতে দিতে হবে। আগামী ৪ঠা তারিখে কলকাতায় যাব তখন তোমাদের সঙ্গে মোকাবিলায় কথা হতে পারবে।

রবিকাকা

অতুলপ্রসাদ সেনকে লিখিত

১. ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার দানের ধারা আমাদের তৃষ্ণার্ত্ত কর্ম্মক্ষেত্রের উপর এসে বর্ষিত হয়েচে। তোমার মতো উড়ো মেঘ কখনো কখনো আমাদের নৈরাশ্য তাপতপ্ত দিগন্তে দৈবাৎ দেখা দিয়ে এক আধ পসলা বৃষ্টি দিয়ে যায়। শ্রাবণ-প্লাবনের আশা ত্যাগ করেচি। শুক্‌নো মাটিতে কোদাল পাড়ি, নিষ্ঠুর জমিকে ভিজোবার জন্যে আছে মাথার ঘাম আর চোখের জল, বক্ষের রক্তও কাজে লাগতে পারত কিন্তু বেশি বাকি নেই।

সাতই পৌষের কাজ শেষ হলে অল্প কয়েকদিনের জন্যে কোথাও বিশ্রামের জন্যে যাবার ছুটি আছে। দিন পনেরোর বেশি নয়। কারণ এখানকার কাজের ভার পুনশ্চ নিজের হাতে নিতে হয়েছে। মালমসলা যখন কম তখন সর্দ্দার মিস্ত্রিকেই কোমর বেঁধে কাজে লাগতে হয়। অতএব ক্রিস্টমাসের সংকীর্ণ ছুটির বাইরে আমার দৌড়ধাপ চলবে না। খোঁটা গাড়া রয়েচে, দড়ির বহরও খাটো, লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত পৌঁছবার মতো নয়। আসল কথা রেলে যাওয়া আসার যোগ্য আমার দেহযষ্টি নয়। যদি কিছু লম্বা ছুটি পাওয়া যেত তাহলে যতটা সম্ভব স্টিমারে করে গিয়ে তোমার নাগাল পাওয়া যেত— কিন্তু আমার ছুটির গ্রীবাখানা জিরাফের মাপে নয়, দূরের আশা তার পক্ষে দুরাশা।

আজ ভাইসরয় অপরাহ্ণে আসবেন···আতিথ্য ব্যাপারে ব্যস্ত আছি। ইতি

১৬ ডিসেম্বর ১৯২৮

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. ওঁ

Dartington Hall
Totnes

কল্যাণীয়েষু

অতুল, তোমার চিঠি আজ ৯ই জুনে পাওয়া গেল। আজকালের মধ্যেই তুমি লণ্ডনে আসচ। অতএব ভিয়েনায় তোমার কোনো কাজে লাগ্‌তে পারলুম না। যাই হোক ভিয়েনায় ডাক্তারের খবর পাওয়া কিছুই কঠিন নয়। নিশ্চয়ই তুমি সন্ধান করে উপযুক্ত লোক ঠিক করতে পেরেচ। লণ্ডনের ডাক্তারের পরে আমার বিশ্বাস নেই।

আমি কিছুকাল Elmhirstএর[১] আতিথ্য ভোগ করচি। ডেভনশিয়রে। সুন্দর জায়গা, আকাশ নির্ম্মল, সূর্য্যকিরণ অজস্র, পাখীর গান ও ফুলের সমারোহে চারিদিক আনন্দময়। এখানে যদি তোমার আসা সম্ভব হয় থাকবার অসুবিধে হবে না! রথীরা টর্কিতে আছে— সে জায়গাটিও ভালো— সেখানে তার অনেকটা উপকার হয়েচে।

আমার শরীর মোটের উপর ভালোই কিন্তু মন বড় ক্লান্ত। সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কোনো একটা নিরালায় দৌড় দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আজকের দিনে জগৎ সংসারে নিরালা বলে কোনো পদার্থ নেই। আসল কথা, নিজেকে যথাসম্ভব চেপে রাখতে পারলেই যেখানে থাকা যায় সেইখানেই নিরালা। ঐ সাধনাটা এখনো আয়ত্ত হল না।

লণ্ডনে পৌঁছে তোমার খবরটা দিতে ভুলোনা। উদ্বিগ্ন আছি। ইতি
৯ জুন ১৯৩০

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. ওঁ

Dartington Hall
Totnes
June 28. 1930

কল্যাণীয়েষু

ল্যাঙকাস্টার গেট হোটেলের ঠিকানায় তোমাকে চিঠি লিখেছিলেম, বলেছিলেম, এসো। সে চিঠি আমার বাণীসমেত নিরুদ্দেশ। এদিকে এখানকার মেয়াদ ফুরিয়ে এল। আগামী মঙ্গলবারে যাব বার্মিংহ্যামে। সেখানে আমার চিত্রগুলি লোক-লোচনের খোলা মাঠে স্তুতিলোভে চরতে গিয়েছিল— গোষ্ঠে ফিরিয়ে নেবার সময় হল— নিয়ে যেতে হবে জর্ম্মনিতে। যাবার রাস্তায় লণ্ডনে তোমার সঙ্গে ক্ষণিক মিলনের আশা করচি। যদি বর্লিনের পথে সঙ্গ নিতে পার তাহলে বিশেষ আনন্দের বিষয় হবে।

তোমার ছুটি আগামী বৃহস্পতিবারে— আমি তার পরবর্ত্তী মঙ্গলবার নাগাদ রাজধানীতে অবতীর্ণ হব বলে সংকল্প করেছি। সেখানে আমার আশ্রয় হচ্চে আর্য্যভবনে— নম্বর ত্রিশ, বেলসাইজ পার্ক, ঠিকানায়। একবার টেলিফোন যোগে খবর নিয়ো— যেমন করে হোক্ দেখা হওয়া চাই। তোমার লঙকাস্তর হোটেলটা বড়ো ফাঁকি দিয়েচে। এ জায়গায় বন্ধুমিলনের স্থানকাল দুইই ছিল অনুকূল— অদৃষ্টের মঞ্জুরি পাওয়া গেল না।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র প্রসঙ্গ

১ ॥ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮. ২. ১৮৬৬ - ১৪. ২. ১৯৩৮)। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের পৌত্র (গুণেন্দ্রনাথ-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র)। শিল্প-রচনার প্রচলিত পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেন নি। তাঁর শিল্পে প্রাচীন জাপানী অঙ্কনরীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্যে প্রচলিত কিউবিজম-এ নিজস্ব অঙ্কনশৈলীর পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে তিনি এক অনন্য-সাধারণ শিল্পরীতি উদ্‌ভাবন করেছেন। ব্যঙ্গচিত্র রচনায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট (১৯০৭) এবং বেঙ্গল হোম ইণ্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন (১৯১৬) এই উভয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপনকর্মে তাঁর শ্রম বিস্মৃত হবার নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ ছিল। তাঁর দুই অনুজ সমরেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ উভয়েই লেখক এবং চিত্রশিল্পী। শিল্পাচার্যরূপে অবনীন্দ্রনাথ জগদ্‌বিখ্যাত হয়েছেন।

রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংগৃহীত পুলিনবিহারী সেন-সংগ্রহ থেকে গগনেন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১৫খানি পত্র বর্তমান সংকলনে প্রকাশিত হল। ত্রিশ বৎসরের অধিককাল ধরে লেখা এই পত্রাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রজীবনের নানা সময়ের স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়।

২ ॥ অতুলপ্রসাদ সেন (২০. ১০. ১৮৭১ - ২৬. ৮. ১৯৩৪)। পিতা রামপ্রসাদ সেন। জন্ম ফরিদপুরে। ১৮৯৪ সালে ব্যারিস্টার হয়ে প্রথম কিছুকাল কলকাতা ও রংপুরে ছিলেন। পরে আইনজীবীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন লক্ষ্ণৌ শহরে। সম্ভবত খামখেয়ালী সভার (১৮৯৭) যুগে রবীন্দ্রনাথের সহিত প্রথম পরিচিত হন। কবিগুরুর একান্ত অনুরাগী হয়েও নিজের ব্যক্তিত্বকে অতুলপ্রসাদ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা দুই শতাধিক। 'গীতিগুঞ্জ' নামক গ্রন্থে গানগুলি সংকলিত। তাঁর গানের স্বরলিপি 'কাকলি' নামে কয়েকখানি স্বরলিপি গ্রন্থে মুদ্রিত। তাঁর লেখা কবিতা "হও ধরমেতে ধীর করমেতে বীর" এবং স্বদেশী গান "উঠ গো ভারতলক্ষ্মী"র কথা বাঙালিমাত্রেই জানেন।

১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালে রামগড়ে 'গায়কের ত্র্যহস্পর্শ' সম্বন্ধে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> "সবচেয়ে জমিয়ে দিল গান। গায়কের ত্র্যহস্পর্শ— এক জায়গায় বাবা, অতুলপ্রসাদ ও দিনেন্দ্রনাথ। 'হৈমন্তী'তে গানের ফোয়ারা ছুটল। বাবা অন্য কাজ ছেড়ে প্রতিদিন নতুন গান রচনা করে তাতে সুর দিতে লাগলেন। দিনেন্দ্র কাছে রয়েছেন— বাবা নির্ভয়। সুর হারিয়ে যাবে না, তাকে একবার নতুন সুর শোনালেই সে মনে রাখবে।··· অতুলবাবুর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। তিনি বাবাকে অনুরোধ করলে বাবা দিনেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলেন 'তোকে কাল যেটা শেখালুম, তুই-ই গেয়ে দে না, আমার কি ছাই এখন মনে আছে'। দিনেন্দ্র গান ধরেন, একটা শেষ হলে

আর একটা, অতুলপ্রসাদের তবু তৃষ্ণা মেটে না। নতুন গান শেষ হলে পুরানো গান থেকে গাইতে বলেন তাঁর যেগুলি বিশেষ ভালো লাগে। বাবা তখন অতুলপ্রসাদকে বলেন, 'তোমার আশ তো মিটল, এখন আমাদের আশ মেটাও, আমরা এবার তোমার গান শুনি।' অতুলপ্রসাদ তখন তাঁর মিষ্টি গলায় গানের পর গান গেয়ে যান।...

অতুলপ্রসাদ একদিন বাবাকে অনুরোধ করলেন— 'আপনি কাল যে সুরটি গুনগুন করছিলেন আপনার ঘরে, আমার বড়ো ভালো লাগছিল শুনতে, গান বাঁধা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে, ওই গানটি আমাদের শুনিয়ে দিন।' বাবা বললেন, 'সেটা যে দিনুকে এখনো শেখানো হয় নি তাহলে আমাকেই গাইতে হয়।' বাবা গাইলেন—

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর।..."

রবীন্দ্রনাথ এই গানপাগল গান-রচয়িতাকে অন্তর দিয়ে স্নেহ করতেন। তাঁর স্নেহ-নিদর্শন অক্ষয় করে রেখেছেন তাঁর পরিশেষ কাব্যের উৎসর্গপত্রে :

"আশীর্বাদ
শ্রীমান অতুলপ্রসাদ সেন
করকমলে

বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল
বহে যায় শতস্রোতে রসবন্যাবেগে ;
... ...
সহস্র বর্ষণধারা গিয়েছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিমে উত্তরে ;
দিল বঙ্গবীণাপাণি অতুলপ্রসাদ,
তব জাগরণী-গানে নিত্য আশীর্বাদ।"

পুলিনবিহারী সেন -সংগ্রহে অতুলপ্রসাদ সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের যে পত্রগুলি পাওয়া যায় তার মধ্যে একাধিক পত্র ইতঃপূর্বে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত। মাত্র তিনখানি পত্র এ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় নি। পত্রগুলির রচনাকাল ১৯২৮ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে। বর্তমান সংকলনে পত্রগুলি মুদ্রিত করা গেল।

টীকা ॥

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

পত্রসংখ্যা

১ ১ ঠাকুর এস্টেট-এর সাহাজাদপুর তহশীল। এটি পরগনা ইসপশাহীর অধীন পাবনা কালেক্‌টেরেট-এর ২নং তৌজি।

২ সুইডেনবাসী কার্ল হ্যামারগ্রেন, বহুভাষাবিদ্ ভারতপ্রেমিক। রামমোহন রায় -প্রণীত ইংরেজি গ্রন্থাবলী পাঠ করে ইনি বঙ্গদেশের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বঙ্গদেশের কোনো সেবামূলক কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করার সংকল্প নিয়ে কলকাতায় আসেন ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তিনি পীড়িত হয়ে পড়েন এবং ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ৩ জুলাই মঙ্গলবার কলকাতায় তাঁর দেহাবসান ঘটে। তাঁর শেষ ইচ্ছানুসারে তাঁক হিন্দুদের প্রচলিত প্রথায় চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত করা হয়। এই ঘটনায় রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ "বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য" (দ্র. 'সমাজ') নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন।

৩ 'সাধনা' মাসিক পত্রিকা (১২৯৮ থেকে ১৩০২) চার বছর প্রচলিত ছিল। প্রথম তিন বছর সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্থ বছরে সম্পাদনার ভার গ্রহণ করতে হয় রবীন্দ্রনাথকে।

৪ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-এর পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫ মহর্ষির চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ-এর পুত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬ মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ-এর পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২ ১ ঠাকুরবাবুগণ খরিদসূত্রে বোয়ালদহ মহালের মালিক হন। দ্বারী বিশ্বাস (দ্বারকানাথ) ছিলেন ঠাকুর এস্টেটের একজন বিশিষ্ট প্রজা এবং ঐ সঙ্গে তিনি ছিলেন বোয়ালদহের পত্তনি স্বত্বের মালিক। সামান্য স্বার্থ বিসর্জন দিতে না পেরে তিনি ঠাকুর এস্টেটের সঙ্গে এমন এক মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লেন যে শেষ পর্যন্ত ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজার তাঁকে আইনের প্যাঁচে ফেলে একেবারে দিশাহারা করে ছাড়লেন। মামলা শেষ না হতে দ্বারী বিশ্বাসের জীবন শেষ হয়ে গেল।

এমন সময় রবীন্দ্রনাথ এলেন শিলাইদহে। খবর পেয়ে দ্বারী বিশ্বাসের ছেলে এসে তাঁর কাছে হাত জোড় করে দাঁড়াল। এবং সে জানালো যে মিথ্যা আইনের ফাঁকে ম্যানেজারবাবু তাদের ধনেপ্রাণে মেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথ দ্বারী বিশ্বাসকে সৎ প্রজা বলে জানতেন। তিনি ব্যাপারটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করলেন এবং শেষ পর্যন্ত ম্যানেজারকে আদেশ দিলেন— দ্বারী বিশ্বাসের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে বোয়ালদহের খাস করা জমি যেন তার ছেলেকে প্রত্যর্পণ করা হয়।

২ শিলাইদহ কুঠিবাড়ি বলতে বোঝাত তখনকার নীলকর সাহেবদের তৈরি শিলাইদহ কুঠি। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে সেই কুঠি দেখেছেন। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে তার বর্ণনা আছে :

"পুরনো নীলকুঠি তখনো খাড়া ছিল। পদ্মা ছিল বহু দূরে। নীচের তলায় কাছারি। উপরে আমাদের থাকবার জায়গা। সামনে খুব মস্ত একটা ছাদ। ছাদের বাইরে বড় বড় ঝাউ গাছ, এরা একদিন নীলকর সাহেবদের ব্যবসার সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। আজ কুঠিয়াল সাহেবদের দরবার একেবারে থমথম করছে।"

উল্লিখিত পুরনো নীলকুঠি বাগানসহ পরে পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। তার পর নূতন কাছারিবাড়ি নির্মিত হয়। কাছারিবাড়ির উপরে দ্বিতলে বাসস্থান নির্মাণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতভেদ এখানে লক্ষ্য করা যায়।

৩ চিত্রশিল্পী হরিশচন্দ্র হালদার— হ. চ. হ. নামে পরিচিত। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে বিভিন্ন অভিনয়কালে তাঁকে মঞ্চ সাজাবার ভার দেওয়া হয়েছে একাধিকবার।

'বালক' পত্রিকায় (১২৯২) প্রকাশিত একাধিক লিথো ছবির নীচে নাম মুদ্রিত দেখা যায় : H. C. Halder.

রবীন্দ্রনাথের 'গল্পসল্প' পুস্তকের "ম্যাজিসিয়ান" গল্পে হরিশচন্দ্রের উল্লেখ আছে।

৩ ১ রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। গগনেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ভগিনী সুনয়নী দেবীর স্বামী। খামখেয়ালী সভার অন্যতম আহ্বায়ক। উক্ত সভার একটি নিমন্ত্রণপত্র স্মৃতি থেকে অবনীন্দ্রনাথ ছাপিয়েছেন তাঁর 'ঘরোয়া' নামক পুস্তকে :

'শ্রাবণ মাসের ১৩ই তারিখ শনিবার সন্ধ্যাবেলা
সাড়ে সাত ঘটিকায় খামখেয়ালীর মেলা।
সভ্যগণ জোড়াসাঁকোয় করেন অবরোহণ
বিনয়বাক্যে নিবেদিছে শ্রীরজনীমোহন।'

২ বাল্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত প্রথম পুস্তক অবনীন্দ্রনাথের লেখা 'শকুন্তলা' এবং উক্ত পুস্তকে মুদ্রিতব্য চিত্র।

৩ বাল্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত ২-সংখ্যক গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের লেখা 'নদী' এবং উক্ত গ্রন্থে মুদ্রিতব্য চিত্র।

১৩০২-এর ২ মাঘ 'নদী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের অব্যবহিত পরে উক্ত পুস্তকের মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলির উপরে অবনীন্দ্রনাথ মোট একুশটি চিত্র আঁকেন (দ্র. নদী, স্বতন্ত্র সচিত্র সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৭১ ; স্বতন্ত্র সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে সচিত্র নদী ১৩৬১-র 'শারদীয় আনন্দবাজারে' মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল)।

৪ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী -কৃত সাতটি চিত্র স্বতন্ত্রভাবে নদী পুস্তকে মুদ্রিত।

৫ ঝড়ের দিনে একটি স্ত্রীলোককে জল থেকে উদ্ধার করার বর্ণনা আছে রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃ-স্মৃতি' গ্রন্থে (পৃ. ৪৫-৪৭) :

"ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে আমি একবার একলা শিলাইদহে গিয়েছিলুম। সেবার-কার একটি ঘটনা আমার বেশ মনে আছে।··· তিনদিন তিন রাত সাইক্লোনের ঝড়বৃষ্টি সমানে চলেছিল।··· তৃতীয় দিনের বিকেল বেলায় ঝড়ের প্রকোপ কমে গেল, বাবা আমাকে নিয়ে বোটের ডেকের উপরে এসে বসলেন। হঠাৎ তিনি মাঝিকে ডেকে বললেন, দেখ তো মাঝি নদীর জলে কী যেন ভেসে যাচ্ছে? চুলের মতো মনে হচ্ছে, মেয়েমানুষের চুলের গোছাই হবে। যা, শীঘ্র জলিবোটটা নিয়ে যা।

তুফান দেখে মাঝি সাহস করে নামে না। বাবা তখন নিজেই যাবার উদ্যোগ করছেন— এমন সময় পিছন থেকে ছুটে এসে বাবাকে সরিয়ে দিয়ে আমাদের বুড়ো গফুর বাবুর্চি ছোট বোটটাতে লাফিয়ে পড়ল এবং উত্তম মধ্যম গালাগালি দিতে দিতে মাঝিদের টেনে নামিয়ে বোট ভাসিয়ে দিল। আমরা শঙ্কিতভাবে দেখতে লাগলুম বোটটা সময়মত মজ্জমান স্ত্রীলোকটির কাছে পৌঁছতে পারে কিনা। মাঝিরা ডাক ছেড়ে ঘন ঘন দাঁড় ফেলছে ঢেউয়ের উপর— আছাড় খেতে খেতে বোট ছুটে চলেছে, তবু যেন তার কাছে পৌঁছতে পারছে না। অন্ধকার হয়ে এল— আর কিছু দেখা যায় না, কেবল গফুর মিঞার হাঁকডাক মাঝে মাঝে কানে আসে। অনেকক্ষণ পর বোট ফিরে এল, বাবুর্চির তখন কী উল্লাস— মিল গিয়া বাবুজি, মিল গিয়া! শোনা গেল, মেয়েটি কিছুতেই বোটে উঠতে চায়নি, চুল ধরে কোনো রকমে তাকে বোটে তোলা হয়েছিল। বাবা দেখলেন,

একটি যুবতী স্ত্রীলোক, সুন্দর তার চেহারা, বোটের এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। অনেক কষ্টে তার কাছ থেকে তার পরিচয় বের করতে পারলেন। শিলাইদহের কাছেই তার বাড়ি, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, কিন্তু সাঁতার জানত বলে ডুবতে পারে নি।

বাবা তার শ্বশুরকে চিনতেন, তাকে ডেকে পাঠিয়ে বউকে নিয়ে যেতে বললেন।"

৬ অমলা দাশ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী। কবিপত্নী মৃণালিনীদেবীর বিশেষ স্নেহভাজন এবং রবীন্দ্রসংগীতে পারদর্শিনী।

৭ কবি নাট্যকার ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

৪ ১ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

২ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় -সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এক বৎসরমাত্র প্রচলিত ছিল। 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে "ঐতিহাসিক চিত্র" নামে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে বলেছেন,

"আমরা ঐতিহাসিক চিত্র নামক একখানি ঐতিহাসিক পত্রের মুদ্রিত প্রস্তাবনা পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়মহাশয়ের সম্পাদকতায় তাহা প্রকাশিত হইবে।"

৩ গালিমপুর সিল্ক ফ্যাক্টারি— রাজশাহী জেলায় মালঞ্চী পরগনাধীন।

৪ বিসর্জন নাটক-সংবলিত কাব্যগ্রন্থাবলী। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -সম্পাদিত (১৩০৩ আশ্বিন)।

৫ ১ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলী (আশ্বিন ১৩০৩)।

২ রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

৩ 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটিকার পূর্বনাম।

৬ ১ জোড়াসাঁকোর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর তিন পুত্র (দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ এবং নগেন্দ্রনাথ) রেখে লোকান্তরিত হন (১ আগস্ট ১৮৪৬)। তার পর গিরীন্দ্রনাথ (১৮৫৪ খৃ.) এবং নগেন্দ্রনাথ (১৮৫৮ খৃ) পরলোকগমন করেন।

পিতার প্রথম পুত্ররূপে দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথের মোট সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ পেলেন। অপুত্রক নগেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারে নগেন্দ্রনাথের প্রাপ্য পৈতৃক সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগের তিন ভাগ অর্থাৎ মোট সম্পত্তির নয় ভাগের এক ভাগের মালিক হন দেবেন্দ্রনাথ। পরে নগেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরীর আনীত মোকদ্দমার পরিণতি হিসাবে আর-এক নয় ভাগের এক অংশের মালিকানা পেলেন। এইভাবে ৩/৯ + ১/৯ + ১/৯ সর্বমোট ৫/৯ অংশের উত্তরাধিকার দেবেন্দ্রনাথ পেলেন এবং মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথের তিন পৌত্র (গুণেন্দ্রনাথের তিন পুত্র গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, অবনীন্দ্র) বাকি ৪/৯ অংশের স্বত্বাধিকারী হলেন।

উল্লিখিত এজমালি সম্পত্তির পরিচালক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। তিনি প্রথমে জমিদারি পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন তাঁর প্রথম জামাতা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে। কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুর পর সে ভার গ্রহণ করতে হয় রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ প্রায় দশ বছর (১৮৯০-১৯০০ ?) এই দায়িত্ব পালন করেছেন। তার পর মহর্ষি উক্ত এজমালি সম্পত্তি বিভাগের জন্য কলকাতা হাইকোর্টে একটি বাঁটোয়ারা মোকদ্দমা আনেন (১৮৯৭)। অংশীদারগণের সম্মতিক্রমে মোকদ্দমা ডিক্রী হয়ে যায় এবং মোট জমিদারি তারই ভিত্তিতে ভাগ হয়। জমিদারির চারটি তহশীলের একটি আয়ের হিসাব করে দশ বছরের গড় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা হলে মোট পরিমাণ দাঁড়ায় :

তহশীল	আদায়ী খাজনার দশ বছরের গড়	রাজস্ব ও অন্যান্য খরচ বাদে নীট আয়
১ বিরাহিমপুর ও	১, ৭৩, ৮৯১ টাকা	১, ১০, ৬৫০ টাকা
২ কালীগ্রাম তহশীল		
৩ সাহাজাদপুর তহশীল ১	১, ৩৮, ৩৫৭ "	১, ০৫, ৭০০ "
৪ পাণ্ডুয়া তহশীল	৫৬, ২৬১ "	১৭, ৯৬০ "
	৩, ৬৮, ৫০৯ "	২, ৩৪, ৩১০ "

বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে মোটামুটি সমগ্র সাহাজাদপুর তহশীল দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতার পৌত্রেরা (গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, অবনীন্দ্র) পেলেন। বাকি তিনটি তহশীলের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হলেন দেবেন্দ্রনাথ।

বর্তমান সংকলনে মুদ্রিত পত্রগুলি উল্লিখিত বাঁটোয়ারার নানা ঘটনার স্মারক।

২ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩ কালীগ্রাম তহশীল। রাজশাহী কালেকটরেটের-এর ১৪১ নং তৌজি— কালীগ্রাম পরগনাধীন।

৭ ১ কনকেন্দ্রনাথ ঠাকুর— গগনেন্দ্রনাথ-এর দ্বিতীয় পুত্র।

২ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-এর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত ৭ই পৌষ।

৩ রাধাকিশোর মাণিক্যবাহাদুর।

৪ ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লাহোর-কংগ্রেস-এর অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন বলে জানা যায় না।

৯ ১ 'লোকসাহিত্য'-গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহের প্রয়াস (?)।

পত্রসংখ্যা ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪-এর প্রয়োজনীয় অংশ রবীন্দ্ররচনাবলী দ্বাদশ খণ্ডে গ্রন্থপরিচয় অংশে (পৃ. ৬০১-৬০৩) মুদ্রিত হয়েছে। বর্তমান সংকলনে উক্ত পাঁচখানি পত্র সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা গেল।

ফাল্গুনীর আরম্ভে বহুবিবাহ (বশীকরণ) প্রহসন জুড়ে দেবার যে কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিতে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ-কৃত তার খসড়া সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে পাওয়া যায়। দ্র. গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭, পৃ. ৬০৪-৬০৬।

১০ ১ নাটকের বই 'ফাল্গুনী' প্রথম ১৩২১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয়। পুস্তকের সূচনা অংশ পরে "বাঁকুড়ার নিরন্নদের জন্য অন্ন ভিক্ষাকল্পে ফাল্গুনী অভিনয়" উপলক্ষে রচিত (মাঘ ১৩২২) এবং 'বৈরাগ্যসাধন' নামে মাঘ সংখ্যা সবুজপত্রে মুদ্রিত।

'বশীকরণ' ও 'ফাল্গুনী'

"১৩২২ বঙ্গাব্দের পৌষ মাস, ইংরেজী ১৯১৫, ডিসেম্বর। কাশ্মীর ভ্রমণ সমাপনান্তে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল শিলাইদহে বাস করিয়া কলিকাতা হইয়া শান্তিনিকেতনে আসিয়াছেন। ১০ ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরি হলে "শিক্ষার বাহন" প্রবন্ধ পাঠ এই-সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পৌষের প্রারম্ভেই কবি শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই সময়ে নাটক সম্বন্ধে আলোচনায় বিশেষ করিয়া 'রাজা' 'ডাকঘর' প্রভৃতি নূতন রচিত নাটকগুলির ব্যাখ্যানে তাঁহার খুবই উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা এই সব আলোচনায় যোগ দিতেন। একদিন সুরুলে নব-অধিকৃত কুঠিবাড়িতে ঘটা করিয়া বনভোজন হয়। সকলে সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব করেন। এখানেও নাটক সম্বন্ধে আলোচনার একটি বৈঠক বসে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন

সেন মহাশয়ের প্ররোচনায় একজন ছাত্র রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার 'বশীকরণ' নাটিকাটি পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন, তিনি ঐ নামীয় কোনও নাটিকা কোনও দিন রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে একখানি ব্যঙ্গকৌতুক আনিয়া দেওয়া হইল; তিনি সকৌতুক উৎসাহে যেন সম্পূর্ণ-অপরিচিত কোনও রচনা পাঠ করিতেছেন— এই ভাবে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি থামিয়া থামিয়া যাইতে লাগিলেন, স্থানে স্থানে সামান্য আদিরসের ইঙ্গিতজনিত লজ্জায় তাঁহার মুখচোখ কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিতে লাগিল এবং স্থানে স্থানে লঘু হাস্যরসের অবতারণা থাকাতে তিনি ঈষৎ আনত হইয়া বইখানির উপর মুখ রাখিয়া উচ্ছ্বসিত হাসি দমন করিতে লাগিলেন। সে এক অপরূপ দৃশ্য!

এইভাবে বাধার মধ্য দিয়া নাটিকাপাঠ সমাপ্ত হইল। ভাগ্যবান যাঁহারা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বিস্ময়ে আনন্দে স্তব্ধ হইয়া সলজ্জ সস্মিত বিশ্বকবির মুখে এই নাটিকাপাঠ শ্রবণ করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে কৌতুকহাস্যে আসর গমগম করিতে লাগিল।

এই সময়ে 'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছিল। বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর দুঃখ-নিবারণ কল্পে অর্থ-সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় এই অভিনয় হইবে স্থির হইয়াছিল। শান্তিনিকেতনে অভিনয়ের মহড়াও আরম্ভ হইয়াছিল। 'বশীকরণ' পাঠ শেষ হইবার কিছুক্ষণ পরে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ বলিয়া উঠেন, ভালই হল, 'ফাল্গুনী'র গোড়াতে এই 'বশীকরণ'কে জুড়ে দিলে আরম্ভটা মন্দ হবে না। কি বল তোমরা?

'ফাল্গুনী'র সহিত 'বশীকরণ' কি ভাবে খাপ খাইতে পারে, ইহা উপস্থিত কাহারও বোধগম্য না হওয়াতে কেহই কোনও উত্তর করিলেন না; প্রসঙ্গটা সেদিনের মত চাপা পড়িল।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র ভদ্র তখন শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক। এই ঘটনার পরের দিন তাঁহার কলিকাতায় যাইবার কথা ছিল; তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইতে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ খুব গম্ভীর ভাবে তাঁহাকে বলিলেন, যাওয়া হবে না তোমার। কাজ আছে।

ইহার উপর কথা চলে না। উপেন্দ্রবাবু রহিয়া গেলেন। কবি বলিলেন, 'ব্যঙ্গকৌতুক' আন একখানা।

উপেন্দ্রবাবু তাঁহার নিজের 'ব্যঙ্গকৌতুক'খানি হাজির করিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথ বইখানি লইয়া 'বশীকরণ' সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার উপেন্দ্রবাবুর ডাক পড়িল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার হাতে 'ব্যঙ্গকৌতুক' বইখানি দিয়া বলিলেন, এইবার কলকাতায় যাও। জুড়ে দিয়েছি 'বশীকরণ'কে 'ফাল্গুনী'র সঙ্গে। অবনকে গিয়ে দেখাও। স্টেজটা নতুন করে এইভাবে তৈরি করতে হবে, তুমি বুঝে নাও।

এই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি কাগজে কম্‌বাইণ্ড স্টেজটি আঁকিয়া দেখাইয়া দিলেন। 'বশীকরণ' নাটিকাটির সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন যে ২২ এবং ৪৯ এই দুই নম্বরের দুইটি বাড়ি লইয়া এই নাটকের রহস্য ঘনাইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই দুইটি বাড়িকে একটি প্রশস্ত রাজপথের দুই ধারে রাখিয়া পথের মাঝখানে 'ফাল্গুনী'র মঞ্চ স্থাপন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

উপেন্দ্রবাবু যথাসময়ে অবনীন্দ্রনাথের নিকট 'ফাল্গুনী' নাটকের এই নূতন সংযোজনাটুকু দাখিল করিয়াছিলেন; অবনীন্দ্রনাথ যথাসাধ্য ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন; কিন্তু 'বশীকরণে'র স্ত্রী ভূমিকায় যাঁহাদের মঞ্চে অবতীর্ণ হইবার কথা ছিল, তাঁহারা শেষ পর্যন্ত অতখানি দুঃসাহস প্রকাশ করিতে রাজি না হওয়াতে 'বশীকরণ' অংশ বাতিল হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া 'ফাল্গুনী'র ভূমিকাস্বরূপ 'বৈরাগ্যসাধন' নামক একটি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করিয়া দেন। 'বৈরাগ্যসাধন' ও 'ফাল্গুনী' ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে জোড়াসাঁকো বাটীতে অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'বৈরাগ্যসাধনে' 'কবিশেখর' ও 'ফাল্গুনী'তে 'অন্ধ বাউলে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। অভিনয় ঐতিহাসিক ঘটনা, অনেকেই এ বিষয় অবগত আছেন।

কিন্তু 'বশীকরণ' নাটিকার কয়েক ঘণ্টার স্বর্গপ্রাপ্তির ইতিহাসটুকু উপেন্দ্রবাবুর 'ব্যঙ্গকৌতুক' বইখানির মধ্যে থাকিয়া যায়। উপেন্দ্রবাবু পরে কর্মব্যপদেশে শ্রীহট্টে অবস্থান করেন এবং সেখানে তাঁহার সুসজ্জিত লাইব্রেরি ঘরে 'বশীকরণে'র এই কৌতুককর ইতিহাস চাপা পড়িয়া থাকে।

উপেন্দ্রবাবু স্বয়ং এতদিন পরে সেই ইতিহাসের উপকরণ আমাদের হাতে দিয়াছেন। সেকালের ঘটনা তাঁহারই মারফৎ প্রাপ্ত হইয়া আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম। রবীন্দ্রনাথ কি পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইবার জন্য 'বশীকরণে'র পঞ্চম অঙ্কের শেষাংশ কতকটা পুনর্মুদ্রিত করিতে হইল…।"—'শনিবারের চিঠি', মাঘ ১৩৪৮, পৃ. ৪১৭-৪১৯।

২ দিনেন্দ্রনাথের ভগিনী নলিনী দেবী, সুহৃৎ চৌধুরীর পত্নী।

৩ রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী।

৪ প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)।

১১ ১ কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২ ১ প্রহসন 'বৈকুণ্ঠের খাতা', প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩০৩।

২ 'ব্যঙ্গকৌতুক' (২৮ ডিসেম্বর ১৯০৭) -ধৃত 'বশীকরণ'-এর নামান্তর।

৩ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৪ দ্বিজেন বাগচী

৫ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৬ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

৭ অজিতকুমার চক্রবর্তী

৮ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অঙ্গ কিনা" এই বিষয়ে বক্তৃতা দানের আমন্ত্রণ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

৯ বিশ্বভারতীর তৎকালীন উচ্চপদস্থ কর্মী।

১৩ ১ সুকুমার রায়

২ প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

১৪ ১ জেম্‌স্‌ এইচ কাজিনস (James H. Cousins) আইরিশ কবি। প্রথম ভারতে আসেন ১৯১৫ খৃস্টাব্দে বিদুষী অ্যানি বেসান্তের 'নিউ ইণ্ডিয়া' (*New India*) পত্রের সাহিত্য সহ-সম্পাদকরূপে। ঐ বছরেই মাদ্রাজের (Madana Palle) মদনপল্লীতে থিওজফিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে তিনি ইংরেজির অধ্যাপকরূপেও যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মানস পরিচয় ছিল ইংরেজি গীতাঞ্জলি (*Gitanjali*) ও অন্যান্য রবীন্দ্ররচনার মাধ্যমে। প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় হল কলকাতায় ১৯১৬ সালের প্রথম দিকে। ইংরেজি গীতাঞ্জলির ভূমিকা-লেখক ডবলিউ. বি. ইয়েট্‌স (W. B. Yeats)-এর স্বদেশবাসী জেম্‌স্‌ এইচ. কাজিনস্‌কে অভ্যর্থনা করার জন্যই রবীন্দ্রনাথ সেদিন শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা এসেছিলেন। ১৯১৮-র শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালোরে যান এবং সেখান থেকে কাজিন্‌স-এর আমন্ত্রণে যান মদনপল্লীতে (ফেব্রুয়ারি ১৯১৯) এবং সেখানে স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের সম্মেলনে "জনগণমনঅধিনায়ক' গানটি নিজেই গেয়ে শোনান। শ্রোতৃবৃন্দের অনুরোধে উক্ত গানের ইংরেজি অনুবাদ ("The Morning Song of India') লিপিবদ্ধ করেন। ১৯২১ এবং ১৯২৬-এ কাজিনস্‌-দম্পতি পর পর দুইবার শান্তিনিকেতনে আসেন। কাজিনস্‌-দম্পতির লেখা *We Two Together* (Ganes & Co. Madras, 1950) গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতি ও ভারতীয় ঋষি, মনীষীদের নানা অজানা তথ্য।

১৫ ১ নাটক 'গৃহপ্রবেশ'; প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৩২ (১৯২৫)।

অতুলপ্রসাদ সেনকে লিখিত

২ ১ লিওনার্ড কে. এল্‌মহার্স্ট (Leonard K. Elmhirst)-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় ঘটে আমেরিকায় ১৯২০ সালে। সেই যোগাযোগের সূত্রে তিনি প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯২১-এর ২৮ নভেম্বর। ১৯২২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি বর্তমান শ্রীনিকেতন-এর শুভ সূচনা হয় 'ডিপার্টমেণ্ট অফ এগ্রিকালচার, শান্তিনিকেতন' নামে। এল্‌মহার্স্ট উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম ডিরেক্টার নিযুক্ত হন। শ্রীনিকেতন-এর সূচনাকালে অযাচিত ভাবে অর্থানুকূল্য করেছিলেন এলম্‌হার্স্ট। তাঁর জীবনাবসানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি শ্রীনিকেতনের উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

(পূর্বানুবৃত্তি)

নাম বা প্রথম ছত্র / স্থানকাল / অনুষঙ্গ	প্রথমছত্র বা নাম বা নির্দেশক সংখ্যা / স্থানকাল / অনুষঙ্গ	যে গ্রন্থে বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত	পাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ও পৃষ্ঠাসংখ্যা
'কবি প্রণাম'-এর জন্য	দ্র. মমতাবিহীন কালস্রোতে		
কবি য়েট্‌স্ ১৯শে ভাদ্র ১৩১৯ ৩৭ আলফ্রেড্ প্লেস সাউথ কেনসিংটন। লণ্ডন	ভিড়ের মাঝখানে কবি য়েট্‌স্ চাপা পড়েন না	পথের সঞ্চয়	পথের সঞ্চয়-গুচ্ছ
কবি হয়ে দোল উৎসবে ২৮।৩।৪০	জবাবদিহি	নবজাতক	১৫৯।৩৭০ ১৬০।৯২ নবজাতক-গুচ্ছ
কবিতা ব্যাপারটা কী এই নিয়ে দু-চার কথা বলবার জন্যে ফর্মাশ এসেছে	সাহিত্যের স্বরূপ বৈশাখ ১৩৪৫	সাহিত্যের স্বরূপ কবিতা, বৈশাখ ১৩৪৫, পৃ. ১	১৯৫।২১
কবিতা রচনারম্ভ	দ্র. (১) ইতিমধ্যে আমি কবিতা লিখিতে সুরু করিয়াছি···		১৪৬(১)।৯
	(২) ঐ		১৪৬(২)।২৩
	(৩) আমার বয়স তখন সাত আট বছরের বেশি হইবে না	দ্র. জীবনস্মৃতি	১৪৬(৩)।১৪
কবিতার উপাদান-রহস্য ২০।১১।৮৮ (স্বাক্ষরিত)	ধরিতে গেলে স্ত্রী পুরুষের প্রেমের অপেক্ষা সন্তান-বাৎসল্য পৃথিবীতে অধিক	দেশ, শারদীয় ১৩৫৩, পৃ. ১২	২৭২।২৯ (পারিবারিক স্মৃতিলিপি-পুস্তক)
কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে ৭ই/৮ই জ্যৈষ্ঠ বোলপুর অপরাহ্ণে ঘনবর্ষায় ১৮৯০	মেঘদূত	মানসী	১২৮।২১৪

কবির কৈফিয়ৎ (স্বাক্ষরিত)	আমরা যে ব্যাপারটাকে বলি জীবনলীলা	সাহিত্যের পথে	সাহিত্যের পথে -গুচ্ছ
কবির দীক্ষা	দ্র. (১) আমি তো তোমার দলেই··· (২) আমি তো ভর্তি হয়েছিলুম	কালের যাত্রা	কালের যাত্রা-গুচ্ছ
কবির প্রতি নিবেদন ২৫ জ্যৈষ্ঠ (১৮৮৮)	হেথা কেন দাঁড়ায়েছ কবি	মানসী	১২৮।১৩৯
কবির মন্তব্য	তারপরে একদিন যখন আর একটা ধারা বন্যার মত মনের মধ্যে নামল	কথা ও কাহিনী	কথা ও কাহিনী -গুচ্ছ
কবির রচনা তব মন্দিরে ১২ মাঘ ১৩৪০	প্রত্যর্পণ	বীথিকা বিচিত্রা, শ্রাবণ ১৩৪১	২৯।২১ ২৬৪।১৯ ৪২৮।২১
কবিরাজি ঔষধ-প্রস্তুতের ফর্দ			৪২৬(২)।১৯
কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ তিনধরিয়া	৬৫	গীতাঞ্জলি	৩৫৭।৯ ৪২৭।৫৭ অচলায়তন
কবে তুমি আসবে বলে থাকব না বসে		অচলায়তন গীতবিতান	১১১।১০১ ১২৫।১৬৭ ২৪৪।১৬২
[ইং. অনু. -সহ]			
I shall not wait and watch ..	62 See : Adventure	*Poems* *The Modern Review*, Jan. 1918, p. 1	১১১।১০১
কমল ফুটে অগম জলে ভাদ্র ১৩৩৯ (সুকৃতি সান্যালকে)	৪৯	স্ফুলিঙ্গ	স্ফুলিঙ্গ-গুচ্ছ

দ্র. কমল ফুটে, তুলিবে তারে কেবা			২৭।১২৪
ইং রূপান্তর :			
The lotus blossoms	228	*Fireflies*	375।14
কমল বনের মধুপ রাজি			১২০।৬
দ্র. ‘তোমারি বীণা জীবনকুঞ্জে’	বিচিত্র	গীতবিতান	
কমল ভ্রমর জগতে অনেক আছে	পদসংখ্যা ৪৫ বিদ্যাপতি		৩০২।৬৫
করতাল (শব্দমাত্র)			১২৮।৩৮
করিয়াছি বাণীর সাধনা	১২	জন্মদিনে	১৮৭(ক)।৭
উদয়ন ১৯ জানুয়ারি ১৯৪১			১৮৭(খ)।৪১
প্রাতে			জন্মদিনে-গুচ্ছ
করেছিনু যত সুরের সাধন	মায়া	সেঁজুতি	১৮০(ক)।৫৯
দ্র. ধরা নাহি দেয় কণ্ঠ এড়ায়			১৮৫।১৩৩
(প্রাথমিক খসড়ার আরম্ভ)			
কর্ণধার	দ্র. ওগো আমার প্রাণের···		
দ্র. লীলা	ওগো কর্ণধার	প্রবাসী ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ, পৃ. ১৬২	
কর্ণে দিলা ঝুমকা ফুল	ছন্দের হসন্ত হলন্ত-২	ছন্দ	ছন্দ-গুচ্ছ
কর্তা তোমার নিতান্ত নন শিশু	নিবেদনম্ অধ্যাপকিনিমু দ্র. কাপুরুষ	প্রহাসিনী	প্রহাসিনী-গুচ্ছ
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম	দ্র. একটু বাদলার হাওয়া দিয়েছে কি···		
কর্তার ভূত	বুড়োকর্তার মরণকালে	লিপিকা	৪৪১(১)।১১
কর্ম	আমাদের দেশের জ্ঞানী সম্প্রদায়···	শান্তিনিকেতন	৩৬০(১)।১০৭
২৭শে পৌষ (১৩১৫)			
শান্তিনিকেতন			
কর্ম আপন দিনের মজুরী	১০১	লেখন	৮।৩৯
কর্ম যখন দেবতা হয়ে···	ছিন্নপত্র	পলাতকা	১১২।৬১

কলুষিত	শ্যামল প্রাণের উৎস হতে বীথিকা ১৪ ভাদ্র ১৩৪২ শান্তিনিকেতন		১৭৫।২২ বীথিকা-গুচ্ছ
কলেজের ছাত্রদের ব্যবহার			১৫৪।২২
কল্লোল মুখর দিন ধায় রাত্রিপানে	৫০	স্ফুলিঙ্গ	স্ফুলিঙ্গ-গুচ্ছ
[কল্যাণ দাশগুপ্তকে উপহৃত]	দ্র. বহিয়া কথার ভার		১৫৪।১১
[কল্যাণী দাশকে প্রেরিত কবিতা]	দ্র. মুক্ত রাজবন্দীদের প্রতি		
কল্যাণের শত রূপে মাধুর্যের	"শতরূপা"		২৯৩।৫
কষ্টের জীবন	দ্র. মানুষ কাঁদিয়া হাসে (Byron থেকে অনূদিত)	ভারতী ১২৮৪ মাঘ, পৃ ৩২৮	২৩১।৪
(**কস্যচিৎ বৃকস্য গলে**)	[রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত চর্চা]	রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ড পৃ. ১৪০	২৩১।১(ক)
কহিল তারা জ্বালিব আলোখানি	৫১	স্ফুলিঙ্গ	১৬২।১ম পৃ. সম্মুখীন
কহিলাম, ওগো রানী ২৪ জানুয়ারি ১৯২৫ মিলান, ইটালি	ইটালিয়া	পূরবী	১০২।৩২
কহে চণ্ডিদাস করহ বিশ্বাস (অপ্র. পদরত্নাবলী)			২২৫।৪
কাক কালো, কোকিল কালো	ছন্দের প্রকৃতি	ছন্দ	৪।৩২ ছন্দ-গুচ্ছ
কাঁকনজোড়া এনে দিলেম যবে ৩ নভেম্বর ১৯২৪	দান	পূরবী	১০২।৭৯
কাকলী	দ্র. কলছন্দে পূর্ণ তার প্রাণ		
কাগজের এই নৌকাখানি ভেসে চলে যায় সোজা			৮।৩৪

দ্র. মোর কাগজের খেলার নৌকা		লেখন	
কাগজের তরী সাজায়ে আমি যে			গীতবিতান-গুচ্ছ
২১ ফাল্গুন ১৩৩৩ (স্বাক্ষরিত)	দ্র. ছিন্নপাতার সাজাই তরণী	গীতবিতান	
কাঙাল আঁখি লজ্জা কি নাই			১৬৩।৭৯
তু. পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা		গীতবিতান	২৭।১৭০
কাঙাল যে জন ভিক্ষা সে পায়			২৮।১৭৩
দ্র. পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা			
তু. হায় রে ভিক্ষু হায় রে	ভিক্ষু	পরিশেষ	২৮।১৭৭
কাঙালিনী [কবিতা থেকে আদর্শ প্রশ্ন]		২	২৬৭।২২
কাঁচরাপাড়ায় এক ছিল রাজপুত্তুর	দ্র. কাঁচরাপাড়াতে	খাপছাড়া	১৬৪।১২২ খাপছাড়া-গুচ্ছ
কাঁচা আম ৮।৪।৩৯ শান্তিনিকেতন	তিনটে কাঁচা আম পড়েছিল	আকাশপ্রদীপ	২০৫।৩
	দ্র. চৈত্রের সকালে আমগাছতলায়		আকাশপ্রদীপ গুচ্ছ ১৬০।৭
কাছে এল পুজোর ছুটি ১।৯।৩২	ছুটির আয়োজন	পুনশ্চ	৫৫।২৪৯
কাছে আছে দেখিতে না-পাও	মায়ার খেলা	গীতবিতান	২১০।৭
কাছে ছিলে দূরে গেলে	মায়ার খেলা	গীতবিতান	২১০।৪৫ গীতবিতান-গুচ্ছ
কাছে থাকায় আড়াল খানা ভেদ করে		লেখন	৮।৫২
কাছে থাকি দূরে থাকি			২৩১।১৯
দ্র. দিদি, তোমার স্নেহের কোলে (প্রথম চার পঙ্‌ক্তি পাণ্ডুলিপিতে নাই)	উপহার শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী শ্রীচরণেষু	বউঠাকুরানীর হাট	

কাছে থাকি যবে ভুলে থাকো	৫২	স্ফুলিঙ্গ	২৭।১২৯ ৩৭৫।২৮
কাছে থেকে দূরে রচিলে কেন গো আঁধারে··· ৩০সেপ্টেম্বর [১৯৩৪]	দ্র. কাছে থেকে দূর রচিল	গীতবিতান	১৮৫।২৪
কাছে যবে ছিলো, পাশে হল না যাওয়া		গীতবিতান	২৪।৮৮ ২৮।৯২
কাছে যাই ধরি হাত বুকে লই টানি ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৮৮৭	হৃদয়ের ধর্ম	মানসী	১২৮।২৬
কাছের থেকে দেয় না ধরা ৪ ডিসেম্বর ১৯২৪ বুয়েনোস্ এয়ারিস্	তৃতীয়া	পূরবী	১০২।১২৯
কাছের রাত্রি দেখিতে পাই মানা ইং অনু. The night near is not known	৫৩	স্ফুলিঙ্গ	১০২।১৪৯
কাজ ও খেলা	কাজ ও খেলা নামক ৭৩ সংখ্যক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে··· ১৭ অক্টোবর ১৮৮৯ [স্বাক্ষরিত]		২৭২।১০০
কাজ ও খেলা নামক ৭৩ সংখ্যক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে	দ্র. কাজ ও খেলা		
কাজ নেই কাজ নেই মা	চণ্ডালিকা	গীতবিতান	২৫১।৫
কাজ ভোলাবার কে গো তোরা		গীতবিতান	২৯৫।২২
কাজ সে ত মানুষের এই কথা ঠিক ২৫ সেপ্টেম্বর। ভারত সাগর	১৮১	লেখন	৮।৮২ ২২৯।২২৬

কাজলী	প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তার নত	মহুয়া (নাম্নী)	১২৭।৩১
কাজের ভাগ	মানিক কহিল, পিঠ পেতে দিই		খাপছাড়া-গুচ্ছ
	দ্র. ৫৮	খাপছাড়া	
কাঁটাতে আমার অপরাধ আছে	১৪৯	লেখন	৮।৫৭
ইং অনু.			২৭।১২৪
The wrong in my thorn			৩৭৫।৬
কাঁটাপুকুর হয়ে রূপনারায়ণ নদী বেয়ে গেঁয়োখালির মধ্যে প্রবেশ··· [দিনলিপিতে ভ্রমণকাহিনী]			৮৮।৪
কাঁটাবন বিহারিণী সুরকানা দেবী (৪।৫।১৩১২)	[হৈ হৈ সঙ্ঘের গান]	গীতবিতান	১৭৫।৭২ গীতবিতান-গুচ্ছ
কাঁটার সংখ্যা ঈর্ষাভরে [The flower which is single]	৫৪	স্ফুলিঙ্গ	২৪৮(ক)।৮৩
কাঠবিড়ালি	কাঠবিড়ালির ছানা দুটি শান্তিনিকেতন ২২ আষাঢ় ১৩৪১	বীথিকা	২১৩।৩
কাঠবিড়ালির ছানা দুটি	দ্র. কাঠবিড়ালি		
কাঠযুড়ি-খণ্ডগিরি [ভ্রমণের ডায়ারি]			৪২৬(১)।২০ (ফোটোকপি)
কাঁঠালের ভূতি, পচা আমানি উদয়ন ২০।৩।৪০			১৬৭।৪৬ সানাই-গুচ্ছ
দ্র. (১) কাঁঠালের ভূতি-পচা	অনসূয়া	সানাই	
(২) কাঁঠালের ভূতি ফেলা গলির দুর্গন্ধে মোর থাকা			১৬০।৮৬
(৩) আমারে পেয়েছে আজ সে কোন্ কাহিনী			

কাঠের সিঙ্গি	ছোটো কাঠের সিঙ্গি আমার আলমোড়া, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩ (৪৪)	ছড়ার ছবি	১৭৮(ক)।২১ ১৭৮(খ)।২৭ ১৭৮(গ)।৩১
কাণ্ডারী গো এবার যদি ১৭ই আশ্বিন। প্রভাত শান্তিনিকেতন	৬৬	গীতালি	২২৯।১৬৮
কাঁদার সময় অল্প ওরে		বৈকালী গীতবিতান	২৭।৩০ ২৮।১৩ ২৯৮।১৫ (ফোটোকপি)
কাঁদালে তুমি মোরে		প্রায়শ্চিত্ত পরিত্রাণ চিত্রাঙ্গদা গীতবিতান	২৪।৯৭ ২৮।১০১ ৮৪।২১ চিত্রাঙ্গদা-গুচ্ছ
কাঁদিতে হবে রে পাপিষ্ঠা		শ্যামা গীতবিতান	২৫৩।২৩ ২৮৩(২)।৫
কাঁধে মই, বলে "কই ভুঁই- চাঁপা গাছ	ছন্দের হসন্ত হলন্ত-১	ছন্দ	৫।৩৪ ছন্দ-গুচ্ছ
কানন কুসুম উপহার দেয় চাঁদে তু. ধরণী কুসুম	১৬৫	লেখন	৮।২৯ ২৭।১৩১ ৩৭৫।২৪
কানন পথের পাশে পাশে	ছন্দ-ধাঁধা-আদর্শ	ছন্দ	ছন্দ-গুচ্ছ
কামাডার প্রতি দ্র. বিশ্বজুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে ১ এপ্রিল ১৯৩৯ জোড়াসাঁকো	আহ্বান	নবজাতক	২৫৮।৪৪
কানে কানে অ আ	দ্র. অ-আ		
কান্নাহাসির দোলদোলানো পৌষ ফাগুনের পালা	পূজা-১	গীতবিতান	১১১।১৩২

কান্নার জোরে আমিও অকালে ইস্কুলে ভর্তি হইলাম	দ্র. শিক্ষারম্ভ	জীবনস্মৃতি	১৪৬(১)।৩
কাঁপন লেগেছে ঘাসে বনের দুকূলে			ছন্দ-গুচ্ছ
কাঁপিছে দেহলতা থরথর (উদ্ধৃতি)	সংগীত ও ছন্দ	ছন্দ	১১১।১০৩
কাপুরুষ	দ্র. কর্তা তোমার নিতান্ত নন শিশু		
কাবুলিওয়ালা গল্প থেকে আদর্শ প্রশ্ন	আদর্শ প্রশ্ন	রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিতসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড	২৬৭।৬২
কাব্যটির নাম দেওয়া যেতে পারে আধুনিক রূপকথা	সাহিত্যের স্বরূপ	সাহিত্যের স্বরূপ	১৯৫।১৬
কাব্যরচনাচর্চা	(১) জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আবার ফিরিলাম		১৪৬(১)।১৩
	(২) সেই নীল খাতাটা ক্রমেই ভরাট হইয়া উঠিতে		১৪৬(২)।৩৩
	(৩) ঐ	জীবনস্মৃতি	১৪৬(৩) ২৩
কাব্যে গদ্যরীতি [ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পত্র]	গানের আলাপের সঙ্গে যুক্ত পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের	সাহিত্যের স্বরূপ	৫৩।৩
কাব্যের আসল জিনিষ কোনটা তাহা লইয়া সর্বদাই বকাবকি হইয়া থাকে ১২।১।[১৮]৯৮ বির্জ্জিতলাও [স্বাক্ষরিত]		(১) সাধনা ১২৯৮ চৈত্র পৃ. ৩৮৪ (২) লেখন (সংকলন ১৩৫৬, পৃ. ১-৪	২৭২।১২৮
কামনায় কামনায় দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে ২৯ জুলাই ১৯৩৩	প্রার্থনা	পরিশেষ	১৭০।৫৬ ৩৮৭(গ)।৪৭ [স্বাক্ষরিত]

কামালপাশা সম্বন্ধে লেখা শ্যামলী, শান্তিনিকেতন অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ ক্ষিতীশ রায় ও সুশীল রায়ের [অনুলিখন]	এসিয়াতে এক সময় এক যুগ এসেছিল, যাকে সত্য-যুগ বলা যেতে পারে…” [প্রগতি লেখক সম্মেলনে প্রেরিত ভাষণ ২৪-২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৮]	(১) আনন্দবাজার পত্রিকা ৯ পৌষ ১৩৪৫ (২) ‘ভারতে জাতীয়তা আন্ত-র্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ’ প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৬১	কামালপাশা-গুচ্ছ
কার আশায় আশায় থাকি দ্র. আমি আশায় আশায়	প্রেম ২০০	গীতবিতান মায়ার খেলা	২১০।৩২ গীতবিতান প্রথম সংস্করণ গ্রন্থে কবির স্বহস্তে লেখা পৃ. ৬৩
কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ হাম্বুর্গ	প্রেম ১৪৬	বৈকালী গীতবিতান	৫।১৫ ২৭।১৫২ ২৮।৪০ ৪৩৭।২ (ফোটোকপি)
দ্র. চোখের চাওয়ার			১২৭।২৪
কার বাঁশি ঐ বাজে বৃন্দাবনে [উদ্ধৃতি]	তিনপুরুষ	যোগাযোগ	১৪৫(১)।১৭
কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে	শরৎ ১৬৪	গীতবিতান	৪৬৪।১৯২৩ ডায়ারির ২৯ নভেম্বর পৃষ্ঠা
কার মহাচেতনায় মংপু ২।৫।৪০			১৮৩।১৫
দ্র. মোর চেতনায়	৯,১১	জন্মদিনে	১৮৩।২১
কার মিলন চাও বিরহী	পূজা ৪২৮	গীতবিতান	৪২৭(১)।১৭৮
কার লাগি এই গয়না গড়াও	স্যাকরা	বিচিত্রিতা	১০।৭৯ ২৪।২৮

শিলং ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪ [শিল্পী নন্দলাল বসুর ছবি- আঁকা পত্রের উত্তর]			২৭।৩৮২ ৯২।৮৭ ১২৭।৪০ ১৬৩।৫০
কার সনে নাহি জানি করে বসি কানাকানি [উদ্‌ধৃতি]	ভূমিকা	বাংলাভাষা পরিচয়	১৭৬(১)।৩৪ ১৭৬(৬)।৯৮ ২৪৩।৯০ ২৯৩।পিছনের মলাট
কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে ১৮ই ফাল্গুন ১৩২০ শান্তিনিকেতন	৬৫	গীতিমাল্য	২২৯।৩৭
কারাগার মাঝে পশি রণধীর	লীলা/গাথা	শৈশবসংগীত	২৩১।৫৩
কারাগার মাঝে বসিয়া রমণী	লীলা/গাথা	শৈশবসংগীত	২৩১।৫৩
কারোয়ার	ইহার পরে কিছুদিনের জন্য আমরা	জীবনস্মৃতি	১৪৬(৩)।১৪৩
কাল চলে আসিয়াছি ৩ জুলাই (১৯৩২)	ধ্যান	বীথিকা	৫৫।১৮৩ বীথিকা-গুচ্ছ
	দ্র. তোমারে হেরিনু ধ্যানে		২৯।১০
কাল ছিল ডাল খালি		সহজ পাঠ প্রথম ভাগ	২৮।২২৬ ২২০।৭
কাল পৌঁছব কোবে—	৩৩	পথে ও পথের প্রান্তে দ্র. পত্রাবলী (১১১) দেশ ২৫।১২।১৩৬৭	২৩।১
কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে মংপু ৬।৫।[১৯]৪০ [২৩ বৈশাখ ১৩৪৭]	৬	জন্মদিনে	১৬৭।১০৪ ১৮৩।২৫ ২৬২।২০ জন্মদিনে-গুচ্ছ

কাল যবে দেখা হল পথে যেতে যেতে বলি	চতুর্থ সর্গ (চতুর্থ গান)	ভগ্নহৃদয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী (অচলিত সংগ্রহ-১ পৃ. ১৫৫)	৯৩।৪২
কাল রথ	রথযাত্রার মেলায় মেয়েরা—		৪৯।১৭
	দ্র. 'রথের রশি'র অনুকৃতি	কালের যাত্রা	১৮।১
কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে	প্রেম-৯	গীতবিতান	১১১।১৩ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠির গুচ্ছ (১১৭)
কাল রাত্তির থেকে মেঘের কামাই নেই			১৮৯(১)।২০
	দ্র. ২	ছেলেবেলা	
কালরাত্রে ৯ আষাঢ় ১৩৪৩ ২৩ জুন ১৯৩৬ শান্তিনিকেতন	কালরাত্রে বাদলের দানোয় পাওয়া অন্ধকারে	শ্যামলী	২০১(ক)।১১৯ ২০৩।১৪০ ২৩৫(১)।৪৫ ২৩৫(২)।৪৯
কালরাত্রে বাদলের দানোয়	দ্র. কালরাত্রে		
কালরাত্রের অন্ধকারে	দ্র. ভোর হোলো রাত্রি ('কালরাত্রে'র কবিতার প্রাথমিক খসড়া)		১৬৪।১০৩
কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস (Victor Hugo থেকে অনূদিত)			৩৯৪(২)।১৩২
কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানটি কেবলই আমার মনের মধ্যে ৫ পৌষ ১৩১৫	শোনা	শান্তিনিকেতন	৩৬০(১)।৪৩

কালের যাত্রা দ্র. (১) কবির দীক্ষা (২) কাল রথ (৩) শিবের ভিক্ষা		মাসিক বসুমতী বৈশাখ ১৩৩৫	৮।১৭৪
	দ্র. মহাকালের রথযাত্রায়		কালেরযাত্রা-গুচ্ছ (ফোটোকপি)
দ্র. রথের রশি	এবার কী হল ভাই	কালের যাত্রা	
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে ··· ব্যালাক্রুয়ি, বাঙ্গালোর ২৫ জুন ১৯২৮		শেষের কবিতা	১৩৭(২)।১২৪
কালো অন্ধকারের তলায়	চোদ্দো	শেষ সপ্তক	২৩৪।৪৬
কালো অশ্ব	কালো অশ্ব অন্তরে যে সারারাত্রি ফেলিছে নিশ্বাস		৩২।২৭
কালো অশ্ব অন্তরে যে সারারাত্রি ফেলিছে নিশ্বাস	দ্র. কালো অশ্ব		
কালো অশ্ব অন্তরের অন্ধ অভিলাষ ৭ঠা মাঘ ১৩৩৮			৫৭।৩১
কালো অশ্ব ধায় ছুটে ধায়			২৫।৯
কালো ঘোড়া দ্র. কালো অশ্ব অন্তরে যে সারারাত্রি ফেলেছে নিশ্বাস	কালো অশ্ব ধায় কালো ঘোড়া	 বিচিত্রিতা	১৫।৫, ৯ বিচিত্রিতা-গুচ্ছ
কালো মেঘের ঘটা ঘনায় রে	প্রেম ও প্রকৃতি-৭৭	গীতবিতান	৪৬৪।১৯৩ (১৯ ডিসেম্বর ১৯২৩ ডায়ারি পৃষ্ঠা)
কালো মেয়ে	মরচে পড়া গরাদে ঐ	পলাতকা	১১২।৭০ পলাতকা-গুচ্ছ (স্বাক্ষরিত)

কালোরাতি গেল ঘুচে	দ্বিতীয় পাঠ	সহজপাঠ প্রথম ভাগ	২৮।১৮৮ ২২০।২
কাল্পনিক	দ্র. আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন		
কাশী আলমোড়া, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩	কাশীর গল্প শুনেছিলাম যোগীনদাদার কাছে	ছড়ার ছবি	১৭৮(ক)।৬৩ ১৭৮(খ)।৫৩ ১৭৮(গ)।৭৩ ছড়ার ছবি-গুচ্ছ
কাশীর গল্প শুনেছিলাম	দ্র. কাশী		

[ক্রমশ

ঘটনাপ্রবাহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

৭ অগস্ট ১৯৮৫ । ২২ শ্রাবণ ১৩৯২ ॥

'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি প্রদর্শনী দু'দিনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয় বিচিত্রাগৃহে।

১১ অগস্ট ১৯৮৫ । ২৬ শ্রাবণ ১৩৯২ ॥

সদ্যপ্রয়াত রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ পুলিনবিহারী সেন-এর জন্মদিনে রবীন্দ্রভবনে উপহৃত তাঁর 'সংগ্রহ' বিষয়ে সপ্তাহকালব্যাপী একটি প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করা হয় বিচিত্রাগৃহে। এই উপলক্ষে একটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়।

৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ । ১৯ ভাদ্র ১৩৯২ ॥

চীনদেশীয় প্রতিনিধিদের জন্য একদিনের একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় বিচিত্রাগৃহে। উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে ছিল চীনাভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রগ্রন্থ, চীনদেশে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত চিত্রাবলী, চীনা পণ্ডিতদের উদ্দেশে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র।

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ । ২১ ভাদ্র ১৩৯২ ॥

'কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয় বিচিত্রাগৃহে। প্রদর্শনীটি আটদিন উন্মুক্ত ছিল।

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ । ২ আশ্বিন ১৩৯২ ॥

'চিত্রশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ' ঠাকুর -সম্পর্কিত একটি সপ্তাহকালব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় বিচিত্রায়।

৮ নভেম্বর ১৯৮৫ । ২২ কার্তিক ১৩৯২ ॥

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসানে তাঁর স্মৃতিতে আয়োজিত একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে প্রভাতকুমারের প্রতিকৃতি এবং তৎপ্রণীত কয়েকখানি গ্রন্থ ও পুস্তিকাও প্রদর্শিত হয়।

রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংগৃহীত সামগ্রী

(জুন—নভেম্বর ১৯৮৫)

১। পুলিনবিহারী সেন -সংগ্রহ :

রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগার থেকে মোট সামগ্রীর একটি বিশদ তালিকা স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশের আয়োজন করা হচ্ছে বলে রবীন্দ্রবীক্ষায় সেটি আর প্রকাশ করা সম্ভব হল না।

২। **শ্রীমতী উষা দত্তের (গুপ্ত বাংলো, মিহিজাম) উপহার :**

শ্রীমতী উষা দত্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পাঁচখানি মূল পত্রের, জেরক্স কপি এবং 'স্ফুলিঙ্গ' পুস্তক-ধৃত "প্রথম আলোর আভাষ…" ইত্যাদি কবিতার পাণ্ডুলিপির জেরক্স কপি।

৩। ডাক্তার শ্রীসুশোভন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বোলপুর) উপহার :

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানি মূল পত্রের ফোটোকপি।

৪। শ্রীমতী অণুকণা খাস্তগীরের (পূবপল্লী, শান্তিনিকেতন) উপহার :

(ক) অণুকণা দাশগুপ্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের তিনখানি মূলপত্র।

(খ) একটি কবিতার ("চরণে আপনারে…") পাণ্ডুলিপি।

(গ) রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা কবি-প্রশস্তি।

(ঘ) সুরেশ খাস্তগীর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজিতে লেখা প্রশংসাপত্র (২৬.৩ ১৯৩১) (টাইপ কপিতে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর)।

(ঙ) অণুকণা দাশগুপ্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজিতে লেখা প্রশংসাপত্র (৮ ২ ১৯৩৩) টাইপ কপিতে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর।

(চ) অণুকণা দাশগুপ্ত সম্পর্কে ইংরেজিতে লেখা নন্দলাল বসুর প্রশংসাপত্র। (টাইপ কপি স্বাক্ষরিত)

(চ) অণুকণা দাশগুপ্ত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর যুগ্মভাবে প্রদত্ত প্রশংসাপত্র। (মূল— স্বাক্ষরিত)

৫। শ্রীসুমন সরকার, শ্রীমতী কৃষ্ণা সরকার ও শ্রীমতী সুরীতি সরকারের (সীমান্তপল্লী, শান্তিনিকেতন) উপহার :

(ক) সুনীলচন্দ্র সরকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুইখানি মূল পত্র।

(খ) শ্রীমতী সুরীতি সরকারকে লেখা নন্দলাল বসুর এগারোখানি পত্র। ছয়খানি পত্রের বিপরীত পৃষ্ঠায় নন্দলালের আঁকা চিত্র।

(গ) শ্রীমতী সুরীতি সরকারকে লেখা বিশ্বরূপ বসুর একখানি পত্র।

৬। ডক্টর সুনীল বসুর (কলিকাতা) উপহার :

(ক) প্রেসিডেন্সি ফার্মেসির ডাঃ বসুকে লেখা রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পত্র (ইংরেজিতে লেখা)।

রবীন্দ্রবীক্ষা

অপ্রকাশিত বা বিরলপ্রচারিত রবীন্দ্ররচনা, রবীন্দ্ররচনার পাঠবৈচিত্র্য ও পাঠপরিবর্তন, রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ প্রণালীবদ্ধ আলোচনা এ-সবের ষাণ্মাসিক সংকলন। পূর্ব-প্রকাশিত বারোটি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী :—

সংকলন ১ ॥ 'শিল্পী' (তুলনীয় জন্মদিনে সংখ্যা ২४) কবিতার পাঠ-বিবর্তন, ঠাকুর-বাড়ির 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র (প্রচ্ছদ) ও অন্যান্য।

সংকলন ২ ॥ 'অরূপরতনে'র সম্পূর্ণ রূপান্তর ও সম্পূর্ণ প্রেস-কপির সংরক্ষিত অংশ— উভয়ই অ-পূর্ব-প্রচারিত ও নূতন আবিষ্কার বলা চলে— আনুপূর্বিক মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত রেখাবদ্ধ অপরূপ প্রতিকৃতি. রচনাকাল '২৩ চৈত্র ১৩৪৭'। প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র।

সংকলন ৩ ॥ ইংরেজিতে শিশুদের অভিনয়যোগ্য মৌলিক নাটিকা King and Rebel ও তৎসম্পর্কিত তথ্য। পুনশ্চ-ধৃত 'বালক' কবিতার গদ্যে প্রথম 'খসড়া'। তা ছাড়া 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ', রাজা-অরূপরতনের গানের তালিকা ও অন্যান্য। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত মুখোষ ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লিপিচিত্র বা লেখাঙ্কন।

সংকলন ৪ ॥ 'বলাকা'য় ছন্দোবিবর্তন, 'তাসের দেশ'-পাণ্ডুলিপির বহিরঙ্গবিবরণ, বঙ্কিমপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি।

সংকলন ৫ ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস-এর নাট্যরূপ। টীকা, নাট্যরূপ-প্রসঙ্গ ও পাণ্ডুলিপি-বিবরণ— শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক -কৃত।

সংকলন ৬ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত উপন্যাস : 'ললাটের লিখন'। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ (পাণ্ডুলিপি-ধৃত রবীন্দ্র-রচনার শিরোনাম, প্রথম ছত্র প্রভৃতির বর্ণানুক্রমিক অখণ্ড সূচী)।

সংকলন ৭ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা : বাংলা কবিতার কবি-কৃত ইংরেজি-রূপান্তর। দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য পত্র। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ৮ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা : 'পলায়নী'র প্রাথমিক খসড়া। দার্শনিক প্রবন্ধ : ব্যক্তিস্বরূপ ও বিশুদ্ধসত্তা। শ্রীকানাই সামন্ত -কৃত 'মালতীপুঁথিপর্যালোচনা'। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব -সংকলিত 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ৯ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা 'দুর্বল'। রবীন্দ্রনাথের মুকুট নাটকের অপ্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ 'The Crown'। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র। রবীন্দ্র-অপ্রকাশিত চিত্রলিপি। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব -সংকলিত 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১০ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা, অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লেখা বিশেষ মূল্যবান আটটি চিঠি, সন্ত কবীরের তেরোটি দোঁহার ইংরেজি রূপান্তর, দুটি চিত্রলিপি এবং 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১১ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার প্রাথমিক খসড়া, অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পদাবলী, বাউল ও প্রাচীন হিন্দি গানের ইংরেজি রূপান্তর, দুটি চিত্রলিপি এবং 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১২ ॥ বাল্যসুহৃদ অক্ষয়কুমার মিত্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের বারোখানি পত্র এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অক্ষয়কুমারের একখানি পত্র (প্রতিলিপিচিত্রসহ), সুন্দর : নাট্যগীতি (প্রতিলিপিচিত্রসহ), Sohrab and Rustum : Prose-rendering & Exercise : Rabindranath (দুইটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্রসহ) এবং 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১৩ ॥ 'জীবনস্মৃতি' প্রথম পাণ্ডুলিপি : রচনাপ্রসঙ্গসহ এবং রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রসহ।

সংকলন ১ থেকে ১৩ পর্যন্ত একত্র পাওয়া যায়। মূল্য— ১ দু টাকা ; ২, ৩, ৪, ৬ প্রতিটি চার টাকা ; ৫ আট টাকা ; ৭ ছয় টাকা এবং ৮, ৯, ১০, ১১ প্রতিটি দশ টাকা ; ১২, ১৩ প্রতিটি বারো টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

১. রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

২. বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলিকাতা ১৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠপঞ্জীকৃত গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ বহু রচনায় বহু ও বিচিত্র পাঠ-পরিবর্তন করেন, রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে তা অজানা নয়।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণে এরূপ পাঠসংস্কারের আনুপূর্বিক বিবরণ প্রণালীবদ্ধভাবে সংকলন, এ দেশের গ্রন্থপ্রকাশ-ক্ষেত্রে এ কালের এক বিশেষ ঘটনা। রচনা সম্পর্কে আনুষঙ্গিক নানা তথ্যে আর কবির বহু লিপিচিত্রে প্রত্যেক গ্রন্থ বিশেষভাবে অলংকৃত ও সমৃদ্ধ।

সন্ধ্যাসংগীত

এই গ্রন্থমালায় এটি প্রথম গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের কথায়: 'সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়'। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপরিবর্তনসহ, বিভিন্ন সময়ে এ থেকে বর্জিত কবিতা, সাময়িক পত্রে কবিতাগুলি প্রচারের সূচী, নানা উপলক্ষে সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে কবির নানা মন্তব্য— এ সবই সংকলিত। পুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় -সংকলিত ও সম্পাদিত।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ। পাঠ-পরিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতা বা কবিতাংশের বর্জন, নানা উপলক্ষে এই রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্য, আর ১২৯১ শ্রাবণের নবজীবন পত্রে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' নামে বিনা স্বাক্ষরে মুদ্রিত কবির বিদ্রূপাত্মক রচনা— এই সংস্করণে সবেরই একত্র সমাহার। তা ছাড়া প্রথম সংস্করণ -ধৃত রাগতালের সূচী ও শব্দার্থ-সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন: শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

এই গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় প্রথম দৃশ্যকাব্য। সাতটি সংস্করণের প্রণালীবদ্ধ পাঠপঞ্জীকরণ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর *Sanyasi or The Ascetic*-এর আদ্যন্ত পাঠের সহিত প্রচলিত বাংলা নাটকের বিস্তারিত তুলনা। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নানা মন্তব্য (পূর্বপ্রচারিত ও বিশেষভাবে পাণ্ডুলিপি-ধৃত), এ-সবের সমাহার। সংকলন ও সম্পাদন: শ্রীকানাই সামন্ত।

ভগ্নহৃদয়

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা

ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত ভগ্নহৃদয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত। অতঃপর রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান গ্রন্থ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-ভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বা পর্যালোচনা। পাণ্ডুলিপিচিত্র-সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীকানাই সামন্ত। মূল্য ২৫ টাকা।

চিত্রাঙ্গদা

পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ

এই গ্রন্থমালার চতুর্থ গ্রন্থ। ১৮৯২ সালে প্রথম প্রকাশ। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর ব্যতীত 'চিত্রাঙ্গদা'র রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর *Chitra*-র পাঠে গ্রহণ ও বর্জনের পূর্ণ তালিকা সংযোজিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীঅশ্রুকুমার সিকদার। মূল্য ১৮ টাকা।

রাজা ও রানী

এই গ্রন্থমালার পঞ্চম গ্রন্থ। ১৮৮৯ সালে প্রথম প্রকাশ। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর ব্যতীত পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথ-কৃত রূপান্তর 'ভৈরবের বলি' (১৯২৯)-র ইতিহাস সংযোজিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। যন্ত্রস্থ

রবীন্দ্রবীক্ষা

সংকলন ১৫ ● শ্রাবণ ১৩৯৩

র বী ন্দ্র বী ক্ষা

নৈসর্গিক দৃশ্য ।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত

র বী ন্দ্র বী ক্ষা

রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্পের ষাণ্মাসিক সংকলন

সংখ্যা ১৫

বিশ্বভারতী

শা ন্তি নি কে ত ন

পঞ্চদশ সংকলন : ২২শে শ্রাবণ ১৩৯৩ । ৮ অগস্ট ১৯৮৬
রবীন্দ্রভবন-কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

মুদ্রক : শ্রীশিবনাথ পাল
প্রিণ্টেক
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলিকাতা ৪

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগ -বিষয়ে ভবনে যে-কাজ চলছে তার ধারার সঙ্গে পাঠককে যুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রভবন তথা রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের প্রযত্নে ষাণ্মাসিক সংকলন -রূপে রবীন্দ্রবীক্ষা প্রকাশিত হল। পত্রিকার বিষয়বস্তু হিসেবে থাকবে :

* রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা অপ্রকাশিত বাংলা ইংরেজি চিঠিপত্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট চিঠিপত্র ও রচনা।
* শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপির বা রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপির অপ্রচারিত বা বিরলপ্রচারিত সূচী, বিবরণ ও পাঠ।
* রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহের অন্যান্য বস্তুর তালিকা ও বিবরণ। যেমন :
  - ক. রবীন্দ্র-অঙ্কিত চিত্রাবলি।
  - খ. রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলি।
* দেশে বিদেশে নানা প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি বা রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তার তালিকা, বিবরণ ও চিত্র।
* নানা উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাপাঠ তথা অলিখিত ভাষণ-প্রতি-ভাষণ-- এ-সবের বিবরণ, শ্রুতিলিখন, স্মৃতিলিখন।
* রবীন্দ্রনাথ-প্রযোজিত অভিনীত নাটক নৃত্যনাট্য গীতিনাট্য ঋতু-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ।
* রবীন্দ্র-পরিবার বান্ধবগোষ্ঠী ও যুগ এ-সবের পরিচায়ক যা-কিছু নিদর্শন তার যথাযথ বিচার বিবরণ ও তালিকা।
* রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গ্রন্থ তালিকা ও রচনার সূচী।
* রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-ভবন বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্দ্রানুরাগী সুধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

নিমাইসাধন বসু
উপাচার্য
বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন
২২শে শ্রাবণ ১৩৯৩

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

চিত্র পরিচয় ॥

প্রচ্ছদ ॥ দণ্ডায়মান নারী ও পুরুষ। স্বাক্ষরহীন। তারিখহীন। কাগজের উপর জলনিরোধক কালিতে আঁকা। ৫৪·১ × ৫৫·৭ সেন্টিমিটার। রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ০০·১৮৫০·১৬

প্রবেশক ॥ নৈসর্গিক দৃশ্য। স্বাক্ষরহীন। তারিখহীন। কাগজের উপর পোস্টার রঙ ও জলনিরোধক কালিতে আঁকা। ৪৮ × ৩৩ সেন্টিমিটার। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -সংগ্রহ।

রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ০০·১৮৯১·১৬।

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ।
কুমারখালি।
১৭ আষাঢ়।
১৩০০

মাননীয়াসু

ইংরাজিতে যেমন Nursery Rhymes আছে আমি সেইরূপ বাংলার সমস্ত প্রদেশের ছড়া সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কতক কতক সংগৃহীত হইয়াছে। আপনি যদি পূর্ববঙ্গ হইতে আপনাদের আত্মীয় পরিচিত কাহারো নিকট হইতে যথাসম্ভব আহরণ করিয়া দিতে পারেন ত বড় উপকার হয়। ছড়া যতই অর্থহীন

সরলা রায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাংশ : পাণ্ডুলিপিচিত্র
শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহ

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১. ওঁ

শিলাইদহ। কুমারখালি

১৭ আষাঢ় ১৩০০

মাননীয়াসু

ইংরাজিতে যেমন Nursery Rhymes আছে আমি সেইরূপ বাংলার সমস্ত প্রদেশের ছড়া[১] সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কতক কতক সংগ্রহও হইয়াছে। আপনি যদি পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আপনাদের আত্মীয় পরিচিত কাহারো নিকট হইতে যথা-সম্ভব আহরণ করিয়া দিতে পারেন ত বড় উপকার হয়। ছড়া যতই অর্থহীন সামান্য তুচ্ছ এবং চলিত হউক্ না কেন আমার নিকট তাহা বহুমূল্য। এই সমস্ত ছড়ার মধ্যে আমাদের সমাজের অনেক প্রাচীন ইতিহাস ও দৃশ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং অনেক তুচ্ছ কথার মধ্যে গভীর কবিত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়। যদি এরূপ সংগ্রহক্ষম কাহাকেও পান তবে তাঁহাকে বলিয়া দিবেন যেন গ্রাম্যতা অথবা কুরুচি দোষের জন্য কোন ছড়া বাদ না দেওয়া হয় এবং অর্থহীন শব্দসমষ্টিকেও সামান্য জ্ঞান না করেন। আপনি যদি এমন কাহাকেও না জানেন হয়, তবে অনর্থক কষ্ট করিবেন না এবং আমাকেও মার্জ্জনা করিবেন।

আপনার নিকট হইতে বিদায় লওয়ার পরেও আমি কিছুকাল কলিকাতায় ছিলাম কিন্তু কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া আপনার সহিত আর দেখা করিতে পারি নাই।

আমি এই ঘন বর্ষায় এখন বোটে, গোরাই নদীর উপরে। এখান হইতে দুই চারি দিনের মধ্যে ছাড়িব— অনেকগুলি ছোটো ছোটো নদীর মধ্য দিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হইবে।

এতদিনে বোধ করি ডাক্তার রায়[২] মসুরি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আপনারা সকলে কেমন আছেন?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Mrs. P. K. Roy
Ballygunj Circular Rd.
Calcutta

২. ওঁ

[সাহাজাদপুর পাবনা। ৮ শ্রাবণ। ১৩০০]

মাননীয়াসু

আপনার পত্র আজ পাইলাম। এরূপ চিঠি আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রলোভনের সামগ্রী। কিন্তু তবু আমি অকপট চিত্তে কহিতেছি আপনি আমাকে যতটা সমাদরের আসন দিয়াছেন আমি তা [হার] যোগ্য নহি। এরূপ কথা প্রায়ই লোকে […] করিয়া বলিয়া থাকে কিন্তু আমি মৌখিক বিনয় করিতেছিনা। আমি লেখকমাত্র; সেজন্য যতটুকু সম্মান ও কৃতজ্ঞতা আমার প্রাপ্য তাহাতে আমার অধিকার থাকিতে পারে কিন্তু আমার জীবনে কোন গৌরব নাই। লেখক জাতিকে বিশ্বাস করিবেন না, তাহাদের কোথাও স্থিরত্ব নাই— তাহাদের জীবন বড় বিক্ষিপ্ত, দশদিকের আকর্ষণে দশদিকে ফিরিয়া বেড়াইতেছে। অনুভব এবং প্রকাশ করিবার ক্ষমতা এক এবং জীবনপথে চলিবার ক্ষমতা স্বতন্ত্র। আমাকে আপনি ভুল বুঝিবেন না— আমাকে আপনাদেরই একজন জানিবেন বরং সাধারণের অপেক্ষা ঢের বেশি দুর্ব্বল জানিয়া মার্জ্জনার চক্ষে দেখিবেন। আমি এই পৃথিবীতে যে জাতিভুক্ত, সে জাতির লোক সর্ব্বদাই অপরাধ করে অথচ কঠিন শাস্তি সহিতে পারে না এবং সহানুভূতির জন্য আকণ্ঠ লালায়িত। আপনি আমাকে যে সম্মান দিয়াছেন মনের ইচ্ছা নয় যে সেটা হারাই। কিন্তু যাহাদের লালসা বেশি তাহাদের [ভ]য়ও বেশি— যতটুকু প্রাপ্য, ফাঁকি দিয়া তাহার [বেশি] লইতে সাহস হয় না, পাছে লাভেমূলে সমস্ত খোয়াইয়া বসিতে হয়।

অতএব আমাকে যে আদরের স্থানটুকু দিয়াছেন সেটুকু দয়া করিয়া রাখিবেন : এই সহৃদয়তা ও স্নেহের নীড় আমাদের মত লালায়িত স্বভাবের লোকের পক্ষে বড় লোভের জিনিস— কিন্তু আমাকে একজন ছন্দ-রচক কবিতা-লেখকের বেশি বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। যখনি স্নেহ করিয়া ডাকিবেন তখনি আনন্দ ও গর্বের সহিত যাইব— যতই প্রশ্রয় দিবেন ততই মনে মনে স্ফীত হইতে থাকিব।

আপাততঃ কিছুদিন আমি স্থলচরভাবেই আছি। সাহাজাদপুরে[১] আমাদের একটা বাড়ি আছে। আবার কিছুদিন পরে জলপথে যাত্রা করিতে হইবে। জলকে আমি ভয় করিনা, আশা করি জলও আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না।

আমি ইতস্তত হইতে অনেকগুলি ছড়া[২] সংগ্রহ করিয়াছি এবং গল্পও গুটি দশ বারো পাওয়া গেছে— আপনি যেটি লিখিতেছেন শেষ হইলে পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩. ওঁ

যোড়াসাঁকো
বৃহস্পতিবার

মাননীয়াসু

আপনারা বোটে গিয়া কেমন আছেন জানিতে উৎসুক আছি। যদি কোনো অভাব বা অসুবিধা থাকে আমাকে জানাইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আমার আশঙ্কা হইতেছে ছেলেদের লইয়া গিয়া আপনাদের পাছে কোনরূপ অসুবিধার কারণ ঘটিয়া থাকে। আপনারা কি কোথাও বোট বাঁধিয়া আছেন না, ভ্রমণ করিতেছেন? আকাশ নির্ম্মল হইয়া গেছে, এখন আর ঝড়ের কোন আশঙ্কা নাই। এখন পূজার ছুটিতে কাছারিতে আমাদের কোন বড় আমলা উপস্থিত নাই—আপনাদের যাহা আবশ্যক হইবে শিলাইদহের খাজাঞ্চি গোপাল মজুমদারকে আদেশ করিয়া পাঠাইবেন। আপনারা কি জলি বোটটা ব্যবহার করিয়া থাকেন? বোটে পাল তুলিয়া যাইতে বিশেষ আরাম আছে। ডাঙ্গায় বেড়াইতে যান কি? ডাক্তার রায় কেমন আছেন লিখিবেন। আমি বোধ হয় শীঘ্রই বোলপুরে শান্তিনিকেতনে যাইব। সেখানে ছুটিটা কাটাইয়া আসিবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Mrs. P. K. Roy
C/o Babu Gopal Chandra Majumdar
Shelidah Kachari
Kumarkhali
E. B. S. Ry

৪. ওঁ

মাননীয়াসু,

এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম। আপনি আমাকে যে ইংরাজী পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা লইয়া যে কোন রূপ আলোচনা হইতে পারে তাহা আমার স্বপ্নের অগোচর। সে পত্র যে কেই বা দেখিল এবং কেনই বা এরূপ নীচতা প্রকাশ করিল তাহা আমি কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছি না। আপনি যদি তাহাদের নাম বলিয়া দেন তবে আমি এই রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতে পারি। আমার প্রতি যে আপনার স্নেহ আছে তাহা আমার পরম গর্ব্বের বিষয়, সে স্নেহের খর্ব্বতা হয়

এমন কোন ব্যবহার আমার দ্বারা হইবে না। পৃথিবীতে পরিহাসের বিষয় অনেক আছে স্নেহপ্রীতি তাহার মধ্যে নহে। আপনার প্রতি আমার যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আছে সে কথা আমার আত্মীয়-স্বজন সকলেই জানেন, অতএব আমার কোন আত্মীয় ব্যক্তি যে এরূপ কোন অন্যায় মিথ্যাবাদ প্রচার করিবেন তাহা আমি সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না— যাঁহারা আমার আত্মীয় নহেন তাঁহারা যে কি ভিত্তি অবলম্বন করিয়া এরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারেন তাহাও আমি জানি না। যাহাই হৌক্, এ সকল সংসাররহস্য সংসারেরই থাকুক্ আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার প্রীতিসম্বন্ধ হইতে আমাকে দূরিত করিবেন না।

আমি যে কবে কলিকাতায় ফিরিব তাহার স্থিরতা নাই— এবারে বোধ হয় কিছু বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা আছে। বিবির[২] চিঠিতে খবর পাইলাম ইতিমধ্যে আপনাদের ওখানে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ ছিল, আমি বিদেশে থাকিয়া বঞ্চিত হইয়াছি। আপনি আমার নূতন প্রকাশিত গল্পের বহিটা[২] বোধ হয় পাইয়া থাকিবেন। দুই একটা ছাড়া তাহার সমস্ত গল্পই সম্ভবতঃ আপনি পূর্ব্বেই পড়িয়াছেন।

[ ]-চিহ্নিত অংশ খণ্ডিত।

বন্ধুত্ব[া]ভিমানী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Mrs. P. K. Roy
19 Ballygunj Circular Road.
Calcutta.

৫. ওঁ

মাননীয়াসু,

নীতুর[১] অসুখ লইয়া পুনর্ব্বার কাল প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আজ প্রাতঃকালে অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় আছি। রাত্রে আবার আশুর[২] নিমন্ত্রণে সামাজিক কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে— আজ মধ্যাহ্নে যদি না যাইতে পারি মাপ করিবেন— রাত্রের ঋণ দিনে পরিশোধ না করিলে আজ সন্ধ্যার সময় সভ্যসমাজে দর্শন দিবার যোগ্যতা থাকিবেনা। শনিবার অথবা সোমবারে কবে এবং কখন আপনার সময় হইবে একটু মনে করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন— অদ্যকার অনুপস্থিতি অপরাধে ভবিষ্যতে দণ্ডবিধান করিবেন না।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. ওঁ

মাননীয়াসু,

বাড়িতে ব্যামো লইয়া বড়ই উদ্বিগ্ন আছি। আজ আপনার ওখানে যাইবার বিশেষ চেষ্টা করিব যদি না যাইতে পারি নিশ্চয় জানিবেন বিপদে পড়িয়া যাই নাই। আমি আপনার কাছে অনেকদিন হইতে অপরাধী হইয়া আছি— মার্জ্জনা করিয়া পুনর্ব্বার প্রীতিপ্রসন্ন চক্ষে দেখিবেন। ইতি

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭. ওঁ

Gouripur Lodge
Kalimpong

মাননীয়াসু,

মিস্ ক্রিস্টিন বসনেক[১] ফরাসী মহিলা, স্বদেশে অনেকদিন স্কুলের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। শান্তিনিকেতনে মেয়ে বিভাগে তিনি ছিলেন কর্ত্রী। তাঁর সতর্কতায় তাঁর স্নিগ্ধ ব্যবহারে আমরা বিশেষভাবে সন্তুষ্ট ছিলুম। ফরাসী শিক্ষা দেবার কাজও তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যেত। দুর্ভাগ্যক্রমে আশ্রমের কারো সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হওয়াতে তিনি কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। শুনেছি আপনার বিদ্যালয়ে কাজ খালি হয়েছে। একে যদি রাখেন তাহলে সুযোগ্য লোককেই পাবেন, একথা আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি।

এই উপলক্ষে আপনাকে আমাদের আশ্রমে নিমন্ত্রণ করি। যদি কোনো অবকাশে আসতে পারেন তাহলে খুশি হব। ইতি ১৬।৬।৪০

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Mrs. P. K. Roy
1/1 Harish Mukherjee Road,
[Calcutta.]

পত্র-প্রসঙ্গ ॥

পত্রপ্রাপিকা সরলা রায় (মিসেস পি. কে. রায়) কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়ের সহধর্মিণী— সেযুগের প্রগতিশীল বাঙালি মহিলাগণের অগ্রগণ্যারূপে পরিচিতা। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিষ্ঠিত সখিসমিতির (১২৯৩) বিশেষ উৎসাহী সদস্যা। উক্ত সমিতি-কর্তৃক আয়োজিত মহিলা শিল্পমেলায় অভিনয়ার্থ একটি নাটিকা রচনার জন্য সরলা রায় রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে 'মায়ার খেলা' নামে একটি গীতিনাট্য রচনা করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন (অগ্রহায়ণ ১৮১০ শকাব্দ ১৮৮৮ র ২২ ডিসেম্বর)। উক্ত পুস্তকের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ জানালেন,

> "সখিসমিতির মহিলা শিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতি কর্তৃক মুদ্রিত হইল। ইহাতে সমস্তই কেবল গান, পাঠোপযোগী কবিতা অতি অল্প। মাননীয়া শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে এই নাট্য রচিত হয় এবং তাঁহাকেই সাদর উপহাররূপে সমর্পণ করিলাম।"

সরলা রায় সম্পর্কিত আরো তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রজীবনী ১, পৃ ২৩২, ২৪৩, ২৪৪। সরলা রায়কে লেখা প্রথম ছয়খানি পত্র বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রমা-দত্ত সংগ্রহের অন্তর্গত।

টীকা ॥

পত্র/সংখ্যা

১ ১ ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা সাধনা পত্রিকায় (পৃ. ৩২৩-৪৭৩) রবীন্দ্রনাথ 'মেয়েলি ছড়া' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তার আরম্ভেই লিখেছেন,

"বাঙ্গলাভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।"

১৩০১-১৩০২ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ স্বীয় ভূমিকা ও মন্তব্যসহ ছেলেভুলানো ছড়ার একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন।

মজুমদার লাইব্রেরি থেকে 'গদ্য-গ্রন্থাবলী তৃতীয় ভাগ'-রূপে 'লোকসাহিত্য' নামে পুস্তক ১৩১৪ [১৯০৭] সালে প্রকাশিত হয়।

উক্ত পুস্তকের বিশ্বভারতী নূতন সংস্করণে পূর্বোক্ত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি 'ছড়াসংগ্রহ'সহ সংকলিত দেখা যায়।

প্রচলিত লোকসাহিত্য-পুস্তক-ধৃত "ছেলেভুলানো ছড়া ১" শীর্ষক প্রবন্ধটি পূর্বোল্লিখিত সাধনা পত্রিকার মুদ্রিত 'মেয়েলি ছড়া' শীর্ষক প্রবন্ধেরই সামান্য পরিবর্তিত রূপ। উক্ত

পুস্তকের দ্বিতীয় প্রবন্ধ "ছেলেভুলানো ছড়া ২"-এর আরম্ভে রবীন্দ্রনাথ ছড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহের কারণ বর্ণনা করে বলেছেন :

"আমাদের অলংকারশাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায় তাহা শাস্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নহে। সদ্যঃকর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীত— কোমল দেহের যে স্নেহোদ্বেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্প, চন্দন, গোলাপজল, আতর বা ধুপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে— সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ, সরস এবং যুক্তিসংগতিহীন। শুদ্ধমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়াসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।"

২ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়।

২ ১ সাহাজাদপুর। শাহজাদপুর। পাবনা জেলার উল্লাপাড়া রেলস্টেশনের চার ক্রোশ দক্ষিণে ফুলঝোর বা হুড়াসাগর নদীর তীরে একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক জমিদারির মধ্যে এই সাহাজাদপুরই ছিল আকারে আয়তনে সব চেয়ে বড়ো। দ্বারকানাথ ঠাকুরের উত্তরাধিকারীরূপে সাহাজাদপুরের মালিক হন তাঁর মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮২০-১৮৫৪)। গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গুণেন্দ্রনাথ (১৮৪৭-১৮৮১) তাঁর তিন নাবালক পুত্র— গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, অবনীন্দ্রকে রেখে লোকান্তরিত হলে পর নাবালকদের পক্ষে উক্ত জমিদারি পরিচালনার ভার পড়ে রবীন্দ্রনাথের উপর। জমিদারি দেখাশোনাসূত্রে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম সাহাজাদপুরে আসেন ১৮৯০-এর জানুয়ারি মাসে। সেই থেকে পরবর্তী ছয়-সাত বছর তিনি সেখানে কিছুদিন পর পর গিয়েছেন এবং বাস করেছেন। "সাহাজাদপুরে আমাদের একটা বাড়ি আছে" বলতে রবীন্দ্রনাথ সেখানকার কুঠিবাড়ির কথাই বলেছেন। এই বাড়ির সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ কিরূপ গভীর হয়েছিল তাঁর 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের একাধিক পত্রে তার পরিচয় উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই বাড়িতে বসে ১৮৯৩ সালের ৭ জুলাই ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাকে একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

"অনেকদিন বোটে থাকার পর সাজাদপুরের বাড়িটা বেশ লাগে ভালো— একটা যেন নূতন স্বাধীনতা পাওয়া যায়— যতটা খুশি নড়বার চড়বার এবং শরীর প্রসারণ করবার জায়গা পাওয়া মানুষের মানসিক সুখের যে একটা প্রধান অঙ্গ সেটা হঠাৎ আবিষ্কার করা যায়।··· আমি আমাদের দোতলার এই সঙ্গীহীন প্রশস্ত নির্জন আলোকিত উন্মুক্ত ঘরের মধ্যে বসে জানলা থেকে খালের উপরকার

নৌকাশ্রেণী, ওপারের তরুমধ্যগত গ্রাম এবং ওপারের অনতিদূরবর্তী লোকালয়ে মৃদু কর্মপ্রবাহ নিরীক্ষণ করে বেশ একটুখানি মনের আনন্দে আছি।"

এই সাহাজাদপুরে বসেই তিনি "পোস্টমাস্টার" ও "ছুটি" প্রভৃতি গল্প লিখেছিলেন। এক সময়ে (১৮৯৭) তাঁকে সাজাদপুর ছেড়ে চলে আসতে হল যখন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাবালক তিনপুত্র— গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, অবনীন্দ্র— সাবালক হয়ে তাঁদের সাজাদপুরের জমিদারি নিজেরা বুঝে নিলেন। আযৌবন পল্লীর দুঃখসুখ নিজের চিন্তাভাবনার বিষয় করে তুলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ সেই তাঁর স্বপ্নের পল্লী সাহাজাদপুর ছেড়ে আসার সময় তাঁর মনে কতখানি বেজেছিল তার নিদর্শন আছে 'চৈতালি' কাব্যের একাধিক কবিতায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: "যাত্রী", "স্বার্থ", "শান্তিমন্ত্র" কবিতাগুলি। ১৩০৩ সালের ১১ শ্রাবণ শেষোক্ত কবিতায় তিনি বলেছেন,

কাল আমি তরী খুলি লোকালয় মাঝে
আবার ফিরিয়া যাব আপনার কাজে—
হে অন্তর্যামিনী দেবী ছেড়ো না আমারে
যেয়ো না একেলা ফেলি জনতা পাথারে
কর্মকোলাহলে।···
বিরোধ উঠিবে গর্জি শতফণা ফণী
তুমি মৃদুমন্ত্রে দিয়ো শান্তিমন্ত্র ধ্বনি—
স্বার্থ মিথ্যা, সব মিথ্যা— বলো কানে কানে
আমি শুধু নিত্য সত্য তোর মাঝখানে!

পতিসর যাবার পথে তিনি আর-একবার মাত্র সাহাজাদপুরে গিয়েছিলেন। ১৩০৪-এর ৮ আশ্বিন। সেদিন তাঁর বহুদিনের প্রিয় সেই কুঠিবাড়িতে বসে প্রাচীন পদকর্তাদের অনুকরণে লিখলেন তাঁর বিরহসংগীত—

ভালোবেসে সখি নিভৃত যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো, তোমার
মনের মন্দিরে।

২ লোকসাহিত্য পুস্তকের দ্বিতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, "ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে; এইজন্য ইহার অনেকগুলির মধ্যে বাংলার অনেক উপভাষা লক্ষিত হইবে।"

৪ ১ ইন্দিরা দেবী

২ বিচিত্রগল্প, প্রথমভাগ; দ্বিতীয়ভাগ। ১৩০১ সাল [৫ অক্টোবর ১৮৯৪], প্রথমভাগে সাতটি ও দ্বিতীয়ভাগে আটটি গল্প মুদ্রিত। সব কটি গল্প ১২৮৯-১৩০১ সালের 'সাধনা' মাসিক পত্রে প্রকাশিত।

৫ ১ রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয়পুত্র নীতীন্দ্রনাথ।

২ আশুতোষ চৌধুরী

৭ ১ Miss Christiane Bossenec ১৯৩৫-এর অক্টোবর মাসে শান্তিনিকেতন শ্রীভবনের প্রনেত্রী-রূপে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী সুধাময়ী দেবী মাস-দুয়েক মিস্ বসনেকের কাজে সহায়তা করেন।
১৯৪০-এর প্রথম দিকে মিস্ বস্‌নেক শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পুনরায় ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করেছিলেন বলে জানা যায়। *Visva-Bharati News*-এ লিখিত হয়: "We regret to announce the resignation of Christiane Bossenec ..She leaves behind her an uniformly brilliant record of service and it will be very difficult to replace her."

গার্হস্থ্য-নাট্যসমিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গার্হস্থ্য-নাট্যসমিতি

প্রথম প্রস্তাব লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়—

নামকরণ— গার্হস্থ্য-নাট্যসমিতি।

দ্বিতীয়। অভিনেতৃসভ্য দশজন—

তৃতীয়।— কমিটি পঞ্চ। সভাপতি ও কার্য্যাধ্যক্ষসমেত।

তিনজনে কোরাম। তন্ম[ধ্যে] প্রেসিডেণ্ট অথবা সেক্রেটারীর উপস্থিত থাকা আবশ্যক।

চতুর্থ। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর— সভাপতি।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়—

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

প্রমথনাথ চৌধুরী।

পঞ্চম। অভিনেতৃসভ্যদিগকে মাসিক ৫ টাকা চাঁদা দিতে হইবে। অপর সাধারণ-দিগকে মাসিক দুই টাকা।

ষষ্ঠ। কেহ এককালীন একশত টাকা দান করিলে মুরুব্বি সভ্য হইতে পারিবেন

(ক) কমিটি ও অভিনেতৃসভ্য ব্যতীত অন্য মুরুব্বি সভ্যদিগকে চাঁদা দিতে হইবে না।

(খ) মুরুব্বি সভ্যরা খরচ দিয়া ষ্টেজ লইয়া যাইতে পারিবেন। ষ্টেজ এক মাসের অধিক রাখিতে পারিবেন না। বৎসরে একবারের অধিক ষ্টেজ এক ব্যক্তি লইতে পারিবেনা।

সপ্তম। মুরুব্বি সভ্য ব্যতীত আর কাহাকেও ষ্টেজ্ দেওয়া যাইবে না।

অষ্টম। অভিনয়ের পূর্ব্বে কমিটি একজন ষ্টেজ্ম্যানেজর নির্ব্বাচন করিবেন। উক্ত ষ্টেজ্ম্যানেজর অভিনয়ের অংশ নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন। কোন অভিনেতৃসভ্যের আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

নবম। মাসের প্রথম রবিবারে কমিটির অধিবেশন হইবে।

দশম। কমিটি হিসাব পরিদর্শন করিবেন।

একাদশ। কার্য্যাধ্যক্ষ কোষাধ্যক্ষের কাজ করিবেন।

দ্বাদশ। কার্য্যাধ্যক্ষের ভবনে সভার অধিবেশন।

ত্রয়োদশ। তিনজন সভ্যের আবেদন অথবা সেক্রেটারির অভিপ্রায়মতে সাধারণ সভা আহূত হইবে।

চতুর্দ্দশ। দশজনে কোরাম।

পঞ্চদশ। ষ্টেজ ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য সেক্রেটারির জিম্বায় থাকিবে।

ষোড়শ। সাধারণ সভার অধিকাংশের মতে আইন পরিবর্তিত হইতে পারিবেক।

সপ্তদশ। অভিনয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত কমিটির দ্বারা সাধিত হইবে।

অষ্টাদশ। কমিটির বিনা আদেশে অভিনেতৃসভ্য ব্যতীত আর কেহ অভিনয় বা আখ্ড়ার সময়ে ষ্টেজের নেপথ্যে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

ঊনবিংশ। কমিটি অভিনয়ের আবশ্যক উপলক্ষে বিনা চাঁদায় সাময়িক অভিনেতৃ সভ্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২০। অভিনেতৃসভ্য ৩ জন ও সাধারণ সভ্য একজন বন্ধুর জন্য কমিটির নিকট হইতে টিকিট পাইতে পারিবেন।

২১। বিনা টিকিটে প্রবেশাধিকার নাই।

২২। কমিটি নিমন্ত্রণটিকিট জারি করিবেন।

২৩। চাঁদা ২ মাসের অধিক দেয় হইলে সভাভবনে প্রকাশিত হইবে।

২৪। ৩ মাসের অধিক চাঁদা দেয় হলে প্রতি মাসে চারি আনা দণ্ড দিতে হইবে।

২৫। এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া ত্যাগ করা হইবে।

২৬। বিশেষ কারণ দেখিলে কমিটি কাহারো চাঁদা কমাইতে বা অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

২৭। কমিটি সভার সাহায্যাদি দান গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৮। কমিটি সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন।

২৯। কমিটি অনরারি সভ্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৩০। মুরুব্বিসভ্যগণ অন্যান্য বিষয়ে সাধারণ সভ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

পরিচয় প্রসঙ্গ ॥

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের জন্মের সাত বছরের মধ্যে বাংলা নাট্যশালার দ্বার প্রথম উদ্‌ঘাটিত হয়। এ সম্পর্কে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি বিশেষভাবে উখেল্লেযাগ্য। ১৭৮৮ শকের ৪ঠা মাঘ (১৬ জানুয়ারি ১৮৬৭) কালীগ্রাম থেকে মহর্ষিদেব লিখছেন,

"প্রাণাধিক গণেন্দ্রনাথ,

তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, সমবেত বাদ্য-দ্বারা অনেকের হৃদয় নৃত্য করিয়াছে, কবিত্বরসের আস্বাদনে অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। নির্দোষ আমোদ আমাদের দেশের যে একটি অভাব তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্বে আমার সহৃদয় মধ্যম ভায়ার [গিরীন্দ্রনাথ] উপরে ইহার জন্য আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু আমি স্নেহপূর্বক তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, এ প্রকার আমোদ যেন দোষে পরিণত না হয়। সদ্ভাবের সহিত এ আমোদকে রক্ষা করিলে আমাদের দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইতি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ"

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

তাঁহার [গণেন্দ্রনাথের] ভারি একটি প্রভাব ছিল। সে-প্রভাবটি সামাজিক প্রভাব। তিনি আপনার চারিদিকের সকলকে টানিতে পারিতেন, বাঁধিতে পারিতেন।"

গণেন্দ্রনাথের ছোটো ভাই গুণেন্দ্রনাথ [গগনেন্দ্র-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্রের পিতা] সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"তিনিও বাড়িটিকে একেবারে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আত্মীয়বন্ধু, আশ্রিত-অনুগত অতিথি-অভ্যাগতকে তিনি আপনার বিপুল ঔদার্যের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহার দক্ষিণের বারান্দায়, তাঁহার দক্ষিণের বাগানে, পুকুরের বাঁধা ঘাটে মাছ ধরিবার সভায়, তিনি মূর্তিমান দাক্ষিণ্যের মতো বিরাজ করিতেন। সৌন্দর্য-বোধ ও গুণগ্রাহিতায় তাঁহার নধর শরীরমনটি যেন ঢলঢল করিতে থাকিত। নাট্য-কৌতুক আমোদ উৎসবের নানা সংকল্প তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নব নব বিকাশলাভের চেষ্টা করিত।…"

আমাদের অনুমান আলোচ্য "গার্হস্থ্য নাট্য সমিতি" এবং 'ঘরোয়া' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর -বর্ণিত "ড্রামাটিক ক্লাব" অভিন্ন বস্তু। 'ড্রামাটিক ক্লাবের' জন্ম ১৮৮৮ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসের পরবর্তী কোনো এক সময়ে বলে মনে হয়।

অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"ইতিমধ্যে আমরা বড়ো হয়েছি, স্কুল ছেড়েছি, বিয়েও হয়েছে। আমার আর সমরদার [সমরেন্দ্রনাথ] বিয়ের দিন রথী [রথীন্দ্রনাথ] জন্মায়। তারপর এক 'ড্রামাটিক ক্লাব' সৃষ্টি করা গেল। রবিকাকা খাস বৈঠকে ব্রাউনিং পড়ে আমাদের শোনান, হেম ভট্ট [বাল্মীকি-রামায়ণ-অনুবাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য] রামায়ণ পড়েন। সাহিত্যের বেশ একটা চর্চা হত। নানা রকমের এ বই সে বই পড়া হয়।

একবার ড্রামাটিক ক্লাবে 'অলীকবাবু' অভিনয় হয়। 'অলীকবাবু' জ্যোতিকাকা মশায়ের [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ] লেখা, ফরাসী গল্প, মোলেয়ারের একটা নাটক থেকে নেওয়া। সেই ফরাসী গল্প, উনি বাংলায় রূপ দিলেন। অত তো পাকা লিখিয়ে ছিলেন, কিন্তু ফরাসী ছায়া থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। নয়তো 'হেমাঙ্গিনী' কি আমাদের দেশের মেয়ে? এই অবস্থায় আমরা যখন প্লে করি রবিকাকা তো অনেক অদল-বদল করে দিয়ে ফরাসী গন্ধ থেকে মুক্ত করলেন। এইখানেই হল রবিকাকার আর্ট।... তা ছাড়া তখন মেয়েই বা কই অ্যাকটিং করবার। তাই 'হেমাঙ্গিনী'কে আর বেরই করলেন না। সেবারে লেখায় কতকগুলো এমন মজার ডায়লগ ছিল, সেই স্টেজকপির পিছনেই উনি লিখেছিলেন বাড়তি অংশটুকু। ভারি অদ্ভুত অদ্ভুত ডায়লগ সব।...এই নাটকেই প্রথম সেই গানটি হয়, রবিকাকা তৈরি করে দিলেন, আমরা অভিনয়ের পর সবাই স্টেজে এসে শেষ গানটি করি—

'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল
ভবের পদ্মপত্রে জল
সদা করছি টলমল।

গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচও চলেছিল আমাদের। কী যে জমেছিল অভিনয় তা কী বলব। কিন্তু ঐ রাধানাথের গানই হল আমাদের কাল।

রাধানাথ দত্ত বলে একটি লোক প্রায়ই এখানে আসতেন, মদটদ খাওয়া অভ্যেস ছিল তাঁর। তাঁর মুখে একটা গান শুনতুম, জড়িয়ে জড়িয়ে গাইতেন আর ছড়ি ঘুরিয়ে চলতেন। আমি ভাবলুম, এই ঠিক হবে, আমিও মাথায় চাদর জড়িয়ে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে রাধাবাবুর হুবহু নকল করে স্টেজে ঢুকে গান ধরলুম—

'আয় কে তোরা যাবি লো সই
আনতে বারি সরোবরে।'

এই দুই লাইন গাইতেই চারিদিক থেকে হাততালির উপর হাততালি। রাধাবাবুর মুখ গম্ভীর। সবাই খুব বাহবা দিলে। রবিকাকা মহা খুশি,...

রাধানাথ দত্ত গেলেন ক্ষেপে। তিনি বাড়ি বাড়ি, এমন-কি আমার শ্বশুরবাড়ি পর্যন্ত গিয়ে রটালেন যে ছেলেরা সব বুড়োদের নকল করে তামাশা করেছে। সবাই অনুযোগ

অভিযোগ আনতে লাগলেন। এ তো বড়ো বিপদ হল। কী করে তাঁদের বোঝাই যে আমরা কেউ আর-কারো নকল করি নি। তাঁরা কিছুতেই মানতে চান না। আমাদের মন গেল খারাপ হয়ে। রবিকাকা বললেন, দরকার নেই আর ড্রামাটিক ক্লাবের, এ তুলে দাও।' পরের প্লে 'বিসর্জন' হবে, সব ঠিক, পার্ট আমাদের মুখস্থ, সিন আঁকা হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ড্রামাটিক ক্লাব তুলে দেওয়া হল।"

রবীন্দ্রনাথ 'গার্হস্থ্য নাট্য সমিতি'র যে নিয়মাবলী বা সংবিধান রচনা করেছিলেন[১] সে অনুসারে কোনো প্রতিবেদন বা অনুরূপ কোনো কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তার কারণ সম্ভবত এই যে, ড্রামাটিক ক্লাব বা গার্হস্থ্য নাট্য সমিতির আয়ু খুব অল্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়, ফলে এর সম্পর্কে ধারা-বাহিকভাবে কোনো চিন্তাধারা আর গড়ে উঠতে পারে নি, যেমনটি হতে পেরেছিল পরবর্তীকালে 'খামখেয়ালী সভা'র অনুষ্ঠানগুলিতে (১৩০৩)।

১ রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি অভিজ্ঞান : ২২৮

সংস্কৃত প্রবেশ

সংস্কৃত পাঠ্য রচনাদর্শের খসড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংস্কৃত প্রবেশ

প্রথম পাঠ

কাকঃ কৃষ্ণঃ।	শ্যামা লতা।	মধুরং ফলং*।
মুখরঃ শুকঃ।	নদী প্রবলা।	শীতলং জলং*।
খঞ্জঃ কাতরঃ।	পূর্ণা গঙ্গা।	পুষ্পং পাটলং*।
সর্পঃ ক্রুদ্ধঃ।	তারকা ম্লানা।	উজ্জ্বলং ভূষণং।
উজ্জ্বলঃ পাবকঃ।	জননী ধীরা।	প্রচুরং ভোজনং।
স্থূলঃ কায়ঃ।	ছিন্না শাখা।	বনং দুর্গমং।
শশঃ ক্ষীণঃ।	কন্যা মুখরা।	হৃদয়ং সদয়ং।
গভীরঃ সাগরঃ।	দুর্ব্বলা নারী।	কোমলং কমলং।
চঞ্চলঃ কুরঙ্গঃ।	ঊষা স্নিগ্ধা।	তীক্ষ্ণং শস্ত্রং।
বিশালঃ শালঃ।	ভীষণা সিংহী।	গাত্রং কঠিনং।

*১। উল্লিখিত পাঠে কোন্ শব্দগুলি বিশেষ্য ও কোন্‌গুলি বিশেষণ তাহা প্রশ্ন দ্বারা ছাত্রদের নিকট হইতে বাহির করিতে হইবে।

*২। কোন্ শব্দগুলি কোন্ লিঙ্গ তাহা ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে।

*৩। বিশেষ্য বিশেষণের লিঙ্গ একই হইয়া থাকে তাহা শিক্ষকের ইঙ্গিত অনুসারে ছাত্রগণ বাহির করিবে।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য প্রতি পৃষ্ঠার পাদটীকায় দেওয়া গেল :—

প্রথম পাঠ

* মধুরং ফলং ; শীতলং জলং ; পুষ্পং পাটলং ইত্যাদি। শেষের অনুস্বারগুলি "ম্" হইবে। মধুরং ফলম্।

*১। উল্লিখিত পাঠে ইত্যাদি। আমার বোধ হয়, ইহার পূর্ব্বে, "বিশেষ্য বিশেষণ" কাহাকে বলে তাহা লিখিয়া দিলে অথবা শিক্ষককে তাহা বুঝাইতে বলিয়া দিলে মন্দ হয় না।

*২-৩। বিশেষ্য বিশেষণের লিঙ্গ একই হইয়া থাকে—"বিশেষ্যের যে লিঙ্গ বিশেষণেরও সেই লিঙ্গ হইয়া থাকে।"

পাঠচর্চ্চা ।*

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি সংস্কৃতে কিরূপ আকার ধারণ করিবে লিখ।—

মেঘ (পুং), চন্দ্র (পুং), চিত্ত (ক্লীং), মন্ত্র (পুং), অঙ্গ (ক্লীং), কর্পূর (ক্লীং), আসন (ক্লীং), পাদপ (পুং), কপোল (পুং), ললাট (ক্লীং), গজ (পুং), *অঙ্গার (ক্লীং), চিবুক (ক্লীং), বালক (পুং), *শকট (ক্লীং), রথ (পুং), দ্বার (ক্লীং), দেব (পুং), কুসুম (ক্লীং), পথিক (পুং), ইন্দ্রিয় (ক্লীং), ফেন (পুং), পদ (ক্লীং), অনল (পুং), মাংস (ক্লীং), মূর্খ (পুং), কষ্ট (ক্লীং), ক্লেশ (পুং), হর্ম্ম্য (ক্লীং), *সৌধ (পুং), আভরণ (ক্লীং)।

২। সংস্কৃত কর :—

কৃষ্ণ সর্প। প্রচুর ফল। ক্ষীণ কুরঙ্গ।
পাটল কমল। উজ্জ্বল সূর্য্য। কঠিন শাল।
মুখর নারী। পাটল ঊষা। প্রবল সিংহী।
কোমল গাত্র। শীতল বন। ধীর কন্যা।
প্রবল গঙ্গা। কৃশ খঞ্জ। স্নিগ্ধ জল।
চঞ্চল শশ। গভীর নদী। শীতল গাত্র।
কঠিন শস্ত্র। ছিন্ন পুষ্প।

*৩। নিম্নলিখিত শব্দ হইতে বিশেষ্য বিশেষণ নির্ব্বাচন কর, কোন্ শব্দগুলি কোন্ লিঙ্গ তাহা লিখ এবং বিশেষ্য শব্দগুলির সহিত উপযুক্ত বিশেষণ যোজনা কর :—

কোকিলঃ। বাপী। প্রশস্ত। কেশঃ। ক্ষীণ। স্বজনঃ। শ্বেত। সভয়। রাজ্ঞী। চঞ্চল। সদয়। বাণী। মহী। মধুর। শূরঃ। উর্ব্বর। সর্পী। ষণ্ডঃ।

পাঠচর্চ্চা

*১। অঙ্গার, শকট এবং সৌধ— পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। একটিমাত্র 'লিঙ্গ' লিখিয়া দিলে ছাত্রেরা তাহাই লিখিয়া রাখিবে।

*৩। আমার বোধ হয় বিশেষণ শব্দগুলির তিন লিঙ্গের রূপ দিয়া দিলে ছাত্রদের সুবিধা হইবে। বিভক্তিহীন প্রাতিপদিক দেখিয়া লিঙ্গ নির্ণয় করা তাহাদের পক্ষে শক্ত হইবে। পক্ষান্তরে, তিনটি রূপ দিয়া দিলে, বিশেষণ শব্দের নিজের যে কোন লিঙ্গ নাই, প্রকারান্তরে তাহাও তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।

শোভন। ভীষণ। ক্রূর। খর্জ্জুরঃ। তুঙ্গং[ম্]। প্রদীপঃ। দীর্ঘ। পক্ব। কাননং[ম্]। রজনী। মনোহর। সুশীল। ঘোর। মলিন। কর্দ্দমঃ। পুত্রঃ। সেনা। ছিন্ন। প্রবল। তৃণং[ম্]। দরিদ্র। মসী। ছিন্ন। প্রভূত। সজল। কৃষ্ণ। মেঘঃ।

৪। নিম্নলিখিত বাক্যে যেগুলিতে ভুল আছে সংশোধন কর।—

সভয়ং কুরঙ্গঃ। চঞ্চলঃ সিংহী। দুর্ব্বলা খঞ্জঃ। উজ্জ্বলং প্রদীপঃ। ছিন্নঃ খর্জ্জুরঃ। ভীষণা রাজ্ঞী। প্রবলা ব্যাঘ্রঃ। ব্যাকুলং বাণী। বিমলা গাত্রং[ম্]। ছিন্নঃ শালঃ। নম্রং শাখা। শীতলঃ ছায়া। বিমলা তারকা। চঞ্চলং পাবকঃ। কৃশা কায়ঃ। ব্যাকুলঃ শশঃ। পূর্ণঃ লতা। মধুরং পবনঃ। ক্রূরা বালকঃ। দুর্ব্বলা জননী। ক্রোধনা শুকঃ। চঞ্চলঃ সাগরঃ। বিমলা কমলং[ম্]।

প্রশ্নোত্তর*

অপি কাকঃ শ্বেতঃ? ন হি। কাকঃ কৃষ্ণঃ। ন তু শ্বেতঃ।

ননু মূকঃ শুকঃ? ন হি; মুখরঃ শুকঃ। ন তু মূকঃ।

*কিম্বিধঃ সর্পঃ? সর্পঃ ক্রুদ্ধঃ, ন তু শান্তঃ।

ম্লানঃ কিং পাবকঃ? ন হি; উজ্জ্বলঃ পাবকঃ, ন তু ম্লানঃ।

কায়ঃ কিং শীর্ণঃ? ন হি; কায়ঃ স্থূলঃ; ন তু শীর্ণঃ।

অপি শশঃ পুষ্টঃ? ন হি; শশঃ ক্ষীণঃ, ন তু পুষ্টঃ।

সাগরঃ কিম্বিধঃ? গভীরঃ সাগরঃ।

কুরঙ্গঃ কিং সুস্থিরঃ? ন হি; চঞ্চলঃ কুরঙ্গঃ, ন তু সুস্থিরঃ।

ননু শালঃ ক্ষুদ্রঃ? বিশালঃ শালঃ, ন তু ক্ষুদ্রঃ।

---

*প্রশ্নোত্তর

*কিংবিধঃ সর্পঃ? ইত্যাদি

অপি সর্পঃ ক্রুদ্ধঃ শান্তো বা? সর্পঃ ক্রুদ্ধঃ, ন তু শান্তঃ।

কিম্বিধ— কিং বিধ। এখানে ব=অন্তঃস্থ।

বনং সুগমং দুর্গমং বা? দুর্গমং ন হি বনং

বনং সুগমং ন হি দুর্গমম্।

কিম্বিধা লতা ? লতা শ্যামা।
ননু নদী ক্ষীণা ? নদী প্রবলা, ন তু ক্ষীণা।
অপি গঙ্গা শুষ্কা ? শুষ্কা নহি গঙ্গা পূর্ণা তু।
কিম্বিধা তারকা ? উজ্জ্বলা ন হি তারকা, ম্লানা তু।
*অশান্তা কিং জননী ? অশান্তা ন হি জননী, ধীরা তু।
শাখা কিম্বিধা ? শাখা ছিন্না।
অপি কন্যা মুখরা, বিনীতা বা ? বিনীতা ন হি কন্যা, মুখরা তু।
অপি নারী সবলা, দুর্ব্বলা বা ? নারী দুর্ব্বলা, ন তু সবলা।
কিম্বিধা ঊষা ? ঊষা স্নিগ্ধা, ন তু তপ্তা।
অপি সিংহী ভীষণা শান্তা বা ? সিংহী ভীষণা, ন তু শান্তা।
ফলং কিং মধুরং তিক্তং বা ? ফলং ন হি তিক্তং, মধুরং তু।
অপি জলং শীতলং তপ্তং বা ? জলং শীতলং ন তু তপ্তম্।
ননু পুষ্পং পাটলম্ ? পুষ্পং ন হি পাটলং, নীলং তু।
কিম্বিধং ভূষণম্ ? উজ্জ্বলং ভূষণং ন তু ম্লানং[ম্]।
অপি ভোজনং স্বল্পং প্রচুরং বা ? ভোজনং প্রচুরং ন তু স্বল্পম্।
বনং সুগমং দুর্গমং বা ? বনং সুগমম্। দুর্গমং ন হি।
কিম্বিধং হৃদয়ম্ ? হৃদয়ং সদয়ং ন তু নির্দ্দয়ম্।
অপি কমলং কঠোরং কোমলং বা ? কমলং কোমলং ন তু কঠোরম্।
কিম্বিধং শস্ত্রম্ ? শস্ত্রম্ তীক্ষ্ণম্।
গাত্রং কিম্বিধম্ ? গাত্রং কোমলং, ন তু কঠিনং[ম্]।

---

*অশান্তা কিং জননী ? অধীরা কিং জননী ?	অথবা	কিম্ ধীরা জননী ? অপি অধীরা জননী ?

দ্বিতীয় পাঠ

নূতনো ঘটঃ	বৃক্ষো ভগ্নঃ	হিংস্রো নকুলঃ
মধুরো ঝঙ্কারঃ	নরো মগ্নঃ	বৃদ্ধো যবনঃ
ভীষণো গজঃ	প্রসন্নো জনকঃ	মার্জ্জারো লোলুপঃ
শান্তো বালকঃ	দরিদ্রো দাসঃ	*সরসো ডালিমঃ
বামো হস্তঃ	রুষ্টো ব্রাহ্মণঃ	সশব্দো ঢোলঃ।
পণ্ডিতো রুগ্নঃ	সৌধো ধবলঃ	

এই পাঠে যে যে বর্ণের পূর্ব্বে বিসর্গসমেত অকার ওকার হইয়া গেছে শিক্ষক ছাত্রদিগকে প্রথমে তাহার তালিকা করিতে বলিবেন। তালিকা হইলে ছাত্রদিগকে তাহা বর্ণমালার পূর্ব্বাপর অনুসারে সাজাইতে বলিয়া দিবেন।

পাঠচর্চ্চা।

ক। উল্লিখিত পাঠের বিশেষ্য বিশেষণ নির্ণয় কর।

খ। বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল ব হ পরে থাকিলে অকার ও তাহার পরবর্ত্তী বিসর্গ কি হয়?

গ। উপরের বিশেষ্য বিশেষণ যে ভাবে সজ্জিত আছে তাহা উল্টা করিয়া লেখ। অর্থাৎ যেখানে বিশেষ্যের আগে বিশেষণ আছে সেখানে বিশেষণ[১] আগে দিয়া বিশেষ্য[২] পরে লিখিবে এবং যেখানে বিশেষ্য আগে আছে সেখানে বিশেষণ আগে দিয়া বিশেষ্য পরে দিবে।

দ্বিতীয় পাঠ

*সরসো ডালিমঃ

সরসং ডালিম্‌ম ডালিমঃ=বৃক্ষঃ

বা ডালিম্‌ম=ফল

সপত্রো ডালিমঃ

১ বিশেষ্য

২ বিশেষণ

অনবধানতাবশত 'বিশেষ্য' স্থলে 'বিশেষণ' এবং 'বিশেষণ' স্থলে 'বিশেষ্য' লিখেছেন।

ঘ। সংস্কৃত কর :—

ভীত গর্দ্দভ।	ছিন্ন জাল। (ক্লীং)	প্রখর নখ।
বৃদ্ধ গোপ।	নীরব ঝিল্লীক। (ঝিঁঝিঁ)	গভীর নিদ্রা।
সুনীল গগন। (ক্লীং)	ভীষণ ঝঞ্ঝা।	সুপক্ক বিল্ব। (ক্লীং)
শান্ত পবন।	শুভ্র দশন।	শুষ্ক বীজ। (ক্লীং)
প্রফুল্ল মাধবী।	রক্ত দুকূল। (ক্লীং)	দুঃসহ ভার।
ক্লান্ত ঘোটক।	রুষ্ট দেবতা। (স্ত্রীং)	প্রবল ভয়। (ক্লীং)
দরিদ্র জালিক। (জেলে)	ধূসর ধূম।	নির্জীব মণ্ডূক।
পিঙ্গল জটা।	প্রচুর ধান্য। (ক্লীং)	পবিত্র মন্দাকিনী।
বিকীর্ণ যব।	বিপুল রাষ্ট্র। (ক্লীং পুং)	মধুর বীণা।
ভগ্ন যান। (ক্লীং)	প্রশস্ত ললাট। (ক্লীং)	ধবল হংস।
নির্দ্দয় রাক্ষস।	প্রবল লোভ।	তীব্র হলাহল। (ক্লীং পুং)
গভীর রাত্রী। (ত্রি)	বিষণ্ণ বীর।	নিদারুণ হিংসা।

খ। বিশেষ্য বিশেষণ উল্টা করিয়া লিখ।

গ। ভুল যে কয়টি আছে সংশোধন কর :—

নির্জ্জলা দুগ্ধং[ম্]। দরিদ্রোকৃপণঃ। নিবিড়ো বনং[ম্]। ক্রোধনঃ গণ্ডারঃ। শৃগালো খলঃ। নির্ব্বিষঃ সর্পঃ। ছিন্নং জিহ্বা। পতিতো বৃক্ষঃ। গলিতো পত্রং[ম্]। মৎস্যঃ হতঃ। ভগ্নো ঘটঃ। বিস্তীর্ণঃ জালঃ। গোপো কৃশঃ। জীর্ণং গর্দ্দভঃ। ললিতো বাণী। পতিতং বিল্বঃ। মূঢ়ো বর্ব্বরঃ। নিরন্নো জননী। স্থূলঃ মণ্ডূকঃ। সুপক্কো ধান্যং[ম্]। জ্বলিতো পাবকঃ। আতুরঃ খঞ্জঃ।

ঘ। *মেঘ, বারিবাহ, বলাহক, ধারাধর, জলধর, নীরদ, পয়োদ, বারিদ, জলদ, ঘন, জীমূত, মুদির, এবং কাদম্বিনী (স্ত্রীং) এই কয়টি একার্থক শব্দের সহিত নিম্নলিখিত বর্ণবাচক বিশেষণ শব্দগুলি সন্ধিপূর্ব্বক যোজনা কর। শুক্ল, পাণ্ডুর, ধূসর, কৃষ্ণ, নীল, পীত, হরিত, লোহিত, অরুণ, পাটল, কপিশ, ধূমল, ৷পঙ্গল।

পাঠচর্চ্চা

ঘ। *মেঘ হইতে মুদির পর্য্যন্ত একার্থ শব্দ। কাদম্বিনী=মেঘ
সুতরাং এক পর্য্যায়ের অন্তর্গত নহে।

প্রশ্নোত্তর।

অপি ঘটঃ পুরাতনো ন বা ? ঘটো নূতনো ন তু পুরাতনঃ।
ননু ঝঙ্কারঃ কঠোরো মধুরো বা ? ঝঙ্কারো মধুরো ন তু কঠোরঃ।
গজঃ কিম্বিধঃ ? গজো ভীষণো ন তু শান্তঃ।
বালকঃ কিং দুরন্তো ন বা ? বালকঃ শান্তো ন তু দুরন্তঃ।
অপি হংসো ধবলঃ শ্যামলো বা ? হংসো ধবলো ন তু শ্যামলঃ
ননু পণ্ডিতো নিরাময়ো রুগ্নো বা ? পণ্ডিতো রুগ্নো ন তু নিরাময়ঃ।
*ভারঃ সুসাধ্যো দুঃসহো বা ? ভারো দুঃসহো ন তু সুসাধ্যঃ।
মণ্ডূকঃ কিম্বিধঃ ? মৃতো মণ্ডূকো ন তু জীবিতঃ।
জনকঃ প্রসন্নো বা রুষ্টো বা ? জনকঃ প্রসন্নো ন তু রুষ্টঃ।
অপি দাসঃ সধনো বা দরিদ্রো বা ? দাসো দরিদ্রো ন তু সধনঃ।
ননু বীজং শুষ্কং সরসং বা ? বীজং শুষ্কং ন তু সরসং[ম্]।
সৌধো ধবলো লোহিতো বা ? সৌধো ধবলো ন তু লোহিতঃ।
যবনো যুবকো বা বৃদ্ধো বা ? যবনো বৃদ্ধো ন তু যুবকঃ।
কিম্বিধো মার্জ্জারঃ। মার্জ্জারো লোলুপঃ।
*ডালিমো নীরসো বা সরসো বা ? ডালিমো সরসো ন তু নীরসঃ।
অপি বীরো বিষণ্নঃ সহর্ষো বা ? বীরো বিষণ্নো ন তু সহর্ষঃ।

কণ্ঠস্থ কর :—

*অভ্রং মেঘো বারিবাহঃ স্তনয়িত্নুর্বলাহকঃ
ধারাধরো জলধরস্তড়িত্বান্ বারিদোঽম্বুভৃৎ
ঘনজীমূতমুদিরজলমুগ্ ধূমযোনয়ঃ
কাদম্বিনী মেঘমালা।

প্রশ্নোত্তর

*ভারঃ সুসাধ্যো দুঃসহো বা ? ভারঃ সুবহো দুর্ব্বহো (দুঃসহো) বা ?
*ডালিমঃ সরসো নীরসো বা ? ডালিমং সরসং নীরসং বা ?
ডালিমঃ ফলবান্ বন্ধ্যো বা ?

কণ্ঠস্থ কর : *অভ্রম্ ইত্যাদি। আমার বোধ হয় অভ্রম্ হইতে ধূমযোনয়ঃ পর্য্যন্ত মুখস্থ করিতে দিলে ভাল হয়। মেঘ ও মেঘমালার যে প্রভেদ একসঙ্গে মুখস্থ করিলে অনেক সময় তাহা চোখে পড়ে না।

তৃতীয় পাঠ

বালকোঽলসঃ।	গভীরোঽর্ণবঃ।	এষোঽম্বুদঃ।
পুত্রোঽবশঃ।	জালিকোঽধনঃ।	সোঽবনতঃ।
পর্ব্বতোঽচলঃ।	সমুদ্রোঽয়ং [সমুদ্রোঽয়ম্]।	এষোঽধরঃ।
গজোঽশান্তঃ।	যবোঽপক্কঃ।	সোঽভিভূতঃ।
সিংহোঽয়ম্।	তীক্ষ্ণোঽঙ্কুশঃ।	এষোঽজগরঃ।
সাগরোঽপারঃ।	হংসোঽয়ম্।	সোঽবিনীতঃ।
খঞ্জোঽনাথঃ।	অরুণোঽর্কঃ।	

পাঠচর্চ্চা

ক। অয়ের পূর্ব্বে বিসর্গসমেত অকার কি হয় ?

খ। বিশেষ্য বিশেষণ উল্টা করিয়া লিখ।

গ। সংস্কৃত কর :—

বালক অশান্ত।	কাল অনন্ত।	ভার অসহ্য।	সে অনাদৃত।
	ইহা অম্বুজ।		
দেব ইনি।	বীর অভয়।	ঈশ্বর অপ্রসন্ন।	সে অপমানিত
	সে অজেয়।	ইহা অশোক।	
সুর অমর।	বিল্ব অপক্ক।	লোভ অন্যায়।	সে অভয়।
সে অপরিচিত।	সে অবোধ।	ইহা অমৃত।	
অশ্ব অক্লান্ত।	কূপ এই।	যাচক এই।	এই অলঙ্কার।

ঘ। বিশেষ্য বিশেষণ উল্টা করিয়া সংস্কৃত কর :—

ঙ। ভুল থাকিলে সংশোধন কর ও সন্ধি না থাকিলে সন্ধি কর :—

রামো অজেয়ঃ। পায়সঃ অপেয়ঃ। অজো অরোগঃ। কুরঙ্গঃ অধীরঃ

প্রশ্নোত্তর।

বালকোঽয়ং অশান্তঃ শান্তো বা ? অয়ং বালকঃ শান্তো ন তু অশান্তঃ।
কূপোঽয়ং[ম্] অগভীরো গভীরোবা ? অয়ং কূপো গভীরো,
ন তু অগভীরঃ

অশ্বোঽয়ং[ম্] অরুণো বা পাটলো বা ? অয়ং[ম্] অশ্বোঽরুণো
ন তু পাটলঃ।

সাগরোঽয়ং[ম্] অপারো বা ক্ষুদ্রো বা ? অয়ং সমুদ্রোঽপারঃ
ন তু ক্ষুদ্রঃ।

সিংহোঽয়ং কিম্বিধঃ ? অয়ং সিংহো ভীষণো ন তু শান্তঃ।

কিম্বিধোঽয়ং হংসঃ। হংসোঽয়ং পাণ্ডুরো ন তু কপিশঃ।

চ। অম্বুনিধিঃ, অব্ধিঃ, অকূপারঃ, অপাংপতিঃ, অর্ণবঃ, অম্ভোধি এই কয়েকটি সমুদ্রবাচক শব্দের সহিত নিম্নলিখিত বিশেষণগুলি সন্ধি করিয়া সংযোগ কর :— অপার, অমেয়, অকূল, অতলস্পর্শ, অগাধ ও অসীম।

কণ্ঠস্থ কর :—

সমুদ্রোঽব্ধিরকূপারঃ পারাবারঃ সরিৎপতিঃ
উদন্বান্ উদধিঃ সিন্ধুঃ সরস্বান্ সাগরোঽর্ণবঃ
রত্নাকরো জলনিধির্যাদঃপতিরপাংপতিঃ।

চতুর্থ পাঠ।

রাম আগতঃ।	শুভ উপদেশঃ।	ছিন্ন এরণ্ড।
বৃক্ষ আনতঃ।	দেশ উষরঃ।	সুপ্ত উক্ষা। (সুপ্ত উষ্ট্রঃ)
রুষ্ট ইন্দ্রঃ।	আভীর এষঃ।	অভুক্ত ওদনঃ।
কাক এষঃ।	জাগরিত উলূকঃ।	আরক্ত ওষ্ঠঃ।
উন্মত্ত ইভঃ।	ভীষণ ঋক্ষঃ।	অলস ঔড্রঃ। (উড়িয়া)
অনির্ব্বাণ ঈষিরঃ।	অতৃপ্ত ঋষভঃ।	প্রবল ওঘঃ। (স্রোত)
প্রসন্ন ঈশ্বরঃ।	নর এষঃ।	
মৃত উৎকুণঃ।	হত এণঃ। (হরিণ)	

ক) কোন্ কোন্ বর্ণের পূর্ব্বে অকারের বিসর্গ লোপ পাইয়াছে ?

খ) বিসর্গবিশিষ্ট অকারের পরে অ থাকিলেই বা কি হয় অন্য স্বরবর্ণ থাকিলেই বা কি হয় ?

গ) উপরের পাঠে শেষের শব্দ প্রথমে ও প্রথমের শব্দ পরে দিয়া লিখ। *অ ব্যতীত যে কোন বর্ণের পূর্ব্বে এষঃ শব্দের বিসর্গ লোপ হয়। অ বর্ণের পূর্ব্বে কি হয় ?

ঘ) সংস্কৃত কর :—

অমরনাথ আহত।	ইহা আদেশ। (এষঃ)	এই আলোক।
কেশ আবৃত।	উজ্জ্বল ঈষির।	বিটপ ঊর্দ্ধমুখ।
উপদেশ ইচ্ছিত।[১]	ধ্বজ উচ্ছ্রিত।	অসহ উষ্ম।
উগ্র ইরম্মদ। (বিদ্যুৎ)	অবসন্ন উষ্ট্র।	এই ঋষি।
অশান্ত ঋষ্য। (হরিণ)	উন্নত এরণ্ড।	এই আকাশ।
অপক্ক ওদন।	উদ্দাম ওঘ।	

ঙ) কথাগুলা উল্টা করিয়া সাজাইয়া সংস্কৃত কর।

চ) ভুল থাকিলে সংশোধন কর :—

রুষ্টো ঈশ্বরঃ। কায়ঃ আবৃতঃ। এণো অশান্তঃ। বিটপঃ উন্নতঃ। এরণ্ডো সফলঃ। বৃক্ষঃ অচলঃ। শ্রান্তং গর্দ্দভঃ। কোকিলা মুখরঃ। মধুরং বিল্বঃ। বীরো উন্মত্তঃ। উজ্জ্বলং শশাঙ্কঃ। ক্ষুধিতো ঋক্ষঃ। বিস্মৃতঃ উপকারঃ। উপদেশো উত্তমঃ। অভুক্তঃ ফলং[ম্]। গর্জ্জিতো ঋষভঃ। বালক ধীরঃ। ব্যাঘ্রো অভয়ঃ। কায়ঃ জর্জ্জরঃ। গর্জ্জিতং মেঘঃ। চৌর হতঃ। শ্রান্তো পান্থঃ। সজল পর্জ্জন্যঃ।

ছ) সর্পঃ, ভুজঙ্গঃ, অহিঃ, আশীবিষঃ, বিষধরঃ, ব্যালঃ, উরগঃ, পন্নগঃ, জিহ্মগঃ, কাকোদরঃ, দন্দশূকঃ, সর্পবাচক এই কয়েকটি শব্দের সহিত নিম্নলিখিত বিশেষণগুলি যোজনা কর :— ক্রূর, দারুণ, ভীষণ, ঘোর, ভীম, ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, ভৈরব, নিষ্ঠুর, কুটিল, খল।

কণ্ঠস্থ কর :—

সর্পঃ পৃদাকুর্ভুজগো ভুজঙ্গোঽহির্ভুজঙ্গমঃ
আশীবিষো বিষধরশ্চক্রী ব্যালঃ সরীসৃপঃ

চতুর্থ পাঠ

গ। *অ ব্যতীত ইত্যাদি। 'সঃ' পদেরও এইরূপ বিসর্গ লোপ হয়। তাহারও উদাহরণ এই সঙ্গে দিলে ভাল হয়। এষঃ শব্দ=এষঃ পদ

১। 'ইচ্ছিত' স্থলে 'ইষ্ট' হলে যথাবিহিত হত।

কুণ্ডলী গূঢ়পাচ্চক্ষুঃশ্রবাঃকাকোদরঃ ফণী
দর্ব্বীকরো দীর্ঘপৃষ্ঠো দন্দশূকোবিলেশয়ঃ
উরগঃ পন্নগোভোগী জিহ্মগঃ পবনাশনঃ।

প্রশ্নোত্তর।

*অপি রাম এষঃ? এবম্, এষ রামঃ, শ্যামো ন হি।
বৃক্ষোঽয়ং কিম্ আনতঃ? অথকিম্। বৃক্ষ এষ আনতঃ।
ননু প্রসন্ন ইন্দ্রঃ? ইন্দ্রঃ প্রসন্নো ন হি, ন তু অপ্রসন্নঃ।
*অপি কাক এষঃ? ন তু কাক এষঃ; এষ স কোকিলঃ।
*ইভোঽয়ং ক্রীড়িত উন্মত্তো বা? এষ ইভঃ ক্রীড়িতো ন স উন্মত্তঃ।
কিংবিধোঽয়ম্ ঈষিরঃ? অয়ম্ ঈষিরোঽনির্ব্বাণঃ।
অপি দেশোঽয়ম্ ঊষরঃ? এবম্। ঊষরোঽয়ং দেশ উর্ব্বরো ন হি।
উলূকো জাগরিতো বা নিদ্রিতঃ? এষ উলূকোজাগরিতো ন স নিদ্রিতঃ।
আভীরোঽয়ং নিঃস্বো বা সধনঃ? আভীর এষ সধনঃ, ন তু স নিঃস্বঃ।
এষ এণো হতো বা মূর্চ্ছিতঃ? এষ এণো হতো ন স মূর্চ্ছিতঃ।

পঞ্চম পাঠ।

গিরিরচলঃ।	নৃপতিরয়ম্।	বেণিরিয়ম্।
কবিরেষঃ।	গুরুরেষঃ।	বধূরিঙ্গিতজ্ঞা।
হরিরয়ম্।	ঊর্ম্মিরান্দোলিতা।	ঋষিরয়ম্।
ভিক্ষুরধমঃ।	লক্ষ্মীরপ্রসন্না।	বিধুরস্তমিতঃ।
গুরুরাসীনঃ।	শ্রীরেষা।	নৃপতিরুদ্বেজিতঃ।
সুধীর্ঋষিঃ।	গৌরক্লান্তঃ।	ক্ষিতিরিয়ম্।

প্রশ্নোত্তর

*অপি রাম এষঃ? এবম্; এষ রামঃ শ্যামো ন হি।
*অপি কাক এষঃ? ন তু কাক এষঃ; এষ স কোকিলঃ।
অপি কাক এষঃ? এষ স কোকিলঃ; ন তু কাকঃ।
*ইভোঽয়ং ক্রীড়িত উন্মত্তো বা? [ইভোঽয়ং ক্রীড়িতঃ ন তু উন্মত্তঃ।]
ইভোঽয়ং ক্রীড়ন্ উন্মত্তো বা? এষ ইভঃ [ক্রীড়ন্ ন তু উন্মত্তঃ।]

পশুরেষঃ।	ধেনুরুদ্‌ভ্রান্তঃ।	মৃত্তিরুর্ব্বরা।
বন্ধুরিষ্টঃ।	ভক্তিরুচিতা।	
অগ্নিরুষ্ণঃ।	সরযূরেষা।	সরণিরপঙ্কিলা।
ইষুরুৎক্ষিপ্তঃ।	নৌরুত্তীর্ণা।	ধেনুরেষা।

ক। বিশেষ্য বিশেষণ নির্ণয় কর।

খ। বিশেষণের রূপ দেখিয়া বিশেষ্যের লিঙ্গ নির্ণয় কর।

গ। অ আ ব্যতীত অন্য স্বরবর্ণের পর যে বিসর্গ থাকে তাহা স্বরবর্ণের পূর্ব্বে কি আকার ধারণ করে ?

*ঘ। আকারের পরে যে বিসর্গ তাহা স্বরবর্ণের পূর্ব্বে কি হয় ?

ঙ। বিসর্গসংযুক্ত অকার, অকারের পূর্ব্বে কি হয়, এবং অন্য স্বরবর্ণের পূর্ব্বেই বা তাহার কি পরিবর্ত্তন ঘটে ?

চ। পূর্ব্বোক্ত পাঠ উল্টা করিয়া লিখ।

ছ। সংস্কৃত কর :— "এই" শব্দকে একবার অয়ং[ম্] একবার এষঃ এবং স্ত্রীলিঙ্গে একবার ইয়ং[ম্] একবার এষা দিয়া অনুবাদ কর।

ধনু উদ্যত।	নৌ আমগ্ন। (স্ত্রী)	ব্রীহি অপক্ক। (পুং)
জলধি অধীর।	গতি এই। (স্ত্রী)	মৃত্যু উপস্থিত।
কপি এই।	দয়ালু ইন্দ্র।	ধূলি আকীর্ণ। (স্ত্রী)
শত্রু আহত।	ভীরু অতিথি।	পঙ্গু ঋক্ষ।
নিদ্রালু ঋষভ।	ধনু এই।	
বেদি উত্তম।	ভিক্ষু আতুর।	
নৃপতি এই।	সহিষ্ণু উষ্ট্র।	
যষ্টি অবলম্বিত। (স্ত্রী)	বধূ এই।	
পংক্তি পরিষ্কৃত। (স্ত্রী)	তরু উৎপাটিত।	

জ। যদি ভুল থাকে সংশোধন কর।

গীতিঃ উচ্চারিতা। অসত্যরিতিহাসঃ। এষো গর্দ্দভঃ। দয়ালু ঋষিঃ। সো মুনিঃ। চৌররাক্রান্তঃ। গৌ অতৃপ্তঃ। বহ্নি উজ্জ্বলঃ। সো দানবঃ।

---

*ঘ। আকারের পর যে বিসর্গ থাকে ইত্যাদি। উদাহরণ বিশ্বপা— উদিতঃ। বেধা আগতঃ। বিশ্বপাঃ=বিশ্বপা শব্দ। বেধাঃ=বেধস্ শব্দ সুতরাং আপত্তি হইবে কি ?

এষো গন্ধর্ব্বঃ। পর্ব্বতরুন্নতঃ। সাধূ আসীনঃ। বধূ আগতা। মৃগরশান্তঃ। লক্ষ্মীঃ ইষ্টা। সো বৈশ্যঃ। প্রীতি অচঞ্চলা। আগতরীশ্বরঃ। এষো দুর্ব্বলঃ। নিদ্রিতরুলূকঃ। গজো অধীরঃ। খঞ্জোরন্ধঃ। কবি অনিন্দিতঃ।

প্রশ্নোত্তর।

অপি গিরিরয়ং অচলঃ? অথ কিম্। অচল এবোঽয়ং [এবায়ং] গিরিঃ।
*অপি স কবির্বা ঋষির্বা? ন হি ঋষিঃ কবিরেব সঃ।
নন্থ সা বধূরেষা? এবম্, এষা সা বধূঃ।
অপি সা বালিকা কুমারী ন বা? সা বালিকা নবোঢ়া, ন তু কুমারী।
নন্থ বিধুরাবৃতোঽস্তমিতোবা? বিধুরাবৃত এব, ন সোঽস্তমিতঃ।
অপি নৃপতিঃ সন্তুষ্টঃ? নৃপতির্ন তু সন্তুষ্টঃ স উদ্বেজিত এব।
বেণিরিয়ং বদ্ধাবা মুক্তাবা? ইয়ং বেণির্মুক্তা, এষা ন তু বদ্ধা।
ইয়ং মৃত্তিকৃষ্ণাবা লোহিতাবা? এষা লোহিতা মৃত্তির্ন তু কৃষ্ণা।
*নৃপতিরয়ং বন্ধুর্বা শত্রুর্বা? নৃপতিরেষ ন তু বন্ধুঃ শত্রুরেব।
এষা সরযূরাবিলা স্বচ্ছাবা? এষা সরযূঃ স্বচ্ছা ন তু আবিলা।
পশুরয়ং পালিতো বা বন্যো বা? এষ পশুর্ন তু পালিতো বন্য এব সঃ।
সরণিরিয়ং পঙ্কিলা কিম্? এবম্ সরণিরেষা পঙ্কিলা।
গৌরয়ং ক্লান্তোবা বিশ্রান্তোবা? এষ গৌর্ন তু ক্লান্তঃ স বিশ্রান্ত এব।
অপি সা নৌরুত্তীর্ণা, নিমগ্নাবা? সা নৌর্নিমগ্না।

ঝ। বৃক্ষঃ, মহীরুহঃ, পাদপঃ, অনোকহঃ, দ্রুমঃ, বনস্পতিঃ, ওষধিঃ (স্ত্রী) বৃক্ষবাচক এই কয়টি শব্দের সহিত নিম্নলিখিত বিশেষণগুলি যোগ কর :— বন্ধ্য, ফলেগ্রহি, পল্লবিত, পুষ্পিত, বিশাল, বিপুল এবং ফলিত।

পঞ্চম পাঠ

প্রশ্নোত্তর

*অপি স ঋষির্বা কবির্বা?
স খলু ঋষির্বা কবির্বা?
*নৃপতিরয়ং বন্ধুর্বা? নৃপতিরেষ ন তু বন্ধুঃ শত্রুরেব।
এষঃ নৃপতিঃ শত্রুরেব ন তু বন্ধুঃ

কণ্ঠস্থ কর :—

বৃক্ষোমহীরুহঃ শাখী বিটপী পাদপস্তরুঃ

অনোকহঃ কুঠঃ সালঃ পলাশীদ্রুদ্রুমাগমাঃ

বানস্পত্যঃ ফলৈঃ পুষ্পাৎ তৈরপুষ্পাদ্ বনস্পতিঃ

ওষধ্যঃ ফলপাকান্তাঃ।

ষষ্ঠ পাঠ।

অটবির্গভীরা।	ইক্ষুর্দলিতঃ।	বুদ্ধির্মন্দা।
অলির্গুঞ্জিতঃ।*	অশনির্ধ্বনিতঃ।	গ্লানির্বিগতা।
	অঙ্গুলির্দগ্ধা।	আকৃতির্মধুরা।
ব্রীহির্ঘৃষ্টঃ।	বধূর্নিদ্রিতা।	পঙ্গুর্যবনঃ।
অবনির্ধীরা।		
শিশুর্জাগরিতঃ।*	আখুর্বদ্ধঃ।	রবির্লোহিতঃ।
		আয়তির্দুর্জ্ঞেয়া। (ভবিষ্যৎ)
ঝিল্লির্ঝঙ্কৃতা।	গৌর্ভীতঃ।	বন্ধুর্হসিতঃ।

ক) বিশেষ্য বিশেষণ নির্ণয় কর।

খ) বিশেষণ দেখিয়া লিঙ্গ নির্ণয় কর।

গ) অকার আকার ব্যতীত অন্যান্য স্বরবর্ণের পরে যে বিসর্গ থাকে তাহারা বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল ব হয়ের পূর্ব্বে কি আকার ধারণ করে? স্বরবর্ণের পূর্ব্বেই বা কি হয়?

ঘ) অকারের পূর্ব্বে বিসর্গযুক্ত অকারের কি অবস্থা ঘটে? অন্য স্বরবর্ণের পূর্ব্বে কি হয়?

ষষ্ঠ পাঠ

*অলিরয়ং নীরবো বা গুঞ্জিতো বা?

অলিরয়ং নীরবো বা গুঞ্জন্ বা?

*শিশুরয়ং সুপ্ত এব, ন স জাগরিতঃ।

সুপ্তোঽয়ং শিশুর্ন তু জাগরিতঃ।

ঙ) উল্টা করিয়া লিখ। গভীরা অটবিঃ বাক্য সন্ধি হইয়া গভীরাটবিঃ হইবে— আ এবং অয়ের যোগে আ হয়। আ আ, অ অ, অ আ, বা আ অ যেমন করিয়াই যোগ করা যায় সন্ধিতে আ হয়।

চ) সংস্কৃত কর :—

অতিথি ভীরু।

জলধি লঙ্ঘন করা হইয়াছে।

অপ্রীতি দূর হইয়াছে। (স্ত্রী)

কপি হনন করা হইয়াছে।

বধূ পীড়া পাইয়াছে।

ঋষি পূজা পাইয়াছেন।

ধেনু শঙ্কা পাইয়াছে।

ভূমি কর্ষণ করা হইয়াছে। (স্ত্রী)

বৃষ্টি নিবারণ হইয়াছে। (স্ত্রী)

কবি মূর্চ্ছা পাইয়াছে।

মতি ভ্রংশ পাইয়াছে। (স্ত্রী)

লক্ষ্মী আরাধনা পাইয়াছেন।

সেতু উত্তরণ করা হইয়াছে।

সিন্ধু মন্থন করা হইয়াছে।

গো ধাবন করিয়াছে।

নৌ মজ্জন করিয়াছে। (স্ত্রী)

ছ) উল্টা করিয়া লিখ।

জ) ভুল সংশোধন কর :—

ভীরু হংসঃ। সদয়রিন্দ্রঃ। এষঃ কোকিলঃ। অশ্বঃ উদ্দামঃ। জলধি[ঃ] গভীরঃ। ভূমির্কৃষ্টা। মেঘরুদ্গতঃ। এষো বৃক্ষঃ। চন্দ্রো উদিতঃ। বায়ুঃ বিমলঃ। সো ধাবিতঃ। গিরিঃ ধবলঃ। এষর্মৃগঃ। সো পান্থঃ। গৌর্ক্ষুধিতঃ। পথিকরক্লান্তঃ। ইক্ষুঃ ভগ্নঃ। ভিক্ষুর্খলঃ। সঃ সুন্দরঃ। বুদ্ধিঃ নষ্টা। বায়ু আতপ্তঃ। এষঃ শ্রান্তঃ। শশাঙ্করাবৃতঃ। প্রবলর্গর্জ্জনঃ। তরু আন্দোলিতঃ। এষর্ভীরুঃ। ভীতর্ঋক্ষঃ। পবনোশীতলঃ। অসির্কঠোরঃ। শ্রান্তর্গৌঃ। বিন্ধ্যরচলঃ। সো অশ্বঃ। দুর্ব্বলো অন্ধঃ। স অন্ধঃ। গর্দ্দভো কৃশঃ।

প্রশ্নোত্তর।

অটবিরেষা কিংবিধা। অটবিরিয়ং দুর্গমা নিবিড়া চ।

অলিরয়ং নীরবো গুঞ্জিতো বা? অলিরেষ ন তু নীরবঃ স গুঞ্জিত এব।

যষ্টিরিয়ং জীর্ণা বা সুদৃঢ়া? ইয়ং যষ্টির্জীর্ণা ন সা দৃঢ়া।

অপি শিশুরেব জাগরিতঃ? শিশুরয়ং সুপ্ত এব, ন স জাগরিতঃ।

এষাঙ্গুলির্দগ্ধা বা ক্ষতা বা? এষাঙ্গুলির্দগ্ধা ন তু সা ক্ষতা।

আকৃতিরিয়ং কিংবিধা? এষাকৃতির্মধুরা ন কুৎসিতা।

ইক্ষুরয়ং চর্ব্বিতো দলিতো বা ? ইক্ষুরেষ ন চর্ব্বিতঃ, দলিত এব সঃ।
বৃষ্টিরিয়ং প্রচুরা কিম্ ? এষা বৃষ্টির্ন প্রচুরা সা তু স্বল্পা।
অপ্রীতিরেষা নিরাকৃতা বা বর্দ্ধিতা বা ? অপ্রীতির্নিরাকৃতা ন সা বর্দ্ধিতা।
কিম্বিধোঽয়ং যবনঃ ? এষ যবনঃ পঙ্গুরেব।
অতিথিরুপেক্ষিতো বা পূজিতঃ ? নাতিথিরয়ম্ উপেক্ষিতঃ স তু পূজিতঃ।
এষ ঋষিরুদাসীনো বা, গৃহস্থো বা ? স উদাসীনো ন হি, ঋষির্গৃহস্থ এব।

ঝ) খগঃ, বিহঙ্গঃ, বিহগঃ, বিহঙ্গমঃ, বিহায়সঃ, শকুন্তিঃ, শকুনিঃ, শকুন্তঃ, শকুনঃ, দ্বিজঃ, পতত্রিঃ, অণ্ডজঃ পক্ষীবাচক এই শব্দগুলির সহিত দ্বিতীয় পাঠে যে বর্ণবাচক বিশেষণগুলি পাইয়াছ তাহা যোগ কর।

কণ্ঠস্থ কর :—

খগে বিহঙ্গবিহগবিহঙ্গমবিহায়সঃ
শকুন্তি পক্ষি শকুনি শকুন্ত শকুন দ্বিজাঃ
পতত্রি পত্রি পতগ পতৎ পত্ররথাণ্ডজাঃ
নগৌকো বাজি বিকির বিবিষ্কির পতত্রয়ঃ
নীড়োদ্ভবা গরুৎমন্তঃ পিৎসন্তো নভসঙ্গমাঃ।

সপ্তম পাঠ

মৃগস্তৃষিতঃ	ধনুষ্টঙ্কৃতঃ।	ধেনুস্তাপিতা।
ক্ষিপ্তস্থূৎকারঃ।	পূজিতষ্ঠক্কুরঃ।	মূঢ়শ্ছলিতঃ।
তরিশ্চালিতা।	চঞ্চুস্তীক্ষ্ণা।	ভ্রূশ্চিত্রিতা।
রজ্জুশ্ছেদিতা।	ধাবিতশ্চৌরঃ।	সুধীষ্টলিতঃ।
বিধুশ্ছাদিতঃ।	পাতিতস্তরুঃ।	

ক। লিঙ্গ নির্ণয় কর।

খ। চ ছ, ট ঠ, ও ত থর পূর্বে বিসর্গমাত্রই কি হয় ? অন্যান্য ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্বে কি হয় ? অকারের পূর্ব্বে বিসর্গবিশিষ্ট অকার কি হয় ? অ আ ব্যতীত অন্যান্য স্বরবর্ণের সহিত যে বিসর্গ থাকে তাহা পরবর্ত্তী স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হইয়া কোথায় কি রূপ ধারণ করে ?

গ। স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গভেদে অয়ং[ম্] এষঃ ইয়ং[ম্] এষা যোগ করিয়া উক্ত বাক্যগুলি লিখ।

ঘ। সংস্কৃত কর :—

উদিত চন্দ্র। বধূ ত্রাস পাইয়াছে।

তরু ছেদন করা হইয়াছে। ধেনু তাপ পাইয়াছে।

গোরু চমকাইয়াছে (চকিত)। অখাদ্য থুৎকার করা হইয়াছে।

ছাত্র তাড়না পাইয়াছে। সেনাপতি টলিয়াছে।

ঙ। উল্টা করিয়া লিখ।

চ। অয়ং[ম্] এষঃ ইয়ং[ম্] এষা যোগ করিয়া লিখ।

ছ। ভুল সংশোধন কর।

গুরুষ্কুপিতঃ। অগ্নির্ত্তপ্তঃ। অশ্বোচঞ্চলঃ। মৃগমূর্ত্তঃ। এনস্পীড়িতঃ। বদ্ধো ছাগঃ। ক্ষুধিতো চকোরঃ। শিক্ষিতচ্ছাত্রঃ। আম্রস্ফলিতঃ। জ্যোতিচ্ছুরিতা। গোমায়ুর্শঙ্কিতঃ। সো নিহতঃ।

প্রশ্নোত্তর।

*অপি মৃগোঽয়ং তৃষিতঃ ? এবম্ এষ মৃগস্তৃষিতঃ ক্ষুধিতশ্চ সঃ।

*ননু তরিরিয়ং বদ্ধা ? তরিরেষা বদ্ধা সা চ ভগ্না।

এষ বিধুশ্ছাদিতঃ কিম্ ? বিধুরয়ং ছাদিতো ন হি, সোঽস্তমিত এব।

অপি চঞ্চুরিয়ং তীক্ষ্ণা ? চঞ্চুরেষা তীক্ষ্ণা মসৃণা চ সা।

ননু ধাবিতোঽয়ং চৌরঃ ? স চৌরো ধাবিতঃ পলায়িতশ্চ।

অপি ধনুরেষ আকৃষ্টঃ ? অয়ং ধনুরাকৃষ্টষ্টঙ্কৃতঃ স চ।

অপি রজ্জুরিয়ং দীর্ঘা। রজ্জুরেষা দীর্ঘা চ দৃঢ়া চ।

ঞ। সূর্য্যঃ, আদিত্যঃ, দিবাকরঃ, ভাস্করঃ, প্রভাকরঃ, বিভাকরঃ, মার্ত্তণ্ডঃ, মিহিরঃ, ভানুঃ, তপনঃ, রবিঃ, বিভাবসুঃ, অর্কঃ সূর্য্যবাচক এই শব্দগুলির সহিত নিম্নলিখিত বিশেষণগুলি যোগ কর :—

সপ্তম পাঠ

প্রশ্নোত্তর

*অপি মৃগোঽয়ং তৃষিতঃ ? এবম্ ; এষ মৃগস্তৃষিতঃ ক্ষুধিতশ্চ সঃ।
ন কেবলং তৃষিতঃ ক্ষুধিতশ্চ।

*ননু তরিরিয়ং বদ্ধা ? তরিরেষা বদ্ধা সা চ ভগ্না।
ন কেবলং বদ্ধা ভগ্না চ সা।

উজ্জ্বল, রক্তিম, দীপ্ত, তপ্ত, উদিত, অস্তমিত, প্রখর, আবৃত, প্রকাশিত, প্রচণ্ড, জ্যোতির্ম্ময়, সহস্রকর, নিস্তেজ।

কণ্ঠস্থ কর :—

সূর সূর্য্যার্য্যমাদিত্য দ্বাদশাত্মদিবাকরঃ
ভাস্করাহস্করব্রধ্নপ্রভাকরবিভাকরাঃ।
ভাস্বদ্‌বিবস্বৎসপ্তাশ্বহরিদশ্বোষ্ণরশ্ময়ঃ
বিকর্ত্তনার্কমার্ত্তণ্ডমিহিরারুণপূষণঃ
দ্যুমণিস্তরণির্মিত্রশ্চিত্রভানুর্বিরোচন
বিভাবসুগ্রর্হপতিস্ত্বিষাংপতিরহর্পতিঃ
ভানুর্হংসঃ সহস্রাংশুস্তপনঃ সবিতা রবিঃ।

অষ্টম পাঠ

মমাঙ্গুরীয়কম্।	তবেন্দ্রিয়ম্।	তবোদ্যমঃ।	লজ্জিতৈব। [লজ্জিতৈষা]
		কর্ম্মোচিতম্।	নামেদম্।
তবাঞ্জনম্।	মমেচ্ছা।	মমোন্নতিঃ।	মৃত্তিকেয়ম্।
	ধামেদৃশম্।	নামোচ্চারিতম্।	
মমাসনম্।	বিদ্বেষ্টা।	দয়োচিতা।	করুণৈকান্তিকী।
	নর্ম্মেচ্ছিতম্।	ভাষৌজস্বিনী।	
লতাবনতা।	কৃপেপ্সিতা।	কন্যোদরিকা।	মমৈণঃ
কন্যাগতা।	মমেশ্বরঃ।	সারিকৈধিতা।	তবৌষ্ঠঃ

ক] অকারের পর অকার, অকারের পর আকার, আকারের পর অকার এবং আকারের পর আকার থাকিলে কি হয়?

অকার ও আকারের পর হ্রস্ব বা দীর্ঘ ইকার থাকিলে কি হয়?

অকার ও আকারের পর হ্রস্ব বা দীর্ঘ উকার থাকিলে কি হয়?

অকার ও আকারের পর এ ঐ থাকিলে কি হয়?

অকার ও আকারের পর ও ঔ থাকিলে কি হয়?

খ] ক্লীবলিঙ্গ পদ ছাড়া অন্য লিঙ্গের বাক্যশেষে অয়ম্ এষঃ ইয়ম্ এষা যোগ কর। ক্লীবলিঙ্গ পদের শেষে ইদম্ ও ঈদৃশম্ যোগ কর।

গ] সংস্কৃত কর :—

মধুর কথা উচ্চারণ করা হইয়াছে। বিখ্যাত নাম এইপ্রকার উচ্চারিত।

(ঈদৃশম্ ও এতাদৃশম্)

মাধবীলতা কাঁপিয়াছে। (আকম্পিত)

অলীক মায়া অপগমন করিয়াছে। শুষ্ক চর্ম্ম এইপ্রকার কঠিন।

জ্যেষ্ঠ কন্যা উপোষ করিয়াছে। ভগ্ন ধাম উল্লুণ্ঠন হইয়াছে।

সুন্দরী বালিকা ঊঢ়া।

সপুষ্প শাখা কাঁপিয়াছে। (এধিত)

দীন প্রজা উৎপীড়ন পাইয়াছে।

অম্বা একাকিনী ব্যাপৃত।

ঘ] বিশেষ্য শব্দের পরে এব এবং বাক্যশেষে ইয়ং[ইয়ম্] ও এষা যোগ করিয়া লিখ।

ঙ] ভুল সংশোধন কর :—

দয়োর্ণবঃ। রমৈশঃ। মহৈশ্বরঃ। গঙ্গৌদকম্। মহাউর্ম্মিঃ। মহেরাবতঃ। সদোৎসুক্যং।

প্রশ্নোত্তর।

এষোঽঙ্গুরীয়ো মম, তবৈব বা ? নাঙ্গুরীয়োঽয়ং তব, এষ মমৈব।

অবনতা কিম্ এষা লতা ? অবনতৈব লতৈষা।

উক্ষরেষ মম তবৈব বা ? উক্ষোঽয়ং মমৈব তবাপিচ।

অষ্টম পাঠ

প্রশ্নোত্তর।

* এষোঽঙ্গুরীয়ো মম তবৈব বা ?

অপ্যেতদঙ্গুরীয়কং তব মমৈব বা ? নেদমঙ্গুরীয়কং তব মমৈবেদম্।

অঙ্গুরীয়=ক্লী [?]

* উক্ষ এষ মম তবৈব বা ? [ইত্যাদি]

এষ উক্ষা মম তবৈব বা ? ন কেবলং মম তবাপি চায়মুক্ষা

উক্ষা=উক্ষন্ শব্দ

মৃত্তিকেয়ং কিম্বিধা ? মৃত্তিকৈষা কোমলোর্ব্বরাপিচ।

এষ কিং তবেশ্বরঃ ? *অথ কিম্। **এষ স ঈশ্বরো মম।**

তব কন্যৌদরিকা বা মিতাহারা বা ? মম কন্যা মিতাহারা মিতব্যয়া চ, ন সৌদরিকা।

তবৌষ্ঠৌ রঞ্জিতঃ ক্ষতো বা ? মমৌষ্ঠঃ ক্ষতৈব, তবৌষ্ঠৌ রঞ্জিতস্তু।

তব সারিকৈষা কিম্বিধা ? মম সারিকেয়ং মুখরা, তব সারিকাপি মুখরৈব।

ঈদৃশং কর্ম্ম কিম্ উচিতম্ ? কর্ম্মেদম্ অনুচিতম্ এব।

অপি তব নাম জ্ঞাতম্ ? মম নাম ন জ্ঞাতম্, বিস্মৃতম্ ইদম্।

চর্ম্মেদং ননু শুষ্কম্ ? ইদং চর্ম্ম শুষ্কং অপিচ কঠিনম্।

এষা ননু তব জ্যেষ্ঠা কন্যা ? মমেয়ং কন্যা জ্যেষ্ঠৈব।

তবৈষ এণ শান্তশ্চঞ্চলো বা ? এণৈষ ন শান্তঃ স চঞ্চল এব।

চ) লতা, বল্লী, ব্রততিঃ, বীরুৎ, গুল্মিনী, উলূপঃ (পুং) এই একার্থক শব্দ কয়টির সহিত নিম্নলিখিত বিশেষণ যোগ কর :—

পুষ্পিত, আনমিত, পল্লবিত, আন্দোলিত, মুঞ্জরিত, ছিন্ন।

কণ্ঠস্থ কর :—

বল্লী তু ব্রততির্লতা

লতা প্রতানিনী বীরুৎ গুল্মিন্যুলূপ ইত্যাদি।

এষ কিং তবেশ্বর ? [ইত্যাদি]

অথ কিম্। এষ এব মে ঈশ্বরঃ।

* ঈদৃশং কর্ম্ম কিম্ উচিতম্ ?

উচিতং কিমীদৃশং কর্ম্ম ?

* অপি তব নাম জ্ঞাতম্ ? মম নাম ন জ্ঞাতম্ ; বিস্মৃতমিদম্

" " জ্ঞাতম্ পরং বিস্মৃতম্।

* চর্ম্মেদম্ ননু শুষ্কম্ ? [ইত্যাদি]

ননু শুষ্ক মিদং চর্ম্ম ? চর্ম্মেদং শুষ্কং কঠিনঞ্চ।

* এষা ননু তব জ্যেষ্ঠা কন্যা ?

নন্বেষা তে জ্যেষ্ঠা কন্যা ? এবম্। ইয়মেব জ্যায়সী।

নবম পাঠ

মমাপীভঃ।	তটিনীরাবতী।	কর্য্যেতাদৃশঃ।	বায়্যুদ্বেলিতম্। (উদ্বেলম্)
*গাভীদৃশী।	প্রহরীদৃশঃ।	রথ্যাহতঃ।	অক্ষ্যাবৃতম্।
সতীয়ম্।	মান্যপমানিতঃ।	রমণ্যূঢ়া।	ভগিন্যেকাকিনী।
তবাপ্যয়ংরথঃ	দ্বার্য্যুপস্থিতঃ।	স্বামিন্যেতাদৃশী।	
নদ্যনাবিলা।	সখ্যুপকৃতা।	অস্থ্যাকীর্ণম্।	
দেব্যাদৃতা।	জনন্যেষা।	দধ্যমলম্।	

ক) হ্রস্ব ও দীর্ঘ ইর পরে হ্রস্ব ও দীর্ঘ ই থাকিলে কি হয়?

খ) হ্রস্ব ও দীর্ঘ ইর পরে স্বরবর্ণ থাকিলে কি হয়?

গ) বিশেষণ দেখিয়া লিঙ্গ নির্ণয় কর।

ঘ) অয়ম্ এষঃ ইয়ম্ এষা এবম্ ইদম্ এতাদৃশম্ যে যে স্থানে বসান যাইতে পারে বসাইবে।

ঙ) সংস্কৃত কর :—

ললিত বাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে।
গৌরী এই প্রকার। (ঈদৃশী এতাদৃশী)
প্রথম মহিষী আদর পাইয়াছেন।
প্রগল্ভ কামিনী উপহাস পাইয়াছে।
পঙ্কিল বারি আনয়ন করা হইয়াছে।
ভগ্ন অস্থি উৎপাটন করা হইয়াছে।
সখী এই প্রকার। (ঈদৃশী এতাদৃশী)
তরুণী কুমারী অনূঢ়া।
রথী আহ্বান পাইয়াছে।
দ্বারী উপকার পাইয়াছে।
কোপনা সীমন্তিনী উপেক্ষা পাইয়াছে।
কঠিন বর্ম্ম উত্তারণ করা হইয়াছে।

নবম পাঠ

* গাভীদৃশী
গবীদৃশী   গাভি = সম্ভবতঃ বাঙ্গালা

অবীরা দাসী আশ্রয় পাইয়াছে।

স্থবিরা আভিরী আগমন করিয়াছে।

মালতী এই প্রকার।

চ) যে যে স্থানে বসান যাইতে পারে ইদম্, অয়ম্, ইয়ম্, এষঃ ও এষা বসাইয়া দাও।

ছ) ভুল সংশোধন কর :—

গৌরীরাসীনা। সুন্দরীরুষা। সুরভ্যেলা। রজন্যান্ধকারময়ী। রমণ্যান্তর্হিতা। পূর্ণেন্দুঃ। নীলোৎপলম্। অন্বরেব। অত্যেশ্চর্য্যম্। অত্যাসম্ভবঃ। অতিরাশ্চর্য্যঃ। অত্যালসঃ।

দশম পাঠ

ত্বম্ ঈদৃশশ্চালিতঃ। ত্বম্ ঈদৃশো মূঢ়ঃ। অহম্ ঈদৃশো বঞ্চিতঃ।
অহম্ এতাদৃশো দরিদ্রঃ। অহম্ এতাদৃশো দুর্ভাগ্যং। ত্বম্ এতাদৃশঃ পণ্ডিতঃ।
দুগ্ধম্ উষ্ণং পীতম্। বিপুলম্ ঋণং দত্তং। চপলম্ ইন্দ্রিয়ং দমিতম্।
পরমম্ ঐশ্বর্য্যং গৃহীতম্। স্থানমিদং ভূষিতং। পত্রম্ ইদং চ্যুতম্।
তৃণম্ ইদং গ্রস্তং উত্তমম্ ঔষধং প্রাপ্তম্। মলিনম্ আননং ধৌতম্।

*ক) পরবর্তী স্বরবর্ণের সহিত অনুস্বার ম্ হইয়া মিলিত হয়, যথা, অন্নং ইদং = অন্নমিদং। আশ্চর্য্যং ঔদার্য্যম্ = আশ্চর্য্যমৌদার্য্যম্। অমোঘং অস্ত্রম্ = অমোঘমস্ত্রম্। প্রাচীনং আগারম্ = প্রাচীনমাগারম্।

*খ) অনুস্বারের পরে যে বর্গের ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে অনুস্বার সেই বর্গের পঞ্চমবর্ণ হইয়া যায়। এই দুইটি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপরের পাঠটি লিখ।

গ) সংস্কৃত কর :—

অন্যায় অনুষ্ঠান তিরস্কার পাইয়াছে।

ঘৃণ্য অনৃত পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

দশম পাঠ

*ক। পরবর্তী স্বরবর্ণের [ইত্যাদি]

"ম্" স্থলেই অনুস্বার আদেশ হয়। সুতরাং এ সূত্র অনাবশ্যক।

*খ। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে "ম্" স্থানে "অনুস্বার" হয় অথবা যে বর্গের ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হইয়া যায়।

আমি আতুর।
তুমি নিদ্রিত।
নূতন আলয় গঠন করা হইয়াছে।
উষ্ণ অন্ন ভোজন করা হইয়াছে।
মনোহর আখ্যান পাঠ হইয়াছে।
আমি আপন্ন।
তুমি উপকৃত।
প্রচুর ইন্ধন জ্বলিয়াছে।
উত্তম উচ্চারণ উপদেশ করা হইয়াছে।
পূর্ণ ঊধ দোহন করা হইয়াছে।
বিপুল ঋকৃথ নাশ পাইয়াছে।
প্রাচীন ঐতিহ্য অভ্যাস করা হইয়াছে।
প্রবল উৎসুক্য জন্মিয়াছে।

প্রশ্নোত্তর

কীদৃশমিদং দুগ্ধম্? নোত্তমমিদং দুগ্ধম, বিকৃতং শীতলং চ।
অপি দরিদ্রস্ত্বং? দরিদ্র এবাহম্, ত্বমপি মাদৃশশ্চ।
স কিম্ পণ্ডিতঃ? সঃ খলু মূঢ়ঃ, অহমপি তাদৃশশ্চ।
ইদম্ ঔষধম্ উত্তমম্ ন বা? ঔষধমিদং নোত্তমম্, বিষমেবেদম্।
কথমাননং তব মলিনম্? নেদমাননং ধৌতং ন বা মার্জ্জিতমিতি।
*কথং ত্বং ন পুরস্কৃতঃ? দুর্ভাগ্যোঽহম্, মম কর্ম্ম সর্ব্বমেব ব্যর্থম্ উপেক্ষিতঞ্চ।
অপ্যহমাহূতঃ? আহূত এব ত্বম্, অহমপ্যাহূতঃ।
ইদমাগারং নূতনং ন বা? আগারমিদং পুরাতনং ভগ্নং চ, ন তু নূতনম্।
অপীদমন্নং মম, তবৈব বা? অন্নমিদং মম, তবাপি চেদম্।
কথমিদমিন্ধনং ন জ্বালিতম্? নেন্ধনেমিদং শুষ্কং ন চেদং বিদারিতম্।

প্রশ্নোত্তর

*কথং ত্বং ন পুরস্কৃতঃ? দুর্ভাগ্যোঽহমিতি নপুরস্কৃতঃ
কথমিদমিন্ধনং ন জ্বালিতম্? নেন্ধনমিদম্ [ইত্যাদি]
কথমিদং কাষ্ঠং (দারু) ন জ্বালিতম্? যতো নেদং শুষ্কং ন চ বিদারিতম্
ইন্ধনং=শুষ্ক কাষ্ঠ

ঘ। গৃহম্, উদ্‌বসিতম্ বেশ্ম, সদ্ম, নিকেতনং, সদনং, ভবনম্, আগারম্, মন্দিরম্, নিলয়ঃ, আলয়ঃ, বাসঃ, একার্থক এই কয়টি শব্দের সহিত নিম্নলিখিত বিশেষণ যোগ কর :— নূতন, জীর্ণ, বিপুল, রম্য, শোভিত, নির্জ্জন, সংস্কৃত, উন্নত, পবিত্র, নিভৃত, শূন্য, সজন। প্রথম নয়টি শব্দ ক্লীবলিঙ্গ অবশিষ্ট তিনটি পুংলিঙ্গ।

কণ্ঠস্থ কর :—

গৃহ গেহোদ্‌বসিতং বেশ্ম সদ্ম নিকেতনম্
নিশান্ত বস্ত্য সদনং ভবনাগারমন্দিরং
গৃহাঃ পুংসি ভূম্নৈব নিকায়্য নিলয়ালয়াঃ
বাসঃ কূটো দ্বয়োঃ শালা।

একাদশ পাঠ

শ্মশ্রূদ্‌গতম্	তাল্বারক্তম্
অশ্রুৎসারিতম্	জত্বেতাদৃশম্
সান্বনুর্ব্বরম্	অগুর্বালেপিতম্
জান্বাহতম্	মধ্বিদম্

ক। হ্রস্ব বা দীর্ঘ উকারের পর হ্রস্ব বা দীর্ঘ উকার থাকিলে কি হয়?

খ। হ্রস্ব বা দীর্ঘ উকারের পর অন্য স্বরবর্ণ থাকিলে কি হয়?

গ। সংস্কৃত কর :—

এই জানু এই প্রকার ভাঙ্গিয়াছে। (এতাদৃশ)
এই মধু এই প্রকার আস্বাদ করা হইয়াছে। (ঈদৃশ)
এই দারু এই প্রকার বিদারণ করা হইয়াছে। (এতাদৃশ)
এই তালু এই প্রকার নীরস। (ঈদৃশ)
এই জতু এই প্রকার গলিয়াছে। (এতাদৃশ)
এই শ্মশ্রু এই প্রকার অকুঞ্চন করা হইয়াছে। (ঈদৃশ)
এই অশ্রু এই প্রকার নিঃসরণ করিয়াছে। (এতাদৃশ)

প্রশ্নোত্তর

*তব শ্মশ্রুননূদ্‌গতম্? ছেদিতম্ মম শ্মশ্রু, অদ্যাপি নোদ্‌গতং তু।

*কথং তব অশ্রুৎসারিতম্? সিক্ত এবোঽহং, ন ত্বিদমশ্রু।

মধ্বিদমুত্তমং ন বা ? উত্তমং খল্বিদং মধু, সুগন্ধম্ সুমিষ্টমপি।

কিম্বিধমগুর্বিদম্ ? নোত্তমমিদমগুরু, গন্ধহীনম্ মলিনংচ !

জত্বিদং তব বা মমৈব বা ? তবেদং জতু, ন ত্বেদং মম।

ঘ। উক্ষাভদ্রঃ, বলীবর্দঃ, ঋষভঃ, বৃষভঃ, বৃষঃ, অনড্বান্, সৌরভেয়ঃ, গৌঃ এই কয়টি একার্থক শব্দের সহিত নিম্নলিখিত বিশেষণ যোগ কর :—

সন্তৃপ্ত, প্রচণ্ড, উন্মত্ত, সুপ্ত, বিশাল, কপিল, মন্থর, শয়ান।

মুখস্থ কর :—

উক্ষাভদ্রোবলীবর্দঋষভো বৃষভোবৃষঃ
অনড্বান্ সৌরভেয়ো গৌঃ।

দ্বাদশ পাঠ

উন্মুক্তা বেণী আলম্বমানা।
প্রভূতং শস্যং জায়মানম্
শারদঃ চন্দ্রঃ দ্যোতমানঃ।
শ্রান্তঃ শিশুঃ শয়ানঃ।
বিনীত ভৃত্য সেবমানঃ।
স্নিগ্ধঃ বায়ুঃ বহমানঃ।
আহত অশ্বঃ ম্রিয়মাণঃ।

[পাঠ অসম্পূর্ণ]

একাদশ পাঠ

প্রশ্নোত্তর

* তব শ্মশ্রু ননূদ্‌গতম্ ? [ইত্যাদি]

ননু উদ্‌গতং তে শ্মশ্রু ? উদ্‌গতং পরন্তু মুণ্ডিতম্। মুণ্ডনাচ্চ পরমদ্যাপি নোত্থিতম

* কথং তব অশ্রূৎসারিতম্ ? [ইত্যাদি]

কথং ত্বয়া অশ্রূৎসারিতম্ ? ময়াম্লাতম্ নত্ব শ্রূৎসারিতম্।

রচনা-প্রসঙ্গ

কবিতা গান নাটক প্রহসন গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি মিলিয়ে চল্লিশটি বই লেখার (১৮৭৮-৯৬) পর রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম যে-একটি ছাত্রপাঠ্য সংকলন করলেন সেটির নাম 'সংস্কৃতশিক্ষা' (১৮৯৬)। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় স্থাপিত হতে তখনো পাঁচ বছর বাকি। উক্ত বিদ্যালয় স্থাপনের (১৯০১) পর প্রায় একই সময়ে যে-দুখানি স্কুলপাঠ্য সংকলনের কাজ তিনি হাতে নিলেন তার একটি 'ইংরাজী সোপান' অন্যটি 'সংস্কৃত প্রবেশ' (১৯০৪)। 'সংস্কৃত প্রবেশ' সংকলনের কথায় আসার আগে সংস্কৃতের সঙ্গে তাঁর আশৈশব অন্তরঙ্গতার কথা বিভিন্ন সময়ে লেখা তাঁর রচনা থেকে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা যায়। তিনি লিখেছেন,

"পিতৃদেব [দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর] কোনো নিষেধ বা শাসন দিয়ে আমাকে বেষ্টন করেন নি। সকালবেলায় অল্প কিছুক্ষণ তাঁর কাছে ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়তেম, তার পরে আমার অবাধ ছুটি।[১]

"আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব।[২] বাংলা আর সংস্কৃত শেখানো ছিল তাঁর কাজ, আর তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ থেকে উপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা করে আবৃত্তি করতেন। তাঁর বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে পিতৃদেব তাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। বাল্যকাল থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের যে আদর্শ আমার মনে ছিল তার কাজ এমনি করে শুরু হয়েছিল।"[৩]

"বাংলা ব্যাকরণের কোনো কথা তুলিতে গেলে গোড়াতেই দুই-একটা বিষয়ে বোঝাপড়া স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। বাংলা ভাষা হইতে তাহার বিশুদ্ধ সংস্কৃত অংশকে কোনোমতেই ত্যাগ করা চলে না, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মানুষকে তাহার বেশভূষা বাদ দিয়া আমরা ভদ্রসমাজে দেখিতে ইচ্ছা করি না। বেশভূষা না হইলে তাঁহার কাজই চলে না, সে নিষ্ফল হয়; কী আত্মীয়সভায় কী রাজসভায় কী পথে মানুষকে যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ধারণ করিতেই হয়।...

সংস্কৃত ভাষার যোগ ব্যতীত বাংলার ভদ্রতা রক্ষা হয় না এবং বাংলা তাহার অনেক শোভা ও সফলতা হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু তবু সংস্কৃত বাংলার অঙ্গ নহে, তাহা তাহার আবরণ, তাহার লজ্জা রক্ষা, তাহার দৈন্য গোপন, তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধনের বাহ্য উপায়।"[৪]

"একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত 'গীতগোবিন্দ' পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা; ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গদ্যের মতো এক লাইনের সঙ্গে আর-এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তখন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভালো জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই

বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে।

"আমার মনে আছে নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং'—এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত— ছন্দের ঝংকারের মুখে 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত— সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি 'অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং'— এই পদটি ঠিকমত যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম, সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম। জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম। আরো একটু বড়ো বয়সে কুমারসম্ভবের—

মন্দাকিনীনির্ঝরশীকরাণাং
বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ
যদ্বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈ-
রাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ।

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিয়া উঠিয়াছিল। আর কিছুই বুঝি নাই—কেবল 'মন্দাকিনীনির্ঝরশীকর' এবং 'কম্পিতদেবদারু' এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল; সমস্ত শ্লোকটির রস ভোগ করিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।···

"নিজের বাল্যকালের কথা যিনি ভালো করিয়া স্মরণ করিবেন তিনিই ইহা বুঝিবেন যে আগাগোড়া সমস্তই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে। আমাদের দেশের কথকেরা এই তত্ত্বটি জানিতেন, সেইজন্য কথকতার মধ্যে এমন অনেক বড়ো বড়ো কান-ভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং তাহার মধ্যে এমন তত্ত্বকথাও অনেক নিবিষ্ট হয় যাহা শ্রোতারা কখনোই সুস্পষ্ট বোঝে না কিন্তু আভাসে পায়— এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে।··· তাই বলিতেছিলাম গায়ত্রীমন্ত্রের কোনো তাৎপর্য আমি সে-বয়সে যে বুঝিতাম তাহা নহে, কিন্তু মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু-একটা আছে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও যাহার চলে।···

"আমার একদিনের কথা মনে পড়ে— আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধানো মেজের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্রই বুঝিতে পারিলাম না। অতএব, কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মূঢ়ের মতো এমন কোনো একটা কারণ বলিতাম গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে যাহার কোনোই যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে-কাজ চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌঁছায় না।"[৫]

"বোলপুর হইতে বাহির হইয়া সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অবশেষে অমৃতসরে গিয়া পৌঁছিলাম।... পিতা আমাকে ইংরেজি পড়াইবেন বলিয়া Peter Parley's Tales পর্যায়ের অনেকগুলি বই লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্ক্‌লিনের জীবনবৃত্তান্ত তিনি আমার পাঠ্যরূপে বাছিয়া লইলেন।... তিনি এক-এক জায়গা পড়াইতে পড়াইতে ফ্র্যাঙ্ক্‌লিনের ঘোরতর সাংসারিক বিজ্ঞতার দৃষ্টান্তে ও উপদেশবাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন এবং প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

"ইহার পূর্বে মুগ্ধবোধ মুখস্থ করা ছাড়া সংস্কৃত পড়ার আর-কোনো চর্চা হয় নাই। পিতা আমাকে একেবারেই ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে উপক্রমণিকার শব্দরূপ মুখস্থ করিতে দিলেন। বাংলা আমাদিগকে এমন করিয়া পড়িতে হইয়াছিল যে, তাহাতেই আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। একেবারে গোড়া হইতেই যথাসাধ্য সংস্কৃত রচনাকার্যে তিনি আমাকে উৎসাহিত করিতেন। আমি যাহা পড়িতাম তাহারই শব্দগুলা উলটপালট করিয়া লম্বা লম্বা সমাস গাঁথিয়া যেখানে-সেখানে যথেচ্ছা অনুস্বার যোগ করিয়া দেবভাষাকে অপদেবের যোগ্য করিয়া তুলিতাম। কিন্তু পিতা আমার এই অদ্ভুত দুঃসাহসকে একদিনও উপহাস করেন নাই।...

"অমৃতসরে মাসখানেক ছিলাম। সেখান হইতে চৈত্রমাসের শেষে ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাত্রা করা গেল।... বক্রোটায় আমাদের বাসা একটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিল। যদিও তখন বৈশাখ মাস, কিন্তু শীত অত্যন্ত প্রবল।...

"আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম। এক-একদিন, জানি না কত রাত্রে, দেখিতাম, পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দ সঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাহিরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।

"তাহার পর আর-এক ঘুমের পরে হঠাৎ দেখিতাম, পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। উপক্রমণিকা হইতে 'নরঃ নরৌ নরাঃ' মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময় নির্দিষ্ট ছিল। শীতের কম্বলরাশির তপ্ত বেষ্টন হইতে বড়ো দুঃখের এই উদ্‌বোধন।"[৬]

"দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল মোটের উপর সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে, সেটা ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষাবিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের

চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দসঞ্চার। এই গেল বাহ্যপ্রকৃতি। আর আছে দেশের অন্তঃপ্রকৃতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে, ধ্বনি আছে। ভারতবর্ষের চির-কালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃতভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে; তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।

"যে শিক্ষাতত্ত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি তার ভূমিকা হল এইখানে।"···

"জীবনস্মৃতিতে লিখেছি, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখনকার স্কুলের রীতিপ্রকৃতি এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের আচরণ আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তখনকার শিক্ষাবিধির মধ্যে কোনো রস ছিল না, কিন্তু সেইটেই আমার অসহিষ্ণুতার একমাত্র কারণ নয়। কলকাতা শহরে আমি প্রায় বন্দী অবস্থায় ছিলেম। কিন্তু বাড়িতে তবুও বন্ধনের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আমার একটা আনন্দের সম্বন্ধ জন্মে গিয়েছিল।··· ইস্কুল যখন নীরস পাঠ্য, কঠোর শাসনবিধি ও প্রভুত্বপ্রিয় শিক্ষকদের নির্বিচার অন্যায় নির্মমতায় বিশ্বের সঙ্গে বালকের সেই মিলনের বৈচিত্র্যকে চাপা দিয়ে তার দিনগুলিকে নির্জীব নিরালোক নিষ্ঠুর করে তুলেছিল তখন প্রতিকারহীন বেদনায় মনের মধ্যে ব্যর্থ বিদ্রোহ উঠেছিল একান্ত চঞ্চল হয়ে। যখন আমার বয়স তেরো তখন এডুকেশন-বিভাগীয় দাঁড়ের শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিলেম। তার পর থেকে যে বিদ্যালয়ে হলেম ভর্তি তাকে যথার্থই বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে আমার ছুটি ছিল না, কেননা অবিশ্রাম কাজের মধ্যেই পেয়েছি ছুটি। কোনো কোনোদিন পড়েছি রাত দুটো পর্যন্ত।··· মাঝে মাঝে অন্তঃপুর থেকে বড়দিদি এসে জোর করে আমার বই কেড়ে নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বিছানায়। তখন আমি যে-সব বই পড়বার চেষ্টা করেছি কোনো কোনো গুরুজন তা আমার হাতে দেখে মনে করেছেন স্পর্ধা। শিক্ষার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন শিক্ষার স্বাধীনতা পেলুম তখন কাজ বেড়ে গেল অনেক বেশি অথচ ভার গেল কমে।

"তার পরে সংসারে প্রবেশ করলেম; রথীন্দ্রনাথকে পড়াবার সমস্যা এল সামনে। তখন প্রচলিত প্রথায় তাকে ইস্কুলে পাঠালে আমার দায় হত লঘু এবং আত্মীয়বান্ধবেরা সেইটেই প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বক্ষেত্র থেকে যে শিক্ষালয় বিচ্ছিন্ন সেখানে তাকে পাঠানো আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমার ধারণা ছিল, অন্তত জীবনের আরম্ভকালে নগরবাস প্রাণের পুষ্টি ও মনের প্রথম বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়।··· তাই সে সময়ে আমি কলকাতা শহর প্রায় বর্জন করেছিলেম। তখন সপরিজনে থাকতেম শিলাইদহে।[৭]

"আমার গৃহে বালকবালিকাদিগকে যখন সংস্কৃত শিখাইবার সময় উপস্থিত হইল,

তখন আর কোনো সুবিধা না দেখিয়া নিজে একটা সংস্কৃত পাঠ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম"।[৮]

"তাহাতে গোড়া হইতে প্রয়োগ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।[৯]...

"বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপিত হইলে পর, সেখানকার ছাত্রদের যখন সংস্কৃত শিক্ষার সুপ্রণালী অনুসরণ করা আবশ্যক বোধ করিলাম, তখন আদর্শ স্বরূপ 'সংস্কৃত প্রবেশ' প্রথম কিয়দংশ লিখিয়া, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে উহা শেষ করিবার জন্য সমর্পণ করিয়া দিলাম।

"তিনি এই প্রণালী অনুসারে অধ্যয়ন করাইতে গিয়া, ইহার সফলতার প্রমাণ পাইয়াছেন এবং উৎসাহের সহিত এই গ্রন্থরচনা সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

"বাংলাদেশের বিদ্যালয়ে যেরূপ নিয়মে সংস্কৃত শিক্ষা হয়, তাহাতে এ গ্রন্থ বিদ্যালয়ে প্রচলিত করিবার দুরাশা রাখি না। কিন্তু বয়স্ক লোকের মধ্যে যাঁহারা ঘরে বসিয়া অল্পকালের মধ্যে শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত সংস্কৃত ভাষা শিখিতে ইচ্ছা করেন, এই গ্রন্থে তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইবে আশা করিয়া, ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম।...

"সংস্কৃত এমন দুরূহ ভাষা যে, তাহাতে শিশুপাঠ্য প্রণয়ন করিতে গেলেও ভুলত্রুটির হাত এড়াইয়া চলা কঠিন। এইজন্য পাঠকগণের নিকট বিনয়ের সহিত আমরা সংশোধনের সহায়তা প্রার্থনা করি। উত্তর সংস্করণে যাহাতে এই গ্রন্থ বিশুদ্ধতর ও সম্পূর্ণতর হইয়া উঠে, পণ্ডিতমাত্রের নিকট আমরা সে সম্বন্ধে অনুকূল্যের ভিক্ষা নিবেদন করিয়া রাখিলাম।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গৃহের বালকবালিকাদের জন্য 'সংস্কৃত শিক্ষা' নামে যে-একটি পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন সেটি বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৬ সালে। উক্ত পুস্তক প্রথমভাগ আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয় নি। উক্ত পুস্তকের কোনো পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় নি। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য 'সংস্কৃত প্রবেশ' নামে যে-পাঠ্যপুস্তক ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয় তার প্রথম ভাগ আমরা দেখেছি এবং উক্ত প্রথম ভাগের 'প্রথম কিয়দংশ' রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা খসড়া রূপে বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-ভবনে সংগৃহীত হয়েছে।[১১]

এই খসড়াটিই রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করেছিলেন— সম্পূর্ণ করার জন্য। মূল খসড়াটি দ্বাদশ পাঠ -সংবলিত, নয় পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নয় পৃষ্ঠা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করে বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য পাঁচ পৃষ্ঠায় লিখে মূল খসড়াসহ রবীন্দ্রনাথ সমীপে উপস্থিত হলে পর তিনি উক্ত মন্তব্য -সংবলিত প্রথম পৃষ্ঠার উপরেই লিখে দিলেন তাঁর নির্দেশ নিম্নোক্ত ভাষায়,

"এই সংশোধন দৃষ্টে পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া একটা খাতায় কপি করিয়া লইবে—

পা[শে] পুনঃ সংশোধনের মা[র্জ্জিন] রাখিয়ো— এবং ইহা অ[বলম্বন] করিয়া ছেলেদের পড়া চালাইয়ো।"[১২]

উক্ত নির্দেশ অনুসারে ছাত্রদের সংস্কৃত পড়িয়ে সাফল্যলাভ হলে পর অধ্যাপক হরিচরণ রবীন্দ্রনাথ-কৃত মূল অসম্পূর্ণ খসড়াটি সম্মুখে রেখে নূতনভাবে সংকলন করলেন সংস্কৃত প্রবেশ।[১৩] মুদ্রিত পুস্তকে মোট চতুর্বিংশতি পাঠ দেখা যায়। অর্থাৎ মূল খসড়া-ধৃত মোট পাঠের চেয়ে আরো বারোটি পাঠ সম্পূর্ণ নূতন সংযোজন করেছেন অধ্যাপক হরিচরণ। 'সংস্কৃত প্রবেশ' পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ লিখিত মূল খসড়াটিকে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না বলেই স্বতন্ত্র ভাবে সেটি রবীন্দ্র-বীক্ষার বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত করা গেল।

প্রতি পৃষ্ঠার পাদটীকায় অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য সন্নিবেশ করা গেল।

'সংস্কৃত-প্রবেশ' রচনাদর্শের খসড়া-সংকলনের কাজে বিশ্বভারতী শিক্ষাসত্রের অধ্যাপক শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের সহায়তার জন্য আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

উল্লেখপঞ্জী

১ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ : [অনুচ্ছেদ]-৩

২ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম যুগের অধ্যাপকদের অন্যতম ছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব। ইনি কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথেরও গৃহশিক্ষক ছিলেন। 'পিতৃস্মৃতি'-গ্রন্থে এঁর সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সংস্কৃত ও ইংরেজি শেখাবার জন্য দুজন শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে এলেন। শিবধন বিদ্যার্ণব যদিচ শ্রীহট্টের টোলে পড়া পণ্ডিত, তাঁর সংস্কৃত উচ্চারণ বিশুদ্ধ ছিল। মহর্ষির মতো বাবাও বাঙালি-ধরনের সংস্কৃত উচ্চারণ পছন্দ করতেন না। শিবধন বিদ্যার্ণবের কাশীর পণ্ডিতদের মতোই বিশুদ্ধ উচ্চারণ দেখে বাবা তাঁকে আমাদের সংস্কৃত পড়াবার জন্য রাখলেন।"

৩ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ : [অনুচ্ছেদ]-৩

৪ "ভাষার ইঙ্গিত" : বাংলা শব্দতত্ত্ব

৫ "পিতৃদেব" : জীবনস্মৃতি

৬ "হিমালয় যাত্রা" : জীবনস্মৃতি

৭ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ : [অনুচ্ছেদ] -৩

৮ সম্পাদকের নিবেদন : সংস্কৃত প্রবেশ, প্রথম ভাগ

৯ পূর্ববর্তী উদ্‌ধৃতি-মধ্যে যে সংস্কৃত পাঠ লেখার কথা বলা হয়েছে, তাতে 'প্রয়োগ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা' করেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা একখানি পত্রের (সেপ্টেম্বর ১৯০০) অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যায়। তাতে লিখেছেন, 'আপনার শ্যালকজায়া আর্য্যা সরলা [সতীশরঞ্জন দাসের পত্নী সরলতা] বিদ্যার্ণবের কাছে সম্প্রতি সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করেচেন। শিক্ষাপ্রণালীটি আমার রচিত। খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করচেন— পণ্ডিতমশায় এমন বুদ্ধিমতী ছাত্রী পেয়ে ভারী খুসীতে আছেন। আমি তাঁকে পূর্ব্বেই আশ্বাস দিয়েছি আমার পদ্ধতিমতে যদি তিনি সংস্কৃত শেখেন তাহলে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মাবে। তাঁর সংস্কৃত চর্চ্চায় আমি ভারি

আনন্দিত হয়েছি। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত মেয়েদের অতিমাত্রায় ইংরেজী চর্চার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যে সংস্কৃত শেখাটা একান্ত দরকার হয়েছে।'—চিঠিপত্র ৬, পত্রসংখ্যা ৪

১০ সম্পাদকের নিবেদন, সংস্কৃত প্রবেশ প্রথম ভাগ

১১ রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি অভিজ্ঞান ২৩৩। এর প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্র এইসঙ্গে মুদ্রিত।

১২ অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত মন্তব্য-সংবলিত পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা নির্দেশ-এর প্রতিলিপিচিত্র এইসঙ্গে মুদ্রিত।

১৩ সংস্কৃত প্রবেশ।/ প্রথমভাগ।/ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/সম্পাদিত।/ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম/শান্তিনিকেতন/বোলপুর।/ পৃষ্ঠাসংখ্যা /•—৷৷•+/•—৷•+১—৫২

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

(পূর্বানুবৃত্তি)

নাম বা প্রথম ছত্র / স্থানকাল / অনুষঙ্গ	প্রথমছত্র বা নাম বা নির্দেশক সংখ্যা / স্থানকাল / অনুষঙ্গ	যে গ্রন্থে বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত	পাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ও পৃষ্ঠাসংখ্যা
কাশের বনে হাসির লহরীতে			৮।৯১
কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে	অনাবশ্যক	খেয়া	১১০(১)।১৫
কাহার গলায় পরাবি গানের মিলন হার ২৯ মাঘ ১৩৩৪	৮৯৪	গীতবিতান	২৮।১২২ (বর্জিত)
কাহারে পরাব রাখি যৌবনের রাখিপূর্ণিমায় ৩১ অগস্ট ১৯২৮	রাখিপূর্ণিমা	মহুয়া	১২৭।৮৭
কি এ কান্তি দৈবত তারুণ্য পার অমৃত (প্রাচীন পদাবলী থেকে কবিহস্তে সংকলিত)	রূপবিস্ময়		২২৫।২
কি করিলি আশার ছলনে মুদ্রিত পাঠ 'আশার ছলনে' স্থলে 'মোহের ছলনে'	৪৬ ৮২৭	রবিচ্ছায়া গীতবিতান	২৩১।৭৩
কি কহবে রে সখি ইহ দুখ ওর (প্রাচীন পদাবলী কবিহস্তে সংকলিত)	পূর্বরাগ		২২৫।৩১
কি কহিব আরে সখি নিজ অজ্ঞানে	পদ ৫৪ বিদ্যাপতি		৩০২।৬৮

দ্র. বাংলা রূপান্তর :			
কী কহিব আছে সখী,	পরিশিষ্ট ১/২০	রূপান্তর	
নিজ অজ্ঞানে		পৃ. ১৬৫	
কি কহিব ব্রাইক হরি	শুভ্র অভিসার		২২৫।৪
কবিহস্তে সংকলিত			
প্রাচীন পদ			
কি চাই ?	দ্র.		
৩০শে অগ্রহায়ণ	আমরা এতদিন প্রত্যহ	শান্তিনিকেতন	৩৬০(১)।২৮
১৩১৫	আমাদের···		
কি পাইনি	বিচিত্র ৪৪	গীতবিতান	২৭।৩৩
তারি হিসাব মিলাতে			২৮।১৫
দ্র. কী পাইনি			২৭৪।১৬
			৪৩৭।১৭
কি ফুল ঝরিল			২৭।২৭
বিপুল অন্ধকারে			২৮।১০
১৭ চৈত্র ১৩২২			১২৭।৮০
দ্র. কী ফুল ঝরিল	প্রেম ২৭৮	গীতবিতান	২৯৮।১০
			৪৩৭।১২
			গীতবিতান-গুচ্ছ
কি রাগিণী			৪২৬।১।৬১
বাজালে হৃদয়ে			
সিন্ধু কানাড়া			
২৯ কার্তিক ১৩০২			
১৪।১১।১৮৯৫			
দ্র. কী রাগিণী···	প্রেম ৫৫	গীতবিতান	
কি লক্ষ্য নিয়ে এসেছ			পূরবী-গুচ্ছ
এবেলা			
দ্র. দুয়ারবাহিরে			
যেমন চাহিরে	লীলাসঙ্গিনী		পূরবী

কি স্বর বাজে			
আমার প্রাণে (পিলু)			৪২৬(২)।১২৯
২৩শে আষাঢ় ১৩১১			
মজঃফরপুর			
দ্র. কী স্বর বাজে আমার	প্রেম ২৯৭	গীতবিতান	
কি স্বপ্নে কাটালে তুমি			১২৮।২২১
দীর্ঘ দিবানিশি			
১১-১২ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯০			
শান্তিনিকেতন			
দ্র. কী স্বপ্নে কাটালে···	অহল্যার প্রতি	মানসী	
কি হবে বল গো সখি			২৩১।৭০
ভালোবাসি অভাগারে			
কি হোল আমার !	সংখ্যা ১০০	রবিচ্ছায়া	২৩১।৬২
বুঝিবা সজনী	দ্র (১) হারা হৃদয়ের গান	কাব্যগ্রন্থাবলী	
	(কৈশোরক)	(সত্যপ্রসাদ)	
	(২) নলিনীর গান	ভগ্নহৃদয়	
কিছু বলব বলে	বর্ষা ১২১	গীতবিতান	১২৯।৪০
এসেছিলেম			
৩।৯।১৯৩৮			
১৭ ভাদ্র ১৩৪৫			
[কিডমনের কবিতার বাংলা	'স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো-	ভারতী	২৩১।২৩
রূপান্তর : কিড্‌মন	স্যাক্সন সাহিত্য' -প্রবন্ধধৃত	শ্রাবণ ১২৮৫	
ইজিপ্টের ফ্যারওর যুদ্ধে			
মৃত্যু বর্ণনা করছেন ।]			
কিনৃহে দেখা কানাইয়া			২৮।২৩৯
দ্র. কখন দিলে পরায়ে	প্রেম ১৭৬	গীতবিতান	
কিনু গোয়ালার গলি	বাঁশি	পুনশ্চ	৫৫।৮৭
৯ জুলাই ১৯৩২			৫৬।৮৯
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাক্ষরিত			পুনশ্চ-গুচ্ছ

২৭ ভাদ্র ১৩৪২ স্বাক্ষরিত [শান্তিনিকেতন]			৩৯৭(৫)।১ পৃ. খুচরো
কী কথা বলিস্ তুই		চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য	২৫১।১৪
কী পাই নি দ্র. কি পাই নি			
কী ফুল ঝরিল··· দ্র. কি ফুল ঝরিল			
কী যে কোথা হেথা হোথা চিত্রিত	৫৭	স্ফুলিঙ্গ	১৭০।৩১ খাপছাড়া-গুচ্ছ
কী যে ভাবিস্ তুই অন্য মনে		চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য	২৫১।৫
কী রসসুধা বরষ দানে মাতিল সুধাকর	চাতক	প্রহাসিনী সংযোজন	২০।৫
কী স্বপ্নে কাটালে তুমি দ্র. কি স্বপ্নে কাটালে তুমি			
কীটের সংসার দ্র. একদিকে কামিনীর ডালে			
কীটেরে দয়া করিয়ো ফুল		লেখন পৃ. ৬ [১১]	৮।১৫ ২৭।১২৪
(ইংরেজি রূপান্তর -সহ)			৩৭৫।৫
কীর্তি যত গড়ে তুলি	৫৮	স্ফুলিঙ্গ	২৩।১৬
কীর্তি যদি রেখে যাই (অরুণকুমার চন্দকে।)		কবিপ্রণাম	৩৮৭।গ৭।৩৫
কুইনী (সিংহলে। ১৯৩৪ মে। ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠে। নৃত্যনাট্য শাপমোচন অভিনয়ের অন্যতম			২৫২।৬,১২,১৫ ইত্যাদি

পাত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মধুশ্রী। কুইনীর গান ছিল ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায়			
কুঁজো তিনকড়ি ঘোরে পাড়ী চারিদিককার	৩৬	খাপছাড়া	১৭০।২৮ খাপছাড়া-গুচ্ছ
কুজ্ঝটিজাল যেই সরে গেল মংপুর মংপু ১০।৬।৩৮	মংপু পাহাড়	নবজাতক	২০৮।১১
[কুটিরবাসী।] দ্র. বাসাটি বেঁধে আছ (শান্তিনিকেতন চৈত্র ১৩৩৩)		বনবাণী	১৬৩।১৪
কুড়চি	কুড়চি তোমার লাগি ১০ বৈশাখ ১৩৩৪ (শান্তিনিকেতন)		২৭।৫- ১৬৩।৪২
দ্র. কুরচি	কুরচি তোমার লাগি পদ্মেরে করেছে অন্যমনা	বনবাণী	২৪।৭৫
কুন্ত অরু ধনুদ্ধরু হঅবরু গঅবরু	(ছন্দের নিদর্শন স্বরূপ উদ্‌ধৃত)		৩।৩০
কুঞ্জপথে জ্যোৎস্নারাতে	ছন্দের মাত্রা	ছন্দ	৩।৩০
কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি নাই দুঃখ নাই তার লাজ	ইংরেজি রূপান্তর-সহ (স্বাক্ষরিত)		৮।৪২ ২৬।৪৪ ২৭।৭৫ ৩৮৭(গ)।৫৪
কুমার, তোমার প্রতীক্ষা করে নারী ১২ মাঘ (১৩৩৮)	কুমার	বিচিত্রিতা	১০।৩— ৪৫।২৮— ৫৪।৫৫— বিচিত্রিতা-গুচ্ছ
'কুমারসম্ভব' [এর বাংলা অনুবাদ কুমারসম্ভব শব্দটি	সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন	(১) ভারতী মাঘ ১২৮৪	২৩১।৪৩

ছাড়া আদ্যোপান্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তাক্ষরে লিখিত এরূপ অনুমান হয়]	দ্র. মদনভস্ম	পৃ. ৩২৯-৩১ সম্পাদকীয় বৈঠক এবং (২) রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩০-৩১, ২৩৯	
[রবীন্দ্রনাথের সহস্তে লেখা কুমারসম্ভব-এর স্বতন্ত্র বাংলা রূপান্তরও একই পাণ্ডুলিপিতে অন্যত্র দেখা যায়—]	সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন	(১) রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ড পৃ. ৬-১১ (২) রূপান্তর (১) পৃ. ৪৭-৫৭	২৩১।
কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি	হাট	সহজপাঠ দ্বিতীয় ভাগ	১৯।৫ ১৪৭।১২৫
কুম্ভের মতো জানিয়া শরীর···	চিত্তবর্গ । ধম্মপদ	রূপান্তর (১) পৃ. ৩৫	২৪৭।২১
(ধম্মপদ চিত্তব্‌গগো-ধৃত কুম্ভুপমম্‌ কায়মিমংবিদিত্বা ইত্যাদি শ্লোকের বাংলা রূপান্তর ।)			
কুয়ার ধারে	তোমার কাছে চাই নি কিছু ৯ চৈত্র ১৩১২ (কলিকাতা)	খেয়া	১১০।৫৯
কুয়াশা যদি বা ফেলে পরাভবে ঘিরি (ইং অনুবাদসহ)		লেখন পৃ. ৯[১৮]	৮।২৪
কুয়াশার জাল আবরি রেখেছে প্রাতঃকাল ৮ অগস্ট ১৯৩২ বরানগর	মাতা	বীথিকা	৫৫।২০৫ বীথিকা-গুচ্ছ
দ্র. যেন কুয়াশার জাল			২৯।২১

কুহুধ্বনি	প্রখর মধ্যাহ্নতাপে প্রান্তর ব্যাপিয়া কাঁপে	মানসী	
দ্র. কুহু	প্রখর মধ্যাহ্ন তাপে···		১২৮।৭২
কূল ছাড়া যে মানুষ সাগরিক [রাশিবিজ্ঞানী শুভেন্দুশেখর বসুকে। (বরানগর ২৯।৯।৩৪)]		দেশ ৪৫ বর্ষ ৪০ সংখ্যা	১৮৫।২৩
কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে ১৯ আশ্বিন শান্তিনিকেতন	৭৫	গীতালি	১১২।৯৯ ১৩১।৮
কৃতজ্ঞ	বলেছিনু ভুলিব না ২ নবেম্বর ১৯২৪ Riodi Janerio [রিওডিজেনিরো] এস্. এস্. আণ্ডিস্	পূরবী	১০২।৭১
কৃতার্থ দ্র. এখনো ভাঙে নি মেলা			
কৃপণ দ্র. আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলাম			
কৃপণতা	দেশের কাজে যাঁহারা টাকা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছেন···(স্বাক্ষরিত)	পরিচয়	৩৬২।২১
কৃপণা	এসেছিনু দ্বারে ঘন বর্ষণরাতে	সানাই	১৬০।৪২ সানাই-গুচ্ছ
কৃষ্ণকলি	কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি ৪ঠা আষাঢ়	ক্ষণিকা	১২০।৮০ ছন্দ-গুচ্ছ (উদ্ধৃতি মাত্র)

[কৃষ্ণনারায়ণ মিত্রকে প্রেরিত কবিতা]	সন্ধ্যায় দিনের পাত্র রিক্ত হলে ৫।৩।১৯৩৮	লেখন পৃ. ১৭ [৩৩]	৩৮৭(খ)।৩৫
কৃষ্ণ নিশা-গহন গুহা ছাড়ি দ্র. নিবিড় অমা তিমির হতে		নবীন গীতবিতান	২৮।১৩৯
কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ প্রথম সন্ধ্যায় ১৭ই বৈশাখ ১৮৮৮	মরণস্বপ্ন	মানসী	১২৮।৬০—
কৃষ্ণপক্ষে আধখানা চাঁদ ১৪ই চৈত্র ১৩১২ বোলপুর	জাগরণ	খেয়া	১১০।৯৫
কৃষ্ণের ন্যায় সর্বগুণালংকৃত [মহাভারত থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়ের নোট]			১৫৯।৭
কে অদৃশ্য ছুটির কর্ণধার মংপু ২৩।৫।৩৯			
দ্র. ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার···	কর্ণধার	সানাই	
পরিবর্তিত পাঠের জন্য দ্র. লীলা, প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৪৬			
কে আমার ভাষাহীন অন্তরে ৮ বৈশাখ (১৩৪১)	আদিতম	বীথিকা	১৭০।৮৫
কে আমার সংশয় মিটায়	নীরদের উক্তি সংখ্যা ১০০	ভগ্নহৃদয় রবিচ্ছায়া	২৩১।২৬
কে আসি মিলিল সাথে পথে যেতে যেতে একদিন ৪ আষাঢ় ১৩৪২			১৭৫।১০
দ্র. দূর অতীতের পানে পশ্চাতে ফিরিয়া	নাট্যশেষ (২)	বীথিকা	

[ক্রমশ

ঘটনাপ্রবাহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রভবন-কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনী ॥

৮— ১৪ নভেম্বর ১৯৮৫ ॥

প্রয়াত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থ বিচিত্রাগৃহের একতলায় একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাতকুমারের লেখা গ্রন্থসমূহ এবং তাঁর সম্পর্কে লেখা গ্রন্থাদি।

২৩— ৩০ নভেম্বর ১৯৮৫ ॥

ভারতের উপরাষ্ট্রপতির শান্তিনিকেতনে আগমন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ২৬ খানি চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

২৩— ২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৫ ॥

পৌষমেলা প্রাঙ্গণে প্রয়াত পুলিনবিহারী সেন ও প্রয়াত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের জীবন -কেন্দ্রিত প্রদর্শনী।

১২— ৩১ জানুয়ারি ১৯৮৬ ॥

'বিশ্বভারতী ও সাগরপারের অতিথি' -বিষয়ে প্রদর্শনী।

২১—২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ ॥

সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে 'শান্তিনিকেতনের এক অধ্যাপক— সন্তোষচন্দ্র মজুমদার' প্রদর্শনী।

৯— ২৩ মে ১৯৮৬ ॥

রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'দেশগড়ার কাজ : রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

অপ্রকাশিত বা বিরলপ্রচারিত রবীন্দ্ররচনা, রবীন্দ্ররচনার পাঠবৈচিত্র্য ও পাঠপরিবর্তন, রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ প্রণালীবদ্ধ আলোচনা, এ-সবের ষাণ্মাসিক সংকলন। পূর্ব-প্রকাশিত চোদ্দটি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী :—

সংকলন ১ ॥ 'শিল্পী' (তুলনীয় 'জন্মদিনে' সংখ্যা ২৪) কবিতার পাঠ-বিবর্তন, ঠাকুর-বাড়ির 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র (প্রচ্ছদ) ও অন্যান্য।

সংকলন ২ ॥ 'অরূপরতনে'র সম্পূর্ণ রূপান্তর ও সম্পূর্ণ প্রেস-কপির সংরক্ষিত অংশ— উভয়ই অ-পূর্ব-প্রচারিত ও নূতন আবিষ্কার বলা চলে— আনুপূর্বিক মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত রেখাবদ্ধ অপরূপ প্রতিকৃতি : রচনাকাল '২৩ চৈত্র ১৩৪৭'। প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র।

সংকলন ৩ ॥ ইংরেজিতে শিশুদের অভিনয়যোগ্য মৌলিক নাটিকা King and Rebel ও তৎসম্পর্কিত তথ্য। পুনশ্চ-ধৃত 'বালক' কবিতার গদ্যে প্রথম 'খসড়া'। তা ছাড়া 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ', রাজা-অরূপরতনের গানের তালিকা ও অন্যান্য। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত মুখোষ ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লিপিচিত্র বা লেখাঙ্কন।

সংকলন ৪ ॥ 'বলাকা'য় ছন্দোবিবর্তন, 'তাসের দেশ'-পাণ্ডুলিপির বহিরঙ্গবিবরণ, বঙ্কিমপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি।

সংকলন ৫ ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস-এর নাট্যরূপ। টীকা, নাট্যরূপ-প্রসঙ্গ ও পাণ্ডুলিপি-বিবরণ— শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক -কৃত।

সংকলন ৬ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত উপন্যাস : 'ললাটের লিখন'। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ (পাণ্ডুলিপি-ধৃত রবীন্দ্র-রচনার শিরোনাম, প্রথম ছত্র প্রভৃতির বর্ণানুক্রমিক অখণ্ড সূচী)।

সংকলন ৭ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা : বাংলা কবিতার কবি-কৃত ইংরেজি-রূপান্তর। দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য পত্র। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ৮ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা : 'পলায়নী'র প্রাথমিক খসড়া। দার্শনিক প্রবন্ধ : ব্যক্তিস্বরূপ ও বিশুদ্ধসত্তা। শ্রীকানাই সামন্ত -কৃত 'মালতীপুঁথিপর্যালোচনা'। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব -সংকলিত 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ৯ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা 'দুর্বল'। রবীন্দ্রনাথের মুকুট নাটকের অপ্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ 'The Crown'। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র। রবীন্দ্র-অপ্রকাশিত চিত্রলিপি। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব -সংকলিত 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১০ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা, অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লেখা বিশেষ মূল্যবান আটটি চিঠি, সন্ত কবীরের তেরোটি দোঁহার ইংরেজি রূপান্তর, দুটি চিত্রলিপি এবং 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১১ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার প্রাথমিক খসড়া, অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পদাবলী, বাউল ও প্রাচীন হিন্দি গানের ইংরেজি রূপান্তর, দুটি চিত্রলিপি এবং 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১২ ॥ বাল্যসুহৃদ অক্ষয়কুমার মিত্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের বারোখানি পত্র এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অক্ষয়কুমারের একখানি পত্র (প্রতিলিপিচিত্রসহ), সুন্দর : নাট্যগীতি (প্রতিলিপিচিত্রসহ), Sohrab and Rustum : Prose-rendering & Exercise : Rabindranath (দুইটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্রসহ) এবং 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১৩ ॥ 'জীবনস্মৃতি' প্রথম পাণ্ডুলিপি, রচনাপ্রসঙ্গসহ এবং রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রসহ।

সংকলন ১৪ ॥ রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে রক্ষিত রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি থেকে ৮২টি টুকরো কবিতার সংকলন ; গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত ১৫ খানি এবং অতুলপ্রসাদ সেনকে লিখিত ৩ খানি রবীন্দ্রনাথের পত্র ও পত্র-প্রসঙ্গ ; 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' পূর্বানুবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র ও পাণ্ডুলিপি-চিত্র সংবলিত।

সংকলন ১ থেকে ১৪ পর্যন্ত একত্র পাওয়া যায়। মূল্য— ১ দু টাকা ; ২, ৩, ৪, ৬ প্রতিটি চার টাকা ; ৫ আট টাকা ; ৭ ছয় টাকা এবং ৮, ৯, ১০, ১১ প্রতিটি দশ টাকা ; ১২, ১৩, ১৪ প্রতিটি বারো টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলিকাতা ১৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠপঞ্জীকৃত গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ বহু রচনায় বহু ও বিচিত্র পাঠ-পরিবর্তন করেন, রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে তা অজানা নয়।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণে এরূপ পাঠসংস্কারের আনুপূর্বিক বিবরণ প্রণালীবদ্ধভাবে সংকলন, এ দেশের গ্রন্থপ্রকাশ-ক্ষেত্রে এ কালের এক বিশেষ ঘটনা। রচনা সম্পর্কে আনুষঙ্গিক নানা তথ্যে আর কবির বহু লিপিচিত্রে প্রত্যেক গ্রন্থ বিশেষভাবে অলংকৃত ও সমৃদ্ধ।

সন্ধ্যাসংগীত

এই গ্রন্থমালায় এটি প্রথম গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের কথায়: 'সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়'। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপরিবর্তনসহ, বিভিন্ন সময়ে এ থেকে বর্জিত কবিতা, সাময়িক পত্রে কবিতাগুলি প্রচারের সূচী, নানা উপলক্ষে সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে কবির নানা মন্তব্য— এ সবই সংকলিত। পুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় -সংকলিত ও সম্পাদিত।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ। পাঠ-পরিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতা বা কবিতাংশের বর্জন, নানা উপলক্ষে এই রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্য, আর ১২৯১ শ্রাবণের নবজীবন পত্রে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' নামে বিনা স্বাক্ষরে মুদ্রিত কবির বিদ্রূপাত্মক রচনা— এই সংস্করণে সবেরই একত্র সমাহার। তা ছাড়া প্রথম সংস্করণ -ধৃত রাগতালের সূচী ও শব্দার্থ-সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন: শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

এই গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় প্রথম দৃশ্যকাব্য। সাতটি সংস্করণের প্রণালীবদ্ধ পাঠপঞ্জীকরণ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর *Sanyasi or The Ascetic*-এর আদ্যন্ত পাঠের সহিত প্রচলিত বাংলা নাটকের বিস্তারিত তুলনা। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নানা মন্তব্য (পূর্বপ্রচারিত ও বিশেষভাবে পাণ্ডুলিপি-ধৃত), এ-সবের সমাহার। সংকলন ও সম্পাদন: শ্রীকানাই সামন্ত।

ভগ্নহৃদয়

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা

ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত ভগ্নহৃদয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত। অতঃপর রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান গ্রন্থ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-ভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বা পর্যালোচনা। পাণ্ডুলিপিচিত্র-সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীকানাই সামন্ত। মূল্য ২৫ টাকা।

চিত্রাঙ্গদা

পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ

এই গ্রন্থমালার চতুর্থ গ্রন্থ। ১৮৯২ সালে প্রথম প্রকাশ। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর ব্যতীত 'চিত্রাঙ্গদা'র রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর *Chitra*-র পাঠে গ্রহণ ও বর্জনের পূর্ণ তালিকা সংযোজিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীঅশ্রুকুমার সিকদার। মূল্য ১৮ টাকা।

রাজা ও রানী

এই গ্রন্থমালার পঞ্চম গ্রন্থ। ১৮৮৯ সালে প্রথম প্রকাশ। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর ব্যতীত পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথ-কৃত রূপান্তর 'ভৈরবের বলি' (১৯২৯)-র ইতিহাস সংযোজিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। মূল্য ১৮ টাকা।

রবীন্দ্রবীক্ষা

সংকলন ১৬ • পৌষ ১৩৯৩

র বী ন্দ্র বী ক্ষা

নৈসর্গিক দৃশ্য ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত

রবীন্দ্রবীক্ষা

রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্পের ষাণ্মাসিক সংকলন

সংখ্যা ১৬

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগ -বিষয়ে ভবনে যে-কাজ চলছে তার ধারার সঙ্গে পাঠককে যুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রভবন তথা রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের প্রযত্নে ষাণ্মাসিক সংকলন -রূপে রবীন্দ্রবীক্ষা প্রকাশিত হল। পত্রিকার বিষয়বস্তু হিসেবে থাকবে :

* রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা অপ্রকাশিত বাংলা ইংরেজি চিঠিপত্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট চিঠিপত্র ও রচনা।
* শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বা রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপির অপ্রচারিত বা বিরলপ্রচারিত সূচী, বিবরণ ও পাঠ।
* রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহের অন্যান্য বস্তুর তালিকা ও বিবরণ। যেমন :
  - ক. রবীন্দ্র-অঙ্কিত চিত্রাবলি।
  - খ. রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও রবীন্দ্র-প্রাসাঙ্গিক চিত্রাবলি।
* দেশে বিদেশে নানা প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি বা রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তার তালিকা, বিবরণ ও চিত্র।
* নানা উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাপাঠ তথা অলিখিত ভাষণ-প্রতি-ভাষণ— এ-সবের বিবরণ, শ্রুতিলিখন, স্মৃতিলিখন।
* রবীন্দ্রনাথ-প্রযোজিত অভিনীত নাটক নৃত্যনাট্য গীতিনাট্য ঋতু-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ।
* রবীন্দ্র-পরিবার বান্ধবগোষ্ঠী ও যুগ এ-সবের পরিচায়ক যা-কিছু নিদর্শন তার যথাযথ বিচার বিবরণ ও তালিকা।
* রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গ্রন্থ তালিকা ও রচনার সূচী।
* রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-ভবন বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্দ্রানুরাগী সুধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

নিমাইসাধন বসু
উপাচার্য
বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন
৭ই পৌষ ১৩৯৩

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

চিত্র পরিচয় ॥

প্রচ্ছদ ॥ নারী-পুরুষ। চিত্রের বাঁদিকে 'শ্রীরবীন্দ্র' স্বাক্ষর। তারিখের উল্লেখ নেই [আনুমানিক ১৯২৮-২৯]। কাগজের উপর কালি-কলম ও কালি-তুলির কাজ। ২০.৮ × ৩৩ সেন্টিমিটার।

রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ০০.২৬৬৫.১৬

প্রবেশক ॥ বৃক্ষরাজিশোভিত প্রাকৃতিক দৃশ্য। স্বাক্ষরহীন। তারিখের উল্লেখ নেই [আনুমানিক ১৯৩৮-৩৯]। কাগজের উপর জলনিরোধক কালির কাজ। ৩৯ × ২৩.৫ সেন্টিমিটার।

রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ০০.২১১৭.১৬।

'রক্তকরবী' : প্রথম খসড়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'রক্তকরবী' : প্রথম খসড়া

পাণ্ডুলিপি
পৃষ্ঠা / ছত্র

1 1 আমার মদ কোথায় লুকিয়েচ, চন্দ্রা? শীঘ্ ঘির বের কর!
2 ও কি বল্‌চ, আজ সকাল থেকেই মদ?
3 আজ যে ছুটির দিন। কাল ওদের মারণচণ্ডীর ব্রত গেছে,
4 আজ ওদের অস্ত্রপূজা হবে।
5 বল কি? ওরা কি ঠাকুর দেবতা মানে?
দেখনি? যেখানে ওদের মদের ভাঁড়ার, ওদের অস্ত্রশালা, তার
পাশেই ওদের মন্দির।
তা ছুটি পেয়েচ বলেই মদ খাবে? গাঁয়ে থাক্‌তে পার্ব্বণের দিনে,
সেদিন নেই। ছুটি নিয়ে যে কি করা যেতে পারে সেকথা
অনেকদিন হল ভুলে
10 গেছি। ছুটি এখন বোঝা হয়ে উঠেচে। দাও আমাকে মদ দাও!
আমি বলচি এখানকার কাজ ছেড়ে দাও।
চল, আমরা ঘরে ফিরে যাই।
ঘরে ফিরে যাই? বল্লেই হল? এত সহজ? ঘরের
রাস্তা বন্ধ, জান না বুঝি?
15 কেন বন্ধ?
আমাদের ঘর নিয়ে এদের শিকিপয়সার মুনফা নেই।
ওদের যেটুকু দরকার তা ছাড়া ওরা আমাদের আর কিছুই
রাখ্‌বে না?
আমাদের বিশু মাতাল বলে, আস্ত পাঁঠা পাঁঠার নিজে [র] পক্ষেই
দরকার,
20 যারা ও'কে খাবে তারা
ওর হাড়গোড় খুর ল্যাজ বাদ দিয়ে ফেলে।
দাও আমার মদ।
চল, আমরা লুকিয়ে পালিয়ে যাই।
পাহারা নেই বুঝি? ঘাটিতে ঘাঁটিতে পাহারা।

25 দুপুর রাত্রে পালাব।

আমাদের মকররাজকে দেখেচ ত?

দেখ্‌ব কি? মুখের মধ্যে এক জোড়া চষমার কাঁচ ছাড়া আর ত কিছুই দেখা যায় না।

সেই চষমার কাঁচের কথাই বলচি। সেই কাঁচ দিনেও দেখে, রাত্রেও

30 দেখে, মাটির নীচে অন্ধকারে কাজ করি তাও দেখ্‌তে পায়, বেরিয়ে এসে উপরে উঠে মাৎলামি করে বেড়াই সেও চষমায় ধরা পড়ে। যেখানে মানুষের চোখ চলে না এমন দেশ আছে, যেখানে ওর চষমা চলে না এমন দেশ পাব কোথায়? দাও, দাও, মদ দাও।

সমস্ত দিনই ত তোমরা অন্ধকারে কাজ কর, তার পরে ছুটি

35 পেলেই আবার তখনি মদ খেয়ে আরেক অন্ধকার তৈরি করে তোলো, এর কি দরকার বল ত।

ঐ আমাদের বিশু মাতাল এসেচে, মদ কেন খাই ওকে জিজ্ঞাসা কর।

কাজ ভোলাবার কে গো তোরা।
রঙীন সাজে কে যে পাঠায়
40 কোন্ সে ভুবন-মনোচোরা।
কঠিন পাথর সারে সারে
দেয় পাহারা গুহার দ্বারে,
হাসির ধারায় ডুবিয়ে তারে
ঝরাও রসের সুধা-ঝোরা।

45 বিশু বেয়াই, তুমি বুঝি সকাল থেকেই মেতেচ?

স্বপনতরীর তোরা নেয়ে,
লাগ্‌ল পালে নেশার হাওয়া,
পাগ্‌লা পরাণ চলে গেয়ে।
কোন্ উদাসীর উপবনে
50 বাজ্‌ল বাঁশি ক্ষণে ক্ষণে,
ভুলিয়ে দিল ঈশান কোণে
ঝঞ্ঝা ঘনায় ঘনঘোরা।

বেয়ান। মদ কেন খাই তাও কি জিজ্ঞাসা করতে

হয় ? বিনা মদে কোনো জীব বাঁচতেই পারে না, জন্মকাল থেকে
অভ্যেস।

55 কি পাগলের মত বক্‌চ ?

জলেস্থলে আকাশে বিধাতা ছুটির রসের মদ ছড়িয়ে রেখেচে,
তবে জীবলোকে জীব কাজ

করতে রাজি হল। বনের সবুজে, রোদের সোনায়, ঝরণার ঝিলমিলিতে—

ওকে মদ বল কিসের ?

এরা হল প্রাণের মদ, চারদিকে ছড়ানো মদ, ফিকে নেশা, কিন্তু সে

60 নেশা দিনরাতই লেগে আছে। যখন থেকে পাতালে অন্ধকারে

2 যক্ষের ভাণ্ডারে সিঁধ কাটতে লেগেছি তখন থেকে সেই মদের বরাদ্দ
বন্ধ হয়ে গিয়ে অন্তরাত্মা মদ চাই মদ চাই করচে।

গান

তোর প্রাণের রস ত শুকিয়ে গেল ওরে—

5 তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে!

সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,

সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,

সব শূন্যকে সে অট্টহেসে

দেয় যে রঙীন করে!

10 তা এসনা এখান থেকে পালাই আমরা।

আমাদের সেই নীল চাঁদোয়া খাটানো বড় মদের আড্ডায় পালাবার
জো

থাক্‌লে ত বাঁচতুম। রাস্তা বন্ধ তাই ত এই মদ ধরেচি।

বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সমস্ত সূর্য্যের আলো আমরা খুব
কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েচি এই এক চুমুকের তরল আগুনে,— সমস্ত
দিনটির

15 যে ছড়ানো সোহাগ সেই ত কষে ছানিয়ে নিয়েচি একটি রাঙা চুম্বন রসে,

এ সইতে পারা শক্ত, কিন্তু এ না হলেও সইতে পারিনে। যক্ষ-
পুরীতে কারো

সময় নেই, তাই চার প্রহরকে গাঢ় করে নিতে হয় একদণ্ডের মধ্যে।
প্রতিদিন আমাদের
একটি করে সোনা ওর অতলে তলিয়ে মারা যায় তার সব রং সব
রসের ভরা নিয়ে—
সেই লোকসান ভোলবার জন্যে একটা দণ্ড পাই, বেয়ান, সেটাও
যদি তোমার
20 হাতে মারা যায় তাহলে নিষ্ঠুরতায় যক্ষপুরের সর্দ্দারদেরও ছাড়িয়ে
যাবে!

তোর রিক্ত প্রহর মিথ্যে কেন গোনা ?
সূর্য্যডোবায় ডুবেচে তোর সোনা।
তবে আসুক না সেই তিমির রাতি
লুপ্তি-নেশার চরম সাথী,
25 তোর ক্লান্ত আঁখি দিক্ সে ঢাকি
দিক্ ভোলাবার ঘোরে ॥

বেয়ান, তোমাদের চোখে মুখে হাসিতেও রসিক বিধাতা কিছু
কিছু করে
মদ জুগিয়ে এসেচেন সে ত আমাদের ভোলাবার জন্যে।
কি ভোলাবার জন্যে ?
30 শুধু এই কথাটা, যে, সংসারের পক্ষে
আমরা দরকারী জিনিষ, তার বেশি কিছু
নই। একদিকে পিঠের উপর পড়চে ক্ষুধাতৃষ্ণার চাবুক, আবার
তার সঙ্গে সঙ্গেই রয়েচে মন ভোলাবার মদ।
কাজ ফুরোলেই জবাব দিতে দেরি করে না, মদের জোগানটাও তখন
কমিয়ে আনে।
35 আর তোমরা যারা ওর পেয়ালা বয়ে বেড়াও একদিন ওর
পেয়ালা ওকে
ফিরিয়ে দিয়ে তোমাদেরও রসের আসর ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে।
দেখ না, যখনি আমাদের কাজের
বয়স চলে যায়, এই সংসারের কারখানা ঘরে আমাদের আনাগোনা বন্ধ

হতে থাকে ততই আমাদের চোখের উপরে কানের উপরে বোধের উপরে পর্দ্দা পড়ে
যেতে থাকে— তার মানে, নেশাঘরের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে আসে।
40 তার পরে আলোও যায় নিবে, পেয়ালাও যায় ফুরিয়ে, তখন সব বাণীই হয় শান্ত
কেবল একটি বাণী অন্ধকারে শোনা যায় "আর দরকার নেই।"
আমাদের যক্ষপুরীর সর্দারেরও ঠিক সেই ব্যবস্থা। দিনের বেলায় করেচে চাবুকের বরাদ্দ
সন্ধ্যাবেলায় মদের। আর তার পরে যখন দরকার ফুরোলে বাইরে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ
করে দেয় তখন এমনি অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে যে মন বল্‌তে থাকে চাবুকেও রাজি আছি কিন্তু মদ না হলে
45 চল্‌বে না।
বেয়াই, তুমি কি বল্‌চ, আমি ভাল বুঝিনে। আমি একটা কথা জানি, ও
একদিন আমাকে ভালবাস্‌ত— মদের চেয়ে অনেক বেশি। তখন আমাদের মনে হত ওতে
আমাতে মিল্‌লেই সব পূরো হয়ে যায় তার বাইরে আর কিছুই বাকি
থাকে না। জগতে এইটুকুর বেশি আর
50 কিচ্ছুই চাবার থাকে না।
জানি জানি, যেমন জুঁইয়ের বোঁটার উপরে কেবল গুটি চার পাঁচ পাপড়ি
ধরলেই বাস সমস্ত ভরপূর— তার পরে জুঁই ফুলের আর কিছুই কমানো বাড়ানো চলে না—
তখন বর্ষার যে সন্ধ্যা তার সব তারা হারিয়ে বসেচে সেও এইটুকু
জুঁয়েতেই পুলকিত হয়ে ওঠে, সেইরকম আর কি। জগতে সব
কিছুতেই এই চাওয়াই ত চাওয়া।
55 তবে আর কি? তাই হোক না! মদের ভাঁড় ফেলে দিয়ে ও আর একবার তেমনি করে

আমাকে চাক্ না। তাহলে আমার মধ্যে যা কিছু আছে সব যে ঢেলে দিয়ে আমি বেঁচে যাই।

জুঁইয়ের বোঁটা যদি মুচ্ড়ে যায় তাহলে গাছের সঙ্গে ফুলের সহজ রসের আনাগোনা আর থাকে না।

এখানে আমাদের যে বোঁটায় লেগেচে ঘা। তোমাদের দেওয়া নেওয়ায়

60 তেমন করে কি আর কখনই জোড় মিল্‌বে? সেই জোড় ভাঙার দুঃখ মদ দিয়ে ডুবিয়ে রাখ্‌তে হয়।

কিন্তু বেয়াই, আমার দিকে ত কিছু বদল হয়নি।

খুব হয়েচে, এখনো জান্‌তে পারনি। এই যক্ষপুরীর মরু হাওয়ায় তোমার ফুলের মালা শুকিয়ে গেছে তুমি এখন সোনার হারের স্বপ্ন দেখ্‌চ।

কখ্‌খনো না।

65 আমি বলচি, হাঁ। তোমার স্বামী যে বারো ঘণ্টার উপরে আরো চার ঘণ্টা করে খেটে আসে, তার কারণ ওও জানে না, তুমিও জান না, কিন্তু আমি জানি। তোমার সোনার হারের স্বপ্ন ওকে ভিতরে ভিতরে চাবুক মারে, সে আমাদের সর্দ্দারদের চাবুকদের চেয়ে কম নয়— তাতেই ওকে খাটুনির পরেও খাটায়।

আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ, তাহলে এখান থেকে পালিয়ে আমাদের গাঁয়ে ফিরে যাইনে কেন।

70 তুমি ভাবচ, বেয়ান, তোমার গাঁয়ের রাস্তা বাইরে থেকে এখানকার সর্দ্দাররা বন্ধ করেচে—

ঐ সর্দ্দাররা ভিতর থেকেও বন্ধ করেচে। শুধু তোমার গাঁয়ের পথটা যায়নি, তোমার গাঁয়ের মনটাও গেচে।

ঐ সর্দ্দাররাই তাদের বাড়ি নিয়ে রথ নিয়ে তাদের সর্দ্দারনীর অহঙ্কার নিয়ে তোমার মন ভুলিয়েচে।

সেই গাঁটুকুর মধ্যে যাতে খুসি হতে সেই তোমার সহজ ঐশ্বর্য্য আর নেই।

আচ্ছা ভাই বিশু, আমরা মুর্খু মানুষ, চিরদিন

75 হাত হাতিয়ার নিয়ে কারবার করে এসেচি, তাই আমাদের লাগিয়েচে এই মাটির

নীচের কাজে, কিন্তু তোমাকে কেন? শুনেচি, তুমি ছিলে পাঠশালার

সেরা ছেলে, পুঁথি পড়ে পড়ে প্রায় চোখ খোওয়াতে বসেছিলে,

তোমাকে কোদাল ধরালে কেন?

সে অনেক কথা, কাউকে বলতে সাহস হয় না।

80 নাইবা বল্‌লে, আমরা আন্দাজ করেচি।

কি বল্ দেখি?

গোড়ায় ওরা তোমাকে চর রেখেছিল, আমরা কি করি কি বলি জানবার জন্যে।

চুপ্ চুপ্।

তুমি ভাবচ কথাটা চাপা আছে! আমরা সকলেই জানি।

85 তবে আমাকে তোরা জ্যান্ত রাখ্‌লি কেন?

কেননা জানি, একাজ তোমার দ্বারা হ'ল না। তুমি আমাদেরই সঙ্গে গেলে

87 মিশে। আজ তুমি যেমন আমাদের আপন এমন আর কেউ নেই!

3 মকররাজ আমার কাছে খনিবিদ্যা শিখ্‌বে বলে তার সর্দ্দার ত আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে এল। কিছুদিন শিখ্‌লও বটে, কিন্তু সে ত শেখা নয় যেন একেবারে জোঁক লাগিয়ে শুষে নেওয়া। যখন আমার বিদ্যে আর বাকি রইল না,

তখন সর্দ্দার বল্‌লে, তোমাকে আর কিচ্ছুই করতে হবে না, দিনের বেলায় আমাদের কারিগররা

5 যখন সুরঙ্গ তৈরি করবে, তুমি কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইবে, তার পরে সন্ধেবেলায় আমার কাছে এসে গল্প করবে। দিনের বেলায় তুমি ওদের বন্ধু, সন্ধেবেলায় আমার।

ব'লে অল্প একটুখানি চোখ টিপে হাসলে।

এমন আরামের কাজ বেশিদিন টিঁকল না কেন ?

10 কি বল, বেয়ান, আরামের কাজ ? চারদিকে জ্যান্ত মানুষের মাঝখানে একটামাত্র ভূতকে যদি বাস করতে হয় তবে সে কি ভয়ঙ্কর একলা,— আমার সেই দশা হল। সর্দ্দারকে গিয়ে বল্‌লুম, দেশে যাব, আমার শরীর বড় খারাপ। সর্দ্দার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "আহা, এমন খারাপ

শরীর নিয়ে যাবেই বা কি করে!

15 তবু না হয় চেষ্টা করে দেখ।" চেষ্টা করে দেখ্‌লুম। দেখি, একটা দরজা যদিবা কোনো সুযোগে খোলে ত আরেকটা বন্ধ। ঢোকবার সময় এতগুলো

দরজার হিসেব পাইনি। বুঝলুম, মকরের পেটে পৌঁছবার মুখে যে পথ আলগা থাকে, পেটে পৌঁছলে সে পথ বন্ধ হয়ে যায়। তখন তোদের দলে

মিলে গেলুম। কোদাল ধরলুম, মদও ধরলুম। তোদের সঙ্গে আজ আমার

20 এইটুকু মাত্র তফাৎ যে, সর্দ্দার তোদের যতটা অবজ্ঞা করে আমাকে তার চেয়ে বেশি করে। কলাপাতার চেয়ে ভাঙা ভাঁড়ের পড়ে মানুষের হেলা বেশি!

কিন্তু বিশুদাদা, আমরা সবাই যে তোমাকে মাথায় করে রেখেচি!

সেটা প্রকাশ পেলেই আমাকে মরতে হবে। তোদের আদরের মানুষ

25 সব ক'টাই আজ গারদে বন্ধ। আমি বড় বেশি মাতাল বলেই আমাকে নেহাৎ উপেক্ষা করে ছাড়া রেখেচে। সেই অপমানের দুঃখে মদের মাত্রা আমার দিনে দিনে বেড়ে চলেচে।

আচ্ছা, বেয়াই, কতদিনে তোমাদের কাজ ফুরোবে, কতদিনে আমরা ছুটি পাব ?

30 কোনো দিন না! একদিনের পর দুই দিন, দুই দিনের পর তিন দিন, তার আর শেষ কোথায় ? পাতালে যক্ষপুরীর দিকে সুরঙ্গ বানাচ্চি, এক হাতের পর দুই হাত, দুই হাতের পর তিন হাত, তারি বা শেষ

কোথায়? তারপরে সেখান থেকে তাল তাল সোনা নিয়ে মকররাজের
ভাণ্ডারে জমা করচি— একতালের পর দুই তাল, দুই তালের পর
তিন তাল।

35 যক্ষপুরী নিছক অঙ্কশাস্ত্রের দেশ, এখানে অঙ্কের পিছনে অঙ্ক সার বেঁধে
চল্‌তে থাকে। তার কোনো মানে নেই।
সেইজন্যেই ওদের কাছে আমরা ত মানুষ
নই আমরা সংখ্যা। বিশুভাই তুমি কোন্ সংখ্যা?
এই যে আমার পিঠের কাপড়ে দাগ মারা আছে, আমি ৪৭ ফ।

40 আমি হচ্চি ৬৯-ঙ। পৃথিবীতে আমরা ছিলুম মানুষ, যক্ষপুরীতে
আমরা
হয়েচি দশ পঁচিশ খেলার ঘুঁটি! আমাদের যে অতখানি
খোওয়া গেছে সেটা
ভোলাতে হবে ত— অতএব বেয়ান—
ওদের সোনা অনেক ত জমা হয়েচে, আর

44 কি দরকার?

4 যে জিনিষের দরকার আছে তার শেষ আছে, যার দরকার নেই
তারই শেষ নেই। খাওয়ার সীমা আছে, নেশার সীমা নেই, যদি
থাকে ত সে অপঘাত মরণে। ঐ সোনার
তালগুলো যে মদ। মকররাজের নিরেট মদ। বুঝতে পারলে না?
না।

5 মদের পেয়ালা হাতে নিয়ে মনে করি আমি আর আমি নই,
আমাদের মকররাজও
সোনার তাল হাতে নিয়ে মনে করে সে যা' তার চেয়েও সে অনেক বড়।
আর আমি পারচিনে বউ, আমাকে দাও, মদ দাও!
তোমার পায়ে পড়ি ঘরে চল। সেই ক্ষেতের ধারে, নদীর পারে,

10 ঠাকুরবাড়ির নহবৎখানার পাশে। অঘ্রাণ শেষ হল, ধান পেকেচে,
ঘরে ঘরে নবান্নের ধুম পড়েচে— সেখানে মদের দরকার হবে না।
দেখ, আমাকে রাগিয়ো না। তোমাকে হাজার বার বলেচি

মকররাজের মুলুকে হাটে ঘাটে শ্মশানে মশানে সব দিকেই
পাকা রাস্তা, কেবল ঘরের দিকে নয়।

15 রাস্তা নিশ্চয় মিলবে একবার সর্দ্দারকে গিয়ে যদি—
সর্দ্দারকে আজও চিন্‌লে না ?
কেন, ওকে দেখে ত বেশ—
বেশ না ত কি ? বেশ ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। ঐ ত হ'ল মকরের দাঁত। আগা
তীক্ষ্ণ, গোড়া শক্ত। খাঁজে খাঁজে কাম্‌ড়ে ধরে। মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে

20 করলেও সে কামড় আলগা করতে পারে না।
ঐ যে স্বয়ং আস্‌চে সর্দ্দার!
তবেই হয়েচে— আমাদের কথা নিশ্চয় ওর কানে গেচে! এখন
যদি এখান থেকে সরি তাহলে ওর সন্দেহ আরো বাড়বে।
এমন ত কিছুই বলিনি যাতে—

25 বেয়ান, কথা আমরা বলি, মানে করে যে ওরা!
কাজেই কোন্ কথার টীকে কোথায় গিয়ে আগুন লাগাবে কেউ জানে না।
তোমরা যাই বল, সর্দ্দারকে কিন্তু আমার—
চুপ্ চুপ্!
সর্দ্দারমশায়!

30 কি নাৎনী, খবর ত সব ভালো ?
একবার আমাদের বাড়ি যেতে দাও!
কেন; এখানে তোমাদের যে বাসা বেঁধে দিয়েচি সে ত তোমাদের

33 বাড়ির চেয়ে ভালো বই মন্দ নয়। কি হে ৬৯-ঙ; তুমি যে এখানে ? তোমাকে এদের

5 মধ্যে দেখলে আমার মনে হয় সারস এসেচে বকের
দলকে নাচ শেখাতে।
সর্দ্দারজি, অমন ঠাট্টা কোরো না। ওদের নাচাবার সখ আমার একটুও নেই। তত বড়
পায়ের জোর থাকলে এখান থেকে একটানে দৌড় মারতুম।

5 তোমাদের এলাকায় নাচানো
ব্যবসাটা যে কত সাংঘাতিক তার অনেকগুলো দৃষ্টান্ত দেখেচি—
এম্‌নি হয়েচে যে সাদা চালে চল্‌তেও ভয় হয়।
সর্দ্দারদাদা!
কি নাৎনী।
10 মাটির নীচে সুরঙ্গ আর কতদূর গাঁথবে, তোমাদের যক্ষের
ধন যে আর ফুরোয় না। ছুটি দাও আমাদের। আর একবার
সেই আমাদের সবুজ ক্ষেত, সেই খেয়াঘাটের জামগাছতলাটা
দেখে আসি। কিসের জন্যে প্রাণ কাঁদে সে ত বল্‌তে পারিনে।
ঐ দেখ না, তোমাদের মানুষগুলো কি আর মানুষ আছে? সারাদিন
অন্ধকারে ভূতের
15 মত খাটে, সারা সন্ধেবেলা
প্রেতের মত মেতে বেড়ায়। দেখে দয়া হয় না?
বল কি, মানুষগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্চে দেখে দুঃখ হয় না?
খুবই উদ্বিগ্ন হয়েচি। ওরা মনিবকে মান্‌বে না, নিয়মকে মান্‌বে না
সেই কুলক্ষণ
দেখা যাচ্চে। ওদের পাখা নেই তবু উড়তে যাবে এমনতরো ভাবখানা,
20 সেটা ঘাড় ভাঙবার প্রণালী, কি বল হে ৬৯-ঙ, তাই
নয় কি?
ভয় নেই, সর্দ্দার, ভদ্ররকম কায়দায় আত্মহত্যা করে মরবার
মত উঁচুতেও ওরা নেই, যে তলার মাটিতে ওদের চীৎ করিয়ে রেখেচ
সেখানে
উঠবে কোথায় যে পড়বে? মাঝে মাঝে পাশ ফিরতে চায় সেটাতে
25 দুর্ঘটনার কোনো হেতু নেই।
নাৎনী ওদের ভালো কথা শোনাবার জন্যে আমরা নিজের
খরচে কেনারাম গোসাঁইকে আনিয়ে রেখেচি। তার কাছে সন্ধে-
বেলায়—
সে হবে না, সর্দ্দার! সন্ধে বেলায় মদ খেয়ে আমরা উৎপাত
30 করি কিন্তু উপদেশ দিতে এলে তার চেয়েও হাঙ্গাম হবে,

নরহত্যা করতেও বাধবে না।

আরে ফাগুলাল, চুপ্ চুপ্ ! অস্থানে অসহিষ্ণু হবার দোষ এই যে
তাতে আরো বেশি সহ্য করতে হয়।

শুন্‌লে ত নাৎনী ! তোমাদের পুরুষগুলো—

সর্দ্দারদাদা, মাঝে মাঝে এদের সবাইকে ঘরের হাওয়া খাইয়ে আন

35 তাহলে সব নষ্টামি সহজে সারবে। গোসাঁইয়ের উপদেশে উল্টো হবে।

পাকা কথা বলেচ ! মেয়ে মানুষ, তোমাদের সহজ বুদ্ধিতে
সব সমস্যা সহজ হয়ে আসে। তোমার কথা শুনে মনে পড়চে,

38 ঐ যে রঘুনাথের ব্যামো হল, তাকে যতই বৈদ্যের বড়ি খাওয়ালুম্

তার রোগ বেড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল ; তার দ্বারা আমাদের আর কোন
কাজ হবে না হিসেব করে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম্— এখন খবর
পাচ্চি সে সম্পূর্ণ সেরে উঠেচে। গোসাঁইয়ের উপদেশও সেই বৈদ্যের
বড়ি। এই যে বল্‌তে বল্‌তেই গোসাঁইজি এসে পড়েচেন। প্রভু, প্রণাম।

5 আমাদের এই কারিগরদের মন মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে,
এদের কানে একটু শান্তিমন্ত্র দেবেন,— ভারি দরকার !

বৎস, তোমরা যে স্বয়ং ধরণীর মত। অবিচলিত হয়ে যখন সব
সহ্য কর তখনই সমাজের উন্নতি, স্থিতি, ঐশ্বর্য্য। নিজের প্রাণপাত
করে' সংসারটাকে তোমাদের পিঠের উপরে ধরে রেখেচ।

10 কূর্ম্ম অবতারের মত নিজের বোঝাকে বড় করে নিজেকে তার নীচে
লুকিয়েচ। নরনারায়ণের বাহন তোমরা ! হরি হরি !

বাবা সাতচল্লিশ ফ, একবার বুঝে দেখ, তোমাদের
অশ্রান্ত সেবার গুণেই আমাদের অন্নবস্ত্র যা কিছু। আমি নাম
কীর্ত্তন করি বটে, কিন্তু মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তোমরাই আমার
নামাবলীখানা তৈরি করেচ। তবে ত শরীরটা পবিত্র হল। বড় কম
কথা নয় ! আশীর্ব্বাদ

15 করি তোমরা সর্ব্বদা অবিচলিত থাকো, আর তোমাদের পরে
ঠাকুরের দয়াও অবিচলিত থাক্ ! বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বল দেখি,
হরি হরি হরি হরি ! সব হাল্কা হয়ে যাবে ! হরিনাম আদাবন্তে চ মধ্যে চ।

গোসাঁই ঠাকুর, এতক্ষণ অবিচলিত হয়েই ছিলুম, কিন্তু এখন আর পারচিনে। সর্দ্দারজি, ভুল করচ। সাধুকথায় আমাদের মজিয়ে রাখতে পারবে না। যে টাকা এই গোসাঁই পুষতে খরচ করচ তাতে
20 আরেকটা মদের ভাঁটি খুল্‌তে পারতে। ঐ মোটা-ফোঁটাওয়ালার বাক্যসুধার চেয়ে সেটা তোমাদেরই কাজে বেশি লাগ্‌ত।

আহা, সর্দ্দার, এদের কি সরলতা! হরি হরি! পেটে মুখে এক! মাঝখানে পর্দ্দাটা নেই। আমার মুখের উপদেশ ভালো লাগে না একথা তোমার মত মানুষও আমার মুখের সাম্‌নে বল্‌তে সাহস করত না। আমি কেনারাম
25 গোসাঁই! হায় হায় এদের আমরা শেখাব কি, এদের কাছে আমাদের শিক্ষা করবার ঢের আছে। হরি, হরি!

শিক্ষা দিতে এরা সদ্য সুরু করবে সেইরকম ভাবটা দেখচি। প্রথম পাঠটা আজই বুঝে নেওয়া গেল— দ্বিতীয় পাঠের জন্যে তুমি আর এখানে সবুর কোরো না! তার দায় আমারই থাক্‌।

30 গোসাঁই ঠাকুর, একটু থামো, পায়ের ধুলোটা দাও। আশীর্ব্বাদ কর আমার স্বামীর যেন সুমতি হয়।

নিশ্চয় হবে, নিশ্চয় হবে— সর্দ্দারজি যখন রয়েচেন তখন সুমতির ভাবনা নেই।

প্রভু, আপনি ও পাড়ায় হরিনাম শুনিয়ে আসুন, সেখানকার
35 লোকেরা একটু যেন খিট্‌খিট্‌ করচে।

কোন্‌ পাড়ায় বল্‌লে, সর্দ্দার বাবা?

ঐ যে ট ঠ ড ঢ পাড়ায়। যেখানে ৭১ ট হচ্চে মোড়ল, তার চালা থেকে সুরু করে ১২৩ ঢয়ের চালা পর্য্যন্ত। মূর্দ্ধণ্য ণদের ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ঐ পাড়ার শেষ।

40 বুঝেছি। বাবা, শুনে খুশি হবে, মূর্দ্ধণ্য ণরা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বোধহয় যেন আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে।

এমন কি ওদের সাড়ে আঠারো নিজে এসে আমার কাছে একটা
জপমালা চেয়ে নিলে।

তোমাদের রাজসরকার থেকে কিছু বেশি করে' জপমালা আনিয়ে
দিয়ো।

আহা নারদ বলেচেন, অশান্ত চিত্তের পক্ষে জপ হচ্চে কেমন যেমন
সাপের ফোঁসের উপরে সাপুড়ের

45 বাঁশি। এখন তবে আসি। সন্ধেবেলায় আমার ওখানে প্রভুর নাম-
কীর্ত্তন হবে,

46 সময় মত একবার এসো। হরি হরি!

7 ওহে উনসত্তর ঙ ও পাড়ার মেজাজটা যেন কেমন দেখচি।

সর্দ্দারজি, আমার চোখ দুটোর একটু দোষ হয়েচে, নানাকারণে
তোমার মত অত বেশি পষ্ট দেখ্‌তে পাইনে।

কিন্তু ওদের রকমটা যেন—

5 তা হতেও পারে। ঐ যে গোসাঁইজি এদের কূর্ম্ম অবতার বল্লেন—
কথাটা সত্য। কঠিন বর্ম্মের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে এরা স্থির হয়ে অনেক
সহ্য করে। কিন্তু শাস্ত্র পড়েচ, তুমি ত জান, অবতার বদল হয়ে
থাকে। দায়ে পড়লে কূর্ম্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, তখন বর্ম্মের বদলে
দন্ত বেরিয়ে পড়ে, ধৈর্য্যের বদলে গোঁ দেখা যায়। অবতারদের বেশি
10 না ঘাঁটানোই ভাল। ওদের ঠাণ্ডা রাখলে ওরা অনন্ত শয়নে শুয়ে
দিব্যি নিদ্রা দিয়ে থাকে টুঁ শব্দটি করে না!

বিশু বেহাই তুমি কি বকচ তার ঠিক নেই। সর্দ্দারদাদা, আমার
কথাটা ভুলো না।

কিছুতেই না। তুমি যা বলেচ তা খাঁটি কথা গোসাঁইয়ের উপদেশ
কোনো কাজের নয়। তোমরা মেয়েরা আছ তোমাদের উপরেই
15 আমার বেশি ভরসা। তোমরা রস দিয়ে এদের বশে রাখো
তার কাছে কি শাস্ত্র কথা লাগে?

সর্দ্দার দাদা, আমরা রস দেব যে পাত্র ভরে' আমাদের ঘর,
সেই ঘর চাই

যে— নইলে রস বিগ্‌ড়ে যাবে। দোহাই তোমার, দোহাই ধর্ম্মের, তোমার এই পাতালপুরীর মাতালদের বাঁচতে দাও!

20 দেখ নাৎনী আজ তুমি যা বল্‌লে তার মধ্যে বিচার করবার কথা ঢের আছে। আমি ভুলব না, সে তুমি পরে দেখে নেবে। এখন তবে যাই, আমার ত একজায়গায় কাজ নয়।

আহা দেখ্‌লে! সর্দ্দার লোকটি কিন্তু মন্দ নয় সবার সঙ্গেই হেসে কথা!

25 মকরের দাঁতের একটা গুণ হচ্চে তার হাসি, আরেকটা তার কামড়। হাসির মানে বুঝতে দেরি হয় কামড়ের মানে এক পলকেই বোঝা যায়।

বিশু বেয়াই, আমি ত হাসির মানে বুঝি খুসি, তুমি সর্দ্দারের যা দেখ তাতেই সন্দেহ কর।

30 তুমি সর্দ্দারের যা দেখ তাতেই মুগ্ধ হও।

আমি হাসির মানে কি বুঝলুম বলব? উনি এখনি মকরের সভায় মন্ত্রণা দিতে চল্লেন। এইবার নিয়ম হবে এখানে পুরুষ কারিগরের সঙ্গে তাদের স্ত্রী আসতে পারবে না।

কেন?

35 আমরা যে মানুষ নই, কেবল সংখ্যা,

36 স্ত্রীরা থাকলে সেই হিসাবটা একটু ঘুলিয়ে যায়। আমরা আমাদের স্ত্রীর স্বামী আবার

8 আমরা হ য ব র ল পাড়ার ১৪৫ থেকে ৫৭৭, এ দুটো কথার সুর ঠিক মেলে না।

ওমা, তাই বলে স্ত্রীগুলোকে একেবারে বাদ দিয়ে ফেল্‌বে? কেন, ওদের

নিজের ঘরে স্ত্রী নেই— তারা মেয়ে মানুষ নয়?

5 বেয়ান, তারাও যে সোনার তালের মদ খেয়েচে— তারা কি তোমাদের

দেখতে পায়, না আমাদের? নেশায় তারা তাদের স্বামীদের ছাড়িয়ে

গেছে ; স্বামীরা যদি বা আমাদের এক দুই কিম্বা শিকি বা আধখানা বলেও গণ্য করে,

তাদের সোহাগের স্ত্রীরা আমাদের একেবারেই শূন্য দেখে।

দেখ চন্দ্রা, অনেকক্ষণ সহ্য করেচি আর সইবে না, আমার মদ

10 কোথায় লুকিয়েচ, বের কর।

বেয়ান, তুমি ভয় পাচ্চ, মদে আমাদের পশু করে ফেলে, কিন্তু কেবল সংখ্যা হয়ে থাকার

চেয়ে পশু হওয়া ভাল, এই মনে রেখে একটু দয়া কোরো।

তোমার স্ত্রী নেই বুঝি, বিশু বেহাই ?

একদিন ছিল। যতদিন চরের কাজে ভর্ত্তি

15 ছিলুম ততদিন সর্দ্দারনিদের কোঠাবাড়িতে তার তাস

খেলার ডাক পড়ত। যখন বিশুদের

দলে যোগ দিয়ে কোদাল কাঁধে করলুম ও পাড়ায় তার নেমন্তন্নও বন্ধ হল।

সেই ঘৃণায় লজ্জায় সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল।

বেয়াই, তুমি আমাদের সঙ্গে এস ! ও যখন একলা মদ খেতে বসে

20 তখন বড় ভয় করি। তুমি থাক্‌লে তবু—

আচ্ছা চল।

(নেপথ্যে)

পাগ্‌লা ভাই !

কি পাগ্‌লী !

25 ঐ আস্‌চে তোমার খঞ্জন। তাহলে আজকের মত বিশুদাদাকে আর পাওয়া যাবে না। চল চন্দ্রা আমার [আমরা] যাই।

কেন, বেয়াই, খঞ্জনকে পেলে তোমার নেশায় পর্য্যন্ত খেয়াল থাকে না কেন ?

আমি তোমাকে আসল কথাটা বলি বোঝ আর নাই বোঝ। এই যক্ষ-

30 পুরীতে এসে শুধু যে প্রাণের গভীর তলাকার সুখটিকে ভুলেচি তা নয়। সেখানকার

দুঃখটিকেও ভুলেচি। ওকে দেখ্‌লে আমার সেই দুঃখ জেগে ওঠে।

তোমার আবার গভীর দুঃখটা কি শুনি—

সে কথা কাকে বল্‌ব? জীবনের একটা এপার আছে, আর একটা ওপার আছে। সেই দু'পারে আর মিল্‌ল না। তাদের

35 মাঝখানে বিচ্ছেদের ধারা কেঁদে বয়ে যায়।

ওকে আমি সেই

37 কান্নারই গান শোনাই। বেয়ান, তোমরা আর দেরি কোরো না, যাও।

9 পাগ্‌লা ভাই।

কি পাগ্‌লী।

দুর্গের বাইরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল

তুমি শুনেছিলে?

5 আমার সকাল কি তোর সকালের মত, যে, গান শুনতে পাব? এ সকাল যে ক্লান্ত

রাত্তিরের ঝেঁটিয়ে ফেলা উচ্ছিষ্ট।

ওরা গান গাচ্ছিল, "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে।" এখান থেকে বেরবার পথ ত সব বন্ধ, মনে করলুম প্রাকারের উপর চড়ে আমিও ওদের গানে যোগ দেব।

10 সর্দ্দারের চেলারা কিছুতে পথ দেখিয়ে দিল না। তাই তোমার কাছে এসেচি।

আমার কাছে এসেচিস্? আমি ত দুর্গের প্রাকার নই।

হাঁ, পাগল, তুমি আমার দুর্গের প্রাকার। আমি তোমার কাছে এলেই বাইরের আকাশ দেখ্‌তে পাই।

15 তোমার মুখে ওকথা শুন্‌লে আমার আশ্চর্য্য মনে হয়।

কেন?

এই যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল আমার মনে হ'ত, আর যাই থাক্ জীবন থেকে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেচি— এখানকার টুক্‌রো মানুষের

[টুক্‌রো]

গুলোর সঙ্গে মিলিয়ে তাল পাকিয়ে গেচি, সেই পিণ্ডের মধ্যে
কোথাও ফাঁক নেই,
20 তার থেকে আমার আস্ত আমি বলে পদার্থটা উদ্ধার করা অসম্ভব।
এমন সময় তুমি তোমার ঐ আশ্চর্য্য
দৃষ্টি নিয়ে কোথা থেকে এলে, আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে
যে, আমি বুঝতে পারলুম তুমি আমাকে দেখ্‌তে পেয়েচ,
আমি এখনো হারিয়ে যাইনি।
পাগল ভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে গোপন একখানা আকাশ আছে
সেইটে তোমায় আমায় মিলে ভাগ করে নিয়েচি।
একটি গোধূলির আকাশ। সেখানে আমি হচ্চি একটা
মরু পাহাড়ের
25 নির্জ্জন চূড়া আর তুমি হচ্চ সন্ধ্যার তারাটি।
সেখানে তুমি গান কর আর আমি শুনি।
আমার মধ্যে যে সুর কোথাও বাকি ছিল তা আমি জানতুম না,
তোমাকে দেখেই আমার গান কেঁদে জেগে উঠেচে।
তোমায় গান শোনাব তাইত আমায় জাগিয়ে রাখো
30 ওগো, ঘুম-ভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাইত ডাকো
ওগো দুখ-জাগানিয়া।
এল আঁধার ঘিরে,
পাখী এল নীড়ে,
35 তরী এল তীরে
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় না কো—
ওগো দুখ জাগানিয়া।

10 পাগল, একি তুমি আমাকেই বল্‌চ?
হাঁ।
আমি তোমার দুখ-জাগানিয়া? কি দুখ তোমার জাগালুম?
জান না? তুমি যে আমাকে পাগ্‌লা বলেছিলে সে তুমি কি না

5 জেনেই বলেছিলে? আমাকে ক্ষ্যাপা হাওয়ায় কোন্ একদিন বেড়ার ভিতর
থেকে বের করে দিয়েছিল— বাঁধা পথ থেকে দুঃখের পথে—
যে জন লুকিয়ে আছে তাকেই খুঁজে বেড়াবার দুঃখ—
আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে।
সেই খুঁজে বেড়াবার দুঃখটি এই যক্ষপুরীতে এসে হারিয়ে ফেলেছিলুম।
10 তুমি আমার সেই না-পাওয়া ধনের দূতী :
আমার হারানো দুঃখকে সঙ্গে করে এনেচ।
আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্না ধারার দোলা তুমি থাম্‌তে দিলে না যে।
তুমি যে তার পরশ নিয়ে এলে।
15 কার পরশ?
ওগো সুন্দরী, সেই চির বিস্ময়ের।
আমায় পরশ করে',
প্রাণ সুধায় ভরে'
তুমি যাও যে সরে',—
20 বুঝি আমার সুরের আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো—
ওগো, দুখ-জাগানিয়া।
তবে আমি তোমাকে একটা কথা বলি, পাগ্‌লা।
বল।
তুমি যে দুঃখের কথা বল আমি আগে তার কিছুই জান্‌তুম না।
25 কেন, তোমার রঞ্জনের কাছে—
রঞ্জনের কাছে এর কোনো খবরই পাইনি। দুই হাতে দাঁড়
ধরে' সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার পিঠে
চড়িয়ে তার কেশর ধরে সে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে
যায়; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার
30 ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হাসে; শ্রাবণের রাতে হঠাৎ বান ডেকে
এলে ভাঙনের মুখে সে বাঁধ বাঁধতে ছোটে; আমাদের গ্রামের নাগাই
নদীতে যখন প্রথম বর্ষার ধারা এসে পৌঁছয় তখন রঞ্জন তার উপর

ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে স্রোতটাকে যেমন তোলপাড় করে'
তোলে, আমাকে কাছে পেলে সে আমার ভিতর বাহির ঠিক
35 তেমনি করেই তোলপাড় করে' ঢেউ খেলিয়ে দিতে থাকে। প্রাণ
নিয়ে সে হারজিতের খেলা করে ; ভয় নেই ভাবনা নেই ; বারে
37 বারে সে জিতেই এসেচে,— সেই খেলাতেই সে আমাকে

11 জিতে নিয়েচে। জিতে নিয়ে তার হাসি, আমি তার সেই কলহাসিই
শুনে এসেচি। কিন্তু, পাগ্‌লা, সেই বাজি-জিতের খেলার
ভিতর থেকে
কে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় ? খেলার ঘরে হাজার বাতি
জ্বলচে, সেখান থেকে তুমি বেরিয়ে যাও, গহন রাতের মধ্যে, তারার
5 আলোর ইসারা মেনে— সেখান থেকে আমাদের হাসির মাঝখানে
যে বাঁশির সুর
নিয়ে এস তাই শুনে আমার মনের মধ্যে আজ গান জেগেচে—
মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম-সমান !
পাগ্‌লা, সেইজন্যে বারে বারে আমি তোমার কাছে ছুটে আসি।
কি জন্যে ?
10 তোমার গানের ভিতর দিয়ে আমি রঞ্জনকে পেয়েছি, একেবারে
ব্যথায় ভরে।
যে রঞ্জনকে পাওয়া যায় তাকে তুমি দেখেছিলে,
যে রঞ্জনকে পাওয়া যায় না আজ তারি কথা আমার কাছ থেকে
শুনে নাও।
পাগ্‌লী, আমার মনের মধ্যে তুইও ত অকূলকে জাগিয়ে
15 তুলেচিস্, তাই, তোকে বলি, দুখ জাগানিয়া।
ও চাঁদ, চোখের জলের জাগল জোয়ার
দুখের পারাবারে
আজ হল তাই গলাগলি এপারে ঐপারে।
আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন যে তার গেল খুলে,
20 উতল হাওয়ায় যায় নিয়ে তায় ঐ অচেনার ধারে।

এখানে যক্ষপুরীর সুরঙ্গ খোদার কাজে তুমি কেন এসেছিলে, পাগল!
একজন মেয়ে আমাকে এইখানে ভুলিয়ে এনেছিল। সূর্য্যাস্তের
সোনার মেঘপুরী দেখ্‌ব বলে আমার ঘরে যে জান্‌লাটা খুলেছিলুম
সেইখান থেকে সে বসে বসে দেখেছিল এখানকার সর্দ্দারদের
ইমারতের সোনার চূড়াটা। ঐ ইমারতের মধ্যে আমি তার
যাতায়াতের

25 পথ করে দিই এর বেশি সে আমার কাছে আর কিছু চায় নি।
আমি তার কাছে পৌরুষ দেখিয়ে

বল্লুম, আচ্ছা, আমিও সর্দ্দার হ'ব। এতদিনে আমি সর্দ্দার হতুম—
কিন্তু ভিতরকার পাগ্‌লাটা আমাকে হ'তে দিলে না; সোনার চূড়োর
নীচে আমার জায়গা হয়েছিল, সে আমাকে ঠেলে বের করে দিলে—
আমি ঐ অন্ধকার সুরঙ্গের মধ্যে কোদাল কাঁধে প্রবেশ করলুম,
সেখানে আকাশ নেই, অবকাশ নেই,

30 আলো নেই, আরাম নেই, একটি মাত্র সুখ আছে যে, আমি
মানুষকে অপমান করচিনে, মানুষের অপমানের ভাগ নিচ্চি।
পাগল ভাই, আমি এসেচি তোমাকে ঐ সোনার পাতালপুরী থেকে
বের করে আনবার জন্যে।
আমার কত ভাগ্য যে, তুমি এখানে এসে পড়েচ।

35 তোমার যে কোথাও বাধা নেই। তুমি যখন

36 এখানকার মকররাজকে পর্য্যন্ত ভালবাস্‌তে পারো তখন তোমাকে

12 ঠেকাতে পারে কিসে? আচ্ছা, ওকে তুমি ভয় কর না?
ওকে ঐ জালের বাইরে থেকে ভয় করে। কিন্তু একদিন
যে আমি ওর ঘরের ভিতরে গিয়েছিলুম। সেখানে ওকে
আমি পূরোপূরি

দেখেচি।

5 কি রকম দেখ্‌লে?
একেবারে চম্‌কে উঠ্‌লুম। মনে হল প্রকাণ্ড একটা
মানুষ। কপালখানা যেন একটা সাতমহলা বাড়ির সিংহদ্বার—

আর হাত দুটো যেন দুর্গের লোহার আগল
আমার মনে হল যেন রামায়ণ মহাভারতের কেউ—
10 যেন যুগযুগান্তরের মানুষ, যেন ভীষ্মপিতামহ।

বল কি ? ভীষ্ম পিতামহ ?

সেই রকমের একলা, ভয়ানক একলা। ওর ডান হাতের উপর বাজপাখী বসে ছিল তাকে দাঁড়ের
উপর বসিয়ে রেখে আমার মুখের দিকে চাইলে। আমি গিয়ে ওর হাত ধরলুম। প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়ে গেল— তারপরে বাঁ হাত দিয়ে
15 আস্তে আস্তে আমার হাতের উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। আমি বল্‌লুম, "আমি তোমার সব কাজ করে দেব।" ওর চোখের উপর পাতা নেবে এল,— একটুক্ষণ বসে ভাবলে। তারপরে জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে তোমার
ভয় করে না ?" আমি বল্লুম, "একটুও না।" আমাকে তুমি ভালবাস্‌বে ?" আমি বল্লুম, "হ্যাঁ ভালবাসব।"

20 তুমি ওকে সত্যি ভালবাসো, পাগ্‌লী ?

হাঁ, সত্যি, বাসি। কি রকম বল্‌ব ? মনে কর না, ও যেন দুতিন হাজার বছরের বটগাছ, ওর মজ্জায় মজ্জায় অনেকদিনের প্রাণ অনেকদিনের শক্তি সব জমা হয়ে আছে। আমি যেন পাখী ; ওর প্রকাণ্ড একলা অন্ধকারের
এক কোণে আমি যদি একটি বাসা বাঁধি তাহলে আমার মনে হয় যেন ওর
25 গুঁড়ির ভিতর পর্য্যন্ত খুসি হয়ে ওঠে। সেই খুসিটুকু ওকে আমার দিতে ইচ্ছে করে।

তারপরে আর ওকে তুমি দেখনি ?

দেখেচি। একদিন ওকে আমি জিজ্ঞাসা
করলুম, "কেন তুমি আমাকে এখানে এনে রেখেচ ? আমাকে
30 কেন যেতে দিচ্চ না ?" ও আমার চোখের দিকে চোখ রেখে বল্‌লে, "আমি তোমাকে জান্‌তে চাই।" আমার কেমন গা শিউরে উঠ্‌ল। আমি বল্‌লুম, "আমার

মধ্যে জানবার কি আছে ? আমি কি তোমার পুঁথি।" সে আমাকে
বল্‌লে, "পুঁথিতে যা আছে সব আমি জানি, তোমাকে জানিনে।"
তারপরে বল্‌লে, "রঞ্জনের কথা তুমি আমাকে বল। বল তাকে
35 কি রকম ভালবাস।" আমি কতক্ষণ বলে গেলুম কত কি কথা
36 তার ঠিক নেই। ও আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে শুনে গেল।

13 হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে উঠ্‌ল, "ওর জন্যে তুমি প্রাণ দিতে পার ?"
আমি বল্লুম "এখ্‌খনি।" ও বল্‌লে, "তাতে তোমার কি লাভ ?"
আমি বল্লুম, "তা আমি জানিনে।" খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে থেকে
ও কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল— বল্‌লে, "যাও, যাও, তুমি শীঘ্র আমার
5 ঘর থেকে চলে যাও।" আমি বল্‌লুম, "কেন ?" ও বল্‌লে,
"আমার সব কাজ নষ্ট হয়ে যাবে।"
আমি কিন্তু তার মানে বুঝতে পারলুম না। কেন নষ্ট হবে ?
বুঝতে পারচ না ? এতদিন ও কেবল জানার হিসেব নিয়ে ছিল
তুমি ওকে
না-জানার খবর দিয়েচ।
10 ডাঙার মানুষকে সমুদ্রের ডাক শুনিয়েচ। তুমি গাচ্চ :
তোর/ পাকা ফসল জমিয়ে কেন রাখিস মাঠে ?
তরীতে বোঝাই দিয়ে খুসি হয়ে
পার করে দে পারের ঘাটে।
তোমার এই চুকিয়ে ফেলবার কথাটা
ও কিছুতেই বুঝতে পারচে না। তাই তোমাকে ও ভয় করে।
15 তার পরের দিন কি হয়েছিল জানিনে ওর দরজা
খোলাই ছিল, এমন কখনো হয় না। আমি হঠাৎ
ঘরে ঢুকেই চম্‌কে উঠ্‌লুম— সে কি চেহারা !
মুখের চামড়া ঝুলে পড়েচে, চোখের পাতা তুল্‌তে
পারচে না। যত বড় ওর প্রকাণ্ড শক্তি দেখেচি তত বড়ই প্রকাণ্ড
দুর্ব্বলতা।
20 আমি চোখ বুজে বল্‌লুম, "তোমার এ চেহারা আমি দেখ্‌তে পারিনে।"

ও বল্‌লে, "খঞ্জন, এইত আমার সত্যিকার চেহারা। একি
তুমি সইতে পারবে না?" সেই মেঘের ডাকের মত ওর আওয়াজ
কোথায়
গেল?" স্বর কি ক্ষীণ, কি দুর্ব্বল, কি করুণ! আমার মনের মধ্যে ভারি
দয়া হল, আমি গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলুম, বল্‌লুম, "তোমাকে
25 শুশ্রূষা করব, তুমি নিশ্চয় অনেকক্ষণ খাওনি, কি খাবে বল।"
ও বল্‌লে, "খাইনি, খাইনি। কাল যখন তুমি চলে গেলে, আমার
মনে হল, খেয়ে খেয়ে আর থাক্‌তে পারিনে। শক্তি কেবল
শক্তি খায়, আর বলে, আমি থাক্‌ব, আমি থাক্‌ব। কিন্তু কি হবে
থেকে? ক্রমাগতই এই থাকার পেট ভরিয়ে ভরিয়ে চলা,
30 এ কি বীভৎস থাকা?
কেবল একদিন একরাত্রি খাওয়া বন্ধ করেছি
অমনি দেখ আমার সব যেন মরা নদীর
পাঁকের মত।
তোমার ভয় হচ্চে?"
35 আমি বল্লুম, "না, না,
আমার কিচ্ছু ভয় নেই; আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই, মা যেমন
ছেলেকে
বাঁচাতে চায় নিজেকে দিয়ে।" আমার কথা শুনে মস্ত ঐ স্থবির একটু
যেন জোর পেলে। ব্যাকুল হয়ে বল্‌লে, "তুমি সত্যিই চাও যে আমি
বাঁচি? তুমি যদি খুসি হও, তাহলে যেমন করে পারি আমি মরব না,
মরব না।
40 এখন যাও, আমি তোমাকে বলে রাখচি
আমি বাঁচব।" তারপরে আমি কতদিন ওর ঘরে গেচি, ফুল
দিয়ে ওর ঘর সাজিয়ে এসেচি— আমার মনে হত ও লুকিয়ে কোথা
43 থেকে আমাকে দেখ্‌ত— কিন্তু আর আমাকে দেখা দেয়নি। পাগল
ভাই, ওর উপরে দয়া হয় না তোমার?

14 যেদিন ওর পরে বিধাতার দয়া হবে সেদিন ও মরবে।

কিন্তু তুমি জান না ও কি রকম বাঁচতে চায়।
সেইজন্যেই ত ওর বাঁচাটা ভয়ঙ্কর।
না, না, অমন কথা বোলো না।
5 ওর বাঁচা বল্‌তে যে কি বোঝায় সে আমি তোমাকে আজই দেখাব।
জানিনে, সইতে পারবে কিনা।
ঐ দেখ ছায়া। সর্দ্দার আমাদের কথা শোনবার চেষ্টা করচে।
এখানে ত চারদিকেই সর্দ্দারের ছায়া, ওকে কোথাও এড়িয়ে চল্‌বার জো নেই। ওকে তোমার কেমন লাগে?
10 একটুও ভাল লাগে না। ওর মত মরা জিনিষ আমি দেখিনি। ও যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত, ওর পাতা নেই, ফল নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, কোথাও কিছু দরদ নেই শুকিয়ে লিক্‌লিক্‌ করচে।
ঠিক বলেচিস্‌, ওর মরার মধ্যে বিরাম নেই, ও মরেই চিরদিন টিঁকে আছে। প্রাণকে শাসন করবার জন্যেই ও প্রাণ দিয়েচে—
15 মকরের চেয়েও ও কৃপাপাত্র।
চুপ কর চুপ কর, পাগল ভাই, তোমার কথা ও শুন্‌তে পাবে।
চুপ করাকেও যে ও শুন্‌তে পায় তাতে আপদ আরো বেশি, তার চেয়ে কথা শুনিয়ে দেওয়া ভাল। আসল কথা জানিস্‌, পাগ্‌লি, যখন
আমি সুরঙ্গ খোদার কারিগরদের সঙ্গে থাকি তখন আমি কথায়
20 বার্ত্তায় সর্দ্দারকে সাম্‌লে চলি। কিন্তু তোর সামনে সাবধান হতে ইচ্ছাই
হয় না। মন বলে, যতদূর যা হবার তা হোক্‌ গে। ঐ যে সর্দ্দার এসেচে।
কি গো, ৬৯ঙ, খঞ্জনের সঙ্গে জুটেচ। সকলেরই সঙ্গে তোমার প্রণয় চলে দেখচি, বাছবিচার নেই।
এমন কি, তোমার সঙ্গেও সুরু হয়েছিল, কিন্তু রাখ্‌তে পারলুম না।

25 কি নিয়ে আলাপ চল্‌ছিল।

তোমাদের এই দুর্গ থেকে কি করে খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে আসা যায় আমরা সেই পরামর্শ করছিলুম।

বল কি, এত সাহস? কবুল করতেও ভয় নেই?

সর্দ্দারজি, মনে মনে ত সব জানই। খাঁচার পাখী খাঁচার শলা-গুলোকে যখন ঠোকর মারে সে আদর করে' নয়

30 এ কথা কবুল করলেই

কি আর না করলেই কি।

আদর করে না সেটা জানি কিন্তু ভয়ও করে না সেটা কিছুদিন থেকে জানান্

দিচ্চে।

সর্দ্দারজি, তুমি যে বলেছিলে রঞ্জনকে এখানে এনে দেবে, কই

35 কথা রাখলে না?

36 কথা যদি না রাখি তখন আমাকে বোলো।

15 কিন্তু আর কত দেরি করবে?

দেরি করব না। কিন্তু আমি বলি কি তুমি আমাদের রাজার হুকুম নিয়ে যেখানে খুসি বেরিয়ে চলে যাও না।

রাজাকে একলা ফেলে?

5 একলা? তোমার কথাটার মানে কি হল বুঝে নিই।

একলা নয়ত কি? আমি ছাড়া তার কাছে যায় এমন

তার আর কে আছে?

মায়াবিনী তুমি তার সেই একলার শক্তিকে ভেঙে দিতে চাও?

কেন, ও কারো সঙ্গে মিলবে না? ওর এত বড় শাস্তি?

10 না, মিল্‌বে না, ও দখল করবে। সূর্য্যকে তার একলা আকাশ থেকে কে

নাবিয়ে আন্‌বে? ও যে তফাতে থাকে সেই তফাৎই হচ্চে ওর সিংহাসন। সর্ব্বনাশী, তুমি ওর সেই সিংহাসনের পরে লক্ষ্য করেচ, ভাব চ

কি, আমরা তা জানিনে ?

আর তোমরা বুঝি সেই সিংহাসনের থাম ?

15 হাঁ, আমরাই ত

কঠিন পাথর দিয়ে গাঁথা, মানুষের বুকের পাঁজরের উপরে ভিৎ-গাড়া, তবুও সেই বুকের থেকে অসীম তফাৎ। এত বড় তফাতের ভার কি চির দিন জগৎ সইবে ?

যদি সেই বুকের ব্যথা, ঐ থামের পাথরের মধ্যে

20 প্রবেশ করতে পথ পেত তাহলে সিংহাসন টলে যেত। সেইজন্যেই ত সে পথ একেবারে বন্ধ।

সর্দ্দারজি, আজ ত তোমাদের এখানকার সব অদরকারীদের বিদায় করে দেবার দিন। আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্চি সেই সঙ্গে খঞ্জনীকে আজ এখান থেকে চলে যেতে দাও। ওকে নিয়ে তোমাদের সুবিধে হবে না।

25 আর সেই সুযোগে তুমিও বুঝি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে ?

তাহলে ত গোড়াতেই বেরিয়ে পড়তুম। আমি একলা পালাবার মানুষ নই। যদি কোনোদিন এরা সবাই ছুটি পায় তবে আমার ছুটি হবে।

আর আমিই বুঝি একলা চলে যাব ?

30 বাইরে তোমার যে রঞ্জন আছে। আমার ত কেউ নেই। এখানকার এরাই যে আমার সব।

রঞ্জনও এখানে আসবে। তাকে ত এখানে আস্‌তে দেবে সর্দ্দার ?

নিশ্চয় দেব। তাকে বাইরে রেখে দেওয়ার চেয়ে এখানে

35 আনা ঢের ভালো। কি জানি আজই হয়ত তুমি তাকে দেখ্‌তে পাবে।

16 আমারো যেন তাই মনে হচ্চে। আজ সকালে আমি যেন

তার গলা শুন্‌তে পেয়েচি। কিন্তু তোমাদের রাজা যে আজই বলেছিল
এখন তাকে আস্‌তে দেবে না।

বোধহয় তোমাকে চম্‌কিয়ে দিতে চায়।

5 তাই হবে। নিশ্চয় তাই হবে। আমার মন যে বল্‌চে আজ
এতদিন পরে তাকে আমি পাব। এই নাও, এই কুঁদফুলের মালা
আমি তোমাকে পরাচ্চি।

নষ্ট কোরো না। ও বরঞ্চ তোমার রঞ্জনের জন্যে রেখে দিলেই
ভাল করতে।

না, না, ও তোমার রইল।

আচ্ছা, এখন তাহলে আমি রঞ্জনের খবর নিতে চল্লুম।

10 ভালোবাসি

কাছে দূরে

এই সুরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি!

শুন্‌তে পাচ্চ? ওগো, আমার গলা শুন্‌তে পাচ্চ?

কি বল্‌তে চাও বল।

15 তুমি জান্‌লার কাছে এসে দাঁড়াও।

এই ত এসেচি।

আমার খুব বিশ্বাস তুমি ভাল, তোমাকে আমি ভালোবাসি।
আজ আমি তোমাকে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব— তোমার
সঙ্গে অনেক কথা বলবার আছে।

20 না, এখনো তোমার আসবার সময় হয় নি।

ও কিও, তোমার হাতে ও কি!

একটা মরা ব্যাং!

কি করবে ওকে নিয়ে?

ঐ ব্যাং তিন হাজার বছর আগে একটা পাথরের
25 কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। সেই পাথরের সব ছিদ্র বুজে গিয়ে
একটি কেবল
বাকি ছিল। এই পাথরের আড়ালে এই ব্যাং তিন হাজার বছর
টিঁকেছিল। এই টিঁকে থাকার বিদ্যেটা ওকে পরীক্ষা করে

শিখে নিয়েচি। চারদিকে পাথরের আবরণ কি করে গড়তে হয়
তাও জানি।

কিন্তু ওর কাছ থেকে তার বেশি আর কিছু পাওয়া গেল না।

30 গুঁড়ি কি করে মরে না তা জানলুম কি করে ফুল ধরে তা
শিখতে বাকি রয়ে গেল। ওকে তাই আজ পাথরের আবরণ
ভেঙে ফেলে টিঁকে থাকার কারা থেকে মুক্তি দিলুম। এখন ও
মরে' সবার সঙ্গে মিশে যাক্।

তোমাকে আমি এই কথাটা বল্‌তে এসেচি যে, আমার মন
35 বল্‌চে আজ রঞ্জন আসবে।

যদি আসে ত তোমাদের মিলন আমি দেখ্‌তে চাই।

এই জালের আড়াল থেকে তোমার ঐ চষমার ভিতর দিয়ে
দেখ্‌তে পাবে না।

আচ্ছা আমার ঘরের ভিতর বসিয়ে দেখব।

40 কেন তাতে তোমার কি হবে?

এই জিনিষটা আমি জানতে চাই। আমার মনে হচ্চে যেন
আমি জানতে

42 পারব।

17 তুমি যখন জানবার কথা বল তখন আমায় কেমন ভয় করে।

কেন?

আমার মনে হয় যেটাকে জানা যায় না শুধু বোঝা যায় সেইটের
উপর তোমার একটুও দরদ নেই।

5 দরদ নেই তা নয়, তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। পাছে ঠকি।

মানুষের মন যখন ভরে ওঠে তখন সে ঠক্‌তেও ভয় করে না।
আজ সকাল থেকে আমার মন ভরে আছে।

তুমি ত আমার কুঁদ ফুলের মালা নিলেনা, তোমাকে আমার গানটা
শুনিয়ে দিয়ে যাই।

10 আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,

দিগন্তে কার কালো আঁখি
আঁখিজলে যায় ভাসি !

না, না, গান আজ নয়। তুমি থাম !

15 আমি শোনাবই। আমার পাগ্‌লা 'সাথী আছে সেও যোগ দেবে

সাথী না হলে বুঝি তোমার চলে না ?

না, আর্দ্ধেক সুর আমার, আর্দ্ধেক আমার সাথীর গলায়। দুইয়ে মিলে আমার একখানি গান।

সেই সুরে সাগর কূলে
20 বাঁধন খুলে'
অতল রোদন উঠে দুলে'।
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে যাওয়া গানের বাণী
25 ভোলা দিনের কাঁদন হাসি ॥

মরা ব্যাং রেখে দিয়ে পালিয়ে গেচে। গান শুনতে ও ভয় পায়।

বোধহয় ওর বুকের মধ্যে যে ব্যাংটা আছে গান শুন্‌লে তার মরবার ইচ্ছে হয়— তাই ওর ভয় লাগে।

পাগ্‌লা ভাই, তুমি ত জান এখানে কোন্ পথ দিয়ে নতুন
30 লোক নিয়ে আসে, চল সেই দিকের জানলার কাছে দাঁড়াই গে। সেখানে তোমার সেই গানটা গাব—

নূতন পথের পথিক আসে সেই পুরাতন সাথী,
মিলন উষায় ঘোমটা খসায় মোর বিরহের রাতি।
যারে বারে বারে হারিয়ে ফেলে
35 আজ প্রাতে তার দেখা পেলে
36 পায়ের তলে ধূলার পরে দেব হৃদয় পাতি'।

18 তাকে ভয় করবে না ত ?

ভয় কিসের ?

পুরো মানুষকে ভয় করে না, টুক্‌রো মানুষ ভয়ঙ্কর।
শুধু দুপাটি দাঁত জিভ
5 আর ক্ষুধা, অথচ পেট নেই, গা শিউরে ওঠে না?
এই মানুষটাকে দেখে আমার সেইরকম মনে হয়। অনেক দিন ত
আছি, তবু ভয় গেল না।
আমাকে কেন এনেচ, কি করতে হবে, বুঝিয়ে দাও!
জগতে যা-কিছু জানবার আছে সমস্তই ও জানতে চায়।
10 বস্তুতত্ত্ব নিয়ে আমার যতটা বিদ্যা ছিল প্রায় শেষ হয়ে এল!
তুমি ত জান, আমি কেবল পুরাণ আলোচনা করেচি।
তা বেশ, এখন কিছুদিন তোমার ঐ পুরাণ কথা নিয়েই চলুক।
তুমি এখানে আছ কি সুখে।
পুঁথি পত্র যা চাই তাই পাই। বিদ্যের মধ্যে ক্রমাগতই তলিয়ে
চলেচি
15 আর কিচ্ছুই জানিনে। সুখের কথা কি বল্‌চ? সুখ চাইওনি।
তবে?
নেশা। জানার পরে জানা, তারপরে জানা, নেশার অন্ত নেই।
কেবলি
নতুন জানার ঢোঁক গিল্‌তে গিল্‌তে অন্য যা কিছু সব ভুলেই গেচি।
ওকেও সেই নেশা জোগাচ্চ?
20 এতদিন ত তাই চলছিল। কিছুদিন থেকে হঠাৎ ক্ষেপে উঠে
বলতে সুরু
করেচে "কিছুই কোথাও পৌঁচচ্চে না।" আমি ওকে বলি, নেশা কি
কোথাও পৌঁছয়? শুধু এগোয়।
কেন, হঠাৎ কি হ'ল?
ও বলে, "বস্তুর কথা ঢের শুনেচি, আর ভাল লাগে না।
কথাটা ঠিক বটে আমরা বিদ্যার
25 অন্তঃপুরে সিঁধ কাট্‌চি— একটা দেয়াল ফুটো করা সাঙ্গ হতেই
পিছনে দেখি আরেকটা দেয়াল।
আশ্চর্য্য! সেদিন ঠিক এই উপমাই ও দিয়েছিল। বাঘের মত মুঠো

তুলে আকাশকে ঘুষো বাগিয়ে বল্লে, সিঁধ কেটে দেয়ালের অন্ত পাব
না, ভাঙনের পাটকেল চাপা পড়ে পড়েই মন বুজে যাবে।
30 যে আলোর সাম্‌নে দেয়াল মিলিয়ে যায় সেই আলোর
খবর যে জানে তাকে খুঁজে নিয়ে এস। নইলে যাও, আমার
যক্ষপুরীর মজুরদের
সঙ্গে সুরঙ্গ খুঁড়তে যাও। তাতেও কিছু কাজ হবে।"
বাবা, এ ত সোজা লোক নয়। শেষকালে কি—
হাঁ দাদা, এখানকার টানটাই হচ্চে ঐ যক্ষপুরীর সুরঙ্গ খোদার
দিকে। বুদ্ধি বিদ্যে
35 মনুষ্যত্ব সবই ঐদিকে ঝুঁকতে থাকে।
সেই শূন্যটা হাঁ করে থাকে বলেই মানুষ এক একবার চম্‌কে ওঠে।
বলে ওর উল্টো
37 পথটা কোথায় ? এখানকার কর্ত্তা হঠাৎ এক একদিন পাগলের মত
ব্যস্ত হয়ে ওঠে,

19 কেমন যেন হাঁফিয়ে উঠে বলে,
"প্রাণ পুরুষের নাগাল পেলে হয় !" চোর যেমন রাজভাণ্ডারের
তালায় নানান্ চাবী লাগিয়ে পরখ করে, ও তেমনি নানা
রকম জানার কুলুপ নিয়ে কেবলি নাড়াচাড়া করচে।
5 পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সবগুলোকে কেটে ফেল্‌লে প্রাণ-
রহস্য যদি উদ্ধার হত ওর তাতে একটুও বাধ্‌ত না। ও বলে জ্ঞানের
তপোবনে দয়ামায়া ভালোবাসা ঢুক্‌লেই তপোভঙ্গ হয়।
তোমাদের মনিবের নাম কি বল্‌লে না ত !
ওকে নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, ওর নামকরণ এখনো শেষ
10 হয় নি। বলে জগতের
কাছ থেকে নাম অর্জন করে' নেব।
তা যেন হ'ল, বয়স ?
ওর মতে জন্মতারিখ ধরে মানুষের বয়স গোণা ছেলেমানুষী।
আসল কথা, বয়স বাড়চে ভাব্‌তে গেলেই ওর ভয় হয়। জগতের মধ্যে

15 ও কেবল মরাকেই ভয় করে। তারই সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে অস্ত্র খুঁজে বেড়াচ্চে।

ওর বয়স গোণবার হিসেবটা কি ?

ও বলে, "যে-মানুষ প্রথম বলেছিল এই পৃথিবী জয় শেষ হলে জয় করবার জন্যে নতুন একটা পৃথিবী খুঁজতে বেরব

20 তার সঙ্গে আমার বয়স এক।"

এ যেন সেকন্দর শার মত শোনাচ্চে। তারি ভূত না কি ?

যখন অবাক হয়ে বসে আছি আমার দিকে চষমা তাক্ করে বল্‌লে, "তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি বুড়ো, বেঁচে আছ কিনা সন্দেহ।" আমি মাথা চুলকে বল্লুম, "অন্তত

25 সেকন্দর শার চেয়ে বয়সে কিছু ছোটই হব।" সে

20 বললে, "না, যে উলঙ্গ নিরস্ত্র মানুষ প্রথম গুহা খুঁজে বের করে তার মধ্যে লুকিয়ে বেঁচেছিল তুমি তারই সমবয়সী।"

বুঝেচি, ও পুরাণযুগের মানুষকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করে।

হাঁ, এক যা'রা ঘেরের মধ্যে সবার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকে, আর যারা ঘের

5 ডিঙিয়ে সবাইকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বেড়ায়।

পুঁথির সঙ্গে মিল্‌ল না। আমাদের পণ্ডিতরা বলেন—

পুঁথি মানবার মানুষ ও নয়। পাঠশালায় পড়বার সময় নানান্ ফিকিরে গুরুর আসন হঠাৎ কাৎ করে দেওয়া ওর প্রধান আমোদ ছিল। সেই খেলা আজো ভোলেনি।

10 তোমার বর্ণনা শুনে আমার যে খুব উৎসাহ হচ্চে তা নয়। যা হোক ঐ সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা গা-ঢাকা মানুষটিকে তোমরা ত একটা কিছু নাম দিয়েচ ?

দিয়েচি। কিন্তু রোসো, দেখি কেউ শুন্‌চে কিনা। এখানে চারদিকেই চর।— ওকে আমরা বলি মকর।

কেন বল ত ?

15 মকরের মত ওর চোখের উপর পর্দ্দা নেই, একটা চষমা আছে।
শুনেচি, যখন ঘুমিয়ে থাকে তখনো খোলে না।
তার কারণ ?
ওর চষমায় যে ছায়া পড়ে তার দাগ থাকে।
ঘুমের সময় কি দেখা দিয়েছিল জেগে উঠে তা জানতে পায়।
20 চোখ ভুল দেখ্‌তে পারে
বলে', শুনেচি নিজের চোখ প্রায় বুজেই রাখে, চষমার
উপরেই দেখার ভার।
চোখের চেয়ে চষমা ভাল দেখে বল্‌চ ?
দাঁতের চেয়ে ঘানিতে যেমন নারকেলের তেল ভালো বেরয়। ঘানি
25 নারকেলের স্বাদ পায় না কিন্তু তেলটা পুরোপুরি বের করে দেয়।
চোখ বাদসাধ দিয়ে দেখে, চষমা ষোলো আনা দেখ্‌তে পায়। চোখের
পক্ষপাত আছে চষমা নির্ব্বিকার। মকর বলে যেখানে দরদ আসে
সেইখানেই ভুল আসে।
তাহলে জগৎটাকে ও জ্যান্ত চোখ দিয়ে দেখেই না !
30 না, তাই ও কেবল হিসাব দেখে, ছবি দেখে না।
ঐ যে চরের কথা বল্‌লে সে বুঝি ওর কানের চষমা ! তার
শোনাও জ্যান্ত শোনা নয়, তার
মধ্যে কোনো দরদ নেই শুধু খবর আছে।
এ জায়গাটা সন্দেহের শনিগ্রহ বল্লেই হয়। আমরাও দিনরাত্রি
সন্দেহ
করচি ওরাও তাই। শ্রদ্ধার চোখে ভুল দেখবার আশঙ্কা আছে,
সন্দেহের
35 চোখে দেখাই সত্য দেখার উপায় এখানকার এই বিশ্বাস।
তাহলে এখন থেকে আমাকে এরা সন্দেহের চোখে যাচাই করবে ?
প্রতি মুহূর্ত্তেই। হরিনামের ঝুলি নিয়ে বেড়াও, ঝুলিটার ভিতরে
সন্দেহ সেঁধিয়ে কিল্‌বিল্‌ করতে থাক্‌বে। মাথা হেঁট করে' ওদের
পায়ে হাত
39 দিতে যাও, সন্দেহ ছ্যাক্‌ করে' উঠে বল্‌বে, জুতোচুরির মৎলব !

21 ওরা চরের উপর দৃষ্টি রাখার জন্যে চর লাগায়। ওরা নিজে মিথ্যে বলে তোমাকে ভোলাতে,
তুমি যা বল তা বিশ্বাস করে না।
এ কেমনতর ব্যাপার হে বস্তুবাগীশ ?
এরা ত তোমার সঙ্গে প্রণয় করতে চায় না, তোমাকে ব্যবহার করতে
5 চায়। তাই দামে ঠক্‌তে ভয় পায়, কেবলি ঠংঠং করে
বাজিয়ে দেখে।
দাদা, তুমি এতদিন এখানে টিঁকে আছ কেমন করে ?
একেবারে শুকিয়ে গেছি বলেই টিঁকে আছি। তোমারো একদিন
যখন সব রস মারা যাবে তখন আমারি মত মজ্‌বুৎ হয়ে উঠ্‌বে।
10 মকরের সঙ্গে দেখা হবে কখন্, আর কোথায় ?
দেখা হওয়া বল্‌তে আমাদের ভাষায় যা বোঝায় তা কখনই
হবে না, কোথাও হবে না।
ওর ঘরে কখন্ নিয়ে যাবে ?
15 ঘরে ? ওর ঘরে যাবার ভরসা রেখো না। ওর ঘরে আমরা কখনো যাইনি।
তবে ?
এই যে দেয়ালের গায়ে দেখচ জাল-দেওয়া কি একটা ব্যাপার
ওরই ফাঁকগুলোকে ও দরকারমত বাড়াতে কমাতে পারে। তারই মধ্যে
20 দিয়ে ওর যেদিন যতটুকু দেখাশোনা পছন্দ, সেইটুকু ছেঁকে আদায় করে নেয়, বাকিটা বাইরে পড়ে'
থাকে।
অনেকখানি অদরকারীর সঙ্গে অল্প অল্প দরকারী মিশিয়ে বিধাতা এই
জগৎটা বানিয়েচেন। যারা রয়ে বসে বিশ্বটার স্বাদ নিতে চায় তাদের
পক্ষে সেটা ভালই। যারা সার পদার্থ শুষে নেবে, চুনে নেবে, কেড়ে
25 নেবে, ছিঁড়ে নেবে— তারা কলের ভিতর দিয়ে সব ছিনিয়ে নেয়—
সেই কলঘরের আঁস্তাকুড়ে আবর্জ্জিত সংসারের

খোসায় খোলায় ছোবড়ায় টুকরোয় ভরে ওঠে।

বুঝলুম এই জালের কাছটাতে দেখা

29 হবে— সে থাক্‌বে ভিতরে আমি থাক্‌ব বাইরে। তারপরে ?

22 তার পরে ওর চষমা

দুটো যখন মুখের উপর ঝকঝক করে উঠবে তখন ধীরে সুস্থে কথা-
বার্ত্তা কওয়ার রাস্তাই ভুলে যাব। মুটে যেমন তার বস্তা খুলে হুড়মুড়
করে' বোঝা খালাস করে দিয়ে চলে যায় তেমনি করে' একদমে সব কথা
5 ঢেলে দিয়ে চলে আস্‌তে হবে। ওর সঙ্গে ব্যবহার করে' এমনি
হয়েচে, বন্ধুর সঙ্গেও
ছেঁটে কথা বলি, বাজে কথা বলবার ক্ষমতাই চলে গেচে। ওর গোয়াল
ঘরের
গোরু বোধ হয় দুধ দিতে পারেই না একেবারেই মাখন দেয়। ঐ
বাজ্‌ল ঘণ্টা।
সে আসচে। এই জান্‌লার কাছে এসে দাঁড়াও।
এই জানলার ধারে বাইরের সঙ্গে আজকের মত এই শেষ দেখাশোনা;
10 তারপরে এটুকুও বন্ধ হয় যাবে।

কিসের জন্যে ?

এখন থেকে সমস্ত দিন ও থাক্‌বে ওর গোপন পরীক্ষাশালায়।
সেখানকার খবর ও কাউকে জানতে দেয় না। ঐ দেখ ওর ছায়া পড়েচে।
এইবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াও।

10 আজ কাকে এনেচ ?

ইনি। পুরাণবাগীশ।

পুরাণ ? পুরাণ বলে কিছু আছে না কি ?

মহারাজ, পুরাতন কালে যে সব—

কালের কোন্ অংশ পুরাতন ? যে কাল

20 নিরবচ্ছিন্ন তুমি পণ্ডিত তাকে নূতন পুরাতনে ভাগ করবে ?
আমার মাথার উপরে ভাঙা তারিখের ভাঙা কাহিনীর শিলবৃষ্টি
করতে এসেচ ?

আমার কাছ থেকে মহারাজ কি চান বলুন।

আমি খুঁজ্‌চি যে-পরশমণিতে পুরাতন নিয়তই নূতন হয়ে উঠ্‌চে। তুমি তার রহস্য জান ?

25 আমাদের পুঁথিতে তার কথা লেখে না।

বস্তুবাগীশ, তুমি এইসব শুক্‌নো পণ্ডিতকে আমার কাছে কেন নিয়ে আস ? জাননা, আমি নবীনকে চাই। এরা যে বিদ্যার মধ্যেও জরা প্রবেশ করিয়ে দিলে ! নিয়ে যাও, নিয়ে যাও এ'কে।

হৃৎকম্প ধরিয়ে দিয়েচে। এখন বেরব কোন্ পথ দিয়ে

30 শীঘ্র বলে দাও !

যাকে এদের দরকার নেই বেরবার পথ তাকে নিজে খুঁজতে হয় না। ঐ যে সর্দ্দার আস্‌চে— ঐ ব্যক্তি এখানকার আগম নির্গম দুই পথই জানে।

ওহে বস্তুবাগীশ, বেছে বেছে আজ এই মানুষটিকে

35 এনেচ বুঝি ?

36 কি করি, সর্দ্দারদা, আজকাল যাকেই আনি কাউকেই

23 পছন্দ হচ্চে না।

কিন্তু কি বুদ্ধি করে তুমি ঐ পুরাণওয়ালাকে আন্‌লে তাও যদি চেহারাটা একটু রসালো থাক্‌ত ! ওকে আমি ফেলি কোথায় ?

সর্দ্দারজি, আজ ত তোমাদের সব এঁটো বিদায় করবার দিন,

5 সেই সঙ্গে ওকেও পার করে দিয়ো— এ'কে তোমাদের জাঁতায় পিষ্‌লে মজুরী পোষাবে না।

সে ত হবার জো নেই, বস্তুবাগীশ, নিয়মে বাধে। এখন বরঞ্চ ওকে সুরঙ্গে চালান করে দিতে পারি— তারপরে—

সর্দ্দার, সর্দ্দার।

10 কি গো, খঞ্জনী, তোমার কুঁদফুলের মালা ঘরে রেখে এসেচি, অন্ধকার হলে পরব। আমি অনেকখানি অস্পষ্ট হলে তবে ও মালা আমাকে মানাবে।

সর্দ্দার, সত্যি করে বল আমাকে, ঐ যারা রাস্তা দিয়ে যাচ্চে
ওরা কারা? আমি দেখ্‌লুম ওরা তোমাদের রাজার ঘরের পিছনদিকের
15 খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল!
ওদের বলে থাকি রাজার এঁটো।
তার মানে কি?
তার মানে একদিন তুমিও বুঝবে খঞ্জন। আজ থাক্‌।
কিন্তু ওরা কি মানুষ, না কালো কালো ছায়া? ওদের মধ্যে কি মাংস
20 মজ্জা হাড় রক্ত মনপ্রাণ কিছুই আছে?
হয়ত নেই।
কোনোকালে ছিল না?
হয়ত ছিল।
কিন্তু গেল কোথায়?
25 বস্তুবাগীশ, ওকে তুমি বুঝিয়ে দাও, আজ আমার একটুও সময় নেই—
আমি চল্লুম।
কোথায় যাও তুমি, আমাকে বলে যাও ওরা কারা।
আমি যাচ্চি তোমার রঞ্জনের ব্যবস্থা করতে। আজ আমাকে
পিছু ডেকো না।
30 ওকিও! ওদের মধ্যে কাউকে কাউকে যেন চিনি। ঐ ত
নিশ্চয় অনুপ। অধ্যাপক, ওযে আমাদের পাশের গাঁয়ে ছিল—
ওরা দুই ভাই, অনুপ আর স্বরূপ। আষাঢ় চতুর্দ্দশীতে
আমাদের নদীতে বাচ খেল্‌তে আস্‌ত।
মাথায় যেমন লম্বা, গায়ে তেমনি জোর, ওদের সবাই বল্‌ত তালতমাল।
35 ঐ যে দেখি সক্‌লু।
তলোয়ার খেলায় সব্বার আগে ও পেত মালা।
অনুপ— সক্‌লু— একবার এইদিকে চেয়ে দেখ, আমি খঞ্জন, তোমাদের
নিশানী পাড়ার খঞ্জন—মাথা তুলে দেখ্‌লে না; চিরদিনের মত ওদের
মাথা হেঁট হয়ে গেছে। ও কিও, কঙ্কু যে— আহা আহা ওর এ কি দশা,
40 লাজুক ছেলে ছিল, আমি যে-ঘাটে জল আন্‌তে যেতুম
সেই ঘাটে বসে থাক্‌ত, এমনি ভাব দেখাত যেন তীর তৈরি করবার

জন্য শর ভাঙতে এসেচে ; আমি দুষ্টুমি করে ওকে কত দুঃখ
দিয়েছি— ও কঙ্কু, তুই যে তোর বিধবা বোনের একমাত্র আনন্দ
ছিলি, ফিরে চা একবার আমার দিকে ! হায়রে, আমার ডাকেও
45 আজ সাড়া দিল না ! ওর নবীন জীবনের সব রস এমন করে
কে শুষে নিল রে ! এই বয়সে ওর ঘাড়ে এমন একটা
জরা চাপিয়ে দিল। ওর যৌবনের কি অপমান ! আমাদের
গাঁয়ের যে সব আলো নিবিয়ে দিলে।
অধ্যাপক, তুমি জান, ওদের এমন দশা হল কেন ?
50 খঞ্জনী, তুমি দেখ্‌চ, ছাইয়ের দিকে অঙ্গারের দিকে, সেদিকে লোক-
সানের কালো চেহারা— একবার আগুনের শিখাটাকে দেখ, আশ্চর্য্য
হয়ে
52 যাবে।

24 আমি তোমার কথা কিচ্ছু বুঝতে পার্চি নে।
তুমি আমাদের রাজাকে ত দেখেচ। তার মূর্ত্তি দেখে তোমার মন
মুগ্ধ হয় নি ?
হাঁ হয়েচে, সে যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা !
সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা, এই কিম্ভুতটি হল তার খরচ। সে
হল বিরাট, উজ্জ্বল,
5 আর এ হল রিক্ত কালো। সে থাকে উপরে, এ থাকে তলায়। এ
না হলে ও থাকেই না।
আজ এই ছোটগুলোকে দেখচ ছায়া, এরা যদি না থাকে ত কাল ঐ
বড়টিকেও
দেখ্‌বে ছায়া।
তুমি অমন আঁৎকে উঠ্‌লে কেন ? তত্ত্বের দিক থেকে সবটা দেখ।
এ যে রাক্ষসের তত্ত্ব !
10 ঐ দেখ ওটা রাগের কথা হল। যে-বড়কে তুমি দেখেচ, দেখে
আশ্চর্য্য হয়েচ, তার বড় হবার একটা নিয়ম আছে ত। তাকে
রাক্ষস বলে গাল দিতে পার। কিন্তু নিয়ম হচ্চে নিয়ম। সে ভালোও

নয় মন্দও নয় !

অধ্যাপক, ঐ দেখ না, চেয়ে দেখনা ! ওরা যে সব তুঁষের মত
15 হয়ে গেছে, ভিতরে ধান একেবারেই নেই। মানুষের কি এমন দশা
দেখা যায় ? এক আধজন নয়, সার বেঁধে চলেইচে।

তুমি আজ দেখ্‌লে ? আমরা এমন কত দেখেচি। কত দেশের
কত মানুষ, কত মায়ের কত ছেলে।

সেই মানুষ, সেই মা, তাদের প্রাণ, তাদের ব্যথা, তারও কি কোনো
20 তত্ত্ব নেই ? কেবল রাক্ষসের মত হবার তত্ত্বটাই জগতে
একলা আছে।

তা দেখ, যা আছে তা আছেই। মন্দ বলে সেটাকে ত্যাগ করা
হচ্চে একেবারে হওয়ারই বিরুদ্ধ।

চাইনে / আমি এমন হতেই চাইনে। এ'কেই যদি মানুষের
হওয়ার রাস্তা
25 বল, তাহলে মানুষের না হওয়াই ভাল। আমি ঐ ছায়াদের সঙ্গে
যাব, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।

এ রাজ্যে ঐ রাস্তা একদিন তোমাকেও দেখ্‌তে হবে, আমাকেও
দেখতে
হবে। কিন্তু আজ ত জানিনে কোথা দিয়ে যেতে হয়। এখানকার
শাসন সুশাসন, এ হল নিয়মের রাজত্ব। উল্টোপাল্টা হবার জো নেই।
30 শোনো, শোনো, শোনো তুমি !

কা'কে ডাক্‌চ ?

জালের ভিতরে তোমাদের যে রাজা থাকে তাকে।

শেষ ঘণ্টা কিছু আগে বেজে গেল, আজ ত আর ঐ জালের ভিতরকার
34 কপাট পড়ে গেচে, তোমার ডাক শুন্‌তেই পাবে না।

25 বিশু পাগল, পাগল ভাই !

তা'কে ডাক্‌চ কেন ?

সে আমাকে ওদের কাছে নিয়ে যেতে পারবে।

খঞ্জনী, আবার বলচি তোমাকে, এখানকার নিয়ম পাকা,

5 তোমার দুঃখই হোক আর বিশু পাগ্‌লার পাগ্‌লামিই হোক্
কিছুতেই তাকে টলাতে পারবে না।
কিন্তু আমার পাগল ভাই এখনো ফিরচে না কেন ?
একটু আগে তোমার সঙ্গেই ত ছিল।
সর্দ্দার তাকে নিয়ে গেল, বল্‌লে, নতুন লোকদের মধ্যে থেকে রঞ্জনকে
10 চিনিয়ে দেবার জন্যে তাকে ডাক পড়েচে! বল্‌লে, বেশিক্ষণ লাগ্‌বে না।
আমি যেতে চেয়েছিলুম আমাকে যেতে দিলে না। ঐ শুন্‌তে পাচ্চ?
কি বল দেখি।
গান।
কিসের গান ?
15 ঐ যে ফসলকাটার গান। দুর্গের বাইরের মাঠের থেকে সুর আস্‌চে।
স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্চিনে।
এ যে আমার চেনা গান। ঐ যে গাচ্চে—

আয়রে মোরা ফসল কাটি।
মাঠ আমাদের মিতা, ওরে আজ তারি সওগাতে
20 ঘরের আঙন সারা বছর ভরবে দিনে রাতে।
আমরা নেব তারি দান,
তাই যে কাটি ধান,
তাই যে গাহি গান,
তাই যে সুখে খাটি॥

25 আজ ওদের এই গান শুনে যে আমার বুক ফেটে যাচ্চে।
কেন ?
এই এরাও ত ফসল কাট্‌ত, কত পৌষের সকালে এদের গলায় যে
ঐ গান শুনেচি আমি। ঐ শোন না—

বাদল এসে রচেছিল ছায়ার মায়াঘর,
30 রোদ এসেচে সোনার জাদুকর।
শ্যামে সোনায় মিলন হল এই যে মাঠের মাঝে,
ভালোবাসার মাটি মোদের তাইত এমন সাজে।

মোরা নেব তারি দান,
তাই যে কাটি ধান,
35 তাই যে গাহি গান,
তাই যে সুখে খাটি।

আমাদের গাঁয়ের বাঁশ বাগানে, নদীর ধারের বাব্‌লা বনে, পথের পাশে
সর্শে ক্ষেতে এই পৌষের রোদ্দুর এই পৌষের গানের কথা কতবার এখানে বসে
ভেবেচি, কিন্তু আজ বুঝতে পারচি সে গাঁয়ে যদি কখনো যাই / আর কোনোদিন আমি এখানে যোগ দিতে
40 পারব না। সে পৌষের রোদ্দুর আমার গেল মরে! ওরে কঙ্কু, আমি কি জানতুম
তোর আজ এই দশা হবে, তাহলে কোনদিন আমি কি ছল করেও তোকে
দুঃখ দিতে পারতুম! আজ ত রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে, কিন্তু তাকে নিয়ে
আমি সুখ পাব একথা মনে করতে আমার ভাল লাগ্‌চে না।
আমার সেই ধানী রঙের কাপড় তার ভাল
45 লাগ্‌ত সেইখানি বের করেছিলুম। কিন্তু সে আর কোনোকালে পরা হবে না।
ওদের মুখে যে মরণের ছায়া দেখেচি, আমার মনের উপরে সেই ছায়ার
ঘোম্‌টা পড়েচে— সে ঘোমটা আর কোনোদিন উঠ্‌বে না।
ওকিও! আর্ত্তনাদ করে উঠল কে?

এ বোধ হচ্চে সেই আমাদের পালোয়ান।

50 কোন্‌ পালোয়ান?

সেই যে জগদ্বিখ্যাত গজ্জু পালোয়ান। ওর ভাই ভজ্জু স্পর্দ্ধা করে আমাদের রাজার সঙ্গে কুস্তি করতে এল, তারপরে হেরে গিয়ে তার যে কি হল তা কেউ বল্‌তে পারে না, তার লঙোটি তার খড়মটা পর্য্যন্ত কোথাও

দেখা গেল না। সেই রাগে গজ্জু এসেছিল তাল ঠুকে। আমি ওকে বলেছিলুম
55 এখানে সুরঙ্গ খুদ্‌তে চাও ত এসো, মরতে মরতেও কিছুদিন বেঁচে থাকবে, আর যদি
পৌরুষ দেখাতে চাও ত এক মুহূর্ত্তও সইবে না। এ বড় কঠিন জায়গা। এখানে এক-
বার এসে পড়লে যদি, তাহলে টিঁকে থাকা শক্ত হতে পারে, কিন্তু চল্লুম বলা
আরো শক্ত। এই দেখ না, আমাদের পুরাণবাগীশ কখন্ আস্তে আস্তে
সরে পড়েচেন! ভেবেচেন পালিয়ে বাঁচবেন! কিছুদূর গেলেই বুঝবেন
60 একটা ফাঁক যদি বা থাকে আরেকটা ফাঁক বন্ধ। তা এখান থেকে আরম্ভ
করে এদের বেড়াজাল কতদূর চলে গেছে, দেশ বিদেশের কত ঘাটে যে তার
খুঁটি বাঁধা তার ঠিকানা নেই।

কিন্তু অধ্যাপক, কেন ? দিনরাত এই মানুষ-ধরা জালের খবরদারী করে' করে'
এরা কি একটুও ভালো থাকে!

65 ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার
কথাটাই আছে। এদের থাকাটা ক্রমেই এত ভয়ঙ্কর বেড়ে গিয়েচে
যে, অনেক মানুষের উপর চাপ না দিলে আর গতি নেই। কাজেই
জাল কেবল বেড়েই চলেচে, সে জাল এদের পক্ষে যত বড় জঞ্জাল
হয়েই উঠুক্ থামবার জো নেই। উপায় কি! ওদের যে থাকৃতে হবে।
70 থাকৃতেই হবে! মানুষ হয়ে থাকবার জন্যে যদি মরতেই হয় তাতেই
71 বা দোষ কি!

26 দেখ খঞ্জনী, ওটা হল নিছক রাগের কথা!
তোমার যতই রাগ
হোক্ যেটা যা সেটা তাই। থাকবার জন্যে মরতে হবে একথা বলে' যদি সান্ত্বনা

পাও বাধা দেব না, কিন্তু থাকবার জন্যে মারতে হবে একথা যারা বলে
5 তারাই থাকে। এই দেখ না, আমাদের ইনি মানুষের প্রাণ শুষে মস্ত হয়ে উঠে বেঁচে আছেন, আবার
এঁকে শুষে নিয়ে আরো মস্ত হয়ে বাঁচবার জন্যে তাক করে বসে আছে এমন সব
শিকারীরও অভাব নেই। এই কথাটার সত্যটা শান্ত হয়ে বুঝে দেখ, দুঃখ করে লাভ নেই। তোমরা বল এতে মনুষ্যত্বের ক্ষতি হয় ; রাগের মাথায় ভুলে যাও একমাত্র এইটেই মনুষ্যত্ব, বাঘ বাঘকে খেয়ে বড় হয় না, হাতি
10 মোষ গণ্ডারের ত কথাই নেই।

ঐ দেখ, কি রকম টল্‌তে টল্‌তে আসচে ! এখনি পড়ে' যাবে, পালোয়ান,
শোও শোও এইখানে শুয়ে পড় ! অধ্যাপক, দেখ না, এর কোন্‌খানে চোট্‌ লেগেচে।

বাইরে থেকে কোথাও কোনো চোটের দাগ দেখ্‌তে পাবে না।

তোমার কি রকম বোধ হচ্চে, পালোয়ান ?

15 বোধ হচ্চে যেন একেবারে ফাঁপা হয়ে গেচি, ভিতরে কিছুই নেই।

ওর সঙ্গে তোমার কি কুস্তি হল ?

কুস্তি তাকে বলেই না। লড়াইয়ের সুরুতে আমাদের চিরকালের নিয়মমত
যখন ওকে অভিবাদন করচি ও তার জবাব না দিয়ে বাঘের মত পিঠের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তারপরে
20 সে জাদু কি, কি, বল্‌তে পারিনে, আমার ত মনে হল
ওর সমস্ত শরীর আমার গায়ে আরেকখানা চামড়ার মত, আঁট হয়ে লেগে গিয়ে আমার জোর
শুষে নিতে লাগ্‌ল। ঝিম্‌ঝিম্‌ করে' আমার গা হাত পা ঘুমিয়ে পল।

এক সময়ে

কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার বয়স কত।" যেই বল্লুম,
"তিপ্পান্ন"

25 অম্‌নি সে যেন ঘৃণায় আমাকে শাঁস বের করা লাউয়ের
তুম্বিটার মত পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেল।

পালোয়ান, আমি তোমাকে সেবা
ক'রে খাইয়ে আবার সবল করে তুলব।

মন থেকে তার আশা পর্য্যন্ত চলে গেচে। জীবনে কোনোদিনই
আর

30 বল পাব না। ইচ্ছে কর্চে
ঘুমিয়ে থাকি, আর যেন ঘুম না ভাঙে।

অধ্যাপক, ওকে একটু ধর তুমি। দুজনে মিলে আমার
বাসায় ওকে নিয়ে যাই। তারপরে যখন—

সাহস করি নে খঞ্জনী। এখানকার নিয়মমতে তাতে অপরাধ হবে।

35 মানুষটাকে মরতে দিলে হবে না?

যে অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই সেটা অপরাধ নয়। এই
মানুষটার ভালোমন্দ যা কিছু করবার সবই সর্দ্দার করবে। ঐ যে
38 সে এসেচে। আমি এখন সরি।

27 সর্দ্দার!

খঞ্জন, তোমার সেই কুঁদফুলের মালাগাছটি আমার ঘরে দেখে
গোঁসাইজির দুই চক্ষু— এই যে এসেচেন প্রণাম! সেই
মালাগাছটি খঞ্জন আমাকে দিয়েছিল।

5 হরি হরি। ওর শুভ্র প্রাণের দান, ভগবানের বাগানের শুভ্র
কুন্দফুল,—

সর্দ্দারের মত বিষয়ী লোকের হাতের স্পর্শেও তার শুভ্রতা একটুও
ম্লান হল না এতেই ত ভগবানের পুণ্য মহিমা আমরা দেখ্‌তে পাই।
নইলে কি পাপীর ত্রাণের আশা ছিল!

গোসাঁইজি, এই লোকটির একটা ব্যবস্থা করে দাও।

10 দেখ দেখি, এর জীবনের আর কতটুকুই বা বাকি আছে?

বৎসে, এসব কথা তুমি ভালো বুঝতে পারবে না। ওর যতটুকু বাঁচা
দরকার আমাদের সর্দ্দার নিশ্চয়ই ওকে ততটুকু বাঁচিয়ে রাখ্‌বেই, এসব
আলোচনায় তোমাদের থাকা ভালো নয়।

এখানে বাঁচিয়ে রাখার বুঝি একটা হিসেব আছে?

15 আছে বইকি, বৎসে। পৃথিবীর জীবন যে সীমাবদ্ধ। এইজন্যে
তার অংশ ভাগ নিয়ে একটু বিচার করতে হবে বইকি। রাজার
পরে, আমাদের পরে ভগবান জগতের যে দুঃসহ বোঝা চাপিয়েচেন
সেটা
বহন করতে গেলেই জীবনের [illegible] এই তরফে একটু বেশি আদায়
করে
নিতে হয়। নইলে ভগবানের আদেশ টেঁকে না। ওরা যদি ধৈর্য্য
ধরে একটু
20 বুঝে দেখে তাহলে দেখ্‌তে পাবে আমাদের বাঁচাতেই ওদের বাঁচা।
নেহাৎ কম বেঁচেও যাতে ওদের চলে এই জন্যেই জীবন
উৎসর্গ করেচি, একি ওদের পক্ষে কম বাঁচোয়া!

তাহলে, গোঁসাইজি, ওদের তুমি কোন্‌ বিশেষ উপকার করবার
জন্যে আছ?

যে প্রাণের সীমা নেই, যার ভাগ নিয়ে কারো সঙ্গে কারো
কোনো ঝগড়ার
25 দরকারই হয় না আমরা গোসাঁইরা সেই প্রাণের খবর দিতে এসেচি।
তাতে যদি ওরা
সন্তুষ্ট থাকে তাহলে আমরা ওদের পরম বন্ধু।

তাহলে ওকি এমনি নির্জীব হয়েই চিরদিন পড়ে থাক্‌বে?

সেসব কথা সর্দ্দার জানে, বাছা। আর, তাছাড়া নির্জ্জীব হয়েচে
বলেই কি পড়ে থাক্‌তে হবে? কি বল সর্দ্দার!

30 তা নয় ত কি, পড়ে থাক্‌তে দেব কেন? এখন থেকে নিজের
জোরে ওর আর
চলবার দরকারই হবে না, আমাদের জোরে ওকে চালিয়ে নিয়ে
বেড়াব। এই গজ্জু!

কি প্রভু !

হরি হরি, ওর অনেক বদল হয়েচে। গলা বেশ একটু মিষ্টি শোনাচ্চে।

প্রথম যখন এসেছিল স্বরটা কর্কশ ছিল। মনে হচ্চে আমাদের

35 সন্ধ্যাবেলার নামকীর্ত্তনের দলে ওকে আমি টেনে নিতে পারব।

গজ্জু !

আদেশ করুন।

38 সেই হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লদের ঘরে যেখানে তোর জায়গা করে

28 দেওয়া হয়েচে সেখানে চলে যা।

ও কি ও, সর্দ্দার, কি বল্‌চ তুমি, চলতে পারবে কেন ?

ওকে আমার বাসায় নিয়ে যাচ্চি।

দেখ, খঞ্জন, মানুষ চালানোই আমাদের ব্যবসা ; মানুষ যতটা মনে

5 করে তার চেয়ে অনেক বেশি চল্‌তে পারে। যে মানুষ আপনি চলে না তাকে

আমরা চালাই, লোভে কিম্বা ভয়ে। সুখ পায় না। এখানে

দুটোরই ব্যবস্থা আছে। যাও গজ্জু, আমি দণ্ডখানেক পরে গিয়ে

যেন দেখ্‌তে পাই তুমি সেখানে আছ।

তা পাবেন, আমি চল্লুম।

10 গোঁসাইজি, চল তোমাকে আমাদের—

সর্দ্দার, বিশুপাগলকে তুমি কোথায় নিয়ে গেছ ?

আমি নিয়ে যাবার কে ? কোন্‌দিন তুমি বাতাসকে জিজ্ঞাসা

করবে মেঘকে সে কোথায় নিয়ে গেচে। বাতাসকে যে নিয়ম

চালায় বাতাসকে দিয়ে মেঘকে সেই নিয়মেই চালায়।

15 আমাকে বল কোথায় সে আছে। গোঁসাইজি তুমি জান ?

আমি নিশ্চয় জানি যেখানে সে থাক্ না, সে ভালোর জন্যেই।

কার ভালোর জন্যে ?

সে তুমি বুঝবে না। ছাড়, ছাড়, ওটা আমার জপের মালা,

ওটা চেপে ধোরো না।

20 কোথায় আছে আমার বিশু পাগল, বলে যাও।

এই দেখ ছিঁড়ে গেল জপের মালা! ওহে সর্দ্দার, এই মেয়েটিকে—

এই মেয়েটি কেমন করে এখানকার নিয়মের একটা ফাঁকের

মধ্যে বাসা পেয়েচে,— ওকে ছুঁতে পারচিনে। স্বয়ং আমাদের

রাজা—

ওহে এইবার আমার নামাবলী সুদ্ধ ছিঁড়বে দেখচি,

25 আর নয়।—

সর্দ্দার, বল্‌তেই হবে কোথায় নিয়ে গেছ বিশুপাগল্‌কে—

তাকে বিচারশালায় ডেকেচে এর বেশি আমি আর কিছু

জানি নে। আমার কাজ আছে।—

শোনো, শোনো, রাজা, আমার গলা শুন্‌তে পাচ্চ ? কোথায়

30 তুমি ? কোথায় তোমার বিচারশালা ? তোমার ওই জালের জালনা

আমি ভেঙে ফেল্‌ব ; তোমার চোখকানের পর্দ্দা আমি উড়িয়ে দেব।

ওকি ও! পাগলভাই, তোমার হাতে হাতকড়ি, তোমাকে ওরা

এমন করে নিয়ে যাচ্চে কেন ?

ভয় নেই, কিচ্ছু ভয় করিস্‌নে। প্রহরী, একটু দাঁড়াও তোমরা

35 ওর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে নিই। পাগলী, এতদিন পরে আমার মুক্তি

হল।

কি বল্‌চ, ভাই, বুঝতে পারচি নে।

যখন ভয়ে ভয়ে বিপদ সামলে চল্‌তেম

তখন ছিলুম ছাড়া— তার চেয়ে সর্ব্বনেশে বাঁধন কি আর ছিল ?

39 কিন্তু কি দোষ করেচ যে এরা আজ তোমাকে চোরের মত বেঁধে

নিয়ে যাচ্চে ?

29 সত্যি কথা বলেছিলুম।

তাতে দোষ কি হয়েচে ?

কিছু না। আর এতেই বা কি ক্ষতি হ'ল ? ভিতরে মুক্তি পেয়েচি

তারি সাক্ষী হয়ে থাক্‌ এই বাইরের বন্ধন।

5 এতদিন পরে মোরে

আপন হাতে বেঁধে দিলে মুক্তি ডোরে।

সাবধানীদের পিছে পিছে

দিন কেটেছে কেবল মিছে,—

ওদের বাঁধা পথের বাঁধন হ'তে

10 টেনে নিল আপন করে'।

বন্দী ছিলেম মিথ্যের জালে, আজ ছুটি পেয়েচি।

আমাকেও নিয়ে যাক্ না তোমার সঙ্গে।

না, রঞ্জন এসেচে শুনেচি, শীঘ্র তাকে খুঁজে বের কোরো—
তোমার সঙ্গে তার মিলন হোক্!

15 মিলনে আমার সুখ হবে না।

শুন্‌তে পাচ্চিস্ ঐ দূরে
ওরা ফসল কাটার গান গাচ্চে!

শুন্‌তে পাচ্চি বই কি—কিন্তু প্রাণ কেঁদে উঠ্‌চে।

মাঠের লীলা শেষ হলে ক্ষেতের মালিক পাকা ফসল
20 তার ঘরে নিয়ে যাবে। এই দেখ্, এতদিনে আমার আঁটি
বাঁধা হল, আমাকে ঘরের দিকে নিয়ে চলেচে। চল প্রহরী আর
দেরী না।

শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও, বাঁধো আঁটি—

বাকি যা নয় গো নেবার মাটিতে হোক্ তা মাটি!

25 পাগল ভাই, এখনি বিদায় নিতে পারব না। যতটা পথ তোমার সঙ্গে

26 যেতে দেয় ততটা আমি যাব!

30 সর্দ্দার মহারাজ, আমাকে ডেকেছিলেন? আমি ঞ-পাড়ার
মোড়ল।

তুমিই ত তিনশো একুশ।

হাঁ প্রভু।

5 অনেক দিন পরে দেশ থেকে আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা
আসচে। তোমাদের পাড়ার কাছে তাদের ডাকবদল হবে, যত শীঘ্র
পার এখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া চাই।

আমাদের পাড়ায় গোরুর মড়ক হয়েচে, রথ টানবার মত
বলদ একটিও নেই। যদি একটা বেলাও অপেক্ষা করতে পারেন
10 তাহলে ক্ষ-দের ওখান থেকে ছয় জোড়া—
না, অপেক্ষা করা চল্‌বে না, যত শীঘ্র পার তাদের আনা চাই।
তাহলে এক কাজ করি আমাদের সুরঙ্গের খোদাইকরদের
লাগিয়ে দেওয়া যাক্— যদি জন পঞ্চাশেক জোয়ান লোক পাওয়া যায়
তাহলে প্রহর দুই আড়াইয়ের মধ্যেই—
15 সে ত বেশ কথা। পঞ্চাশ কেন, তুমি একশো লোক নাও না, তাহলে
আরো শীঘ্রই—
সর্দ্দার মহারাজ, আজ ছুটির দিন বলে কিছু মুস্কিল আছে।
ওরা সহজে কাজ করতে রাজি হবে না। তবে যদি হুকুম পাই তাহলে—
হাঁ হুকুম দিচ্চি। কোথায় নিতে যেতে হবে জান ?
20 না।
দুর্গের উত্তর দিকে নদীর ধারে আমাদের বাগানবাড়িতে। সেই-
খানে আজ সন্ধ্যায় সর্দ্দারদলের ভোজ হবে, তার আগেই
পৌঁছিয়ে দেওয়া চাই।
ত্রুটি হবে না।
25 তোমাদের ওখান থেকে ফুল পাঠাবার যে বরাদ্দ করে দিয়ে-
ছিলুম তা গেছে ত ?
কাল রাত্রেই জোগাড় করে' নিজের ভাইপোকে দিয়ে
আজ ভোরে পাঠিয়ে দিয়েচি।
আর সেই যে নাচের দল ঠিক করতে বলেছিলুম—
30 আজ তিন দিন হ'ল গড়ের ওপার থেকে তাদের আন্‌তে
পাঠিয়েচি— এখানে ত কেউ নাচে না।
তাহলে দেরী কোরো না, দৌড়ে চলে যাও।
যাচ্চি, কিন্তু দেখেন, সর্দ্দার মহারাজ, অনেকবার বলেচি আপনারা
কান দেন না—
ঐ যে ৬৯ ঙ, যাকে এরা বিশুপাগল বলে, তার পাগ্‌লামিটা একটা
ভড়ং

35 —ওর মত সয়তান এরাজ্যে আর নেই, একেবারে হাড়ে পাকা।
প্রভু, ওকে যদি একটু ভালো
করে' সাম্‌লে রাখা না হয় তাহ্‌লে কিন্তু—
কেন ? ও তোমাদের উপর উৎপাত করে নাকি ?
মুখে কিছু বলে না— ভিতরটা রয়েচে পাপে ভরা। একসময় ওকে
কিছু উপরে
ওঠানো হয়েছিল কিনা সে কথা ভুল্‌তে পারে না, আমাদের মত
মোড়লদের ত একেবারে—
40 তোমাদের মানে না না কি ?
এত বেশি নম্রতা করে যে তার ভিতর থেকে ওর বিদ্রূপ বেরিয়ে
পড়ে। ওর অভিবাদনেও
আমাদের অসম্মান বোধ হয় এমনি ওর একটা কি রকম চাল আছে।
ওর জন্যে আর ভাব্‌তে হবে না ; বুঝেচ ?
বুঝেচি, মহারাজ। আর একটা কথা তাহলে বলে রাখি, ঐ যে
৪৭ ফ, সে আর তার
45 দলবল ঐ ৬৯ ঙর সঙ্গে কিছু বেশি মেলামেশি করে।
সেটা আমি লক্ষ্য করেচি।
প্রভুর লক্ষ্য এড়াবার জো নেই। কিন্তু নানান্ কাজে ব্যস্ত থাকেন
বলে সবসময়ে দেখেও
দেখা হয়ে ওঠে না। এই দেখেন না আমাদেরি পাড়ার পঁচানব্বই
নিজের
বুকের হাড় দিয়ে সর্দ্দার মহারাজের
50 খড়ম বানিয়ে দিতে পর্য্যন্ত রাজি, তার ভাইবোন পর্য্যন্ত তাকে ত্যাগ
করেচে, তার
আপন স্ত্রী পর্য্যন্ত তাকে টিট্‌কারি দেয় কিন্তু প্রভু তার—
বড় খাতায় তার নাম উঠেচে।
উঠেচে ? একথা শুন্‌লে তার—
কিন্তু আর দেরি কোরো না। তুমি এই বেলা ব্যবস্থা করগে।
55 প্রভু, আর একটি মানুষের কথা আপনাকে বল্‌বার আছে।

আজ নয়। দৌড়ে চলে যাও। যেমন করে পারো ওঁদের খুব শীঘ্ ঘির্ পৌঁছিয়ে
দেওয়া চাই।

আপনার হুকুমের জোরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ঐ যে মেজো সর্দ্দার বাহাদুর
আস্‌চেন, ওঁকে আমার হয়ে দুটো কথা বল্‌বেন। আমি জ্ঞানকৃত কোনো অপরাধ করি

60 নি। কিন্তু আমার পরে ওঁর ভাল নজর নেই। আমার বিশ্বাস, ৬৯ ওর যখন
আপনাদের মহলে যাতায়াত ছিল, তখনই আমার নামে মেজো সর্দ্দারের কাছে লাগিয়েছিল।

না হে, তিনশো একুশ, তোমার কথা ত ওকে কোনোদিন বলতে শুনিনি।

ওর ঐ ত কায়দা। ও স্পষ্ট করে কিছু বলে না অথচ লোকের কান ভারি করে দেয়।

65 ওটা ভালো নয়, যা কিছু বলবার থাকে মুখের সাম্‌নে বল, খোলসা করে বল
আড়ালে লাগালাগি করাটা অন্যায়— ঐ দোষটি আছে আমাদেরই পাড়ার
তেত্রিশের। সে দেখ্‌তে পাই নিজের কাজকর্ম্ম ছেড়ে যখন তখন প্রভুর কাছে যাওয়া-
আসা করে— ভয় হয় কার নামে কি না জানি বানিয়ে বল্‌চে। ওর নিজের ঘরের
খবর যদি বলি তাহলে—

70 না, আজ আর সময় নেই। তুমি শীঘ্র যাও।

তবে প্রণাম হই।— একটা কথা বলে যাই। ঐ যে আমাদের অষ্ট আশী সেদিন
তিরিশ তন্‌খায় কাজে ঢুক্‌ল আর চার বছরের মধ্যেই আজ সে খাতাঞ্চিখানায় চারশো তনখার

পদে উঠেছে— তার গাড়িজুড়ি, তার কোঠাদালান— লোকে এই নিয়ে বলাবলি করচে।

75 আচ্ছা সেকথা কাল হবে।

প্রভু, আমার বড় ছেলে আপনাকে প্রণাম করতে এসেছিল, দুদিন এসে দেখা না পেয়ে ফিরে গেচে। তাই বড় মনের দুঃখে আছে।

78 আচ্ছা ; পশু´ আস্‌তে বোলো, দেখা মিল্‌বে।

31 এই যে মেজো সর্দ্দার।

আমি বাজন্দারদের বাগানে রওনা করে দিয়েচি। তুমি যে আজ এত সকাল সকাল সেজে প্রস্তুত হয়েছ, এখনি বেরবে না কি ?

আমার স্ত্রী আর ছেলেরা অনেকদিন পরে আসচে—

5 তাই ভাবচি কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে করে' নিয়ে আসব।

এতকাল অপেক্ষা করেছিলে, আর এই ঘণ্টাকয়েকের দেরী বুঝি সইচে না ?

আশার জিনিষ যখন দূরে থাকে তখনি ধৈর্য্যের দবকার হয়, যখন কাছে আসে তখন ধৈর্য্য দূরে চলে যায়। কিন্তু মেজো

10 সর্দ্দার, তুমি ত আসল কথাটি ভোলো নি ? যা বলেচি তা করেচ ত ?

কোন্ কথাটা বল্‌চ ?

সেই যে রঞ্জনের। তাকে ত—

কাজটা সুশ্রী নয়, ও সম্বন্ধে আলোচনাও সুশ্রাব্য নয়।

ছোট সর্দ্দার নিজে পছন্দ করে এর ভার নিয়েচে। এতক্ষণে তার—

15 রাজা কি—

রাজা বুঝতে পারেন নি।

দেখ, মেজ সর্দ্দার, ঐ মেয়েটাকে যেমন করে হোক এখান থেকে

সেজন্যে ভেবো না, এইবার তার যা হবার তা হ'বে !

এসব কাজ আমি পারিনে করতে, কিন্তু যে-মোড়লের উপর ভার দিয়েচি, সে

20 যোগ্য লোক, কোনো কাজে নোংরামির ভয় করে না।

মেজ সর্দ্দার, তোমার ঘোড়াটা কিন্তু আমি নিচ্চি।

কেন ; কি হবে ?

ঐ ত বললুম, আমি একটু এগিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে মিলব। তোমার ত বিশেষ কোনো—

25 না, তোমার মত অত বড় তাগিদ আমার নেই। তা তুমি নিয়ে যাও। আমি তোমাদের সব দল নিয়ে বাগানে চল্লুম— নৌকা করে যাওয়া যাবে। ঐ যে আমাদের মেয়েরা চলেচে ময়ূরপংখিতে —সঙ্গে নহবতের দল খুব জমিয়ে তুলেচে।

কিন্তু আমাদের ভোজের মধ্যে ঐ গোসাঁইকে যেন—

30 না, না, জয় পতাকা পূজোর ভার তার উপরে দিয়েচি— মন্ত্রপড়া শেষ করতে অনেক সময় লাগ্‌বে। আর বলে দিয়েচি একে একে আমাদের কারিগরের দলকে দিয়ে যেন পতাকা প্রদক্ষিণ করানো হয়, একপ্রহর রাত ত তাতেই কেটে যাবে।

গোসাঁই জানে ত রঞ্জনের কথা ?

35 আন্দাজে সে সবই জানে কিন্তু স্পষ্ট করে জানতে চায় না।

কেন ?

পাছে জানিনে এই কথা বলবার পথ ওর একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

হলই বা।

আমাদের হল কেবল একটা পথ, সর্দ্দারের পথ— সোজা চলে যেতে পারি

40 তাতে যে বাঁচে আর যে মরে। ওর যে দুটো পথ। একদিকে ও সর্দ্দার, যদিচ তার উপরে নামাবলী চাপা পড়েচে তবুও ও সর্দ্দার, আবার আর একদিকে ও হল গোঁসাই। এই জন্যে সর্দ্দারী ধর্ম্ম পালন কতকটা নিজের অগোচরে ওকে করতে হয়, তাহলে নামজপের সময় খুব বেশি বাধা ঘটে না।

45 নামজপটা না হয় ছেড়েই দিত !

এদিকে মানুষটা যে ধর্ম্মভীরু, অথচ রক্তে বইচে সর্দ্দারী। এইজন্যে ও যদি

স্পষ্টভাবে নামজপ আর অস্পষ্টভাবে সর্দ্দারী করতে পারে তাহলেই ওর মনটা
সুস্থ থাকে।
কিন্তু মেজো সর্দ্দার, তোমারো দেখেচি রক্তের সঙ্গে আর তোমার সর্দ্দারির সঙ্গে
50 এখনো সম্পূর্ণ রঙের মিল হয়ে যায়নি।
অনেক উন্নতি হয়েচে। মরবার আগে বোধহয় নিখুঁত হয়ে মরতে পারব।
কিন্তু এখনো তোমার ঐ তিনশো একুশকে সইতে পারিনে। কাজের খাতিরে
বিশুর মত মানুষকে দলে ফেলে তারপরে নাটভবনে পাশা খেলতে যেতে পারি কিন্তু ঐ
তিনশো একুশ,
55 যাকে দূর থেকে চিম্‌টে দিয়ে ছুঁতে ঘেন্না করে তাকে যখন দুহাত দিয়ে জড়াতে হয়
তখন কোনো তীর্থ-
বারিতে স্নান করে নিজেকে শুচি মনে হয় না!
ঐ যে খঞ্জনী আস্‌চে।
আমার সময় নেই, তুমি ওর সঙ্গে কথা কইতে চাও ত কও।
60 না, আমারো সময় নেই। আমি চল্লুম।
61 আমিও চল্লুম।

32 শোনো, শোনো! শুনতে পাচ্চ? এখনো তোমার কান
খুলল না, কান্নায় যে আকাশ ভরে গেছে। শুন্‌তেই হবে তোমাকে,—
শুন্‌তেই হবে। এখানে আমি দিনরাত বসে থাক্‌ব যতক্ষণ না তুমি শোন।
তোমার এই জাল আমি ছিঁড়ব তবে আমি উঠ্‌ব।
5 বৎসে, এখানে তুমি কি করচ?
গোসাই, বিশুপাগলকে কেন তোমরা বেঁধে নিয়ে গেলে?

আমি ঠিক জানিনে, কিন্তু আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, যে, ওকে
না বাঁধলে এখানকার ব্যবস্থাবন্ধন আলগা হয়ে যেত জেনেই ওকে
বাঁধা হয়েচে।

10 তোমাদের যে ব্যবস্থাবন্ধনের গিঁঠে গিঁঠে এত লোকের গলায় ফাঁস
লেগেচে তাকে কি চিরকালই রক্ষা করতে হবে? তুমি ত গোসাই
মানুষ,
ভক্তলোক, আমাকে সত্যি করে বল, তোমাদের তৈরি ঐ ফাঁসে তোমা-
দের ভগবানকে কি পীড়া দেয় না?

ভগবানের যে বিধানে বিশ্বজগতের স্থিতি আমাদের এই বিধান
15 তারই অঙ্গ, এ যদি নিশ্চয় না জানতুম তবে কি প্রতিদিন মন্দিরে
ভগবানের কাছে এদের জয় প্রার্থনা করতুম?

তাই যদি হয় আমি তাকে মান্‌ব না জগৎ কারাগারের সেই সর্দ্দার
প্রহরীকে।

এ বড় হাসির কথা! তুমি তাঁকে মান্‌বে না। কি করতে পার তুমি!

20 যত ছোট হই আমি তাকে না মান্‌তে পারি। যতক্ষণ সাধ্য ঘা
মেরে মেরে
তার বন্দিশালার দরজা ভাঙবার চেষ্টা করতে পারি।

তাতে ভাঙবে তোমারই হাড়, দরজা ভাঙবে না।

সে আমি জানি। ভাঙুক্ বা না ভাঙুক এই ভাঙবার সাধনাই
আমার মুক্তি।

25 এসব কথা ত তোমার নিজের নয়। এ যেন সেই বিশুপাগলের
কথা।

হ্যাঁ তারই কথা ত। বন্দিশালায় যেতে যেতে সে আমাকে বলে
গেছে, শিকলও বন্ধন নয়, প্রাচীরও বন্ধন নয়, অন্যায়ের কাছে মাথা
হেঁট করে
থাকাই বন্ধন। মাথা বিদীর্ণ হওয়াতে দুঃখ নয়, মাথা নীচু হওয়াতেই
দুঃখ।

30 হরি হরি! ভগবান যখন ছোটকে মারেন তখন তার ছোট মুখে
বড় কথা দিয়ে

মারেন।

রঞ্জন কোথায় আছে ? শুনেচি তাকে এখানে আনা হয়েচে।

এ প্রশ্ন সর্দ্দারকে জিজ্ঞাসা করলেই পারতে। এসব কথায় আমি থাকিনে।

35 তোমরা তাকে নিয়ে কি করতে চাও আমাকে বল্‌তেই হবে।

কোথায় গেছে, সর্দ্দার, আমি ত তাকে খুঁজে পেলুম না।

তার স্ত্রী অনেকদিন পরে আস্‌চে তাকে সে দেখ্‌তে ছুটে গেছে।

স্ত্রীকে দেখ্‌তে যাবার জন্যে তার দরদ আছে তাহলে।

39 দেখ নি তার স্ত্রীর নামে গান বেঁধেচে কত ?

33 তাহলে নিশ্চয় সে তার কথা রাখ্‌বে।

কি কথা ?

সে যে বলেছিল আজ আমার সঙ্গে রঞ্জনের মিলন হবে।

তাই বলেচে নাকি ? তাহলে হতে পারে ; আমি বলি ততক্ষণ তুমি

5 আমার সঙ্গে ঠাকুরঘরে এস, তোমাকে নাম শোনাই।

শুধু নাম নিয়ে আমাব কি হবে ?

মনে শান্তি পাবে, শক্তি পাবে, কোনো দুঃখে

তোমাকে বিচলিত করতে পারবে না।

তার চেয়ে আমি এই দরজায় বসে থাকব।

10 কতক্ষণ ?

যতক্ষণ না এই দরজা খোলে।

দেবতার চেয়ে মানুষের পরে তোমার বেশি বিশ্বাস ?

তোমার দেবতা যদি তোমাদেরই দেবতা হন তবে তাঁর

পরিচয় আমার হয়েচে— এদিকে জালের আড়ালে যে-মানুষটি

15 আছে তাকেও দেখেচি। তোমাদের ঐ জয় পতাকার দেবতা

কোনোদিন নরম হবে না— কিন্তু ঐ মানুষের মধ্যে একটা জায়গায় দরদ আছে

আমি সে স্পষ্ট জান্‌তে পেরেচি।

তা যদি হয় তবে বসে থাক, আমার আবার পূজো আছে—

সময় নষ্ট করতে পারব না। বৎসে, যাবার সময় একটা কথা বলে
যাই, ভগ-

20 বানের দক্ষিণ বাহু বড় দৃঢ়, তার থেকেই নিয়মবন্ধনের উৎপত্তি, তাতে
যদি পীড়ন করে তবুও তা নম্রচিত্তে স্বীকার করে নিয়ো।

গোসাইজি, সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানের বামবাহু যদি মুক্তির আলিঙ্গন
না দেয়

তবে দক্ষিণ বাহুকে মান্‌ব না। তার মার খেয়ে মরব, তবুও না! তুমি
যাও, নাম শুনে যারা

ভোলে তাদের নাম শোনাও গে!— শোনো, শোনো, আমার

25 গলা কি শুন্‌তে পাচ্চ না? তুমি যে বলেছিলে, রঞ্জনের সঙ্গে আমার
মিলন তুমি দেখ্‌তে চাও তোমার আপন ঘরের মধ্যে। আমি ত
তাই এসেচি, কোথায় রঞ্জন, তাকে ডাক— তোমার দরজা খোলো।
ঐ শুন্‌চ? তোমাদের উৎসবে আজ সানাই বাজ্‌চে। ঐ সানাই
একই সঙ্গে আমাদেরও মিলনের সুর বাজাবে।

30 একি! এ যে ফাগুলাল। তোমরা
কি খবর পেয়েচ?

খঞ্জনী, আমাদের বিশু ত তোমার সঙ্গে এল, এখন সে কোথায়
আছে; বল সত্য করে।

তাকে বন্দী করে' ধরে নিয়ে গেছে।

35 রাক্ষসী, তাহলে তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিস্, তুই ওদের চর।
চন্দ্রা, কেমন করে একথা বল্‌তে পারলে? আমি ওদের চর?
চর নোস্? নইলে এখানে তোর কি কাজ? কেন সবার মন
ভুলিয়ে

ঘুরে বেড়াস? কতবার বিশুকে বলেচি ঐ ডাইনিকে
বিশ্বাস কোরো না— বিশু তখন হেসেচে— এখন সে হাসি তার
40 গেল কোথায়?

34 এখানে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে। তবু এতদিন আমি
তোমাকে সন্দেহ করিনি খঞ্জন। কিন্তু আজ আমার মনে হচ্চে

তোমার ব্যবহারটা ভাল নয়। ও ত আমার সঙ্গে আমার আড্ডায় যাচ্ছিল, তুমি ওকে ভুলিয়ে নিয়ে এলে, আর তার পরেই ওকে কোথায়
5 ধরে নিয়ে গেল। এটা যেন কেমনতরো ঠেক্‌চে।

তা হবে, তা' হবে, আমার সঙ্গে এসেই ও বিপদে পড়েচে। তোমাদের আড্ডায় ও নিরাপদে থাকৃত। সে কথা ও নিজেই বল্‌লে।

তবে কেন আন্‌লি ওকে ভুলিয়ে, সর্ব্বনাশী ?

ও যে বল্‌লে, ও মুক্তি চায়।

10 তা ভালো মুক্তি তুমি দিয়েচ ওকে, আগুনখাকী! পায়ে বেড়ি, হাতে হাতকড়ি!

আমি ত ওর সব কথা বুঝতে পারিনে, চন্দ্রা,— ও আমাকে কেন বল্‌লে ঐ জানে, যে আর সব বন্ধন কিছুই না,— ভাঙতে হবে ভয়ের শিকল,
বিপদ এড়িয়ে চলার বেড়া— তবেই মুক্তি। বিপদ-তুফানের মাঝখানে মুক্তি।

15 বন্দিশালার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে গেল, সবাইকে বোলো, আমি ছাড় পেয়েচি, তোমরা যারা বাইরে ছাড়া আছ তোমাদের উপায় কি ?

ফাগুলাল, নিরাপদের মার থেকেই ও যে মুক্তি চেয়েছিল, আমি ওকে বাঁচাব কেমন করে ?

ও সব কথা আমরা বুঝিনে। ওকে যদি ফিরিয়ে আন্‌তে না পারিস
20 তোকে তাহলে আস্ত রাখব না। তোর ঐ সুন্দর মুখ দেখে আমরা ভুলিনে।

চন্দ্রা, এখানে বকাবকি করে লাভ নেই। কারিগরপাড়ায় খবর দিয়ে আসি, দববল জুটিয়ে আনতে হবে। কোনো উপায় না যদি পাই তবে বন্দিশালার দরজা চুরমার করে ভাঙব।

ওগো ; তোমরা কোথায় চলেচ ?

25 আমরা ধ্বজা পূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেচি।

রঞ্জনকে দেখেচ ?

তাকে পাঁচদিন আগে দেখেছিলুম তারপরে আর দেখিনি।

ঐ ওদের জিজ্ঞাসা কর, হয়ত বল্‌তে পারবে।
ওরা কারা ?
30 সর্দ্দারদের ভোজে ওরা মদ নিয়ে যাচ্চে।
ওগো লালকুর্ত্তিরা, রঞ্জনকে তোমরা দেখেচ ?
সেদিন রাত্রে শম্ভু মোড়লের বাড়িতে তাকে দেখেচি।
এখন কোথায় আছে সে ?
ঐ যারা সর্দ্দার রাণীদের ভোজের সাজ নিয়ে চলেচে তাদের জিজ্ঞাসা
35 কর ; ওরা অনেক কথা শুন্‌তে পায় যা আমাদের কানে এসে পৌঁছয় না।

.35 ওগো, রঞ্জনকে এরা সব কোথায় নিয়ে গিয়ে রেখেচে
জান তোমরা ?
চুপ, চুপ !
তোমরা নিশ্চয় জান, আমাকে বল্‌তেই হবে।
5 আমাদের কান দিয়ে যা প্রবেশ করে আমাদের মুখ দিয়ে তা
বের হয় না, তাইত আমরা টিঁকে আছি। নইলে আমরা ফুটো
নৌকোর
মত কোথায় তলিয়ে যেতুম। ঐ যে যারা ধ্বজাপূজার জন্যে অস্ত্রের
রথ টেনে নিয়ে আস্‌চে ওদের একজন কাউকে জিজ্ঞাসা কর।
ওগো একটু থামো, আমাকে বলে যাও রঞ্জন কোথায় ?
10 শোনো বলি, ঐ যে শানাইয়ের দল আস্‌চে ওরা এখানে
পৌঁছিয়ে বাজনা বাজিয়ে দিলেই এই দরজা খুলে যাবে, তখন রাজা
বেরিয়ে আসবেন। ধ্বজা-
পূজায় রাজাকে থাকা চাই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই সব খবর
জান্‌তে পারবে। আমরা কোনো খবর শেষ পর্য্যন্ত জানিনে, টুকরো
টুক্‌রো জানি মাত্র।
15 শোনো, আমার কথা শোনো, সময় হয়েচে তোমার ঘরের দরজা
খোলবার।
খঞ্জনী, তুমি অসময়ে এসেচ, যাও, যাও তুমি !
অপেক্ষা করবার সময় নেই আমার, একবার ঘরে যেতে দাও।

কি তোমার বলবার আছে বাইরে থেকে শীঘ্র বলে চলে যাও।
বাইরে থেকে আমার সব কথা তোমার কানে পৌঁছয় না।
20 আজ আমাদের ধ্বজাপূজা, এখনি যেতে হবে, তোমার সঙ্গে
কথা ক'বার সময় নেই। তুমি আমার পূজায় ব্যাঘাত কোরো না।
যাও, যাও, যাও তুমি, এখনি চলে যাও।
আমার ভয় ঘুচে গেছে, অমন করে আমাকে তাড়াতে
পারবে না। মরি সেও ভালো, তোমার দরজা না খুলিয়ে
25 আমি যাব না।
তুমি রঞ্জনকে চাও বুঝি? সর্দ্দারকে বলে দিয়েচি তাকে
এনে দিতে। হবে তোমার সঙ্গে তার মিলন। এখন যাও তুমি
ওখান থেকে সরে। আমার পূজায় যাবার সময় তুমি দরজার
কাছে দাঁড়িয়ে থেকো না।
30 পূজোর জন্যে তোমার দেবতা অপেক্ষা করে থাকতে পারেন
দেবতার সময়ের অভাব নেই। মানুষের প্রার্থনা মানুষের কাছে
নাগাল
পাচ্চে না বলে দুঃখ বেড়ে উঠ্‌চে।
দেখ, আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত, মনে হচ্চে আমার ভার আমি যেন
আর বইতে পারচিনে, ধ্বজাপূজায় গিয়ে আমার এই অবসাদ ঘুচিয়ে
35 আসব বলে প্রস্তুত হচ্চি, তুমি আমাকে দুর্ব্বল কোরো না। তুমি
36 তোমার রঞ্জনকে নিয়ে যেখানে খুসি চলে যাও।

36 আমি তোমার শ্রান্তি দূর করে দিতে পারি, আর কেউ
পারবে না।
কি করে' তুমি পারবে?
তোমাকে ভালোবেসে।
না, না, মায়াবিনী, তোমাদের মায়ার মদে আমি শ্রান্তি
5 দূর করতে চাইনে। আমার সব কাজই বাকি রয়েচে, কোনোটাই
শেষ হয়নি— তুমি আমাকে পথ ভোলাতে এসেচ? ঐ যে জয়বাদ্য
বাজ্‌ল, লগ্ন হয়েচে, এইবার আমার দরজা খুলবে, যদি তুমি পথ

রোধ কর তাহলে তোমাকে দলে' তোমার উপর দিয়ে আমাকে যেতে হবে। সরে' যাও, সরে যাও তুমি।

10 ও কে ও রাজা, ও কে ? পড়ে আছে তোমার ঘরের মেঝের উপর ? ওকে যে রঞ্জনের মত দেখচি।

রঞ্জন ! সে কি কথা ! কখনই রঞ্জন নয় !

জাগো, জাগো, রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখি ! রাজা, ও জাগে না কেন !

15 আমাকে ঠকিয়েচে এরা ! সর্দ্দার আমাকে ঠকিয়েচে। ডাক্ তোরা, সর্দ্দারকে ডেকে আন্, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।

রাজা, তুমি এ'কে জাগিয়ে দাও না !

আমি জাগাতে পারিনে, কাউকে জাগাতে পারিনে। মারতে পারি বাঁচাতে পারিনে। আমি সেই শক্তিই বৎসর বৎসর ধরে

20 দিনরাত্রি খুঁজচি— খুঁজ্‌তে গিয়ে কেবলি মেরেচি, কেবলি মেরেচি একটা কীটকেও বাঁচাতে পারিনি।

তবে কি আমার রঞ্জন কোনোদিনই জাগবে না ?

কোনোদিনই না।

তবে তুমি আমাকে ঐ ঘুমেই ঘুম পাড়াও ! তুমিত ঘুম পাড়াতে জান।

25 আমি কেবল তাই জানি, আর কিছুই জানি [না]। আমি ওর অতুল সুন্দর যৌবন কেড়ে নিতে চেয়েছিলুম। পাত্র শূন্য করতে পেরেচি নিজে এক ফোটা [ফোঁটা] কিছুই পাইনি।

রাজা, কেন তুমি এমন সর্ব্বনাশ করলে ? আমার আনন্দ দীপ একেবারে নিবিয়ে দিলে কি করে ?

30 লোভ, লোভ ! ভয়ঙ্কর লোভ ! সে লোভ কেবলি নেয়, কিছুই পায় না—

রঞ্জন, তুমি একটা কিছু আমাকে বল, একটা তোমার শেষ কথা— যা নিয়ে আমি বাঁচতে পারি।

ও একটা কথা বলেচে, খঞ্জনী, আমি শুন্‌তে
পেয়েচি।— এই যে আমার ধ্বজা এসেচে। ভাঙো ওটাকে, ভেঙে
35 শতখানা কর! সেই ধুলোয় একেবারে মিলিয়ে যাক্ যে ধুলো থেকে

37 কচি ঘাস বেরয়, বনলতায় ফুল ধরে!
মহারাজ, এ কি করলেন, এ কি উন্মত্ততা! পূজার দিনে এ
কি মহাপাতক! যাই সর্দ্দারদের খবর দিই গে, তারা আজ বাগানে
চলে গেছে।

খঞ্জন, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর বেদীর উপরে
5 এই ধ্বজার প্রতিষ্ঠা, আজ তাকে ভাঙলুম। এইবার সেই
বেদীটাকে ভাঙতে যেতে হবে তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে?
যাব আমি।
খঞ্জন, বিশুকে ওরা কিছুতে ছেড়ে দেবে না— একি রাজা যে!
কি হয়েচে তোমাদের? কি করতে বেরিয়েচ?
10 বন্দিশালার দরজা ভাঙতে চলেচি— তা তুমি রাগ
কর, আর যাই কর— আমরা ফিরব না।
আমিও বন্দিশালা ভাঙতে চলেচি। আমাকে তোমাদের
দলপতি করে নাও।
খঞ্জন, এ ত তোমার নতুম একটা ফন্দী নয়? তোমাকে
15 আমাদের আগে আগে যেতে হবে।
তাই আমি যাব।
জয়বাদ্যের দল, চল আমার সঙ্গে সঙ্গে।
মহারাজ, তুমি ত ভুল বোঝনি? আমরা তোমারই
রাজ্যের বন্দিশালা ভাঙতে চলেচি।
20 আমিও তাই চলেচি।
সর্দ্দাররা এখনি খবর পাবে, তারা ঠেকাতে আস্‌বে।
তা জানি।
তুমি তাদের সঙ্গে লড়বে?
হাঁ।

25 তোমার সৈন্যেরা ত তোমাকে মানবে না।

না, আমি একলা লড়ব।

জিৎতে পারবে।

না, কিন্তু মরতে পারব। এতদিন পরে মরবার একটা অর্থ দেখ্‌তে পেয়েচি, বুঝতে পারচি মরণটা সুন্দর। খঞ্জন, শুন্‌তে পাচ্চ ঐ যে

30 তোমার ফসলকাটার দল গান গেয়ে চলেচে।

—

পাঠ-পরিচয় ও তথ্যপঞ্জী

শ্রীপ্রণয়কুমার কুণ্ডু

পাঠ-পরিচয়

পাণ্ডুলিপি

পৃষ্ঠা / ছত্র / পাঠ-পরিবর্তনের প্রকৃতি

1 1 চন্দ্রা (সংযোজন)

8 ···দিনে-র পরে 'মনে আছে ত' (বর্জিত)

9 কি করতে হবে > কি করা যেতে পারে
অনেকদিন হল (সংযোজন)

2-10 ও কি বলচ···আমাকে মদ দাও (সংযোজন)

11 প্রথমে ছত্রটি ছিল ২ সংখ্যক, তার শুরুতে
ছিল 'সে কথা পরে হবে' (বর্জিত)
আমি বলছি (সংযোজন)

16 ···এদের'-এর পরের অংশ বর্জিত, তার জায়গায়
'শিকি পয়সার'

19 ···'বলে'-র পরের বর্জিত পাঠ 'যারা মাছ খায় তারা
আঁশ ছড়িয়ে ফেলে। আঁশ মাছেরই দরকার। মাছ যারা
খাবে তাদের দরকার নেই। তারা আঁশ ছাড়িয়ে
ফেলে।

30 'দেখে'র পরে 'আমরা' (বর্জিত)

32 ···পড়ে। সেই দেখা এড়িয়ে>···পড়ে। যেখানে মানুষের

37 আমাদের (সংযোজন)। এই ছত্রটির পরের ছত্রের
শুরুতে ছিল 'সে কি কথা', বর্জিত হয়ে 'কাজ ভোলাবার···' শীর্ষক গান
যুক্ত হয়েছে।

58 এর পরবর্তী বর্জিত ছত্রের পাঠ : "একদিন যখন ওর
মাঝখানেই ছিলুম / তখন ওকে মদ বলে চিনতেই
পারিনি। চারদিকে ছড়ানো মদ, পাত্‌লা মদ।"

2 2 -সংখ্যক ছত্রের পরবর্তী বর্জিত পাঠ :
"দেখ না কেন, বেয়ান, এখানে খাবার জুটছে রোজ,
আগে তা জুটত না, হাতে কিছু কিছু টাকাও পাই,
সুবিধে নানা রকম আছে ; এখানে মানুষের সঙ্গ
যে মেলে না তাও নয় ; হাজার হাজার মানুষ
ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে কাজ করি— কিন্তু গাঁয়ে বাস
করবার সময় মানুষের সঙ্গ ভ'রে যে মদটুকু

পাওয়া যেত এখানে তা নেই কাজেই—
স্থলে 'তোর প্রাণের রস' গানটি সংযোজিত।

11 নীল চাঁদোয়া খাটানো (সংযোজন)

12 '…ধরেচি।' এর পরেই ছিল 'সমস্ত দিন যার থেকে বঞ্চিত
থাকি অল্প সময়ের মধ্যে তা পুষিয়ে নিতে হয়— এই
জন্যেই এখানকার মদটা হয় গাঢ়, নেশাটা হয় কড়া।'
এর বদলে 'বারো ঘণ্টার…ঘোরে' (সংযোজন)

35 আর তোমরা যারা…দরকার নেই। (সংযোজন)

44-73 খারাপ হয়ে গেছে…আর নেই। (সংযোজন)

75 হাত হাতিয়ার (সংযোজন)

3 3 জোঁক লাগিয়ে (সংযোজন)

4 দিনের…কারিগররা (সংযোজন)

7 দিনের বেলায় তুমি…আমার (সংযোজন)

11 তার যে দশা হয় > সে কি ভয়ঙ্কর একলা

13 দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে (সংযোজন)

16 খোলা থাকে > যদিবা কোনো সুযোগে খোলে

35-43 যক্ষপুরী নিছক… বেয়ান (সংযোজন)।
35-সংখ্যক ছত্রের আগের পাঠ :
'অঙ্কশাস্ত্রের সংখ্যা জিনিষটার ত কোথাও সীমা নেই।' (বর্জিত)

4 5 আমি ছোট মানুষ * * * অদৃষ্টের খাঁচার মধ্যে বন্ধ,
হাতে নিয়ে ঐ কথাটা আমি ভুলে যাই > মদের পেয়ালা…
আর নই (সংযোজন)

7 নিজের চেয়েও আরো বড় > যা তার চেয়েও সে অনেক বড়

23 পূর্ববর্তী ছত্রের 'এখন'-এর পরের অংশ ছিল 'গেলেই বা কি'
তার বদলে বর্তমান পাঠ সংযোজিত।

26 '…কোন্ কথার' পরে ছিল 'কি মানে দাঁড়ায়' (বর্জিত)
টীকে…লাগাবে (সংযোজন)

33 এই যে ৬৯ ঙ > কি হে ৬৯ ঙ

5 3 ওদের নাচাবার… তত বড় (সংযোজন), এর জায়গায় ছিল
'যদি পায়ের জোর'

4 ছত্রটির বর্জিত পাঠ : 'থাকত তবে ওদের নাচাবার বৃথা
চেষ্টা না করে শেষে'

	6	লোকসানের > সাংঘাতিক
	18	খুবই উদ্বিগ্ন হয়েচি (সংযোজন)
	23	ওদের চীৎ করিয়ে (সংযোজন)
	26	বেয়ান > নাৎনী
	30	দিতে এলে…হবে। (সংযোজন)
	35	গোসাইঁয়ের (সংযোজন)
	36	ছত্রটির শুরুতে ছিল 'বাঃ' (বর্জিত)
6	10	কূর্ম্ম অবতারের…হরি হরি ! (সংযোজন)
	11	ফাগুলাল > সাতচল্লিশ ফ
	17	দেখি,…মধ্যে চ। (সংযোজন)
	18	উপদেশে > সাধুকথায়
	20	সম্ভবত 'সাধু' বর্জিত হয়ে 'ঐ মোটা-ফোঁটাওয়ালার'
	22	'হরি-হরি !' এবং 'মাঝখানে পর্দ্দাটা নেই।' (সংযোজন)
	36-46	'বিশু, আজকাল এদের মেজাজটা কেমন যেন দেখচি' বর্জিত হয়ে 'কোন্ পাড়ায়…হরি হরি !' (সংযোজন)
7	3	আপনার > তোমার। 'বেশি' (সংযোজন)
	10	ওরা ঠাণ্ডা থাকলেই > ওদের ঠাণ্ডা রাখলে ওরা
	14	ঠিক > খাঁটি
	18	আমাদের ঘর (সংযোজন)
	30	তুমি সর্দ্দারের…হও। (সংযোজন)
	33	তার > তাদের
	35-36	আমরা যে মানুষ…আবার (সংযোজন)। এই অংশের বর্জিত পূর্বপাঠ : "আমাদের স্ত্রীরা জায়গা জোড়ে, সময় জোড়ে, খরচ বাড়ায় অথচ যক্ষপুরের কোনো দরকারে লাগে না। তাদের মন পড়ে থাকে ঘরের দিকে, স্বামীগুলোকেও টানে ঘরের মুখে।
8	1	এ কথাটার > এ দুটো কথার
	7	ছত্রটির শুরুতে ছিল 'বলেও', বর্জিত হয়ে পরে বসেছে।
	11	ভাবচ > ভয় পাচ্চ
	14	'যতদিন আমি চর' > একদিন ছিল…ভর্ত্তি
	15	ঘরে > কোঠাবাড়িতে
	16	'খেলার ডাক পড়ত' এবং 'যখন বিশুদের' মধ্যবর্ত্তী

বর্জিত পাঠ : 'তাতে তার মনে ফুর্ত্তি ছিল। আমি যখন'

18 ছত্রটির বর্জিত ধারাবাহ অংশ : 'আমার মদের ভাঁড় উপুড় ক'রে দেবার কেউ নেই।'

19 আচ্ছা বেয়াই > বেয়াই। 'আমাদের সঙ্গে এস' (সংযোজন)

29-31 আমি তোমাকে···জেগে ওঠে। (সংযোজন) এর বর্জিত পূর্বপাঠ : 'কেন যে, বেয়ান, সে কথা বল্‌লে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। ওর, সুন্দর মুখ দেখে মন খুসি হয়ে ওঠে তাই বুঝি আর—

না, না, জীবনের যে গভীর দুঃখটা * * * বেরিয়ে আমার অবকাশ পায় না ওর মুখ সেইটে আমার মন ছেয়ে ফেলে।'

এই অংশের 'না, না···দুঃখটা' পুনরায় বর্জিত ক'রে 'ওই যক্ষপুরীতে সময়ের অভাবে বুকের ভিতরকার' লিখিত হয়েছিল, পরে সমগ্র অংশটি পরিত্যক্ত।

34 আগে ছিল 'তাদের', পরে বাক্যটি সম্প্রসারিত হয়েছে।

35 ছত্রটির পরের অংশ বর্জিত : 'ওকে দেখলে সেই কান্না আমার কানে এসে পৌঁছয়।'

9 3 আজ সকালে (সংযোজন)

6 ছত্রটির শুরুতে ছিল 'এ যে', বর্জিত। 'ঝেঁটিয়ে ফেলা' (সংযোজন)

8 তাই ঠিক করেছিলুম > মনে করলুম

9 '···যোগ দেব।' এর পরের বর্জিত অংশ— 'তাহলে হয়ত আমার গলা ওদের কেউ কেউ চিনতে পারবে।'

এর পরের ছত্রটিও একইভাবে বর্জিত : 'তাহলে বনের পাখীর খাঁচায় ধরা দিতে লোভ হবে।'

10 ছত্রটির শুরু হয়েছিল 'কিন্তু' দিয়ে। শব্দটি বর্জিত। 'কিছুতে আমাকে পথ দেখিয়ে দিল না' বাক্যের 'আমাকে' শব্দটিও বর্জিত।

14 'এলেই···দেখতে পাই।'— এর বর্জিত ধারাবাহ : 'মাঠের হাওয়া আমার প্রাণে লাগে।'

17 এতকাল (সংযোজন)

18 আকাশ > আকাশখানা

আমি হারিয়ে ফেলেছি > হারিয়ে ফেলেছি

‘টুকরো’ (সংযোজন)। পিণ্ডি > তাল। ‘সেই পিণ্ডের’ (সংযোজন)

19 ছত্রটির পরেই ছিল : ‘কিন্তু তুমি
যখন আমার মধ্যে আকাশ খুঁজে পেয়েচ তখন
নিশ্চয় আছে’। (বর্জিত), তার বদলে, ‘তার থেকে···যাইনি।’
(সংযোজন)

22-23 এই ছত্র দুটির জায়গায় ছিল— ‘পাগল, এখন আমার
মনে হয়, একই আকাশে তোমাতে আমাতে
আছি।’ (বর্জিত)

10 4-6 ছত্র তিনটির আগের পাঠ শুরু হয়েছিল এইভাবে : ‘যে
দুঃখের সম্পদ নিয়ে জন্মেছিলুম * * *।’ এই পাঠ বর্জিত।

7 কোথায় যে > যে জন

9 এখানে > এই যক্ষপুরীতে

11 পাগলী তুমি যে আমার সেই না-পাওয়া ধনের দূতী
হয়ে এসেচ > তুমি আমার সেই না-পাওয়া ধনের দূতী ;

15 এই ছত্রটির পরে, ‘ওগো সুন্দরী, সেই চিরবিস্ময়ের’— এইটুকু
পাঠের আভাস রেখে দিয়ে বিস্তৃত পাঠ বর্জিত।

24 এই দুঃখের কথাটা > তুমি যে দুঃখের কথা বল

29 গেছে > যায়

30 ‘উড়িয়ে দিয়ে হাসে’ (সংযোজন)

33 যে-রকম > যেমন

34 যখন কাছে পায় তখন > আমাকে কাছে পেলে

11 12 ছত্রটির শুরু হয়েছিল ‘যে রঞ্জনকে কোথাও পাওয়া
যায় না’ দিয়ে, পরে তার পরিবর্তন ক’রে এবং সংলগ্ন
বিস্তৃত অংশ বাদ দিয়ে বর্তমান অংশটি রক্ষিত।

16 ‘ও চাঁদ’ শীর্ষক গানটির অনেকটা অংশ বর্জিত, যা
বর্তমান পাঠ থেকে অবশ্যই স্বতন্ত্র ছিল।

35 ছত্রটির ধারাবাহ ‘তোমার মধ্যে আমার মন মুক্তি পায়’
(বর্জিত)।

12 2 না তাকে > ওকে

6 ঠিক করে বল্‌তে পারিনে > একেবারে চমকে উঠলুম

8 ‘আর হাত দুটো’র সংলগ্ন বিস্তৃত অংশ বর্জিত

12 ছত্রটির ধারাবাহ ‘ওর ময়নাকে দাঁড়ের···’ বর্জিত হয়ে

বর্তমান পাঠ সংযোজিত হয়েছে।

17 জিজ্ঞাসা করলে (সংযোজন)

22 ওর মজ্জায়…অনেক দিনের। (সংযোজন) এর জায়গায় 'অনেক দিনের প্রাণ। অনেক দিনের শক্তি * * *' (বর্জিত)

24 এক কোণে (সংযোজন), পরের বর্জিত অংশের পাঠোদ্ধার করা যায় নি।

25 'গুঁড়ির' আগে একটি শব্দ ছিল, বর্জিত।

28 আরো কয়েক বার দেখেচি। > দেখেচি…

31 'আমি তোমাকে জানতে চাই' এবং 'আমার কেমন গা'-এর মধ্যবর্তী পাঠ বর্জিত।

13 1 হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন > হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে উঠল

8-9 ছত্র দুটির জায়গায় বর্জিত পাঠ : 'তোমার হাওয়াতে ওকে যে অজানার সমুদ্রের দিকে টানে। অথচ ও যে কেবলি পাকা করে বাড়ে।'

13 ছত্রটি সংযোজন

19 ছত্রটির পরের দুটি ছত্র বর্জিত, পাঠোদ্ধার করা যায় নি।

29 ভরিয়ে ভরিয়ে চল্‌তে থাকব > ভরিয়ে ভরিয়ে চলা ছত্রটির পরে বিস্তৃত অংশ বর্জিত।

40 'এখন যাও'-এর আগের অংশ বর্জিত

14 12 …কোথাও কিছু দরদ নেই…(সংযোজন)

13 ঠিক বলেছ পাগ্‌লী > ঠিক বলেছিল্‌

19 আমি যক্ষপুরের কারিগরদের… > আমি সুরঙ্গ খোদার কারিগরদের…

21 হয় না। > হয় না,।— এর পরবর্তী অংশ বর্জিত। তার জায়গায় সংযোজিত : 'মন বলে, যা হবার তা হোক্‌ গে' বর্জিত অংশের সম্ভাব্য পাঠ : 'মরিয়া হয়ে ওঠবার জন্যেই মন খুশি হয়।' পরের ধারাবাহ যথাযথ রক্ষিত।

29 সংযোজন।

30 ছত্রটির অনেকটা অংশ বর্জিত, পাঠোদ্ধার অসম্ভব।

15 4 ওকে একলা ফেলে > রাজাকে একলা ফেলে

5 'তোমার কথাটার মানে কি হল।' (সংযোজন) এর বর্জিত পাঠ উদ্ধার করা যায় নি।

8 অভাগী > মায়াবিনী। 'সেই' (সংযোজন)

9 মিশবে না > মিলবে না

11 নাবিয়ে আনতে চাও ? > নাবিয়ে আনবে ?

13 …তা জানি নে'-র পরে ছিল 'আমাদের', সম্ভবত
বাক্যটিকে প্রসারিত করার জন্য, শব্দটিও বর্জিত।

16 …গড়া > …গাথা। ছত্রটির শেষের অংশ বর্জিত,
তার বদলে 'পাঁজরের উপরে ভিৎ গড়া, তবুও' (সংযোজন)।
বর্জিত পাঠ : 'পাঁজরের উপরে তার ভিৎ'।

17 ছত্রটির শুরুতে যে পাঠ ছিল, তা বর্জিত। 'অসীম' (সংযোজন)

19 'যদি সেই বুকের ব্যথা' এবং 'ঐ থামের পাথরের মধ্যে'-এর
মধ্যবর্তী অংশ বর্জিত ('তোর হৃৎস্পন্দন')

24 বিদায় ক'রে > চলে যেতে

25 সঙ্গে সঙ্গে (সংযোজন)

26 …আমি ত একলা বেরিয়ে > … আমি একলা

16 2 আজই (সংযোজন)

8-9 সংযোজিত পাঠ। তার আগের বর্জিত পাঠ : 'আচ্ছা
আমি খবর নিতে চললুম।'

10-12 'ভালোবাসি' গানটি সংযোজন।

16 18-সংখ্যক ছত্রটির রচনার পরে
এই ছত্রটি সংযোজন করা হয়েছে।

20 …তোমার আসবার…(সংযোজন)

24 ঐ ব্যাং আট হাজার বছর > … তিন হাজার বছর

25 …তার সব ছিদ্র > … সেই পাথরের সব ছিদ্র

26 ছিদ্র বাকি ছিল > বাকি ছিল

27 'বেঁচেছিল' লিখতে গিয়ে 'বেঁচেছি' লেখার পর লিখিত
হয়েছে 'টিঁকে ছিল'।

28 চারদিকে (সংযোজন)

29 কিন্তু ওর কাছ থেকে ওর বেশি…> কিন্তু ওর কাছ
থেকে তার বেশি…

31 …এখনো শিখতে বাকি আছে > … শিখতে বাকি রয়ে গেল।

41 আমি বুঝতে চাই > এই জিনিষটা আমি জানতে চাই।
যেন আমি বুঝতে > … যেন আমি জানতে…।

17 7 ছত্রটি আসলে 6-সংখ্যক ছত্রের ধারাবাহ এবং সংযোজন।

8 'তুমি ত আমার'-এর আগের পাঠ বর্জিত।
তোমাকে একটা গানটা … > তোমাকে আমার গানটা।

9 শুনিয়ে যাই > শুনিয়ে দিয়ে যাই।

10 গানটি পরে সংযোজিত।

17 গান > সুর

18 ছত্রটির পরের অংশ বর্জিত। বর্জিত পাঠ উদ্ধৃত
হ'ল : 'তোমরা মেয়েরা বুঝি দোসরের মধ্যে দিয়ে
আপনাকে জানাও ? আমাকে ত দোসর বাধা দেয়
যদি তাকে ছাড়িয়ে না যেতে পারি।
আমি গান গাব, তুমি পালিয়ো না।
ভালবাসি
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে
দিগন্তে কার আঁখি যেন
আখিজলে যায় ভাসি।

29 দরজা > পথ

30 লোকদের > লোক। 'নিয়ে' (সংযোজন)

32 'নূতন পথের' বর্জিত হয়ে 'পথিক আসে'।

18 2 এই ছত্রের পরে দীর্ঘ একটি পাঠ বর্জিত, পাঠটি উদ্ধৃত হল :
"তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সমস্ত ঢাকা।
নিজেকে গোর দিয়ে রেখেচে না কি ?
কেবল দুটো চোখ খোলা আছে, তার উপরেও বুঝি কি
একটা অদ্ভুত ('আতস' শব্দটি বর্জন করে) কাঁচের চষমা।
সংসারে তার পুরো দেহটার ('কোনো' শব্দটি বর্জিত)
প্রয়োজন নেই না কি ?
কাপড়ের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে দুটো হাড়ের ডেলা
দেখা যায়। সে যেন মানুষের হাত আর বাঘের থাবার মিশোল।
সব সুদ্ধ এর মানেটা কি হল ?
নিজের ('সমস্তটা বাদ দিয়ে' বর্জিত) সমস্তটাকে কেবল
দৃষ্টিপাত / আর হস্তক্ষেপের মধ্যে জমা ক'রে তুলেচে।

এতে ভয়ের কথাটা কি ('হ'ল ?' বর্জিত) আছে ?"

18 3-5 এই তিনটি ছত্রে পর পর তিনবার 'আছে' ক্রিয়াপদটি ব্যবহৃত হয়েছিল, শব্দগুলি বৃত্তাকারে চিহ্নিত, স্বভাবতই বর্জনের উদ্দেশ্যে। 4-সংখ্যক ছত্রের শুরুতে ছিল : 'যদি কারো দেখ্‌তে পাও' : (বর্জিত)

16-21 পূর্ববর্তী 15-সংখ্যক ছত্রের সংশ্লিষ্ট অনেকটা অংশ বাদ দিয়ে এই অংশ সংযোজিত। 21-সংখ্যক ছত্রের পরের অংশ 'কিন্তু ওর মন মানচে না' বর্জিত।

23 ছত্রটির সংলগ্ন অনেকটা অংশ বর্জিত।

27-37 পরে সংযোজিত।

19 1 "* * * ও যেন পাগলের মত হেসে ওঠে, বলে, ঐ" বর্জিত হয়ে 'কেমন যেন হাঁফিয়ে উঠে বলে,' (সংযোজন)

4 জ্ঞানের > জানার

6 একটুও (সংযোজন)

7 ছত্রটির পরে বিস্তৃত বর্জিত পাঠ :

"কথাটা একেবারে মিছে নয়।
সে আমি জানি। এখানে একটি মেয়ে আছে
তাকে / সবাই খঞ্জনী বলে,— এ জায়গাটার পক্ষে
'তার মতে' (সংযোজন) এত বড় অসঙ্গত / জিনিষ
আর কিছুই নেই। সে এক একদিন শুধু কেবল তার /
চলার হাওয়াতেই আমার বস্তুতত্ত্বচর্চ্চার জাল ছিঁড়ে
'দিয়ে চলে' (সংযোজন) যায়—/ সেই ফাঁকের
মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনো পাখীর মত হুস্‌
করে' / কোথায় যে উড়ে পালায় তার সন্ধান
পাইনে।
সত্যি না কি !
জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশি হলেই
পাঠ- / শালা পালাবার ঝোঁক সামলানো যায়
না। আমার / এক একবার মনে হয় ঐ খঞ্জনকে
দেখেই আমাদের মনিব / প্রাণতত্ত্বের খবর
জানবার জন্যে হঠাৎ এত ব্যাকুল হয়ে
উঠেচে। কোনো উপায় না দেখে আমি

ভাবলুম পুরাণ ইতিহাসের মধ্যে / ও হয়ত
প্রাণের রস পেতে পারবে তাই তোমার কথা
মনে / পড়ে গেল।”

এই পাঠের অন্তর্গত “কোনো উপায়···
পড়ে গেল” পরে সংযোজিত, কিন্তু অবশেষে
সমগ্র পাঠ বর্জিত।

9 ‘শেষ’ শব্দটি পেন্সিলে সংযোজন।

10 ‘···হয়নি।’-র পরের অংশ বর্জিত ‘বাপমায়ের দেওয়া
নামকে ও মানতেই চায় না।’

13 ও বলে > ওর মতে।

14-16 পরবর্তী সময়ে সংযোজিত।

19 আর > নতুন

22 ‘যখন অবাক’-এর আগের পাঠ ‘ওর কথা শুনে’ বর্জিত।

25 ‘···চেয়ে’-র পরে ‘আমি’ বর্জিত।

20 1 প্রথম (সংযোজন)

2 ‘সম’-(সংযোজন)

4 সবার কাছ থেকে (সংযোজন)

5 ডিঙিয়ে তাড়িয়ে বেড়ায় > ডিঙিয়ে সবাইকে
তাড়িয়ে তাড়িয়ে বেড়ায়।

13 এই ছত্রটির পরের বর্জিত পাঠ :
“ওর চোখ দেখতে পাইনে, চষমাই
দেখি। সেই চষমার উপরে পলক নেই।”

14-15 নব সংযোজন।

16 তখনো চষমা খোলে না > তখনো খোলে না

19 ছত্রটি আগের ছত্রের ধারাবাহ, ‘তার দাগ
থাকে’-র পর সংযোজিত।

25 ‘নারকেলে’র পরে ‘কোনো’ শব্দটি বর্জিত।

31 ওর > তার

33 কেল্লা > শনিগ্রহ

37 ‘হরিনামে’র আগে ‘তুমি’ শব্দটি বর্জিত।
‘নিয়ে’র পরে ‘যদি’ (বর্জিত), এর পরে ছিল :
‘সেই ঝুলটার ভিতরে’-র ‘সেই’ বাদ দেওয়ার পরে

বর্জিত হয়েছে পরবর্তী পাঠ— 'ওদের
সন্দেহ সেঁধবে। ওদের পায়ে হাত দিতে যদি
যাও ভাববে জুতো চুরির মৎলব।" —এই
বর্জিত পাঠের জায়গায় 38-39 পাঠ সংযোজিত।

21 1 দৃষ্টি রাখবার জন্যে (সংযোজন)

5 '…চায়।' এর পরে 'যে জিনিষটা' দিয়ে পরবর্তী
বাক্য শুরু হয়েছিল, বর্জিত হয়েছে।

9 এই ছত্রটির পরের পাঠ বর্জিত : "তখন নিজের
চামড়াটাকে গায়ের চামড়া বলে মনেই হবে
না—/ বোধ হবে যেন পুঁথিবাঁধানো চামড়া—
খোঁচা দিলেও 'উঃ' বলবে না।
আচ্ছা, তোমার…"

13 ছত্রটির পরে ছিল : 'ওর ঘরে আমরা কখনো
যাইনি', কিন্তু নিম্নোক্ত পাঠ সংযোজিত
হয়েছে তার আগে :
"ঘরে ?
ওর ঘরে যাবার ভরসা রেখো না।"
আসলে, 'ঘরে ? …যাইনি' একটি উক্তিরই অংশ।

18 দেখচ একটা জাল-দেওয়া > দেখচ জাল-দেওয়া।
'কি একটা' সংযোজন। এর পরে ছিল 'ঐটেকে' (বর্জিত)।
সম্ভবত, এই শব্দটি বর্জিত হয়ে 'কি একটা' বসেছে।

20 'যেদিন', 'পছন্দ', 'ছেঁকে আদায় করে' (সংযোজন)

21 'থাকে।'-এর পরের বর্জিত অংশ :
"জেলে যেমন তার মাছের আয়তন বুঝে
ছোট বুননি কিম্বা / বড় বুননি জাল ব্যবহার
করে দেখাশোনা সম্বন্ধে এর সেই রকম
ব্যবস্থা।"
বর্জিত অংশটি এই ছত্রটির ধারাবাহ ছিল।

27 ছোবড়ার টুকরোয় পর্ব্বত জমে ওঠে' > খোসায়
খোলায় ছোবড়ায় টুকরোয় ভরে ওঠে'।
এই ছত্রের সংলগ্ন পাঠ বর্জিত, পাঠটি এইরকম :
"…ওর এই অদ্ভুত জালের জানলার / ভিতর দিয়ে

ও তেমনি করে দেখাশুনোর সজ্জা টেনে
নেয়, 'তার' (বর্জিত) বাকি / সব জালের বাইরে
পড়ে থাকে। 'অন্য' (বর্জিত) এই উপায়ে অন্য
সমস্ত কিছু / নষ্ট হ'তে পারে ; কিন্তু ওর
সময় নষ্ট হয় না।
দেখ, আমি যে-সংসার থেকে এসেচি
সেখানে সহজভাবে দেখা / শুনো হয়ে থাকে, সারে
অসারে মিলিয়ে। নিছক সারকে / 'আমরা'
(বর্জিত) হজম করতেই পারিনে, তার স্বাদও
পাইনে। তাই তুমি যা বলচ / তার মানেই বুঝতে
পারচিনে।"

22 1 ছত্রটির শুরুতে যে পাঠ ছিল, তা
বর্জিত। পাঠটি এইরকম :
"ও যখন দেখতে আসবে (প্রথমে ছিল 'আসে', বর্জিত)
তখন ভিতর থেকে একটা আলো ফেলবে /
(প্রথমে ছিল 'ফেলে', তা বর্জিত, 'তখন' ও বর্জিত)
বুঝতে 'পারব' ('পারি' বর্জিত হ'য়ে) ওর
দেখা করবার মর্জি হয়েচে।

3 যাই > যাব

4 করে' তার বোঝা > করে' বোঝা

5 চলে আসি > চলে আস্‌তে

9-14 পরবর্তী সংযোজন

16 এই যে ইনি > ইনি।

17 '...পুরাণ?' এর পরেই ছিল— 'পুরাণের তুমি কি
জান? (বর্জিত) পরের অংশ যথাযথ।

19-23 এই ছত্রগুলিতে প্রচুর কাটাকুটির চিহ্ন রয়েছে।
তারই ভিতর থেকে এই ছত্রগুলির পাঠ উদ্ধার
করা হয়েছে।
22-সংখ্যক পাঠের নিচের সম্ভাব্য পাঠ ছিল
এইরকম : "পুরাতন সামগ্রী যে আবর্জ্জনা হয়ে
জমচে না, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই নূতন হয়ে / জ'মে
উঠ্‌চে তার রহস্য কিছু জান?

না মহারাজ, আমাদের পুঁথিতে—"

23 ···যে পরশমণিতে বিশ্ব কেবলি > ···যে পরশমণিতে পুরাতন নিয়তই

23 2 '···ওকে আমি ফেলি কোথায়'-এর ধারাবাহিক পাঠ 'আজ ত তোমাদের সব···' বর্জিত।

16 ওদের আমরা বলি > ওদের বলে থাকি

20 মনপ্রাণ (সংযোজন)

23 কোনোকালে কি ছিল না ? > কোনোকালে ছিল না ?

30-48 ডানদিকের অর্ধাংশে পরবর্তী সংযোজন। এই সংযোজনেও সামান্য সংযোজন-বর্জনের চিহ্ন বিদ্যমান। যথা, 34-সংখ্যক ছত্র 33-সংখ্যক ছত্রের মাঝখানে তোলা-পাঠ হিসেবে সংযোজিত ('খেলতে আসত'-র পরে। 37-সংখ্যক ছত্রের 'একবার'-এর পরে 'এইদিকে চেয়ে' (সংযোজন)। 42-সংখ্যক ছত্রের 'আমি···'র পরে কিছু অংশ বর্জিত হয়ে 'দুষ্টুমি করে ওকে···' সংযোজিত। 46-সংখ্যক ছত্রের 'কে শুষে নিল রে' এবং 'এইবয়সে'-র মাঝখানে ছিল 'কোন্ দানব' (বর্জিত)।

24 2 শক্তি > মূর্ত্তি। হয়েচে > হয়নি ?

3 আশ্চর্য্য > অদ্ভুত

4 সে হল > সেই অদ্ভুতটি হল কিম্ভূতটি (সংযোজন)

5 সে থাকে উপরে, এ থাকে তলায় (সংযোজন)

6-7 পরবর্তী সংযোজন

8 জিনিষটাকে তত্ত্বের দিক থেকে দেখ। > তত্ত্বের দিক থেকে সবটা দেখ।

15 হয়ে গেছে, ওদের মধ্যে > হয়ে গেছে, ভিতরে

19 তাদের ব্যথা, তা জগতের > তাদের ব্যথা, তারও কি কোনো

20 একটা নিয়ম নেই ? > তত্ত্ব নেই ? নিয়মটাই আছে ? > তত্ত্বটাই জগতে

21 'একলা আছে।' প্রথমে 'আছে'-র পরে কমা (,)

বিরামচিহ্নটি ছিল এবং তার সঙ্গে ধারাবাহ ছিল—
"ঐরকম ভয়ঙ্কর একলা, যেমন একলা তোমাদের
রাজা।" (বর্জিত)

23 এর পরের ছত্রের পাঠ বর্জিত, শুধু 'চাইনে' থেকে
গেছে। এই শব্দটি 24-সংখ্যক ছত্রের শুরুতে বসানো
গেল।
বর্জিত পাঠ : ও কথা বলে 'আমাকে' (বর্জিত হয়েছে আগে)
ভয় দেখাতে পারবে না। আমি···

27 এ রাজ্যে (সংযোজন)

28 যেতে হবে > যেতে হয়

33 শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে > শেষ ঘণ্টা কিছু আগে বেজে গেল,

25 11 এর পরবর্তী দুটি ছত্র বর্জিত হয়ে 12-47 ছত্রগুলি
সংযোজিত। বর্জিত পাঠ এইরকম :
"সর্দ্দার যদি নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কোথায়
নিয়ে গেল কেন নিয়ে গেল কেউ বলতে পারবে না।"

63 ···এই দিনরাত > ···দিনরাত

64 'এরা কি একটুও ভালো থাকে'— এর আগে একটি
পাঠ ছিল, বর্জিত।

65 এই ছত্রেও বর্জনের চিহ্ন আছে, প্রথমটির পাঠোদ্ধার
অসম্ভব, দ্বিতীয়টির সম্ভাব্য পাঠ : 'একেবারে'।

67 ···আর উপায় নেই। > ···আর গতি নেই।

26 1-2 'দেখ খঞ্জনী, ওটা হল ('তোমার' বর্জিত) নিছক
রাগের কথা। ঐ রাগ অনুরাগ না ছাড়লে তত্ত্বের
কথা বুঝতে পারবে না। যেটা···' > দেখ খঞ্জনী,
ওটা নিছক হল রাগের কথা। / তোমার যতই /
হোক্ যেটা···

3 ···তা থাকবেই > তাই। থাকবার জন্যে···

5 আমাদের (সংযোজন)
মস্ত হয়ে ওঠে (সংযোজন)

8 হচ্চে > হয় ;

9 একমাত্র (সংযোজন)

12 তুমি এইখানে শোও! > শোও শোও এইখানে শুয়ে পড়!

13 ...কোথাও চোট > ... কোথাও কোনো চোটের দাগ
17 ...আমি তোমাদের > ...লড়াইয়ের সুরুতে আমাদের
18 'জবাব না দিয়ে'-র পরবর্তী অংশ বর্জিত।
20 'আমার ত মনে হল'-র পরের অংশ 'যেন ওর দেহ থেকে অনেকগুলো' বর্জন ক'রে পেন্সিলে সংযোজন করা হয়েছে : 'ওর সমস্ত...লেগে গিয়ে।'
21 ছত্রটি 20-সংখ্যক ছত্রের ধারাবাহ। মুদ্রণের সুবিধার্থে 21-সংখ্যক রূপে গ্রথিত।
20-23 ছত্রগুলির মধ্যবর্তী অংশে গভীর কাটাকুটির চিহ্ন আছে।
26-27 ছত্র দুটির মধ্যবর্তী পাঠ বর্জিত।
29 ছত্রটির অনেকটা পাঠ বর্জিত।
30 'বল পাব না' এবং 'ইচ্ছে করেছে'-এর মধ্যবর্তী পাঠ "যে খুশি আমাকে অপমান ক'রে যাবে" (বর্জিত)
32 আমরা দুজনে > দুজনে
34 এই ছত্রের পরের পাঠ : 'হবে। ওর যা কিছু করবার সবই সর্দ্দার করবে। ঐ যে সে এসেছে। আমি এখন সরি।' (বর্জিত)
35-38 সংযোজন

27 3 দুই চক্ষু (সংযোজন)
5 'হরি হরি।' (সংযোজন)। সম্ভাব্য পূর্বপাঠ 'ও হরি।' (বর্জিত)
9 'লোকটির' এবং 'একটা ব্যবস্থা করতে হবে'-এর মধ্যবর্তী পাঠ বর্জিত।
14 তোমাদের এখানে... > এখানে...
16 ভগবান রাজার > রাজার। বর্জিত 'ভগবান' শব্দটি পরের ছত্রে বসেছে।
17 'যে দুঃসহ বোঝা চাপিয়েছিল, সেটা' (সংযোজন) পূর্বপাঠ বর্জিত।
18 '...জীবনের' এবং 'একটু বেশি'-র মধ্যবর্তী পূর্বপাঠ বর্জিত। তার বদলে 'রস এই তরফে' এবং 'একটু বেশি'-র পরে 'আদায় করে' সংযোজিত।
19 করা চাই > নিতে হয়
21 যাতে (সংযোজন)। ছত্রটির অনেকটা পাঠ বর্জিত।

	23	...তুমি এই উপকার... > ...তুমি কোন্ বিশেষ উপকার...
	25	না (সংযোজন) গোসাইঁরা (সংযোজন)
	29	কি (সংযোজন)
	30	নিজের জোরে (সংযোজন)
	31	নিজের চলবার হবে না, আমরাই ওকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াব। গজ্জু! > চলবার দরকারই হবে না, আমাদের জোরে ওকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াব। এই গজ্জু!
	33	আহা > হরি হরি। 'একটু' (সংযোজন)
28	2	চলতে (সংযোজন)। এর জায়গায় সম্ভাব্য পূর্বপাঠ : 'অতদূর যেতে' (বর্জিত)
	5	যে মানুষ আপনি চলে না তাকে (সংযোজন)। এর পূর্বপাঠ বর্জিত।
	6	ছত্রটির পূর্বপাঠ বর্জিত, পাঠোদ্ধার অসম্ভব।
	7	ব্যবস্থা রেখেছি > ব্যবস্থা আছে
	14	দিয়ে, সেই নিয়মেই (সংযোজন)। এর পূর্বপাঠ বর্জিত।
	20	কোথায় আছে বিশুপাগল, > কোথায় আছে আমার বিশু পাগল,
	23	ওকে ছুঁতে পারছিনে (সংযোজন)
	26	সর্দ্দার আমাকে বলতেই হবে... > সর্দ্দার বলতেই হবে...
	29	রাজা (সংযোজন)
	32	তোমাকে প্রহরীরা > তোমাকে ওরা
	34	ভয় নেই, পাগলী, কিচ্ছু ভয় করিস্‌নে > ভয় নেই, কিচ্ছু ভয় করিস্‌নে
	37	যখন ছাড়া ছিলুম > যখন ভয়ে ভয়ে ছত্রটির শেষে ছিল 'সত্যি কথা বলতে মুখে / বেধে যেত' (বর্জিত)
29	1	ছত্রটির শেষের একটি অংশ বর্জিত।
	3	কিছু না (সংযোজন)
	4	হয়ে থাক্ (সংযোজন)
	15	ছত্রটির সঙ্গে 16-সংখ্যক ছত্র জুড়ে দেওয়া হয়েছিল

প্রথমে, পরে তা পরবর্তী ছত্র হিসেবে বসাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

20 …দেখচিস্ তো > …এই দেখ্

23 শেষ ফসলে… > শেষ ফসলের ফসল

25 পথ (সংযোজন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই পৃষ্ঠার শেষে সমাপ্তিসূচক অথবা দৃশ্যান্তরের চিহ্ন রয়েছে।

30 2 ছত্রটির শুরুতে যে পাঠ ছিল, বর্জিত।

7 পার তাদের এখানে > পার এখানে ;
'পৌঁছিয়ে' এবং 'দেওয়া চাই'-এর মধ্যবর্তী অংশ বর্জিত।

9 তেমন বলদ একটিও নেই। > বলদ একটিও নেই।

12 তাহলে এক কাজ করা যাক্ > তাহলে এক কাজ করি

13 …জোয়ান লোক লাগিয়ে > …জোয়ান লোক পাওয়া যায়

14 পার তাহলে > তাহলে
বস্তুত, 'লাগাতে পার' লিখতে চেয়েছিলেন কবি, কিন্তু আগের ছত্রে 'লাগিয়ে' লেখার জন্য এই অংশ এবং পরে 'লাগিয়ে'-ও বর্জিত।

15 আরো বেশি লোক নিতে পার। > পঞ্চাশ কেন, তুমি একশো লোক নাও না।

18 যদি হুকুম পাই > তবে যদি হুকুম পাই

19 'হাঁ হুকুম দিচ্ছি'-এর আগে তৃতীয় বন্ধনীর চিহ্ন ব্যবহৃত, কিন্তু তা শেষ করা হয়নি।

22 সন্ধ্যায় আমাদের সর্দ্দারদের উৎসব হবে, > সন্ধ্যায় সর্দ্দারদলের ভোজ হবে,

27 কাল রাত্রেই সব জোগাড় করে আমার নিজের… > কাল রাত্রেই জোগাড় করে' নিজের…

30 আজ তিনদিন হ'ল তাদের গড়ের ওপার থেকে আন্তে > আজ তিনদিন হল গড়ের ওপার থেকে তাদের আন্তে

32 'তাহলে দেরী… চলে যাও'— এর পরের বর্জিত পাঠ এই রকম :
"যেমন করে পার ওঁদের / শীগ্গির পৌঁছিয়ে দেওয়া চাই। দেখ তিনশো একুশ, তোমার / পরে আমরা খুশি আছি, শীঘ্রই তোমার ও-পাড়ায় উন্নতি হবে। /

আমরা পুরুষানুক্রমে আপনাদের দয়ায় পালিত।
একথা / কখনো ভুলিনে। আপনাদের ভোজ হয়ে গেলে
আমার ছেলে দুটিকে / আন্‌ব আপনাকে প্রণাম করে যাবে।

32 আচ্ছা, এই যে মেজসর্দ্দার।"

33-78 32-সংখ্যক ছত্রের সংলগ্ন বর্জিত পাঠের
জায়গায় এই অংশ সংযোজিত, এতেও কিছু শব্দ
সংযোজন ও বর্জনের চিহ্ন রয়েছে।

31 13-14 পরবর্তী সংযোজন।
12-সংখ্যক ছত্রের পরের পূর্বপাঠ : "হাঁ সে ঠিক হয়েচে।
কোনো ভুল হয়নি। এতক্ষণে তার—"
এর পরিবর্তিত পাঠ : "কাজটা আমার দ্বারা হবার নয়।
ছোট সর্দ্দার নিজে পছন্দ করে তার ভার নিয়েচে।
এই সব ব্যাপারে আমোদ পায়।"
দুটি পাঠই বর্জিত।

16 'রাজা বুঝতে পারেন নি'-র পরের অংশ 'ওকে
দেখলে কিন্তু খুশি হতে হয়, যেমন জোর তেমনি রূপ।' (বর্জিত)

19-21 এর মধ্যবর্তী 20 ও 21-সংখ্যক পাঠ পরবর্তী
সংযোজন বলে মনে হয়।

25 অমন > অত বড়

30 'না, না'-র পরে 'আমাদের' শব্দটি বর্জিত

32 কারিগর দিয়ে যেন > কারিগরের দলকে দিয়ে যেন

33 পতাকা প্রদক্ষিণ করা হয় ··· > পতাকা প্রদক্ষিণ করানো হয়···

34-57 পরবর্তী সংযোজন। এর মধ্যেও সংযোজন-
বর্জন করা হয়েছে। যেমন, 54-সংখ্যক ছত্রের
'তিনশো একুশকে সুহৃদ বলে লোকের কাছে
পরিচয় দিতে হয়' পাঠের 'তিনশো একুশ' রেখে
বাকি অংশ বর্জিত।

32 6 অসতর্কতাবশত 'গোঁসাই' লেখা হয়েছিল, পরে
তা সংশোধন করে 'গোসাইঁ' লিখিত হয়েছে।

20 যতক্ষণ পারি আমি > যতক্ষণ সাধ্য ঘা মেরে মেরে

21 ভাঙতে > ভাঙবার

25 এসব কথা ত তোমার কথা নয়! > এসব কথা ত তোমার নিজের নয়

28 … অন্যায়ের কাছে ভীত হয়ে > … অন্যায়ের কাছে মাথা হেঁট করে
30 ভগবান যখন মারেন তখন ছোট মুখে বড় কথা
দিয়ে … > ভগবান যখন ছোটকে মারেন তখন তার ছোট
মুখে বড় কথা দিয়ে…
35 তাকে তোমরা > তোমরা তাকে
33 4 … আমি বলি তুমি > … আমি বলি ততক্ষণ তুমি
5 আমার সঙ্গে এস > আমার সঙ্গে ঠাকুরঘরে এস
7 … কোনো দুঃখের আঘাতে > … কোনো দুঃখে
14 আর জালের আড়ালে > এদিকে জালের আড়ালে
16 কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা দরদ আছে > কিন্তু ঐ
মানুষের মধ্যে একটা জায়গায় দরদ আছে
19 বৎসে (সংযোজন)
20 … তার থেকেই নিয়মের উৎপত্তি > … তার থেকেই নিয়মবন্ধনের উৎপত্তি
21 যদি পীড়ন করে তবে তাকে স্বীকার করে নিয়ো। > যদি পীড়ন করে
তবুও তা নম্রচিত্তে স্বীকার করে নিয়ো।
22 সঙ্গে সঙ্গেই … > গোসাঁইজি, সঙ্গে সঙ্গেই …
23 তবে তাঁর দক্ষিণবাহুকে আমি মানব না। > তবে
দক্ষিণবাহুকে মানব না।
'তার মার খেয়ে মরব, তবুও না' (সংযোজন)
30 সংযোজন
38 'ঘুরে বেড়াস'-এর আগের পাঠটি বর্জিত।
34 1 … কিন্তু তবু এতদিন আমি > … তবু এতদিন আমি
2 'মনে হচ্চে'-এর আগে সম্ভবত 'কেন যে' ছিল, বর্জিত।
5 এটা কেমন যেন > এটা যেন।
এর পরেই 'কেমনতরো ঠেকচে'। 'কেমনতরো'র প্রয়োজনেই
সম্ভবত আগের 'কেমন' বর্জিত।
12 ভাঙতে হবে (সংযোজন)। এর পরবর্তী পাঠ 'ভয়ের শিকল'। (বর্জিত)
13 'বিপদ এড়িয়ে চলার বেড়া' এবং 'তবেই মুক্তি'-র মধ্যবর্তী পাঠ বর্জিত।
14 'বিপদের তুফানে'র জায়গায় যে পাঠ ছিল, বর্জিত।
ছত্রটি আগের ছত্রের ধারাবাহ।
15 অন্য একটি পাঠ বর্জন করে 'বলে গেল' (সংযোজন)
16 কিন্তু তোমরা যারা > তোমরা যারা বাইরে

22 আর কোনো উপায় > কোনো উপায়

24 'চলেচ ?'-এর আগের অংশ বর্জিত।

28 হয়ত ওরা বলতে পারবে। > হয়ত বলতে পারবে।

35 10 ঐ যে শানাইয়ের আস্‌চে > ঐ যে শানাইয়ের দল আস্‌চে

11 এই দরজা খুলে যাবে, তখন (সংযোজন)

12 তখন তাঁকে > তাঁকে

14 টুকরো করে জানি মাত্র > টুকরো জানি মাত্র

15 ঘরের (সংযোজন)

17 আর অপেক্ষা করবার ··· > অপেক্ষা করবার···

23 আমার ভয় ঘুচে আছে > আমার ভয় ঘুচে গেছে
'আছে' সম্ভবত অসতর্কতাবশত লিখিত হয়েছিল।

24 পারবে না। আমি মরি··· > পারবে না। মরি···
তবু তোমার দরজা ··· > তোমার দরজা···

36 6 পথ (সংযোজন)

26 কিন্তু নিজে ··· > নিজে ···

28 এই ছত্রের 'আনন্দ' সম্ভবত 'মঙ্গল'-এর পরিবর্তে বসেছে।

30 ছত্রটির পরের বর্জিত পাঠ :
'রত্নের কৌটো ভেঙে চুরমার করে, সে রত্ন হাতের
মুঠোর থেকে পালিয়ে যায়।'

37 4 হাজার হাজার ··· > লক্ষ লক্ষ···

5 এই ধ্বজার প্রতিষ্ঠা করেছিলুম, > এই ধ্বজার প্রতিষ্ঠা,

10 'বন্দিশালা'-র আগের শব্দটি বর্জিত।

19 রাজ্যেরই বন্দিশালা > রাজ্যের বন্দিশালা

28 একটা কারণ > একটা অর্থ।

29 'এই' বর্জন ক'রে 'বুঝতে পারচি'।
সুন্দর ঠেকচে > সুন্দর।

—

প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জী

পা ণ্ডু লি পি - বি ব র ণ

'রক্তকরবী' প্রবাসী পত্রিকায় আশ্বিন ১৩৩১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। পরে, 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত পাঠ অনুসরণ ক'রে ১৩৩৩ সনে নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয় যথাক্রমে ভাদ্র ১৩৫২, আষাঢ় ১৩৫৭, শ্রাবণ ১৩৬১, বৈশাখ ১৩৬৪, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৭ (নূতন সংস্করণ), আষাঢ় ১৩৬৮, বৈশাখ ১৩৭০, ভাদ্র ১৩৭৫, অগ্রহায়ণ ১৩৮২-তে।

প্রবাসী-তে প্রকাশিত হবার আগে 'রক্তকরবী'র চূড়ান্ত রূপ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একের পর এক খসড়া রচনা করে গেছেন। একটি ছাড়া[১] এই খসড়াগুলির পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবন, শান্তিনিকেতনে সংরক্ষিত। ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে পাণ্ডুলিপিগুলির পরিচয় দেওয়া গেল :

১	149	(i)	পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮২
২	149	(ii)	১৫৫
৩	151	(i এবং ii)	৭৮+৩৮=১১৬
৪	151	(iii)	৫৯ } =১০৭
৫	151	(iv)	৪৮ }
৬	151	(v)	১০৯
৭	151	(vi)	১৫৩
৮	151	(vii)	১০৩
৯	151	(viii)	৫৭
১০	151	(ix)	৩৭

এ ছাড়া, রক্তকরবী সংক্রান্ত আরো দুটি খসড়া সংরক্ষিত রয়েছে রবীন্দ্রভবনে, এগুলির ক্রমিক সংখ্যা যথাক্রমে Ms. 135 এবং 151 (vii)। শেষেরটি অবশ্য আঁকিবুকি-সহ একটি-মাত্র পৃষ্ঠা। প্রসঙ্গত এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে 'রক্তকরবী'র ইংরেজি অনুবাদ Red Oleanders-এর একটি পাণ্ডুলিপি একই সঙ্গে সংরক্ষিত, তার ক্রমিক সংখ্যা Ms. 36.

পূর্বোক্ত দশটি[২] পাণ্ডুলিপির মধ্যে 151 (ix) -সংখ্যক পাণ্ডুলিপিই সন্দেহাতীত ভাবে 'রক্তকরবী'র প্রথম খসড়া। এখানে তার বিবরণ দেওয়া গেল :

১ সম্প্রতি ১৩৯৩, ২৫ বৈশাখ (৮ মে ১৯৮৬), রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে কুমার রায় -সম্পাদিত 'বহুরূপী' পত্রিকায় এই খসড়াটি প্রকাশিত হয়েছে। যতদূর জানা যায়, এই খসড়ার মূল পাণ্ডুলিপি জনৈকা গুজরাটি মহিলার অধিকারে রয়েছে।

২ 'বহুরূপী'তে প্রকাশিত পূর্বোক্ত খসড়াটির প্রাসঙ্গিক আলোচনায় সম্পাদক মন্তব্য করেছেন যে তিনি দাবি করেন উক্ত খসড়াটি 'রক্তকরবী'র প্রথম খসড়া।

বলাই বাহুল্য, তাঁর এই দাবি আদৌ ঠিক নয় এবং সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা।

Ms. No. 151 (ix)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭। আয়তন : 13.9″×8.3″ অথবা, 34 cm.× 21 cm.

চার পৃষ্ঠা সংবলিত ১০টি খোলা ফুলস্ক্যাপ সূক্ষ্ম রুলটানা কাগজে কবির নিজের হস্তাক্ষরে কালো কালিতে পাণ্ডুলিপিটি লিখিত। পৃষ্ঠাগুলির ডানদিকের উপরের কোণে ইংরাজিতে পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হয়েছে, যেমন 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি। বর্তমান মুদ্রিত আকারে পাণ্ডুলিপির পাঠ যথাযথ রাখা হয়েছে, ছত্র, বানান ও যতিচিহ্নের ক্ষেত্রেও।

এই খসড়ার কোথাও নাটকটির স্পষ্টত কোনো নামের উল্লেখ নেই। অবশ্য, ৩৭-সংখ্যক অর্থাৎ শেষ পৃষ্ঠায় উপরের ডুই কোণে পেন্সিলে 'রক্তকরবী-৯' লিখিত। এ যে কবির লেখা নয়, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

খসড়াটির আঙ্গিক অনেকটা 'কবির দীক্ষা'র মতো সংলাপধর্মী এবং সংশ্লিষ্ট সংলাপের সঙ্গে নাটকের পাত্র-পাত্রীর নাম উল্লিখিত নেই। অথবা, প্রথাগত ভাবে দৃশ্যবিন্যাসও নেই। অর্থাৎ, নিছক সংলাপের আকারে সমগ্র রচনাটি লিখিত। পরের খসড়া থেকে অবশ্য প্রথাগত ভাবে সংলাপের সঙ্গে নাটকের পাত্র-পাত্রীর নাম যুক্ত হয়েছে। এও লক্ষণীয়, পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ ও প্রস্থান -সূচক কোনো নির্দেশ নেই এই খসড়ায়। এবং খসড়াটির সূচনায় কোনো 'ভূমিকা'ও নেই।

পাণ্ডুলিপিটির বিশিষ্ট লিখন-পদ্ধতি অনুধাবনযোগ্য। প্রত্যেক পৃষ্ঠা খাড়াভাবে (vertically) দুই সমান ভাগে ভাঁজ ক'রে বাঁ দিকের অংশে মূল পাঠ লিখিত, ডান দিকের অংশ ফাঁকা রাখা হয়েছে সংশোধন বা সংযোজনের কাজে ব্যবহারের জন্য। লক্ষ্য করা যায়, এই বিশিষ্ট লিখন-পদ্ধতি 'রক্তকরবী'র সবগুলি পাণ্ডুলিপিতেই অনুসৃত। এ ছাড়া, লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কোনো পাণ্ডুলিপিতেই রচনাকাল ও রচনাস্থানের উল্লেখ নেই।

প্রথম খসড়ার নেপথ্যলোক ও ইতিবৃত্ত:

১৩৩০ বঙ্গাব্দের গরমের ছুটিতে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় বন্ধ হবার আগেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্রামের জন্য শিলং যাত্রা করলেন (২৬ এপ্রিল ১৯২৩)। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, কবি শিলং থেকে ফেরেন আষাঢ়ের (১৩৩০) গোড়ায় বা জুন মাসের মাঝামাঝি। প্রায় দু'মাস ছিলেন শিলঙে।

এই যাত্রায় কবির সঙ্গে ছিলেন প্রতিমা দেবী, মীরা দেবী, পুপে এবং রাণু অধিকারী (লেডী রাণু)। রথীন্দ্রনাথ এঁদের শিলঙে পৌঁছে দিয়েই শান্তিনিকেতনে ফিরে যান।

শিলঙে কবি জিৎভূম নামে একটি বাড়িতে ছিলেন, বাড়িটি ছিল বাংলোর মতো। রবীন্দ্রনাথ থাকতেন একটি ঘরে, একা, তার পাশের ঘরে পুপে ও রাণু সহ মীরা দেবী, এবং শেষের ঘরে প্রতিমা দেবী। শ্রীমতী রাণু তখন মাঝে মাঝেই কাশী থেকে শান্তিনিকেতনে চলে আসতেন কবির কাছে। সেবারও সেইভাবেই শান্তিনিকেতনে এসে কবির সঙ্গে শিলঙে

রয়েছেন। তখন তিনি স্কুলের গণ্ডি ছেড়ে কলেজে ভর্তি হয়েছেন। এই সময়কার একটি বিস্তারিত বর্ণনা এবং প্রাসঙ্গিক আরো কিছু তথ্য শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করবার সুযোগ পেয়েছি, যা রক্তকরবীর জন্মলগ্নের স্মারক হিসেবে মূল্যবান বলেই মনে হয়।[৩] রবীন্দ্রনাথ এই সুন্দর পরিবেশে তাঁর ঘরে জানলার ধারে টেবিলে বসে লিখতেন, মাঝে মাঝে প'ড়ে শোনাতেন। শ্রীমতী রাণু সারা বাড়িতে, বাইরে, দৌড়ঝাঁপ লাফালাফি ক'রে বেড়াতেন, কবির কাছে গিয়েও বসতেন। বিকেলে তাঁরা বেড়াতে বের হতেন। অনতিদূরে ছিল ময়ূরভঞ্জের মহারাজার বাড়ি, সেখান থেকে নিমন্ত্রণ আসত। সামাজিক উৎসবেও কবি সবাইকে নিয়ে যেতেন। একদিন রাণুকে পাশে নিয়ে, কালো জোব্বা গায়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তেমনি এক অনুষ্ঠানে চলেছেন, শ্রীমতী রাণুর চুলগুলি খোলা অবস্থায় ছিল, মীরা দেবী সেই চুল বেঁধে দেবার প্রস্তাব করতেই রবীন্দ্রনাথ বললেন, না। খোলা চুলই থাক্, একে মানিয়েছে। একদিন আর-এক অনুষ্ঠান থেকে রাতের দিকে ফেরার পথে বিধানচন্দ্র রায়, তখন তিনিও শিলঙে ছিলেন, তাঁর সাদা শালটি শ্রীমতী রাণুকে দিলেন যাতে তাঁর ঠাণ্ডা না লাগে। কবিও তাই চাইছিলেন।

এমনি এক অন্তরঙ্গ পরিবেশে কবি 'রক্তকরবী'র প্রথম খসড়ায় ব্যস্ত।

শিলঙে, পৌঁছবার কয়েক দিন পরেই ৯ জুন তারিখে 'শিলঙের চিঠি'তে কবি জানাচ্ছেন :

'জানলা দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যদি ভিজুক তো,
ভুলেই গেলাম লিখতে নাটক আছি আমি নিযুক্ত।'

কবিতাটি লেখার আগে ১১ মে তারিখে শিলং থেকেই অমিয় চক্রবর্তীকে কবি লিখছেন :

একটা নাটক গোচের কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে।

এর থেকে অনুমান করা চলে, কবি শিলঙে পৌঁছবার পর, মে মাসের শুরুতেই রক্তকরবীর আলোচ্য খসড়াটির পরিকল্পনা করেন এবং মে মাসের শেষের দিকে খসড়াটি লিখতে শুরু করেন। নির্দিষ্ট কোন্ তারিখে তিনি এই কাজ শুরু করেন তা জানবার প্রধান বাধা এই যে, খসড়াটির কোথাও কোনো তারিখ উল্লিখিত হয় নি, অথবা অন্য কোথাও কবি তা ব্যক্ত করেন নি। স্মৃতিচারণ করতে করতে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ কাউকেই তখন এ বিষয়ে স্পষ্টত কোনো আভাস দেন নি। কিন্তু গভীরভাবে মগ্ন ছিলেন এই লেখার কাজে, তা বোঝা যেত। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠিতে 'নাটক গোচের' অথবা 'শিলঙের চিঠি'তে উল্লিখিত 'নাটকে'র সূত্র ধরে বলা যায়, কবি তখন আলোচ্য খসড়াটি রচনাতেই ব্যস্ত। 'নাটক গোচের' বলেছেন, তার কারণ সম্ভবত এই, তখনো পর্যন্ত নাটকটির

৩ কয়েক বছর আগে এবং সম্প্রতি, গত ১৭. ১১. ৮৬ তারিখে লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর কলকাতার বাসভবনে 'রক্তকরবী' প্রসঙ্গে আলোচনা-সূত্রে এই তথ্যগুলি জেনেছি।

নাট্যীয় রূপটি কবির মনে নীহারিকার মতো বিরাজ করছিল, স্পষ্ট কোনো অবয়ব ধারণ করে নি। আলোচ্য খসড়াটির গঠনের দিকে লক্ষ রাখলে এই ধারণাই গড়ে ওঠে।

এই খসড়াটির পিছনে কোনো অনুপ্রেরণা আছে কি? এই প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে। নন্দিনীর কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ যে 'মানবীর ছবি' আঁকতে চেয়েছিলেন, তার কোনো বাস্তব ভিত্তি আছে কি? এই প্রশ্নও উঠতে পারে। এ বিষয়ে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য, যা তাঁর মুখ থেকে শোনবার সুযোগ পেয়েছি, সহায়ক হয়েছে। তিনি বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ আমাকে বলেছিলেন—নন্দিনী তুই।" অর্থাৎ 'রক্তকরবী'র নায়িকা চরিত্র সৃষ্টির পিছনে যিনি কবিকে অনুপ্রাণিত করেছেন, তিনি কোনো কল্পিত নারী নন, তিনি শ্রীমতী রাণু অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নন্দিনীর চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যও বলেছিলেন। ঘটনাচক্রে সেই সময়েই তাঁর বিয়ের কথাবার্তা চলতে থাকে, ফলে তা ঘটে ওঠে নি।

এ বিষয়ে অমিয় চক্রবর্তীর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে:[৪]

> রক্তকরবীর নায়িকা— আমার মনে হয়— শ্রীমতী রাণু অধিকারী (এখন লেডী মুখার্জী) দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি ঐ সময়ে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন কাশী থেকে— তাঁর একটি স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য এবং চারিত্রিক মাধুর্য কবিকে আনন্দিত করে।

লক্ষ্য করা দরকার, আলোচ্য খসড়াটি রচনার সময় শ্রীমতী রাণু তাঁর কাছেই রয়েছেন। শিলং থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে রবীন্দ্রনাথ 'দ্বারিক'-এর দোতলার হলঘরে নাটকটি পড়ে শোনান আশ্রমিকদের। এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু বিবরণ:

> পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা ঠিক স্মরণ নেই— Fools cap খাতা কিনা তাও মনে থাকা সম্ভব নয়। তবে খাতায় যদি পাত্র-পাত্রীর উল্লেখ না থাকে— তবে কেমন হ'ল? খুব সম্ভব ওটা একেবারে খসড়া— তাঁর নিজের কাজ চালাবার জন্যে। আমাদের যেটা পড়ে শুনিয়েছিলেন তাতে পাত্র-পাত্রীর উল্লেখ ছিল— তবে বর্তমান আকারে নয়।[৫]
>
> রক্তকরবী গুরুদেব আমাদের পড়ে শুনিয়েছিলেন যেমন অন্যান্য রচনা লেখার পর পড়ে শোনাতেন।...[৬]
>
> সেই প্রথম পাঠের দিনে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য অনেকের মধ্যে আমারও হয়েছিল— তৎকালীন 'দ্বারিক'-এর দোতলার হল-ঘরে। তবে, আমি তখন আশ্রম বিদ্যালয়ের অন্যতম বালক-ছাত্র, বয়সে নবীন।[৭]

৪ রক্তকরবী প্রসঙ্গে এক চিঠির উত্তরে অমিয় চক্রবর্তী ৫ মে ১৯৮০ তারিখে নিউ ইয়র্ক থেকে আমাকে যে দীর্ঘ চিঠি লেখেন, সেই চিঠি থেকেই তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য উদ্‌ধৃত হল।

৫ আমাকে লেখা আমার পূজনীয় অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর ১৬. ৬. ৭৮ তারিখের চিঠির অংশবিশেষ।

৬ শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুরের ২০. ৬. ৭৮ তারিখের চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ।

৭ অনুরূপভাবে, অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৭. ১২. ৭৯ তারিখে লিখিত চিঠির কিছু অংশ উদ্‌ধৃত।

যে সন্ধ্যায় নাটকটি তিনি জনকয়েক শ্রোতার কাছে আগাগোড়া স্বকণ্ঠে পড়ে শোনান, তার মধ্যে আমিও ছিলাম। একটি অস্বাভাবিক এবং মজার ঘটনা মনে পড়ছে— সেই দিনই যে তিনি ওটি পড়ে শোনাবেন তা আমরা জানতাম না। সারাদিন তাঁরই আপিসে কাজ করে একটু বেড়াতে বেরিয়েছি হঠাৎ শুনলাম তাঁর ভৃত্য বনমালী উচ্চৈঃস্বরে আমার নাম [ধরে] ডাকছে এবং লণ্ঠন হাতে আমাকে খুঁজছে। আমি তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়ে শুনলাম 'উনি আপনাকে খুঁজছেন— তাঁর পাঠ এখন আরম্ভ হবে।' দ্বিরুক্তি না ক'রে সোজা কবির আসরে যোগ দিলাম। তাঁর কণ্ঠে সমস্ত নাটকটি শুনে চমৎকৃত হয়েছিলাম, এখনো স্পষ্ট মনে আছে, যদিও পরে তিনি বহু অদল বদল করেছিলেন।[৮]

এই পত্রাংশগুলির পাশাপাশি, এই সময়কার 'আশ্রম সংবাদ' থেকে একটি বিবৃতি উদ্‌ধৃত করছি :

এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে পূজনীয় গুরুদেব শিলং বাসকালে একটি নাটক লিখিয়াছেন। সেই নাটকটি তিনি আশ্রমে দুইদিন পড়িয়া শুনাইয়াছেন। নাটকটির নাম 'যক্ষপুরী'।[৯]

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দুটি পত্রাংশ উলেখযোগ্য :

যক্ষপুরী নাটকটি প্রবাসীর পূজার সংখ্যায় প্রকাশ না করিয়া ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে প্রকাশের যদি ব্যবস্থা করেন তবে ভাল হয়। অভিনয়ের পূর্বে আমি উহা বাহির করিতে ইচ্ছা করি না। যথাসময়ে লেখাটি পাঠাইয়া দিব।[১০]

নন্দিনী নাটকটার উপর ক্ষণে ক্ষণে প্রায়ই তুলি বুলাচ্চি— তাতে রং ফুটছে বলেই বোধ হচ্ছে।[১১]

এই তথ্যগুলির উপর ভিত্তি ক'রে 'রক্তকরবী'র প্রথম পর্যায়ে, তার জন্মলগ্ন থেকে শুরু ক'রে, কীভাবে তার খসড়ার পরিবর্তন ঘটেছে তার একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে। দেখা গেল, শিলঙেই কবি নাটকটির খসড়া করেছেন, নাটকটির পরিকল্পনাও ঐ সময় করেছেন কিনা তা বলা শক্ত। এমনও হতে পারে, অমিয় চক্রবর্তী যেমন বলেছেন, নন্দিনীর মতো একটি 'মানবীর ছবি' আঁকবার বাসনা হয়তো বা শ্রীমতী রাণুকে দেখে আগেই জেগেছিল তাঁর মনের মধ্যে; তার সঙ্গে সমকালীন জীবনধারার ঘটনাপ্রবাহ যুক্ত হয়ে এমন একটি নাটক লেখবার প্রেরণা পেয়েছিলেন। আগেই বলেছি, শ্রীমতী রাণু নাটকটির জন্মলগ্নে কবির সঙ্গেই রয়েছেন।

প্রথম খসড়ার কোনো নাম দেন নি কবি। কিন্তু তার পরের খসড়া, যা শিলঙে বসেই

৮ অমিয় চক্রবর্তীর ৫ মে ১৯৮০ তারিখে লিখিত চিঠির অংশবিশেষ।
যে পত্রাংশগুলি উদ্‌ধৃত হল, তার মূল পত্রগুলি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত।

৯ আশ্রম সংবাদ। শান্তিনিকেতন। সম্পাদক বিভূতিভূষণ গুপ্ত। চতুর্থ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা। আষাঢ় ১৩৩০। পৃ. ৯৮

১০ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে ১৯ ভাদ্র ১৩৩০ তারিখে লিখিত পত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র ১২।

১১ অমিয় চক্রবর্তীকে ২৪ আশ্বিন ১৩৩০ তারিখে লেখা পত্রাংশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র ১১।

লেখা, তার নাম দিয়েছেন 'নন্দিনী', এবং তৃতীয় খসড়ায় নাম পরিবর্তন করে নাম দিয়েছেন 'যক্ষপুরী'। শান্তিনিকেতনে আশ্রমিকদের কাছে এই 'যক্ষপুরী'ই পাঠ ক'রে শোনান। তখনো 'রক্তকরবী'র আবির্ভাব ঘটে নি, অদূরে অপেক্ষা করে আছে।

বস্তুত, প্রথম খসড়াটির রচনাকাল এবং প্রবাসী-তে প্রকাশিত 'রক্তকরবী'র দিকে লক্ষ রেখে বলা যায়, নাটকটি রচিত ও প্রকাশিত হতে এক বছরের কিছু বেশি সময় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০ - আশ্বিন ১৩৩১) লেগেছে। প্রথম খসড়া থেকে শুরু করে 'রক্তকরবী'র বর্তমান রূপে পৌঁচেছেন, মধ্যবর্তী খসড়াগুলি তার নীরব সাক্ষী।

প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ নাটকটির অভিনয়ের কথা ভেবেছেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা পূর্বোক্ত চিঠিতেও সেই আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। এমন-কি, শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণের কথা আগেই উল্লেখ করেছি, তিনি শ্রীমতী রাণুকেই নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করবার জন্য বলেছিলেন।

এ বিষয়ে শ্রীমতী অমিতা ঠাকুরের প্রাসঙ্গিক চিঠির অংশবিশেষ উদ্‌ধৃত করা গেল :[১২]

> সাধারণত উনি কোনো নাটক রচনার পর তা অভিনয় করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়তেন কিন্তু এর বেলা সেরকম ত কিছু মনে পড়ছে না। আমরা তখন নেহাৎ ছেলেমানুষ। অন্য যাঁরা একটু বড় ছিলেন 'নন্দিনী'র অংশ গ্রহণ করার মত কেউ ছিলেন না এমনকি অভিনয় (বড়ো কিছু) করার মত কেউ ছিলেন না। এটা একটা কারণ হ'তে পারে।… আমার তপতী অভিনয় ওঁর ভালো লাগে ও তপতী অভিনয় অনুষ্ঠিত হবার পর আমায় বারবার বলতে থাকেন 'নন্দিনী' করার জন্য। আমার কেমন মনে হয়েছিল ওটা আমি পারব না। উনি অনেক করে বলেন কিন্তু আমি রাজি না হওয়ায় করালেন না।… আমি যে কতো বড়ো অন্যায় করেছি তা এখন বুঝতে পেরে মর্মে মর্মে দুঃখ অনুভব করি। উনি বলেন "আমি তোকে শেখাবো তুই ঠিকই পারবি।" নন্দিনীর একটা ছবি তাঁর মনের মধ্যে ছিল যার সঙ্গে আমার কিছু মিল পেয়ে থাকবেন।"

ফলত, গভীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নাটকটির অভিনয় করাতে পারেন নি। পরেও একবার চেষ্টা করেছিলেন, সে কথা অমিতা ঠাকুরের চিঠিতে পাচ্ছি[১৩] সেবারেও সম্ভব হয় নি। এইভাবেই 'রক্তকরবী' শান্তিনিকেতনে অনভিনীত থেকে গেছে।

নাটকটির অভিনয় হল না বটে, কিন্তু এই কারণেই তিনি একের পর এক খসড়ার পরিবর্তন করে গেছেন, প্রবাসী-তে (১৩৩১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় ক্রোড়পত্র রূপে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮) প্রকাশের আগের মুহূর্তেও।

১২ 'রক্তকরবী'র প্রাসঙ্গিক তথ্য জানতে চেয়ে লেখা চিঠির উত্তরে শ্রীমতী অমিতা ঠাকুরের ২০. ৬. ৭৮ তারিখের চিঠি।

১৩ তদেব

প্রশ্ন উঠবে, 'রক্তকরবী'র বর্তমান রূপটিই কি সেই চরম উৎকর্ষের পরিচয় বহন করছে —যা কবির অভিপ্রেত ছিল? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া কঠিন, হয়তো বা অসম্ভব। প্রসঙ্গত একটি তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে, যা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে হয়েছে। রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত[১৪] প্রবাসীর উল্লিখিত 'রক্তকরবী'র মুদ্রিত খসড়ায় দেখা যায়, কিছু কিছু অংশে রবীন্দ্রনাথ পেন্সিলের দাগে চিহ্নিত করেছেন। তাতে মনে হয়, প্রবাসী-তে মুদ্রিত হবার পরেও তিনি নাটকটির আরো পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। হয়তো বা তাঁর মনে হয়েছিল, সেই অংশগুলি যথেষ্ট নাটকীয় গুণসম্পন্ন নয়, অথবা বলা যেতে পারে— নাটকীয় সংঘটনের ক্ষেত্রে বাধা। বাধা, এই মনে করেই এই অংশগুলি আর-এক প্রস্ত বর্জনের কথা ভেবেছিলেন। তা ছাড়া, পেন্সিলের দাগেই কিছু কিছু (অভিনয়-সংক্রান্ত) নির্দেশও দিয়েছেন। এই সম্ভাব্য পরিবর্তন অবশ্য গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কার্যকর হয় নি। তা যদি হত, তা হলে আমরা 'রক্তকরবী'কে আর-এক রূপে দেখতে পেতাম। এদিক থেকে, প্রবাসী-তে মুদ্রিত 'রক্তকরবী'তে কবিকৃত এই প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলি খুবই অর্থবহ।

পা ঠা ন্ত র - প্র স ঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের আকৃতি বা গঠনের পরিবর্তন করেছেন আগেও, পরেও, বারংবার। সুতরাং 'রক্তকরবী'র ক্ষেত্রে যে পাঠান্তর ঘটেছে, এক-খসড়া থেকে আর-এক খসড়ায়, তা নতুন কিছু নয়, অভাবনীয়ও নয়। প্রধানত অভিনয়ের প্রয়োজনে নাটকের রূপান্তর করা হত। কিন্তু রক্তকরবীর রূপান্তর ভিন্ন প্রকৃতির। ভিন্ন, কারণ, এই নাটকের অভিনয়ের ব্যাপারটা ঘটেই ওঠে নি। আসলে, রক্তকরবীর রূপান্তর অভিনয়-নিরপেক্ষ, একের পর এক খসড়ার পরিবর্তন ক'রে গেছেন অন্তরের তাগিদে, মাত্র এক বছরের মধ্যে দশবারের মতো। এর থেকে বোঝা যাবে, নাটকটির প্রতি কবির কী গভীর মমতা ও passion ছিল।

লক্ষ্য করা দরকার, আলোচ্য খসড়ায় অসংখ্য বর্জন ও সংযোজনের চিহ্ন বিদ্যমান, পরবর্তী খসড়াগুলিতেও। বর্জনের রীতিটি এইরকম : শব্দ, শব্দগুচ্ছ, বাক্যাংশ, বাক্য বা বাক্যমালা, যে জায়গায় বর্জিত হয়েছে, সেই জায়গাতেই নতুন সংযোজন করা হয়েছে অথবা ডান দিকের ফাঁকা জায়গায় তা লিখিত হয়েছে। বর্জিত অংশগুলির বেশির ভাগই ঘন কালো কালিতে আবৃত, এই-সব বর্জিত পাঠ সর্বতোভাবে না হলেও অনেকাংশে উদ্ধার করা গেছে। বর্জিত পাঠগুলির উদ্ধার করা প্রয়োজনীয় কর্তব্য ব'লে মনে করেছি এই কারণে, যে, তার থেকে বোঝা যাবে— প্রথমে সংলাপ-সূচক পাঠটি কী অবস্থায় ছিল। বর্জন ও সংযোজনের পরিচয়-জ্ঞাপক ">" চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে 'পাঠ-পরিচয়'-এ। যেখানে মূল পাঠ অর্থাৎ বর্জিত পাঠ উদ্ধার করা যায় নি, সেই জায়গাটি '* * *' এইভাবে তারকা-চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৪ রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত R ৮৯১·৪৪২৭ / র ঠা র / (T-2/25/1/31) 'রক্তকরবী'র খণ্ডটি দ্রষ্টব্য।

বর্জিত পাঠের বদলে সংশোধিত বা সংযোজিত পাঠ সবসময় সংলাপের উৎকর্ষ সাধন করেছে কিনা বলা শক্ত। কিন্তু এ কথা বলা অসংগত হবে না যে, ডবলিউ. বি. ইয়েটসের মতো রবীন্দ্রনাথের সতত ধ্বনিসচেতন শ্রবণেন্দ্রিয় পরিচয়ের ফুটে উঠেছে এর ভিতর দিয়ে। বর্জন ও সংযোজনের পর আলোচ্য খসড়াটির সংলাপের মূল ধাঁচটি এবং নাটকটির আবহ শেষ পর্যন্ত মোটামুটি অপরিবর্তিত থেকে গেছে। এদিক থেকে, আলোচ্য খসড়াটির গুরুত্ব অপরিসীম।

খসড়াগুলির পারস্পরিক তুলনায়, কী ভাবে উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটেছে এই নাটকের, তা যথাসময়ে পাঠভেদ-সংবলিত সংস্করণে দেখানো যাবে। আপাতত, এই খসড়াটির পাত্র-পাত্রী সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। 'রক্তকরবী'র সব চরিত্রই এই খসড়ায় উপস্থিত, প্রায় অবিকৃত রূপে। রাজা ও রঞ্জনকে রাখা হয়েছে নেপথ্যেই, বিশু, ফাগুলাল, চন্দ্রা, সর্দার এমন-কি গোঁসাইও। বিশুকে অবশ্য ডাকা হয়েছে বিশু মাতাল ব'লে, যা অন্য খসড়ায় নেই।

কিন্তু, একটি ক্ষেত্রে, একটি নামের ক্ষেত্রে, বড় বিস্ময় অপেক্ষা ক'রে আছে আমাদের জন্য, আমরা যারা রক্তকরবীর নায়িকাকে নন্দিনী বলে জানি। এই প্রথম খসড়ায় তার নাম নন্দিনী নয়, খঞ্জনী। এবং তাকে সবাই ডাকে খঞ্জন ব'লে। অনুমান করা চলে, রঞ্জনের সঙ্গে মিলিয়ে খঞ্জনের নামটি কবির মনের মধ্যে গুঞ্জন তুলেছে। চঞ্চল পাখি খঞ্জনের মতো আচরণ কি খঞ্জনীর মধ্যে পাই এই খসড়ায়? না, খঞ্জনীর আচরণে আদৌ কোনো চঞ্চলতার পরিচয় নেই। বরং, সে যে সকলের আনন্দের কারণ, তার ব্যক্তিত্বের মহিমায়, তার নন্দিত রূপে সকলেই মুগ্ধ : এই ভাবটাই বিধৃত হয়েছে তার ভিতর দিয়ে। সম্ভবত এই কারণেই ধ্বনিসচেতন কবির শ্রবণেন্দ্রিয় কবিকে সরিয়ে নিয়ে গেছে এই নামকরণ থেকে। পরবর্তী খসড়ায় খঞ্জনী হয়েছে সুনন্দা তার পরে নন্দিনী। যখন কবি তাঁর মানবীর ছবিটি নামের ভিতর দিয়ে ধরতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত, তখন দেখা যাচ্ছে, খঞ্জনী কেটে সুনন্দা লিখছেন, আবার পরমুহূর্তেই সুনন্দাকে সরিয়ে দিয়ে এনেছেন নন্দিনীকে। নন্দিনীই শেষ পর্যন্ত টিকে গেছে। নন্দিনী, রক্তকরবীর নন্দিনী, রবীন্দ্রনাথের মানবী নন্দিনী।

'রক্তকরবী'র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ গান। এ ক্ষেত্রেও, প্রথম খসড়া থেকে শেষ পর্যন্ত, অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

বস্তুত, শিলঙে থাকার সময়ে রচিত এই খসড়ায় নাটকটির প্রাথমিক ও মূল কাঠামোটি তৈরি হয়ে যায়, পরবর্তী খসড়াগুলি তারই অনুগমন করেছে।

ঘটনাপ্রবাহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রভবন-কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনী ॥

৮— ৩০ অগস্ট ১৯৮৬ ॥

(২২ শ্রাবণ— ১৩ ভাদ্র ১৩৯৩)

"বাইশে শ্রাবণ ১৩৪৮" নামের এই প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রজীবনের একটি বিশেষ সময়কে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

২১— ৩০ অগস্ট ১৯৮৬ ॥

(৪— ১৩ ভাদ্র ১৩৯৩)

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথমযুগের অন্যতম শিক্ষক এবং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অন্তরঙ্গ সহচর অজিতকুমার চক্রবর্তীর জন্মের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীর বিষয়বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর চিঠিপত্র এবং তাঁর প্রণীত গ্রন্থাদি।

২৪— ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ ॥

(৭— ১৩ আশ্বিন ১৩৯৩)

প্রয়াত আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের (২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬) স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থ তাঁর রচিত গ্রন্থাদি সহযোগে আয়োজিত প্রদর্শনীটি তাঁর ছাত্র এবং গুণমুগ্ধদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে।

রবীন্দ্রবীক্ষা

অপ্রকাশিত বা বিরলপ্রচারিত রবীন্দ্ররচনা, রবীন্দ্ররচনার পাঠবৈচিত্র্য ও পাঠপরিবর্তন, রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ প্রণালীবদ্ধ আলোচনা, এ-সবের ষাণ্মাসিক সংকলন। পূর্ব-প্রকাশিত পনেরোটি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী :—

সংকলন ১ ॥ 'শিল্পী' (তুলনীয় 'জন্মদিনে' সংখ্যা ২৪) কবিতার পাঠ-বিবর্তন, ঠাকুর-বাড়ির 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র (প্রচ্ছদ) ও অন্যান্য।

সংকলন ২ ॥ 'অরূপরতনে'র সম্পূর্ণ রূপান্তর ও সম্পূর্ণ প্রেস-কপির সংরক্ষিত অংশ— উভয়ই অ-পূর্ব-প্রচারিত ও নূতন আবিষ্কার বলা চলে— আনুপূর্বিক মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত রেখাবদ্ধ অপরূপ প্রতিকৃতি : রচনাকাল '২৩ চৈত্র ১৩৪৭'। প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র।

সংকলন ৩ ॥ ইংরেজিতে শিশুদের অভিনয়যোগ্য মৌলিক নাটিকা King and Rebel ও তৎসম্পর্কিত তথ্য। পুনশ্চ-ধৃত 'বালক' কবিতার গদ্যে প্রথম 'খসড়া'। তা ছাড়া 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ', রাজা-অরূপরতনের গানের তালিকা ও অন্যান্য। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত মুখোষ ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লিপিচিত্র বা লেখাঙ্কন।

সংকলন ৪ ॥ 'বলাকা'য় ছন্দোবিবর্তন, 'তাসের দেশ'-পাণ্ডুলিপির বহিরঙ্গবিবরণ, বঙ্কিমপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি।

সংকলন ৫ ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস-এর নাট্যরূপ। টীকা, নাট্যরূপ-প্রসঙ্গ ও পাণ্ডুলিপি-বিবরণ— শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক -কৃত।

সংকলন ৬ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত উপন্যাস : 'ললাটের লিখন'। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ (পাণ্ডুলিপি-ধৃত রবীন্দ্র-রচনার শিরোনাম, প্রথম ছত্র প্রভৃতির বর্ণানুক্রমিক অখণ্ড সূচী)।

সংকলন ৭ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা : বাংলা কবিতার কবি-কৃত ইংরেজি-রূপান্তর। দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য পত্র। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ৮ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা : 'পলায়নী'র প্রাথমিক খসড়া। দার্শনিক প্রবন্ধ : ব্যক্তিস্বরূপ ও বিশুদ্ধসত্তা। শ্রীকানাই সামন্ত -কৃত 'মালতীপুঁথিপর্যালোচনা'। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব -সংকলিত 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ৯ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা 'দুর্বল'। রবীন্দ্রনাথের মুকুট নাটকের অপ্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ 'The Crown'। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র। রবীন্দ্র-অপ্রকাশিত চিত্রলিপি। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব -সংকলিত 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১০ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা, অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লেখা বিশেষ মূল্যবান আটটি চিঠি, সন্ত কবীরের তেরোটি দোঁহার ইংরেজি রূপান্তর, দুটি চিত্রলিপি এবং 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১১ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার প্রাথমিক খসড়া, অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পদাবলী, বাউল ও প্রাচীন হিন্দি গানের ইংরেজি রূপান্তর, দুটি চিত্রলিপি এবং 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১২ ॥ বাল্যসুহৃদ অক্ষয়কুমার মিত্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের বারোখানি পত্র এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অক্ষয়কুমারের একখানি পত্র (প্রতিলিপিচিত্রসহ), সুন্দর : নাট্যগীতি (প্রতিলিপিচিত্রসহ), Sohrab and Rustum : Prose-rendering & Exercise : Rabindranath (দুইটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্রসহ) এবং 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১৩ ॥ 'জীবনস্মৃতি' প্রথম পাণ্ডুলিপি : রচনাপ্রসঙ্গসহ এবং রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রসহ।

সংকলন ১৪ ॥ রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে রক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি থেকে ৮২টি টুক্‌রো কবিতার সংকলন ; গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত ১৫ খানি এবং অতুলপ্রসাদ সেনকে লিখিত ৩ খানি রবীন্দ্রনাথের পত্র ও পত্র-প্রসঙ্গ ; 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' পূর্বানুবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র ও পাণ্ডুলিপি-চিত্র সংবলিত।

সংকলন ১৫ ॥ সরলা রায় (মিসেস পি. কে. রায়)কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের সাতখানি পত্র : পত্র-প্রসঙ্গ ; 'গার্হস্থ্য নাট্য সমিতি'র খসড়া ; সংস্কৃত প্রবেশ : সংস্কৃত পাঠ্য রচনাদর্শের খসড়া ; রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ পুর্বানুবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র ও পাণ্ডুলিপিচিত্র-সংবলিত।

সংকলন ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত একত্র পাওয়া যায়। মূল্য— ১ দু টাকা ; ২, ৩, ৪, ৬ প্রতিটি চার টাকা ; ৫ আট টাকা ; ৭ ছয় টাকা এবং ৮, ৯, ১০, ১১ প্রতিটি দশ টাকা ; ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ প্রতিটি বারো টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলিকাতা ১৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠপঞ্জীকৃত গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ বহু রচনায় বহু ও বিচিত্র পাঠ-পরিবর্তন করেন, রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে তা অজানা নয়।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণে এরূপ পাঠসংস্কারের আনুপূর্বিক বিবরণ প্রণালীবদ্ধভাবে সংকলন, এ দেশের গ্রন্থপ্রকাশ-ক্ষেত্রে এ কালের এক বিশেষ ঘটনা। রচনা সম্পর্কে আনুষঙ্গিক নানা তথ্যে আর কবির বহু লিপিচিত্রে প্রত্যেক গ্রন্থ বিশেষভাবে অলংকৃত ও সমৃদ্ধ।

সন্ধ্যাসংগীত

এই গ্রন্থমালায় এটি প্রথম গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের কথায়: 'সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়'। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপরিবর্তনসহ, বিভিন্ন সময়ে এ থেকে বর্জিত কবিতা, সাময়িক পত্রে কবিতাগুলি প্রচারের সূচী, নানা উপলক্ষে সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে কবির নানা মন্তব্য— এ সবই সংকলিত। পুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় -সংকলিত ও সম্পাদিত।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ। পাঠ-পরিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতা বা কবিতাংশের বর্জন, নানা উপলক্ষে এই রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্য, আর ১২৯১ শ্রাবণের নবজীবন পত্রে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' নামে বিনা স্বাক্ষরে মুদ্রিত কবির বিদ্রূপাত্মক রচনা— এই সংস্করণে সবেরই একত্র সমাহার। তা ছাড়া প্রথম সংস্করণ -ধৃত রাগতালের সূচী ও শব্দার্থ-সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন: শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

এই গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় প্রথম দৃশ্যকাব্য। সাতটি সংস্করণের প্রণালীবদ্ধ পাঠপঞ্জীকরণ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর *Sanyasi or The Ascetic*-এর আদ্যন্ত পাঠের সহিত প্রচলিত বাংলা নাটকের বিস্তারিত তুলনা। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নানা মন্তব্য (পূর্বপ্রচারিত ও বিশেষভাবে পাণ্ডুলিপি-ধৃত), এ-সবের সমাহার। সংকলন ও সম্পাদন: শ্রীকানাই সামন্ত।

ভগ্নহৃদয়

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা

ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত ভগ্নহৃদয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত। অতঃপর রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান গ্রন্থ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-ভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বা পর্যালোচনা। পাণ্ডুলিপিচিত্র-সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীকানাই সামন্ত। মূল্য ২৫ টাকা।

চিত্রাঙ্গদা

পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ

এই গ্রন্থমালার চতুর্থ গ্রন্থ। ১৮৯২ সালে প্রথম প্রকাশ। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর ব্যতীত 'চিত্রাঙ্গদা'র রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর *Chitra*-র পাঠে গ্রহণ ও বর্জনের পূর্ণ তালিকা সংযোজিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীঅশ্রুকুমার সিকদার। মূল্য ১৮ টাকা।

রাজা ও রানী

এই গ্রন্থমালার পঞ্চম গ্রন্থ। ১৮৮৯ সালে প্রথম প্রকাশ। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর ব্যতীত পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথ-কৃত রূপান্তর 'ভৈরবের বলি' (১৯২৯)-র ইতিহাস সংযোজিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। মূল্য ১৮ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা ৭৩
২১০ বিধান সরণি। কলিকাতা ৬

রবীন্দ্রবীক্ষা

সংকলন ১৭ • শ্রাবণ ১৩৯৪

রবীন্দ্রবীক্ষা

নৈসর্গিক দৃশ্য ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত

রবীন্দ্রবীক্ষা

রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্পের ষাণ্মাসিক সংকলন

সংখ্যা ১৭

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগ -বিষয়ে ভবনে যে-কাজ চলছে তার ধারার সঙ্গে পাঠককে যুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রভবন তথা রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের প্রযত্নে ষাণ্মাসিক সংকলন -রূপে রবীন্দ্রবীক্ষা প্রকাশিত হল। পত্রিকার বিষয়বস্তু হিসেবে থাকবে :

* রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা অপ্রকাশিত বাংলা ইংরেজি চিঠিপত্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট চিঠিপত্র ও রচনা।
* শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বা রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপির অপ্রচারিত বা বিরলপ্রচারিত সূচী, বিবরণ ও পাঠ।
* রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহের অন্যান্য বস্তুর তালিকা ও বিবরণ। যেমন :
  ক. রবীন্দ্র-অঙ্কিত চিত্রাবলি।
  খ. রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলি।
* দেশে বিদেশে নানা প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি বা রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তার তালিকা, বিবরণ ও চিত্র।
* নানা উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাপাঠ তথা অলিখিত ভাষণ-প্রতিভাষণ— এ-সবের বিবরণ, শ্রুতিলিখন, স্মৃতিলিখন।
* রবীন্দ্রনাথ-প্রযোজিত অভিনীত নাটক নৃত্যনাট্য গীতিনাট্য ঋতু-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ।
* রবীন্দ্র-পরিবার বান্ধবগোষ্ঠী ও যুগ এ-সবের পরিচায়ক যা-কিছু নিদর্শন তার যথাযথ বিচার বিবরণ ও তালিকা।
* রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গ্রন্থ তালিকা ও রচনার সূচী।
* রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-ভবন বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্দ্রানুরাগী সুধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

নিমাইসাধন বসু
উপাচার্য
বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন
২২শে শ্রাবণ ১৩৯৪

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

চিত্র-পরিচয় ॥

প্রচ্ছদ ॥ মুখাকৃতি বিশেষ। চিত্রের বাঁদিকে নীচে 'শ্রীরবীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। তারিখ '১৫ সেপ্টে[ম্বর] ১৯৩০ মস্কো'।

কাগজের উপর খাগের কলমে অথবা তুলির উল্টো মুখে সাধারণ এবং জল-নিরোধক কালিতে আঁকা। ৩১ × ২৩ সেন্টিমিটার।

রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ০০ ২৮৯৩'১৬

প্রবেশক ॥ নদী জল এবং বৃক্ষরাজিশোভিত নৈসর্গিক দৃশ্য। চিত্রের ডানদিকে নীচে 'শ্রীরবীন্দ্র' স্বাক্ষরিত। তারিখ '১৯৩[৬]' ?

কাগজের উপর কালি-কলমে আঁকা। ২৩ × ১৬'৫ সেন্টিমিটার।

রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ০০'২৯৯৫'১৬।

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১. ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

বাড়িতে গিয়ে স্নেহ ক্ষমা ও আনন্দের মধ্যে সকলের সঙ্গে তোমার মিলন হয়েছে এতে যে আমি কত সুখী হয়েছি তা বল্‌তে পারিনে— আমার মনের একান্ত প্রার্থনা, তোমাদের এই মঙ্গলের নিবিড় বন্ধন আর কোনোদিন যেন কিছু-মাত্র আঘাত না পায়।

বিদ্যালয়[১] এখন কিছু সুস্থ হইয়াছে।

আমার শরীর ভালই আছে।

রথী[২] কাল আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে কার্য্যোপলক্ষ্যে সম্ভবত শিলাইদহে যাইতে হইবে— তাহা হইলে কলিকাতায় তোমাদের সঙ্গে দেখা হইবার আশা আছে।

অরবিন্দ[৩] ফিরিয়াছে কি? তাহার কোনো সংবাদ পাই নাই।

ইতি ১৯শে আষাঢ় ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. ওঁ

Shilida
(Nadia)

কল্যাণীয়েষু

কাজের গতিকে রথীর সঙ্গে শিলাইদহে এসেছি। মঙ্গলবার দুপুরবেলা কলকাতায় পৌঁছে বুধবারে ভোরেই এখানে রওনা হয়েছি— নইলে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেতুম। তাঁকে আমার নমস্কার জানিয়ো।

কবে আমার কলকাতায় ফেরা হবে নিশ্চিত বল্‌তে পারচিনে— ফিরলে হয় ত দুই তিন দিন থাকা হবে তখন তোমাদের সঙ্গে দেখা হতে পারবে।

কেদারনাথ ভ্রমণের উপদ্রবে অরবিন্দের শরীর অসুস্থ হয় নি আশা করি।
ইতি ২৩শে আষাঢ় [১৩১৭]

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Babu Arun Chandra Sen
19 Kantapukur Lane
Baghbazar
Calcutta

৩. ওঁ

শিলাইদা
নদীয়া

কল্যাণীয়েষু

অরুণ, তোমার বিবাহের[৪] খবর পেয়ে আমি খুব খুসি হয়েছি।

এই বিবাহটিকে তুমি বেশ সত্যভাবে গভীরভাবে গ্রহণ কর এই আমি ইচ্ছা করি। তোমার জীবনে এই যে একটি পরিপূর্ণতার আবির্ভাব হচ্চে একে ঠিক উপযুক্তরূপে অভ্যর্থনা করে নিতে পারলে তোমার প্রচুর মঙ্গল হবে।

পৃথিবীতে যেখানে আমাদের যথার্থ কল্যাণ সেইখানে যদি আমরা অসত্য হই যদি লঘুতা করি তাহলে সেইখানেই আমাদের সকলের চেয়ে বেশি দুর্গতি। নরনারীর মিলন মানুষের পক্ষে অতি বৃহৎ একটি মঙ্গলের ব্যাপার— সেইজন্যেই দায়িত্ববোধহীন লঘুচিত্ত লোকেরা এইখানেই অত্যন্ত নেবে যায়। বিবাহিত জীবনের মহত্ত্ব এইজন্যেই তোমার কাছে তেমন উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়নি। এই-জন্যেই বিবাহের দ্বারা তোমার অনিষ্ট ঘট্‌বে এই আশঙ্কা এতদিন তোমার মনকে পীড়া দিচ্ছিল।

সেই সংস্কার হতে তোমার মনকে মুক্ত করে ফেল এবং বিবাহের সুমহৎ দায়িত্বকে ঈশ্বরের সম্মুখে জোড়হাতে গ্রহণ কর। একে যদি তুমি বড় করে দেখ তাহলে এ তোমাকে বড় করে তুল্‌বে।

নিজের জীবন সম্বন্ধে এতদিন তুমি যে সকল সঙ্কল্প মনের মধ্যে গড়ে তুল্‌ছিলে নিঃসন্দেহ তার মধ্যে অনেকটা কল্পনা এবং অনেকটা জবরদস্তি ছিল— তার মধ্যে তোমার নিজের এবং সংসারের পরিচয়ের যথেষ্ট অভাব ছিল। আশা করচি সেই সমস্ত কল্পনাজাল থেকে মুক্ত হয়ে এখন তুমি সত্যের সংস্রব লাভ

করবে— এই সত্যের সংস্রবেই তুমি আপনাকে ঠিকমত করে পাবে। এতেই তুমি বলিষ্ঠ ও সুপরিণত হয়ে উঠ্‌বে।

যখন হঠাৎ কল্পনালোক থেকে আমরা সত্যের মধ্যে এসে পড়ি তখন প্রথমটা একটা আঘাত লাগে— মনে হয় আমার কি যেন ভেঙে গেল হারিয়ে গেল। কিন্তু স্বপ্ন ভাঙলে সত্যের কিছু ক্ষয় হয় না। তোমার যা গেছে তা অসত্য বলেই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সে জায়গায় যদি জোর করে আঁকড়ে পড়ে থাক্‌তে— তাহলে কোনোদিন তুমি শক্তিলাভ করতে না এবং চারিদিকের সঙ্গে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে কেবলি তুমি ঠোকর খেয়ে বেড়াতে।

মরীচিকাকে অনুসরণ করেছিলে বলে তাকে পরিত্যাগ করতে সঙ্কোচ বোধ কোরোনা। এই সঙ্কোচ কাপুরুষতা। এখন জীবনের যে ক্ষেত্রে তুমি প্রবেশ করতে যাচ্চ কোনো লজ্জা নিয়ে দ্বিধা নিয়ে দীনভাবে সেখানে যেয়োনা— সেই-খানেই তোমার সত্য অধিকার বলে অসন্দিগ্ধ চিত্তে পদার্পণ কর— সেইখানেই তোমাকে কাজ করতে হবে, জীবন গড়ে তুল্‌তে হবে, তোমার মধ্যে যা কিছু সত্য পদার্থ আছে সেইখানেই উৎসর্গ করতে হবে— সেইখানেই তোমার জগৎ সেইখানেই তোমার জগদীশ্বর।

তোমাকে আমি এই আশীর্ব্বাদ করি যে নিজের প্রতি ও নিজের কর্ত্তব্যক্ষেত্রের প্রতি অখণ্ড শ্রদ্ধা নিয়ে তুমি সংসারের মধ্যে প্রবেশ কর। অবস্থায় তোমাকে এই জায়গায় টেনেহিঁচড়ে এনেছে বলে নত হয়ে এখানে পা বাড়িয়োনা— ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে এই জায়গায় ফিরিয়ে এনেছেন বলে আনন্দের সঙ্গে সাহসের সঙ্গে এইখানে তোমার অব্যর্থ স্থানটিকে সগৌরবে গ্রহণ কর— এইখানেই তোমার যথার্থ মনুষ্যত্বের পরিচয় হবে তাতে লেশমাত্র সন্দেহ কোরোনা। সাতসমুদ্র পার হয়ে মণিমাণিক আহরণ করে কেউবা দেবতার পূজা করে আর কেউবা বসন্তকালের গাছের মত আপনি ফুলে পল্লবে বিকশিত হয়ে নিজের সেই সফলতার দ্বারাই পূজা সমাধা করে— তোমার মধ্যেও আজ সেই রকম বসন্ত সমাগম হোক্ তুমি যেখানে আছ সেইখানে থেকেই প্রেমে ও মঙ্গলে বিকশিত হয়ে উঠে তোমার অন্তর্যামীর নৈবেদ্যের থালা নিত্যনূতন সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করে দাও। ইতি ২৪শে আষাঢ় ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪. ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

তোমার বাবা[৫] যে লোকটির কথা বলেছিলেন তাঁর কথা আমার মনে আছে। ইতিপূর্ব্বেই মুঙ্গের কলেজের একজন অধ্যাপক (ইনি এম. এ. উপাধিধারী) এখানকার শিক্ষকপদ গ্রহণের জন্য সম্মত হয়েছেন তিনি দুই এক দিনের মধ্যেই আস্‌বেন। তিনি বলেছেন তাঁর শরীর যদি বোলপুরে ভাল থাকবার মত তিনি মনে করেন তাহলেই স্থায়ী হবেন— তিনি মাসিক ৭০ টাকা বেতনে রাজি আছেন। দীনেশবাবু যাঁর কথা বলচেন তিনি বি, এ, অথচ একশত টাকা বেতন চান— আমার এখানে যে সকল বি, এ উপাধিধারী আছেন তাঁরা ৫০ টাকার বেশি নেন না— হঠাৎ এঁদের মাঝখানে ১০০ টাকার আমদানী করলে মনে মনে একটা অশান্তির সূচনা হতে পারে এই আশঙ্কা আছে। যাই হোক্, মুঙ্গের থেকে যে শিক্ষকটি আস্‌চেন তিনি এখানে স্থায়ী হবেন কিনা— কিঞ্চিৎ সন্দেহ থাকাতে এখনো কুমুদিনীবাবুর চিন্তা মন থেকে দূর করিনি।

তোমাদের ছুটিতে বোলপুরে এলে আমি খুব আনন্দিত হব সে কথা বলাই বাহুল্য। ছেলেরা শারদোৎসব অভিনয় করবে স্থির করেছে। বোধ হয় ছুটির দুই একদিন পূর্ব্বেই হবে। আমাদের ছুটি ১৭ই আশ্বিন থেকে আরম্ভ হবে।

তুমি আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরো এবং বৌমাকে[৬] আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। ইতি ২২শে ভাদ্র ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫. ওঁ

কল্যাণীয়েষু

মীরার[৭] কাছ হইতে তোমাদের সংবাদ পাই। কিন্তু কয়েকদিন পত্র না আসাতে উদ্বিগ্ন হইয়াছি। বৌমা কেমন আছেন সংবাদ দিবে। সন্তোষের সহিত বোধ হয় এতদিনে দেখা হইয়া থাকিবে। আমাদের এখানকার খবর ভাল। ইতি ১০ই কার্তিক ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠি বোলপুর ঘুরে এখানে এসে পৌঁছেছে। তুমি বোধ হয় জান্‌তে না যে আমি শেষকালে সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে শিলাইদহে এসে পড়েছি। রথী বিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপককেই বলে এসেছিল আমাকে তাড়া দিয়ে পাঠিয়ে দিতে। যাহোক্ এখানে এসে ত ভালোই আছি। মিস্ বুর্ডেটের[৮] সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। মীরাদের সঙ্গে তার খুব বনে গিয়েছে, দিনরাত্তির হাস্‌চে গল্প করচে, খেল্‌চে, বাজনা বাজাচ্চে। ওদের জীবনীশক্তি সর্ব্বদাই উচ্ছ্বসিত, সর্ব্বদাই সচেষ্ট— তাই এই পাড়াগাঁয়ের কোণের মধ্যে থেকেও বেশ সরগরম করে রেখেছে।

শীতলবাবুর কথা আর ৫।৬ দিন আগে জান্‌তে পারলে সুবিধা হত। যেদিন বোলপুর ছাড়ি সেইদিনই একজন কর্ম্মপ্রার্থীর আবেদন মঞ্জুর করে চিঠি লিখে দিয়েছি। তিনি ইংরেজি পড়াবার জন্যে আস্‌চেন— B. A., B. L— পূর্ব্বে অনেকদিন হেড্‌মাষ্টারী করেছেন— সুতরাং যোগ্য ব্যক্তি। শীতলবাবু নিঃসন্দেহই ইংরাজি অধ্যাপনায় সুদক্ষ নন— তৎসত্ত্বেও যদি তাঁর খবর পাওয়া যেত তাহলে তাঁকে নীচের ক্লাসের পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করতে পারতুম। একসঙ্গে দুইজন বেশি বেতনের অধ্যাপক নিযুক্ত করবার মত শক্তি আমাদের বিদ্যালয়ের নেই। তবু তোমার চিঠিখানা আজই সন্তোষের কাছে পাঠিয়ে দিচ্চি, যদি সেখানে তিনি ওর জন্যে কোনো ব্যবস্থা করে দেবার পথ খুঁজে পান তাহলে আমি খুসি হব। উনি বোলপুরে গেলে উপকার হবে তাতে সন্দেহ নেই।

বৌমার শরীর এখন কেমন আছে?

ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

ইতি ১৭ই পৌষ ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭. ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

বৌমা যে আজকাল মনের মধ্যে বল পেয়েছেন এবং সংসারের সমস্ত সংঘর্ষের মধ্যে আত্মসম্বরণ করতে পারচেন এই সংবাদ পেয়ে আমি খুব খুসি হয়েছি। বৌমাকে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বোলো তিনি নিজে অপরাজিত শক্তিতে সংসারের সমস্ত সুখদুঃখের উপরে এসে দাঁড়ান। কিছুতেই অভিভূত অবসন্ন হয়ে না পড়েন, কোনো অন্যায় আঘাতের বেদনাকে হৃদয়ের মধ্যে দীনভাবে পোষণ না করেন এইটি দেখবার জন্যে আমি প্রতীক্ষা করচি। তাঁকে আমাদের শাস্ত্রের এই শ্লোকটি ভাল করে বুঝে মুখস্থ করে রাখতে এবং যখনি আঘাত পাবেন তখনি এটিকে স্মরণ করতে বোলো :—

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ংবা যদি বাপ্রিয়ম্
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা।

তুমি হৃদয়ের মধ্যে যে শূন্যতা অনুভব করচ তা কেবলমাত্র কোনো উপদেশের দ্বারা দূর হতে পারে না— জীবনের মধ্যে এই উপলব্ধি যে কেমন করে আসে যে আমরা পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে বাস করচি তা বল্‌তে ত পারিনে। নিজের অন্তরে বাহিরে সমস্ত বিশ্বের মধ্যে এই অনন্ত সত্যের নিবিড় অনুভূতি এবং সেই একান্ত অনুভূতিতেই গভীর আনন্দ— ক্রমে ক্রমে এইটিই তোমাদের জীবনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক্ এই আমি কামনা করি। দেখা যখন হবে তখন এ সম্বন্ধে ভাল করে আলোচনা করা যাবে।

আমার শরীর মন্দ নেই। ইতি ১৮ই ফাল্গুন ১৩১৭

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮. ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অরুণ, তুমি সংসারকে ছোট করে দেখচ কেন? সংসার ত আসলে ছোট নয়। আমরা নিজের জীবনের ক্ষুদ্রতার দ্বারাই সংসারকে ছোট করি। তুমি যে অবস্থায় যে কোনো দায়িত্বই গ্রহণ কর না কেন তার মধ্যেই নিজের জীবনকে

সার্থক করে তুল্‌তে পারবে। বরঞ্চ নিজের সাধ্যকে কোনোপ্রকারে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে মানুষ বিফলতার সৃষ্টি করে। নিজের অবস্থার সঙ্গে কলহ কোরো না— তার মধ্যে থেকেই তার চেয়ে বড় হয়ে ওঠ। যেখানে যে কোনো কাজের ভারই তুমি গ্রহণ কর না— তাকে আজ তুমি যতই মনের মত বলে মনে কর না— ক্ষেত্রে গিয়ে দেখতে পাবে তার মধ্যেও অনেক বাধা, অনেক দীনতা। আসল কথা এই যে তোমার জীবন যদি সত্য হয় তাহলে সকল কাজকেই তুমি মহৎ করে তুলতে পারবে। আজ যে দায়িত্ব তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে প্রফুল্ল মুখে প্রসন্ন চিত্তে তাকে শিরোধার্য্য করে নাও— এক-দিনের জন্যও একটুও খুঁৎখুঁৎ কোরোনা— বস্তুত সেইটেই দীনতা। শান্তি-নিকেতন থেকে যদি তুমি কোনো সত্য শিক্ষা পেয়ে থাক তবে সেই শিক্ষা তোমার জীবনের সকল অবস্থাতেই এবং সকল ক্ষেত্রেই কাজে লাগ্‌বে এইটেই আমি আশা করি। কোনো বিশেষ সুবিধার জন্যেই যারা পথ তাকিয়ে থাকে এবং অন্য সমস্ত প্রশস্ত পথকে বর্জ্জন করে তারা কাপুরুষ। যে অবস্থাটিকে তোমার গ্রহণ করতেই হয়েছে তাকে বীরের মত অকুণ্ঠিত চিত্তে বরণ করে নাও। প্রত্যেক মানুষেরই একটা না একটা জায়গায় সীমা আছে— উপস্থিত ক্ষেত্রে তুমি নিজের সেই একটা সীমায় এসে ঠেকেছ— নিজের এই সীমাকে নম্রভাবে স্বীকার করে নিয়ে এর মধ্যেই নিজের জীবনের সাধনা যথাসাধ্য সম্পূর্ণ করে তোলো— এ নিয়ে মাথা হেঁট করে নিজেকে ধিক্কার দিতে যেয়োনা। যেখানেই থাক বড় হও সত্য হও তোমার প্রতি আমার এই আশীর্ব্বাদ। ইতি

১লা কার্তিক ১৩১৯

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পর্শু আমেরিকায় যাত্রা করচি। আমার সেখানকার ঠিকানা :—

C/o Prof. Seymour
Urbana
Illinois
U. S. A.

৯. ওঁ

পতিসর

কল্যাণীয়েষু

অরুণ তোমার চিঠিখানি পেয়ে বড় খুসি হলুম। দিল্লীর কলেজে হয় ত হতে হতে তোমার কাজ ক্রমে স্থায়ী হয়ে উঠ্‌তে পারে। অন্তত যতদিন পার ওখানে টিঁকে থাকতে পারলে তোমার যে অভিজ্ঞতা হবে তাতে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে তোমার উপকার হবে। নিশিকান্তর[৯] সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা হলে আমি খুব খুসি হব— তাঁর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ আছে।

এবার আমি কিছু বিশেষভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে শিলাইদহে পদ্মার চরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলুম। সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে পতিসরে এসেচি— আবার এখান থেকে দিন ছয়েকের মধ্যে কলকাতায় ফিরব— তার পরে বোলপুরে —তারপরে কোথায় তা কে জানে।

একটি ছোট নদীর উপরে একটি ছোট বোটে আছি। সঙ্গে পিয়ার্সন[১০] আছেন। কিছুদিন থেকে তাঁর শরীরটা ভাল নেই। তাই সারতে এসেচেন। মীরা এখন বোলপুরে গেছে।

শরীরটা এখনো ক্লান্ত রয়েচে।

বৌমাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো।

ইতি ১১ই ফাল্গুন ১৩২২

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০. ওঁ

বোলপুর

কল্যাণীয়েষু

বৎস, তোমার চিঠি পাইয়া মনের মধ্যে বেদনাবোধ করিলাম। যদি তোমার পিতা ইচ্ছা করিতেন তবে তোমাকে আমরা বোলপুরে রাখিয়া যথাসাধ্য শিক্ষা দিতে চেষ্টা [ক]রিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ না করিলে তোমার সাংসারিক উন্নতির সম্ভা[বন]া বিরল এই কথাই মনে ক[রিয়া] বোধকরি তোমার পিতা তোমাকে কলে[জে] পাঠাইয়াছেন। তুমি নিশ্চয়

মনে জানিয়ো তোমার সঙ্গে আমাদের মঙ্গলসম্বন্ধ কোনোদিন বিচ্ছিন্ন হইবে না। আমরা চিরদিন তোমার কল্যাণ কামনা করিব। তুমি অবসাদে হৃদয়কে দুর্ব্বল করিয়ো না। যে অবস্থার মধ্যে[ই] [থাক] জীবনের উদ্দেশ্যকে ছোট করিয়ো না! নিজেকে ক্ষুদ্র বলিয়া জানিয়ো না। বিষয়ী লোকেরা যে সমস্ত সঙ্কীর্ণতার জালে জড়াইয়া থাকে তাহাকে শ্রদ্ধা ক[রি]য়ো না। আমাদের আশীর্ব্বাদ তোমাকে [স]কল প্রকার হীনতা হইতে [য]দি রক্ষা করে তোমার জীবনকে যদি [উ]জ্জ্বল ও নির্ম্মল করিয়া তোলে তবে আমাদের সকল চেষ্টা সার্থক হইল বলিয়া জানিব। ঈশ্বর তোমাকে বল দিন, আ[ন]ন্দ দিন, তোমার [ম]নকে সকল অবস্থা বিপাকের [ঊ]র্দ্ধে বন্ধনমুক্ত করিয়া রাখুন। আমাদের মধ্যে তোমার স্থান [স]র্ব্বদাই প্রস্তুত আছে জানিয়ো— যখনি আসিবে তখনি তোমা[কে] সমাদরের সহিত গ্রহণ করিব। আপনার সুখদুঃখ লাভক্ষতি ভুলিয়া লোকহিতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত কর সংসারে চারিদিকে ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থের দৃষ্টান্ত— তুমি তাহার মধ্যে নির্লিপ্ত ও বিকার[হীন] হইয়া আত্মাকে [সংবৃত] করিয়া তোল। একদিন তুমি আমাদের কাছে আসিয়া শুভ সাফল্যের সঙ্গে পরমাত্মীয়ের ন্যায় যোগ দিবে এইজন্য আমরা প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। ইতি ১৯শে আষাঢ় [১৩২]৪

শুভানুধ্যায়ী
[শ্রীরবী]ন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ ] বন্ধনীবদ্ধ অংশ পত্রে খণ্ডিত।

১১.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অরুণ, তোর বন্ধু সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের[১১] সঙ্গে আমার পরিচয়ের কোনো বাধা নেই। পরিচয় হলে নিশ্চয়ই খুসি হব— কেননা বাংলাদেশে কারো কাছ থেকে বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা পাবার আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছি।

তোর সম্বন্ধে আমাদের বাড়ির লোক কে যে কি জল্পনা করে তা আমি একটুও জানিনে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার পনেরো আনাই অমূলক। আমাকে অবলম্বন করে আমার দেশে যত অমূলক কথার সৃষ্টি হয়েচে আর কোনো দেশের কোনো মানুষকে নিয়ে এতদূর হয়নি— এটা আমার জানা কথা। এই সমস্ত জন-

শ্রুতির কুয়াষা কোনোদিন ভেদ করতে পারব এমন আশাও করিনে— কিন্তু যখন দেখি এর মধ্যে তোরাও জড়িয়ে পড়ে কষ্ট পাচ্ছিস তখন ভালো লাগে না। তোর সম্বন্ধে যখন আমি চিন্তা করি তখন এই বলেই করি যে তুই ক্ষ্যাপা, এ কথা আমার কখনো মনেই আসেনা যে কোনো দিন তোকে কোনো রকম সাহায্য করেছি। যদি করে থাকি সেটা নিতান্তই বাইরের জিনিষ এবং অকিঞ্চিৎকর— তোর যথার্থ পরিচয় সেটুকু সামান্য ঘটনার দ্বারা পরিমিত নয়। এটুকু নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে মনে রাখিস আগেও তোর প্রতি আমার যে স্নেহ ছিল এখনো ঠিক তেমনি আছে। সহজভাবে আমার কাছে তোর আসবার কী বাধা আছে তা আমি জানিনে। তুই যদি মনে করিস্ আমরা ধনী অতএব আমরা পরিহার্য্য সেটা তোর মতান্ধতা। তোর Communismকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিনে। নিজের ভাগ্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তুই আকাশে মুষ্টি আস্ফালন করচিস। তোর ভাগ্য যদি অনুকূল হয় তাহলে তখনি তোর মত অন্যরকম হবে। তোর বাবাকেও একদিন দেখেচি যখন তিনি দরিদ্র ছিলেন, তখন বোধকরি তাঁর মুখে শুনে থাকব দারিদ্র্যই ভূষণ— এখন জানি সে ভূষণের প্রতি তাঁর লেশমাত্র আস্থা নেই। যথা-সর্ব্বস্ব অন্যের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করবার আইডিয়াটিকে খুবই মহৎ বলে মনে হয় যখন যথাসর্ব্বস্ব বলে শিকিপয়সার বালাই নেই। আমরা তো মনে হয় যার নিজের বলে কিছু আছে সে যদি পাঁচ পয়সাও অন্যের উপকারের জন্য দেয় অন্তত তার সেই পরিমাণের ত্যাগটা সেই পরিমাণেই মহৎ। ব্যক্তিগত বিশেষত্বহীন মানুষের কোনো বেড়া নেই এই নেগেটিভ অবস্থাকে উদারতা বলে না। কিন্তু নিজের পরমার্থের জন্যে মানুষকে উদার হওয়াই চাই— তা হতে গেলে তার সাধনা হচ্চে ত্যাগের সাধনা। আপনাকে দিতে গেলে আপনার বলে কিছু থাকা চাই— অন্তরের দিকেও এটা সত্য বাইরের দিকেও। যাই হোক্ তোর কম্যুনিজম্ সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাইনে। আমার বলবার কথা এই যে একটা আন্তরিক Communism আছে সেটা হচ্চে মনের বেড়া ভাঙার কম্যুনিজম্। তোর সেই বেড়াটা উঁচু হয়ে উঠেছে বলে তুই নিজে ছোটো হয়ে গেছিস। ৩রা ভাদ্র ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২. ওঁ

পতিসর

কল্যাণীয়েষু

কবে আমাকে কলকাতায় যেতে হবে আমি ত জানি নে। অর্থাৎ কবে সম্বর্দ্ধনার সভা তা ত বল্‌তে পারি নে। যখন হবে তখন আমাকে উপস্থিত থাক্‌তেই হবে— কারণ, বলি হবে অথচ পাঁঠা নেই এ রকমটা কেউ পছন্দ করেনা। যদি সেই ঘটনাটা শীঘ্র হবার আশঙ্কা থাকে তাহলে ত সেই সময়েই যাব যদি বিলম্ব থাকে তাহলে নড়ব না। এই বুঝে শচীন্দ্রবাবুকে এখানে পাঠানো সম্বন্ধে বিবেচনা কোরো। তিনি যদি এখানকার অধ্যাপনায় নিযুক্ত হতে পারেন তাহলে ত ভালই হয়— আমরা ত এইরকম লোকের জন্যেই প্রতীক্ষা করে আছি।

আমার শরীরটা ভাল নেই। শরীরটাকে বদলে ফেলবার সময় হয়েছে —এটার দ্বারা যতটা কাজ আদায়ের সম্ভাবনা ছিল তা একরকম শেষ করে দেওয়া গেছে। ইতি রবিবার

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩. ওঁ

কল্যাণীয়েষু

অরুণ তোমার চিঠি ঘুরে ফিরে এলাহাবাদে এসে আমার নাগাল পেয়েছে। আমি জানতুম আগরতলায় তোমার নিশ্চয় ডাক পড়বে কিন্তু তবু আমি তোমার জন্যে নিশ্চিন্ত ছিলুম না। এদিকেও স্থানে স্থানে চেষ্টা করেছি। এণ্ড্রুজ বলচেন্ দিল্লীতে St. Stephens Collegeএ তিনি নিশ্চয়ই তোমার জন্যে একটা জায়গা করে দিতে পারবেন। আপাতত ১০০।১২০ টাকাতে Asst. Professor-এর পদে নিযুক্ত হয়ে তারপরে ক্রমশ উন্নতি করতে পারবে। এখানে একটা মস্ত সুবিধা বেশ ভাল ভাল বাঙালী অধ্যাপকের সঙ্গ পাবে এবং এই কলেজের ইংরেজি অধ্যাপকের সঙ্গে বাঙালীর কোনোরকম ভেদ নেই এবং খুব মনের মিল আছে। এখানকার দর্শনের অধ্যাপক নিশিকান্ত সেনকে বোধহয় জান— তিনি খুব ভাল লোক। এখানে তোমার স্ত্রী ও ছেলেদেরও আনিয়ে নিতে পারবে।

অবশ্য আগরতলায় আর্থিক হিসাবে বোধ হয় তোমার কিছু সুবিধা আছে। সেখানে খাওয়া ও থাকার খরচ লাগবে না, কিম্বা যদি লাগে ত ১৫০ টাকা পাবে —সে পরিমাণ এখানে পেতে নিশ্চয় দেরি হবে। এখানে সম্ভবত ১২৫ টাকায় সুরু করতে হবে তারই মধ্য থেকে বাড়ি ভাড়া এবং খাইখরচ চালাতে হবে। তার পরে ক্রমে দশ বছরে ২৫০ টাকায় উঠ্‌তে পারবে। আগরতলাতেও ২০০।২৫০ হতে হয়ত দেরি হবে না— লালু[১২] আছেন তিনি তোমাকে অনেকটা সাহায্য করতে পারবেন। স্বাস্থ্য হিসাবে দিল্লী যে আগরতলা থেকে ভালো তা নয়। আমি দেখে এসেছি নিশিকান্ত এবং তাঁর পরিবারবর্গ এবং অন্য দুই বাঙালী অধ্যাপকরা যথেষ্ট রোগ ভোগ করে আস্‌চেন— এণ্ড্রুজ[১৩] ত ঐখান থেকেই বারম্বার ম্যালেরিয়া বাধিয়ে একরকম হয়রান হয়ে পড়েছেন। এই সকল কারণে আমি কিছুই ঠিক করতে পারচিনে। আগ্রায় চেষ্টা করেছিলেম সেখানে একটি অস্থায়ী পোস্ট খালি আছে— বেতন ১০০— সেটার জন্যে চেষ্টা করা সঙ্গত নয়। যাই হোক্ আপাতত ঐখানেই কাজে লেগে যাও— বেশি কথাবার্তা কোয়োনা— যতটা পারো লালুর আশ্রয় নিয়ো— মহিমের[১৪] সঙ্গে হৃদ্যতা করায় আপত্তি নেই কিন্তু খবরদার কোনো দলে ভিড়ো না, কারো কাছে কোনোমতেই কারো সম্বন্ধে কোনো সমালোচনা কোরোনা এবং নিশ্চয় জেনো লালুই ওখানে তোমার প্রধান বন্ধু ও সহায়। মহিমের ওখানে গল্পগুজব করার প্রলোভন সম্বরণ করতেই হবে— কারণ মহিমকে ওখানে কেউ বিশ্বাস করে না অন্তত লালুরা তাকে বিরুদ্ধপক্ষ বলেই জানে। এমন স্থলে একথা কাউকে মনে করতে দেওয়া ঠিক হবেনা যে সেইখানেই তোমার প্রধান আড্ডা। ওখানে যতটা পারো পড়াশোনার চর্চ্চায় নিযুক্ত থেকো— অনেকদিন থেকে সেই habit তোমার নেই।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যদি অল্পদিনের মধ্যে আমাকে চিঠি লিখতে চাও ত "St. Stephens College, Delhi" এই ঠিকানায় লিখলে চল্‌বে— আমরা ঘুরে বেড়াচ্চি— কবে ফিরব তার কোনো ঠিকানা নেই।

১৪.

ওঁ

41 George Town
Allahabad

কল্যাণীয়েষু

অরুণ, তোমার আজকের চিঠিখানি পেয়ে আমি বিশেষ আনন্দলাভ করেছি। যে কাজ গ্রহণ করেছ সেই কাজের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা জন্মেছে— এইটেতেই কল্যাণ দেখচি। এই কাজকে মহৎ কাজ করে তোলা তোমার নিজের হাতে। ব্যাঘাত অনেক আছে, কিন্তু তাই যদি না থাকৃবে তবে এ কাজে তোমার পৌরুষ কিসের ? যে সমস্ত উপাদান নিয়ে তোমাকে কাজ করতে হবে তার মধ্যে ভালোমন্দ দুইই আছে— কেবল মন্দটার উপরেই ঝোঁক দিয়ে মুখ সিট্‌কে বসে থেকোনা। মন্দর থেকে ভালোটিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যেই তুমি ওখানে গেছ —নইলে তোমাকে পাঠাবার কোনো দরকার ছিল না। কথায় কথায় হাল ছেড়ে দিয়োনা— ধৈর্য্যের সঙ্গে এবং বীর্য্যের সঙ্গে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই কোরো। এ কথা এক মুহূর্তের জন্যে ভুলো না যে লালুই ওখানে তোমার সমস্ত মঙ্গলচেষ্টার অকৃত্রিম সহায়। কারো সঙ্গে বিরোধ করবার দরকার নেই কিন্তু কারো মুখের কথায় ভুলোনা— এবং লালু ছাড়া আর কারো কাছে কিছু বা কারো সম্বন্ধে সমালোচনা করতে যেয়োনা। তুমি নিজের কাজ নিজে করে যেয়ো, অন্য কারো চরিত্র, ব্যবহার বা কাজের বিচার করে কোনো ভাল ফল নেই এই কথা জেনে যতটা পারো কথা সংক্ষেপ কোরো। লালুকে আমি অন্তরের সহিত স্নেহ করি, তার প্রতি তোমার নিষ্ঠা যেন দৃঢ় থাকে— যা কিছু তোমার জানবার বা জানাবার থাকে সরলভাবে তার কাছে খোলসা করে বোলো— এবং সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে তার সম্মান রেখে চোলো। আমি অনেক আশা করে তোমাকে লালুর কাছে পাঠিয়েছি আমার সে আশা যেন ব্যর্থ না হয়— তুমি যে ওখানে গিয়েছ তার চিহ্ন এবং স্মৃতি যেন কোনো না কোনোরূপে ওখানে থেকে যায়। তোমার স্বভাবসিদ্ধ চঞ্চলতাকে দমন করতে হবে— তোমার যে সব ছেলেমানুষি আছে তা কাটিয়ে উঠে তোমাকে মানুষ হয়ে উঠতে হবে— শক্ত হবে, ধীর হবে, স্থির হবে, ঝোঁকের মাথার কোনো কাজ করবে না।

চেষ্টা করলে এসব অঞ্চলে একটা কিছু কাজ সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু তুমি যদি খামকা তোমার কাজ ছেড়ে আস তবে সেটা লজ্জার বিষয় হবে—

সেটাতে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাবে। যে নৌকোর হাল তোমার হাতে দেওয়া হয়েছে ঝড়ে তুফানে সেটা শেষ পর্য্যন্ত আঁকড়ে ধরে থেকো, কেবলি দ্বিধা কোরো না। তোমার চেষ্টা সফল হোক বা না হোক্ তোমার চেষ্টা দুর্ব্বল যেন না হয়।

লালুকে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। এই কাজের ভিতর দিয়ে ঈশ্বর তোমার অন্তঃকরণকে মঙ্গলের মধ্যে উদ্বোধিত করে তোমার শক্তিকে সার্থক করুন তোমাকে আমার এই আশীর্ব্বাদ।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্র-প্রসঙ্গ

পত্রপ্রাপক অধ্যাপক অরুণচন্দ্র সেন (১৮৯২-১৯৭৪) সাহিত্যাচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় পুত্র এবং শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রায় সূচনাকালের ছাত্র (১৯০২-১৯০৬)। শান্তিনিকেতনে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দেশিকোত্তম সুধীরঞ্জন দাস, প্রাচ্যবিদ্ ডক্টর কালি-দাস নাগ, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্যদের অন্যতম কবিকর্ণপূর শিবানন্দ সেনের উত্তরপুরুষ অমৃতলাল সেনের কন্যা চন্দ্রমুখীর সঙ্গে অরুণচন্দ্রের বিবাহ হয় (১৯১০)। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যাদের অন্যতম ছিলেন চন্দ্রমুখী। একাধিক সন্তানের জননী চন্দ্রমুখীর দেহাবসানের (১৯২৮) পর অরুণচন্দ্র পুনরায় বিবাহ করেন উর্মিলা দেবীকে (১৯৩৯)।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. উপাধিধারী অরুণচন্দ্র প্রথমে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন ত্রিপুরার রাজবাড়িতে। অধ্যাপকরূপে তিনি প্রথম নিযুক্ত হন উত্তরবঙ্গের রংপুর (বর্তমানে বাংলাদেশ) কারমাইকেল কলেজে। তার পর দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেনস্ কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ তাঁর জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘকালের সর্বশেষ কর্মস্থল।

ছাত্রজীবন থেকে সাম্যবাদের সমর্থক অরুণচন্দ্রের অন্তরের যোগ ছিল দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে। সেই সূত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত তাঁর যোগাযোগ। দেশের কাজে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ অপরিহার্য মনে হওয়ায় ১৯৪৩ সালে তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপনায় ইস্তফা দেন। বিদেশী ভারতশাসকের সমাধিরচনার কাজে অরুণচন্দ্র যুক্ত আছেন এই অভিযোগে তাঁকে আটক করা হয় পাঞ্জাবের ঝাং-বন্দীশালায়। কারাকক্ষে থেকে তিনি উর্দু ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনে দিনযাপন করেন।

বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভের পর তাঁকে শরৎচন্দ্র বসু ও সত্যরঞ্জন বক্‌সী-সম্পাদিত দৈনিক ন্যাশনাল পত্রের সদস্যরূপে সম্পাদকীয় বিভাগে গ্রহণ করা হয়।

অরুণচন্দ্র কিছুকাল তাঁর পিতৃদেবের বেহালার বাড়িতে বাস করেন। ঐ সময় বাংলার সাম্যবাদী নেতাদের অনেকে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখা যায় কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ-এর আত্মজীবনীতে।

অরুণচন্দ্রের বন্ধুবর্গের মধ্যে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর পুত্রদের মধ্যে চিকিৎসক অমলচন্দ্র বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। বিদ্বজ্জনমাত্রেরই পরিচিত কবি সমর সেন অরুণচন্দ্রেরই আত্মজ।

বর্তমান সংকলনে মুদ্রিত অরুণচন্দ্রকে লিখিত মূল পত্রগুলি তাঁর বন্ধু সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সযত্নে সঞ্চিত সামগ্রী; তাঁর পুত্র অধ্যাপক হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়-কর্তৃক বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে উপহৃত।

॥ টীকা ॥

পত্র ১। ১ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম

২ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভাগিনেয় অরবিন্দমোহন বসু, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র

৩। ৪ অরুণচন্দ্রের বিবাহ-বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা পত্র, দ্র. রবীন্দ্রবীক্ষা-৭. পৃ. ৯

৫ সাহিত্যাচার্য দীনেশচন্দ্র সেন

৪। ৬ অরুণচন্দ্র সেনের পত্নী চন্দ্রমুখী (চন্দ্রা) সেন

৫। ৭ রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী

৬। ৮ রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ও কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর আমেরিকান সহচরী মিস্ বুর্ডেট (Miss Bourdette)

৯। ৯ দিল্লীর সেন্‌ট স্টিফেন্‌স কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিশিকান্ত সেন। পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কর্মসচিব (১৯৫১)

১০ উইলিয়াম উইনস্ট্যানলি পিয়ারসন (রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত)

১১। ১১ বিশ্বভারতী বিনয়ভবনেরর প্রাক্তন অধ্যাপক প্রয়াত ডক্টর হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পিতৃদেব

১৩। ১২ ত্রিপুরার মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ (শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র)

১৩। ১৩ রেভারেণ্ড চার্লস ফ্রীয়ার এণ্ডরুজ। সোসাইটি পর্বে বিশ্বভারতীর সহ-সভাপতি (ভাইস প্রেসিডেন্ট)

১৪ কর্নেল মহিমচন্দ্র দেবর্মণ (শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র দেব-বর্মণের পিতৃদেব)

॥ অনুষঙ্গ ॥

১

বিশ্বভারতী -প্রকাশিত চিঠিপত্র দশম খণ্ড (২৫ বৈশাখ ১৩৭৪)-ধৃত দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীতে অরুণচন্দ্র সেন-সম্পর্কিত অংশবিশেষ পত্রের ক্রমিক সংখ্যা-সহ নিম্নে উদ্ধৃত হল :

পত্রসংখ্যা : পত্রাংশ

৭. : আপনার ছেলেটির জন্য যেমন করিয়া হউক জায়গা রাখিব আপনি ভাবিবেন না। সংখ্যা পূর্ণপ্রায় হইয়া আসিয়াছে— তাহা হইলেও আপনার পুত্রের স্থান হইবে।

৯. : ছেলেটিকে আমার সঙ্গেই পাঠাইবেন— তাড়া নাই।

১০. : অরুণ আমার সঙ্গে নিরাপদে এসে পৌঁচেছে। কলকাতার চেয়ে এ জায়গা ঠাণ্ডা— অরুণের সঙ্গে গরম কাপড় দিয়েছেন ত ?

১১. : অরুণ বেশ ভালই আছে। সে আপনার প্রেরিত গরম কাপড় ব্যবহার করিতেছে।

১৩. : কলিকাতায় প্লেগের যেরূপ উপদ্রব তাহাতে গ্রীষ্মের অবকাশে শ্রীমান অরুণকে সেখানে পাঠানো কোনমতেই সম্ভব হইবে না। যদি আপত্তি না করেন, ছুটির সময় তাহাকে আশ্রমে রাখিয়াই তাহার পুরাতন পাঠ অভ্যাস করাইয়া লইব।

১৭. : শীতের জন্য চিন্তা করিবেন না। অরুণকে গরম রাখিব।

১৯. : অরুণ যখন ছুটির পরে বিদ্যালয়ে আসিয়াছিল তাহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলাম। সেই অবধি তাহার চিকিৎসা ও পথ্যে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইয়াছিল। এখন সে অনেক সুস্থ হইয়াছে। তাহার মাথাঘোরা সারিয়া গেছে— তাহার গায়ের পাঁচড়া প্রভৃতি শুকাইতেছে এবং সে পূর্বাপেক্ষা প্রফুল্লতার সহিত অধ্যয়ন ও খেলায় মন দিতে পারিতেছে। তাহার জন্য আপনি লেশমাত্র চিন্তিত হইবেন না।

২১. : অরুণকে যদি হোমিয়োপ্যাথি দেখাইতে পারিতেন ভাল করিতেন।

২২. : অরুণকে সুস্থ রাখিবেন ও পড়ায় প্রবৃত্ত রাখিবেন। তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন।

২৩. : অরুণ ভাল আছে ত ? তাহাকে পড়াশুনায় নিযুক্ত রাখিবেন।

২৫. : অরুণকে মোহিতবাবুর কাছে রাখিয়া দিন না— তাহার পড়াশুনাও হইবে— শারীরিক অযত্নও হইবে না।

২৬. : অরুণ ভাল আছে। ওজনে বাড়িতেছে।

২৭ : অরুণ বেশ ভাল আছে। এরূপ সুস্থ তাহাকে অনেককাল দেখি নাই।

৩০. : অরুণের জ্বর অল্পের উপর দিয়া গেছে শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

৩৪. : ক্লাশের ক্ষতি হইবে শুনিয়া অধ্যাপকদের এবং অরুণের অমতে অরুণকে পাঠাইতে দ্বিধা করিতেছিলাম— লোকেরও অভাব— কাহার সঙ্গে পাঠাই ? আপনি আসিয়া যদি লইয়া যান তবে অল্পকালের জন্য তাহাকে ছুটি দেওয়া যায়।

৩৫. : অরুণ কিঞ্চিৎ অসুস্থভাবেই এখানে আসিয়াছে— সৌভাগ্যক্রমে জ্বর দেখা দেয় নাই।

৩৬. : অরুণের খবর নিশ্চয় দিবেন। সে কেমন আছে কি করিতেছে এবং তাহার সম্বন্ধে আপনাদের অভিপ্রায় আমাকে জানাইবেন— কারণ, আমার তাহা জানিবার অধিকার আছে।

৩৯. : অরুণকে আমার আশীর্বাদ জানাবেন।

৪১. : অরুণকে এবং বৌমাকে আমার আশীর্বাদ জানাইবেন।

২

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত চিঠিপত্র দশমখণ্ড (২৫ বৈশাখ ১৩৭৪ পৃ. ৬৪)-ধৃত রবীন্দ্রনাথকে লেখা দীনেশচন্দ্র সেনের পত্রে অরুণচন্দ্র সেন -সম্পর্কিত অংশবিশেষ নিম্নে উদ্‌ধৃত করা যায়।—

পত্র ৮। আমার পুত্র অরুণচন্দ্রকে লইয়া যে সকল মনঃকষ্ট আমি পাইয়াছি, তাহার জন্য আপনাকে আমি কোন অনুযোগ দিতে পারি না, আপনি সদয়চিত্তে তাহাকে আশ্রয় দিয়া সেই সময়ে আমার হিতসাধন করিয়াছিলেন— শুধু তাহাই নহে, দরিদ্রের যে সকল পরিণাম চক্ষের উপর সর্ব্বদা দেখিতে পাই, হয়ত অরুণের রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া সেই দুর্গতি অনিবার্য্য হইত, আপনি তাহাকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছেন। এজন্য আমার ও তাহার উভয়েরই আপনার নিকট অসীম কৃতজ্ঞতার ঋণ আছে।

রবীন্দ্রগ্রন্থে ধৃত বাংলা কবিতার
ইংরেজি রূপান্তর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

I ~~wander~~ go about and sing ~~many a song in many an assembly of men~~.

The wise ~~old~~ man mournfully shakes his head ~~and~~ says to me, "It behoves not the servant of God to trifle with the gift of song and sing of love and laughter."

~~I~~ In answer ~~him~~ I say, "~~Have patience with me, my friend~~. My master fills the reeds of life ~~in women's hearts~~ in men's hearts, and plays upon them many tunes. ~~with his breath and [illegible] notes.~~

He guides me and I follow him, for I am his servant ~~[illegible]~~."

রবীন্দ্রনাথ -কৃত ইংরেজি রূপান্তর ॥ দ্র. পৃ. ৩৯, কবিতা 29

ইংরেজি রূপান্তর প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বাসকালে (তাঁর 'কড়ি ও কোমল', 'কল্পনা,' 'নৈবেদ্য', 'কথা ও কাহিনী', 'গীতাঞ্জলি', 'অচলায়তন', 'উৎসর্গ', 'স্মরণ', 'গীতবিতান', 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি গ্রন্থে ধৃত যে-সকল কবিতার ইংরেজি রূপান্তর করেছিলেন, ১৯১২ খৃষ্টাব্দের শেষদিক থেকে ১৯১৩-র আরম্ভকাল পর্যন্ত সময়ে আমেরিকায় অবস্থানকালে সেই রূপান্তরগুলির সঙ্গে সদ্য রূপান্তরিত আরো কিছু কবিতা যোগ করেন। পরে তার কিছু কিছু তাঁর কোনো কোনো গ্রন্থে বা পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। পরবর্তীকালে মুদ্রিত এবং অমুদ্রিত বহুসংখ্যক রূপান্তরিত কবিতা টাইপ-কপির আকারে গুচ্ছবন্দী অবস্থায় আমেরিকান গুণগ্রাহীদের কাছ থেকে রবীন্দ্রভবনে উপহারস্বরূপ পাওয়া যায়। উক্ত টাইপ-কপিতে কোনো কোনো স্থলে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তকৃত সংশোধন দেখা যায়। রবীন্দ্রভবন-অভিলেখাগারে সংগৃহীত (অভিজ্ঞানসংখ্যা ৩৬৯/৩) উক্ত রূপান্তর-গুচ্ছের যে-সকল কবিতা এখনো কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নি বলে জানা যায়, সেগুলি রবীন্দ্রবীক্ষার বর্তমান সংকলনে মুদ্রিত করা গেল।

রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর সকল ক্ষেত্রে আক্ষরিক নয়, এবং মূল বাংলা কবিতার অনুরূপ সকল ক্ষেত্রে সামগ্রিকও নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য।—

1

Ah, let it sound in my heart, the music
that sounds in the world ?
Let the day arise when I may clasp
the earth with my love ;
When to open the eyes is to be glad and to
walk is to shed joy in the air ;
When your presence in
my life will be full and your name will appear
in all my works, like tints in flowers ?

জগৎ জুড়ে উদার সুরে··· ॥ গীতবিতান

2

Beloved, I will not speak to you of my sorrow.
I offer you my heart.
The path has been full of thorns and hard
for me, I will walk over it to the end.

I will not sit down to count my smiles and tears and prizes of the world. I will wait for my dues from your hand.

If I have done wrong to you and blackened my life, shower upon me bitter pain till I am pure.

And then when the sun sets and the night is dark, I can come to your open arms.

ওহে জীবনবল্লভ··· ॥ গীতবিতান

3

Come with all forms of perfection in my life ; with perfume and colour and song !

Come into my body with the touches of gladness, come into my heart with the surprises of rapture, come into my eyes in the ecstacy of closed lids !

Thou beauteous peace, appear in all thy dispensations, in my joys and sorrows, in my world of works, and in the death where all works end.

'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে ॥ গীতাঞ্জলি ৭ : গীতবিতান

4

Great ocean, the music of your depths reaches not the lonely snow on the slumbering mountain-summits shrouded with clouds.

The morning sun melts it into life ; even then it knows not the beckoning of your waves.

In its own flow lies hidden the impulse that leads it in all its meanderings to the far away meeting with you.

কত-না তুষারপুঞ্জ আছে সুপ্ত হয়ে··· ॥ নৈবেদ্য ৪৩

5

He is a thousand beings in one, our elder brother.

He is full of merriment and music, our elder brother.

He joins us in our works, he dresses for our feasts.

He is the playmate in our games, our elder brother.

He is in all our meetings, our elder brother.

He is with the party that laughs and knows no care and with them that weep and wail.

He is ready for all our moods, our elder brother.

He brings us home and lives with us, he calls us away into the road.

He is the one who waits at our door our elder brother.

He is the one who sits in our heart, our elder brother.

এই একলা মোদের হাজার মানুষ··· ॥ অচলায়তন

6

He will not stay. The night is gone.

Open your eyes when dreams are over, blow out the lamp whose flame is dying.

What will these avail you, those withered flowers ? The night is gone.

The morning star is pale, the dawn reddens in the east.

Light up your face with a smile and bravely say,

"Go friend, be happy !" Hold him not back
with tears. The night is gone.

কেন ধরে রাখা··· ॥ গীতবিতান

7

I had debated all night for nothing ; in the morning
I sat gazing at the sky.
When the time for the leave-taking came
I lingered while the pilgrims crossed the stream.
I defrauded myself of my last chance, I flung my
life to the void.
I doubted and tarried too long and the barren
evening is near.

In the morning one had beckoned me to come,
one had chosen me from among hundreds.
When the music sounded in the road my heart fluttered
its wings for a moment.
Now the high wall is before me, I do not know to
whom I stretch out my arms.
I doubted and tarried too long and the barren
evening is near.

But the will come at last when the long path
will be ended and the journey will
be done, when the cool of the night
will be deep.
I shall stand at the gate and shall knock, I shall
blow upon the trumpet with my last breath.
But I doubted and tarried too long and the barren
evening is near.

হয়েছে কি তবে সিংহদুয়ার বন্ধ রে··· ॥ অসময় : কল্পনা

8*

I have my seat by your side I know.

I shall share half of your throne,

King of Kings !

But your gatekeepers know me not— they shut me out in contempt.

And I stand before your gate outside and raise my voice to your window.

Call me in, my Lord !

আমরা বসব তোমার সনে··· ॥ গীতবিতান (প্রায়শ্চিত্ত)

9

I know not how to place my offerings before you.

Come into my heart, take them up in your hand and make them your own.

They are dust and ashes. Give them the immortal value of your touch and make them worthy of you and accept them.

আমি কী বলে করিব নিবেদন··· ॥ গীতবিতান

10

It was the month of December, the wind blew cold and the water of the Varuna shivered as it ran.

---

* অন্য পাঠ :

I know that I have my seat by your side.
I know that I shall share half your kingdom.
But the gatekeepers that crowd at the entrance
of your house would not know me, they would
challenge me at every step.
I shall stand before your gate till at the end
of the day you appear on the balcony and
call me by my name and let me in.

In the quiet of the village, at the edge
of the Champa forest, marble stairs ran deep
into the stream. There went the queen of
Kashi to bathe.

The huts nearby were deserted that morning
at the bidding of the King. The shadow-lined
path on the river bank was silent.

Women's din of laughter, splashing of
water on each other and shouts of boisterous
mirth rose above the babble of the stream and the whistle of
the keen north wind through
the rippling fields of rice.

Wearied of their sports in the water,
they climbed upon the bank. The queen, with
her hands pressed upon her breast, said,
"I am cold. Light a fire to warm my limbs."

The women went gathering dried leaves and
twigs in the forest. They laughed and they hung
upon the branches and swayed them to
break them down, scaring the squirrels and birds ;
When at a sudden thought the queen said,
"Come hither, set fire to the hut over there."

Malati, her maid, cried, "O, why wantonly
destroy the dwelling of I know not what poor
beggar ?"

The queen said in anger, "You are too good for
our company."

Malati went aside and women with reckless
mirth set fire to the hut.

Smoke swelled and rose in dense coils. Fire hissed and leapt through the smoke and with its hundred quivering tongues licked the blue sky.

Glad morning songs of birds turned into cries of fear. The north wind rushed into the fray, fire spread from hut to hut, and the little hamlet lay in ashes.

* * *

The King was holding his court. The villagers came to him and in fear and doubt told him their tale of woe.

The King left his throne in haste, went to the queen's chamber and said to her, "What freak is this of yours ! Why burnt you the homes of the poor ?"

The queen angered and said, "Why call them homes ? They were but wretched little huts, and my pleasure was more to me than their loss could be to any creature."

Then at the King's bidding the servants came to take away the jewels from the queen's person and change her costly garments for the rags of a beggar girl.

"Go, woman," the King said, "I give you a year to build back, out of your poverty, those huts you burnt in sport. Count out the full value of your pleasure in the coin of pain, and measure the loss you have caused to the poor until you have done."

বহে মাঘ মাস শীতের বাতাস··· ॥ সামান্য ক্ষতি : কথা ও কাহিনী

11

Kisses, they are lips' own words in the car of lips ;

It is mingling the wines of the heart in two rose-petal cups ;

It is the pilgrimage of love to the end of all utterance.

Two stray passions wander till they meet in the body's limits.

Love gathers flowers from the lips to weave garlands in idle leisure.

Two lips make one bridal bed for two young smiles.

অধরের কানে যেন অধরের ভাষা ·· ॥ চুম্বন : কড়ি ও কোমল

12

Listen to the cry of your children, father ! Speak to them.

They nourish doomed hopes in their anxious hearts, they clasp things that crumble in their eager hands and they know not consolation. Speak to them.

They pursue shadows in the desert waste and when the day wanes they wring their empty hands ; they look before them and see nothing. Speak to them.

সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে··· ॥ গীতবিতান

13

Love had come to the house.

He opened the gate at the day's end and went away.

He turned back and called me and said,
"I leave the door wide open for the last guest
of the night.

"Pluck the thorns out one by one from
the flowers of your day and weave a perfect
wreath to crown him.

"He is Death."

প্রেম এসেছিল চলে গেল... ॥ স্মরণ ৩

14

Many a day and night through many a
winding river you have sailed your boat
and plied it from landing to landing ;

You have taken your loadings from many
an autumn harvest and many a bar of gold
you have sold and bought.

And now O captain, my captain, to
what new town have you come for what pur-
pose ?

What busy trade is there in the market ?
Why do they hasten with their burdens
in the road and never rest ? I know not
why it makes my heart wistful when I listen
to their pedlars cry.

O captain, my captain, let me ask
their names and know them those who come
and crowd in this landing.

When you took me away from the last
place I wept. I thought nothing could ever
console me from the things I have left
behind.

But already my tears have dried and
my heart is light. I am eager to follow
those travellers whose homes I have not
yet seen.

O captain, my captain, moor your boat
by this bank and let me land here.

Ah, that boatman's song of yours !

I listen to it and seem to see the
fading shadows of the many distant lands
through which we have passed and the faint
glimmer of the lands where we go.

It tells me that we have ever sat
face to face in our sailing in the sun
and shade.

O captain, my captain, it tells me
that the conchshell is sounding its twilight
call in the town on the further
shore to where we must depart.

কত দিবা কত বিভাবরী··· ॥ উৎসর্গ-১০

15

Mother, I have seen your face in
the first flush of the dawn this morning.

Mother, I have heard your voice
filling up the sky with silence.

Mother, I bend my knees to the
whole world in you.

Mother, I bring to your feet my
work to be blessed by you.

Mother, I offer my life and heart
to burn as incense before your shrine.

জননী, তোমার করুণ চরণখানি··· ॥ গীতাঞ্জলি ১৪

16

My boat sinks.

Where was the rock hidden I knew not.

It was her first voyage and I playfully sailed her in the shallow water.

The current was feeble ; the breeze gentle ; I was alone at the helm.

I had no care in my mind ; there was no cloud in the sky ; the banks were ablaze with flowers ; when of a sudden my boat sinks.

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়··· ॥ গীতবিতান

17

Rescue me !

From my past deeds that track me day and night relentlessly, rescue me !

I am frightened of my silent shadow that keeps me company, and of my thoughts that devour my heart in secret. Rescue me !

Day by day I wind around me the snare woven of a thousand subtle threads of deception. Rescue me !

Pride sits at my heart-gate and keeps the world away.

I am a prisoner in the gloom of the dark tower of myself. Rescue me !

রক্ষা কর হে । / আমায় কর্ম হইতে··· ॥ গীতবিতান

18

She will have no denial.

When I turn to go she cries, "No, no, ah no !"

'I cannot tarry," I say.

She looks up to my face and cries, "No, no, ah no !"

The March wind is wild among the leaves. I say to her, "It is late."

"She stands at the door and cries, "No, no, ah no !"

ও যে মানে না মানা··· ॥ গীতবিতান

19

Stand aside, do not soil her with your touch ! Your breath of desire is poison.

Know that the flower will not bloom when thrown on the dust.

Know that the path of life is dark, and the star is there for your guiding.

Do not shut her out.

Breathe not your panting breath upon your lighted lamp. Burn not your love into ashes.

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে·· ॥ পবিত্র প্রেম : কড়ি ও কোমল

20

Teach me your language, my heart, if I must sing.

My breath is wasted in sighs, my music is silent.

In the evening the sun glides from the blue sky to the blue water and my unsung songs seem to float in the still air.

My secrets that are secrets to myself are scattered among the clouds and the waves.

My heart's melodies are old as the sea and the sky.

Only my voice is dumb.

হৃদয় কেন গো মোরে ছলিছ সতত··· ॥ হৃদয়ের ভাষা : কড়ি ও কোমল

21

The black fear is creeping in the sky.

The angry clouds growl and swell their manes.

Lightnings dart their fiery fangs into the heart of the night, and the sky sheds tears from its sightless eyes.

Shake off your fright, timid heart, stand up with glad strength, and touch him with love who sits on the seat of dark death.

প্রচণ্ড গর্জনে আসিল এ কি দুর্দিন··· ॥ গীতবিতান

22

The boat has sailed away. What will you do with your burdens ?

When forward you go, why leave you not your past behind ?

Foolishly you take it on your back and you lag on the shore.

Things that are best left at home must you carry them on your journey ?

O, call your boatman with all your might. Fling your burdens in the dust.

Make your life light and free and place it in his care.

ঐ রে তরী দিল খুলে··· ॥ গীতাঞ্জলি ৬৯

23

The heart, like a mountain stream breaking strong barriers to flow towards the living and the inanimate, with her own fulness devours all bounderies.

The cool depth of a river is to her as the embrace of a mother ; and the moon, peeping through the window of the children's bedroom, whispers to her in human voice.

The trees that grow up near to the dwelling-place of man speaking in dumb gesture of fruits and flowers are dear to her as infant brothers.

The beast she has known from its birth she calls her own darling.

Reason exclaims in scornful laugh, "How foolish !" and the shy heart checks her tender outflow deep within.

হৃদয় পাষাণভেদী নির্ঝরের প্রায়··· ॥ হৃদয়ধর্ম : চৈতালি

24

The morning came, but my servant appeared not.

Doors were open, the water was not drawn from the well, the man had been out all night.

As the hours passed my anger grew, and I devised punishments for him.

At last he came and bowed to me with joined hands.

I shouted angrily, "Go out ! I never want to see you again !"

He looked blankly and remained silent for a minute ! then said in a whisper, "My little

daughter died last night," and without another word, duster in hand, he went to his daily task.

ভৃত্যের না পাই দেখা প্রাতে... ॥ কর্ম : চৈতালি

25

The night of love has come into my house, O thou Beautiful !

Come to my heart, beloved of my heart, smile upon my tears !

I have a flower chain to hang on thy neck, and flowers to place at they feet.

I have gathered from my garden the late jasmines of the evening.

Let me take off my ring and put it on thy finger, my lover, for the nlght of love has come.

ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি... ॥ গীতবিতান

26

The small bird cries out in the nest of my heart, where is its mate ?

The leaves are thick around it, the shadows dark, the silent hours are laden low with slumber and the small bird knows no sleep.

The night drowses with its drooping head, the eyes of the stars are unconscious.

The pale sky is dreaming, the moon has lost its steps in the emptiness, aud the small bird cries out in the nest of my heart.

কে উঠে ডাকি... ॥ গীতবিতান

27

The spotless white sails are unfurled
and the breeze blows gently.

My captain, who ever has seen such pliotage
in the deep ?

What balms and spices freight the ship,
from what island of endless summer ? My heart
longs to leave all its wishings and winnings
on this side of the water and follow you.

Behind you sound the muffled rumblings of
the clouds and rains blind the eyes of the sky ;
before you the sun bares his heart and flings
all his treasure in your path.

Pilot, who are you that stand between the
smile and the tears ?

I know not what to say or to think ;
I look at your face and feel that I must
launch all my songs in your boat.

লেগেছে অমল ধবল পালে··· ॥ গীতাঞ্জলি ১২

28

The things that get lost I watch them
with sleepless eyes, with my doors shut.

Those who come to my gate I turn them
away in suspicion.

Thus I sit alone day and night and you
find no way into my house.

And all that I keep with care crumbles
into dust.

যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে··· ॥ গীতাঞ্জলি ৪১

29

The wise man mournfully shakes his head and says to me, "it behoves not the servant of God to trifle with the gift of song and sing of love and laughter."

In answer I say, "My master fills the reeds of life with his breath in men's hearts, and plays upon them many tunes. He guides me and I follow him for I am his servant."

নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয়··· ॥ উৎসর্গ-১০

30

There is only one string in your harp, strike it and sing.

There is only one flower in your garden, bring it to the altar.

Where there is a limit to your being, stop there and be glad.

The smallest copper coin from your lord accept with a smile.

In the round of random pursuits wander not in maze.

And know that the lord of your heart is ever in your heart.

এক মনে তোর একতারাতে··· ॥ গীতবিতান

31

Thou art not afraid if I forget thee

For there is a limit to my forgetfulness but not to thy love.

When I go far from thee the distance is only mine ; thou art never distant.

If the bud of my heart is shy, the breath of thy spring still waits.

When thou art beaten in thy deal with me the victory lies deep in the heart of that defeat.

আমায় ভুলতে দিতে নাইকো তোমায় ভয়··· ॥ গীতিমাল্য-৭১, গীতবিতান

32

Thou hast sat by me, O Beautiful !

My body has become sweet, my heart glad.

My eyes have opened upon the world like a flower— the breeze in my mind's sky is laden with dreams, O Beautiful !

This flash of joy in my heart will never fade, this moment of love shall be immortal in me.

Thou makest me new with every touch of thine,— my life becomes a lotus opening its petals of new births morning after morning.

এই লভিনু সঙ্গ তব··· ॥ গীতিমাল্য-১০২, গীতবিতান

33

Thy love must ever draw me on to thy perfect bliss. I know that.

It is not in vain that thou makest me weep. I know that.

Why in this checkered light and shadows, is this thy hide and seek ? I know that.

In all hours of the day with knocks at my door, why are these manyvoiced calls to me ? I know that.

And when all meetings and partings are over, to where dost thou ply the last ferry of the day ? I know that.

তুমি যে আমারে চাও··· ॥ গীতবিতান

34

Time and again I light my lamp and it dies away.

Thus in my life your seat is in darkness.

I have a flowering tree in my garden, but its roots have withered, its buds never come into flower.

Thus my offering to you is only blank pain.

My worship has no splendour, my garment is ragged.

No guests have appeared in the feast, the music is mute.

Only the pity for my tears has brought you into the wreck of this temple.

যতবার আলো জ্বালাতে চাই··· ॥ গীতাঞ্জলি ৭২

35

When the last sun of my days set, you opened the door of your inner shrine, my Motherland, and kissed my forehead and said, "Come in, my son."

I had a thorny wreath of flowers on my neck, the reward for my songs.

You picked out every thorn from it and wiped away every speck of dust.

You set it on my head with your own hand.

I opened my eyes filled with tears and found *it* was a dream.

এ জীবন-সূর্য যবে অস্তে গেল চলি··· ॥ আশা : কল্পনা

36

While the countless lights of the sky are out to seek you in the limitless waste of the dark, you sit in my heart, beloved, resplendent in the light of your own love.

অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ··· ॥ গীতবিতান

37

Who is it that knocks at my gate ?

The young guest had come one day when the spring was in the land and the air was sweet.

But it rains tonight, the wind is hoarsely loud, my lamp is dim, and I am alone.

Ah, you latecomer, you guest of the midnight, fearful is your music.

Yet, I think I shall follow you into the unknown dark.

কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে··· ॥ গীতবিতান

38

You stand on the seashore of my heart.

The waves have become wild to touch your feet.

Go not away, beloved, the wind is rising. Wait till the sea breaks its bounds.

The waves have become wild to touch your feet.

আমার হৃদয়-সমুদ্র তীরে··· ॥ গীতবিতান

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব

নাম বা প্রথম ছত্র / স্থানকাল / অনুষঙ্গ	প্রথমছত্র বা নাম বা নির্দেশক সংখ্যা / স্থানকাল / অনুষঙ্গ	যে গ্রন্থে বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত	পাণ্ডুলিপি-অভিজ্ঞান ও পৃষ্ঠাসংখ্যা
কে উঠে ডাকি	প্রেম ২৯৯	গীতবিতান	৬৫(১)।৩৮
মন ধক্ষোনীড়ে থাকি			১৫৯।৩১৬
২২ কার্তিক যোড়াসাঁকো			২৯০।২৮২
			৪২৬(১)।৫৮
কে এদের নিয়ে যায়	বিরহবিলাপ		১০২।৪৬-
কে এদের কাছাকাছি আনে			
দ্র. নিষ্ঠুর সৃষ্টি	মনে হয় সৃষ্টি বুঝি		
১৩ বৈশাখ ১৮৮৮ গাজিপুর	বাঁধা নাই নিয়মনিগড়ে	মানসী	
কে এই পৃথিবী করি লবে জয়	পুষ্পবর্গ	রূপান্তর	২৪৭।২৩
(কো ইদং পঠবিং বিজে-	পুপ্ফবগ্গো	পৃ. ৩৫	
গ্সতি ইত্যাদি শ্লোকের	(ধম্মপদ)	৩৪	
বঙ্গানুবাদ			
কে এসে চলে যায় ফিরে			৪২৬।১।১০০
দ্র. কে এসে যায় ফিরে ফিরে	সে আমার জননী রে	কল্পনা	
কে এসে যায় ফিরে ফিরে			
আকুল নয়ননীরে	জাতীয়সঙ্গীত ১২	গীতবিতান	২৯০।৩৩২
কে গো অন্তরতর সে	২২	গীতিমাল্য	২২৯।১৯২
৬ বৈশাখ ১৩১৯			
শান্তিনিকেতন			
ইং রূপান্তরসহ : It is he, the innermost one		*Gitanjali*	৪২৯।২।৪৬
কে গো তুমি গরবিনী	গরবিনী	বীথিকা	২৯।১৮
৪ অগস্ট ১৯৩২			৫৫।১৯৭
			বীথিকাগুচ্ছ

কে গো তুমি বিদেশী	১০	গীতিমাল্য	২২৯।২১৪
২০ চৈত্র ১৩১৮ শিলাইদা			গীতিমাল্য গুচ্ছ
ঐ (স্বাক্ষরিত)	সাপুড়িয়া	প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯	ফোটোকপি
কে জানে এ কি ভালো	আশঙ্কা	মানসী	১২৮।২০৮
১৪ ভাদ্র ১৮৮৯			
জোড়াসাঁকো			
কে জানে কার মুখের ছবি		চিত্রলিপি ১	১৬৪।১১১
			৩৮৭(খ)।১৫

অনু.
A strange face uninvited

কে ডাকে / আমি কভু	প্রমদার গান	মায়ার খেলা	২১০।১৩
ফিরে নাহি চাই	প্রেম ৪১৯	গীতবিতান	
কে তুমি গো খুলিয়াছ		রবিচ্ছায়া	৯৩।১১১
স্বর্গের দুয়ার		ভগ্নহৃদয়	২৩১।২৬
		গীতবিতান	
কে তুমি দিয়েছ স্নেহ			
মানব হৃদয়ে	শূন্যগৃহে	মানসী	
দ্র. গভীর বিদীর্ণ প্রাণ নীরব কাতর	শূন্যগৃহ		১২৮।৪১-(ধৃত পঞ্চম স্তবকে দেখা যায় মুদ্রিত গ্রন্থে প্রথম স্তবক)
কে তোমারে দিল প্রাণ	তাজমহল		১৩১।৭৭
৫ই পৌষ	ঐ (স্বাক্ষরিত)		বলাকা-গুচ্ছ
এলাহাবাদ প্রভাতে	৫ই পৌষ ১৩২১		
	এলাহাবাদ		
	দ্র. ৯	বলাকা	
তু. এ কথা জানিতে তুমি			
ভারত ঈশ্বর সাজাহান	৭	বলাকা	
কে দিল আবার আঘাত	৩৩১	গীতবিতান	২৯০।২৮৫
আমার দুয়ারে			
বিজয়াদশমী ১৩০২			৪২৬(১)।৪৮
শিলাইদহ ১২ আশ্বিন			

কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা ২০ মাঘ ১৩২৯	৫১৫	নবীন বসন্ত গীতবিতান	৪৬৪। Jan. 6 -ধৃত পৃষ্ঠা ফোটোকপি নবীন-গুচ্ছ
কে নিবি গো কিনে আমায়	৩১	গীতিমাল্য	গীতিমাল্য-গুচ্ছ (ফোটোকপি)
কে বলে যাও যাও আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া	৩৩৮	গীতবিতান	৪৬৪। Dec. 13 -ধৃত পৃষ্ঠা (ফোটোকপি)
কে বলে সব ফেলে যাবি ২৫শে আষাঢ় ১৩১৭ শিলাইদহ	১১২	গীতাঞ্জলি	৩৫৭।৫৪ ৪২৭(২)।১০৬ (ফোটোকপি)
কে বলেছে তোমায় বঁধু এত দুঃখ সইতে (খাম্বাজ)	৩১৭	গীতবিতান	৩৫৮।১০
কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু	১৭৭	গীতবিতান	৪২৬(১)।৯৮
'কে যাবে মথুরা দিকে যাব তার সনে'. (চণ্ডীদাসের পদ)	[ছন্দ বিষয়ক আলোচনায় উদ্ধৃতি]		ছন্দ-গুচ্ছ
কে যায় অমৃতধামযাত্রী ২৯ ভাদ্র ১৩০৩	১১০	গীতবিতান	৪২৬(১)।৬৯
কেউ কেউ বলেন উপাসনার···	প্রার্থনার সত্য ২০ পৌষ ১৩১৫	শান্তিনিকেতন	৩৬০(১)।৮৮
কেউ চেনা নয় সব মানুষই অজানা	১২	শেষ সপ্তক	২৩৪।৪২
কেটেছে একেলা বিরহের বেলা	দ্র. আঁখিসঙ্গম ও/ কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেণুর		১৮০।৩৬ গীতবিতান-গুচ্ছ

মাঘ ১৩৪২ শান্তিনিকেতন	সঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের শুভপরিণয় উপলক্ষে উৎসর্গ করা গান ৩০০	 গীতবিতান	
কেন উদয়ন শান্তিনিকেতন ১৮।৯।৩৮	শুনিলাম জ্যোতিষীর কাছে	—	১৯১।৫৭ ১৯১।৯১ ২৭১।১৬০ নবজাতক-গুচ্ছ
	দ্র. জ্যোতিষীরা বলে ১২।১০।৩৮ [২৫ আশ্বিন ১৩৪৫ শান্তিনিকেতন]	নবজাতক	১৫৯।৫১ ২৭১।১৫৬
কেন আমায় পাগল করে যাস্		তাসের দেশ গীতবিতান	৯ (ক)।১৭ ৪৬৪।Aug. 29 পৃষ্ঠা-ধৃত
কেন আর মিথ্যা আশা বারে বারে ১৭ই ভাদ্র সকাল সুরুল		দ্র. বিশ্বভারতী পত্রিকা, বিশেষ সংখ্যা ১৩৯৪	২২৯।১২০ গীতালি-গুচ্ছ (ফোটোকপি)
দ্র. যে থাকে থাক্-না দ্বারে	২৩	গীতালি	
কেন এ কম্পিত প্রেম অয়ি ভীরু এনেছ সংসারে ১০ই মাঘ [১৩৩৮]	ভীরু	বিচিত্রিতা	১৫।৯ ২৫।২০ ৩২।২৩ ৫৪।৪৯
কেন এলি রে, ভালোবাসিলি (ভৈরবী)	৬৮১	গীতবিতান	৮৫।১৬
কেন গো যাবার বেলা	শরতের বিদায়	নটরাজ ঋতুরঙ্গ-শালা/বনবাণী গীতবিতান	৮।১২৪ ২৪।১৬৯

কেন গো সাগর এমন চপল	গীত	শৈশব সঙ্গীত ভারতী ১২৮৫ ফাল্গুন (পৃ. ৫১৭-১৮) -ধৃত মুদ্রিত পাঠে পাণ্ডুলিপি অপেক্ষা ১২টি স্তবক বেশি দেখা যায়।	২৩১।৬৮
কেন চুপ করে আছি কেন কথা নাই ১৮।১।৩৪	মৌন নীরবতা	বীথিকা	১৮১।১৩ ২৬৪।১৩ বীথিকা-গুচ্ছ (স্বাক্ষরিত)
কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না ২৪ চৈত্র শান্তিনিকেতন	৯১	গীতিমাল্য	২২৯।৬৩
কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ আবরণ ১২ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতি-বার ১৮৮৮ ॥ শান্তিনিকেতন বোলপুর ৭ই কার্তিক পরিবর্জন ॥	ব্যক্তপ্রেম	মানসী	১২৮।৮৮
কেন তার মুখ ভার বুক ধুক্ ধুক্	ছন্দের প্রকৃতি	ছন্দ	৪।২০ ১৯৭।৮ ছন্দ-গুচ্ছ
কেন তোমরা আমায় ডাক ২৭ চৈত্র কলিকাতা	৯৪	গীতিমাল্য	২২৯।৭৭
কেন ধরে রাখা ও যে যাবে চলে		নবীন/বনবাণী গীতবিতান	৪২৬(১)।৭৯
কেন পান্থ এ চঞ্চলতা ১৪ ফাল্গুন ১৩৩৩	শেষ মিনতি	নটরাজ ঋতুরঙ্গ-শালা/বনবাণী গীতবিতান	২৪/৪ ২৭।২১৭ (লেখা লুপ্তপ্রায়) ১৯৯।২০

কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্ত			১৮৩।১৯
দ্র. কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত [মংপু, এপ্রিল-মে ১৯৪০]	১১	জন্মদিনে দ্র. প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন পৃ. ৬৯৩	
কেন বাজাও কাঁকন কনকন, কত ছল ভরে	লীলা ৩১৯	কল্পনা গীতবিতান	২৯০।৩০৩ ৪২৬(১)।৮০
কেন বা সেবিব তারে··· (প্রাচীন ইংরেজি থেকে অনুবাদ)	স্যাক্‌সন জাতি ও অ্যাঙ্গলো স্যাকসন সাহিত্য	ভারতী, ১২৮৫ শ্রাবণ পৃ. ১৮০-৮১ রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা, প্রথমখণ্ড	২৩১।২৩
কেন মধুর	রঙীন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে	শিশু	১১৫।৪
কেন মনে হয় / তোমার এ গানখানি···দেয়ালি-১৩৪৫ অগ্রহায়ণ (স্বাক্ষরিত পাঠ গীতাদেবীকে প্রেরিত) ২২।১০।১৯৩৮	গানের স্মৃতি	সানাই	১৫৯।৪০২ ১৯১।৬৭ সানাই-গুচ্ছ
কেন মারো সিঁধ-কাটা ধূর্তে	৬৯	খাপছাড়া	২৮১।৪ খাপছাড়া-গুচ্ছ
কেন শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল। ১০ নভেম্বর বুয়েনোস্ এয়ারিস্			১০২।৯২
দ্র. শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল	শীত	পূরবী	
[কেনাকাটার ফর্দ্দ]			৪২৬(১)।৭২
কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়	২৩৯	গীতবিতান	১১১।১৪১
কেন রে এতই যাবার ত্বরা		বৈকালী	২৭।২৮
	৩৩৭	গীতবিতান	২৯৮।১৩ ৪৩৭।১৪

কেন রে ক্লান্তি আসে		চিত্রাঙ্গদা	১৮২।৩৭
	৬৯৯	গীতবিতান	
কেন রে চাস্ ফিরে ফিরে ভৈরবী	৮৭৫	গীতবিতান	৮৫।১৭
কেন্দ্র আছে, না দেখা যায় তারে	দ্র. স্তব্ধ হয়ে কেন্দ্র আছে	লেখন	২৭।১৩৫ ৩৭৫।৮০
কেবলি অহরহ মনে মনে (উদ্ধৃতি)	ছন্দের প্রকৃতি	ছন্দ	৪।৪৫ ১৯৭।৪০ ছন্দগুচ্ছ
কেমন করে এমন বাধা ক্ষয় হবে ৩রা শ্রাবণ ১৩১৭		গীতালি	৩৫৭।৭৬
কেমন করে দেখতে পেলেম মনে ১ কার্তিক এলাহাবাদ			১৩১।৩৮
দ্র. কেমন করে তড়িৎ আলোয়	১০৪	গীতালি	
কেমন গো আমাদের ছোট সে কুটিরখানি	অতীত ও ভবিষ্যৎ	শৈশব সঙ্গীত	২৩১।২৮(খ)
কেমনে রহি ঘরে মন যে কেমন করে	["ঘরেতে ভ্রমর এল" গানের অংশ]	তাসের দেশ	৯৬(৪)।৫
কেমনে শুধিব বল		রবিচ্ছায়া	২৩১।৭১
তোমার এ ঋণ	৮৭৯	গীতবিতান	
কেহ কারো মন বুঝে না ১০।১২।৩৮ (সংশোধিত) শ্যামলী, শান্তিনিকেতন (সিন্ধুকাফি)	৪২২	গীতবিতান	৮৫।১২ ২১০।৩৪ (বর্জিত) গীতবিতান-গুচ্ছ
কেহ মা-মরা ছেলেকে যদি বা স্নেহ না করে	ছন্দ ধাঁধা		ছন্দগুচ্ছ

কৈফিয়ৎ			খাপছাড়া-গুচ্ছ
কৈশোরিকা	হে কৈশোরের প্রিয়া ৯ই মাঘ ১৩৪০	বীথিকা	২৬৪।১৫ ৪২৮।২০ (২৩।১।৩৪)
কোকিল	দ্র. আজ বিকালে কোকিল ডাকে		
কোকিল (নিরুপমা দেবী-রচিত কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রতিলিপি)	মত্ত কোকিল তত্ত্ব তোমার জানি		৩১।১৯
কোণে বসে ই ঈ শীতে করে হী হী তু. হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ বসে খায় ক্ষীর-খই	 প্রথমভাগ	 সহজপাঠ	১৯।১৩
কোথা আছ অন্যমনা ছেলে ১৪।৩।৩৮ * [শান্তিনিকেতন ৩০।১১।১৩৪৪]		সে(বৈশাখ ১৩৪৪) পৃ. ৯৭ সম্মুখীন *V. B. Qly*, 1937 May-July p. 28	২০৬।১৪ ২৪০।৭* ২৯৬।২
কোথা আছ ? ডাকি আমি ১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮	আহ্বান	মহুয়া	১২৭।৯১
কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি ২রা আষাঢ় ১৩১৩ শান্তিনিকেতন বোলপুর	প্রচ্ছন্ন	খেয়া	১১০(২)।১
কোথা তুমি গেলে যে মোটরে ৮ মাঘ ১৩৪১ শান্তিনিকেতন	পলাতকা	প্রহাসিনী	প্রহাসিনী-গুচ্ছ

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে	(সুরঙ্গমার গান)	রাজা	৬৫(১)।২৩
		অরূপরতন	১৪৩।৭
	৪০১	গীতবিতান	১৭৩।৫৩
			২৫২।৩০
			৪২৭।১৫৯
কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ ১৮ জুন। জাফ্‌না (উদ্ধৃতি)			১৭৯।৬৮
কোথা যে উধাও হল	৪৫৮	গীতবিতান	৪৬৪।Oct-24 ডায়ারি পৃষ্ঠা (ফোটোকপি)
কোথা হতে জন্মদিন এনেছে মর্ত্যের ঘাটে			২৩।৯
			৫৪।২০
দ্র. তোমার প্রথম জন্মদিন ১০।১১।১৯৩১		চিঠিপত্র-৯ (পৃ. ১২০ সম্মুখীন হস্তলিপি মুদ্রণ) ২৪ কার্তিক ১৩৩৮	
তু. যে ক্ষুধা চক্ষের মাঝে	অপূর্ণ	পরিশেষ (গ্রন্থপরিচয়)	
কোথা হতে জাগে [বাজে] প্রেম বেদনারে (সুরট)	১৭৩	গীতবিতান	১১০(২)।৬৯ গীতবিতান-গুচ্ছ
কোথা হতে পেলে তুমি অতি পুরাতন ২ অগ্রহায়ণ ১৩৩২ *২ আগস্ট ১৯৩২	বনস্পতি	বীথিকা	২৯।৮
			৫৫।৯৬* বীথিকা-গুচ্ছ
কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা * ১০।১।১৯৪০	রূপকথায়	সানাই	
	৮০৩	গীতবিতান	১৯৯।৪৯ সানাই-গুচ্ছ*

দ্র. জানি জানি	২১	গীতাঞ্জলি	
কোন্ আদিকাল হতে	১২৪	গীতবিতান	
কোন্ আলোতে			
প্রাণের প্রদীপ	৫১	গীতাঞ্জলি	৪২৭(১)।৪২
কোন্ কোন্ মন্দ কাজ	আদেশ	শান্তিনিকেতন	৩৬০(২)।২৮
করবে না···			
৯ই চৈত্র [১৩১৫]			
কোন্‌ক্ষণে / সৃজনের	২৩	বলাকা	১৩১।৫৫
সমুদ্র মন্থনে			
২০ মাঘ, পদ্মাতীর			
কোন্ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল			১১১।১১
আশ্বিন ১৩২২	পথভোলা	প্রবাসী, কার্তিক	চারুচন্দ্র বন্দ্যো-
শান্তিনিকেতন		১৩২২	চিঠির-গুচ্ছ
			সংখ্যা ১১৪
দ্র. কোন্ খ্যাপা শ্রাবণ···	৪৮৮	গীতবিতান	
কোন্ খসে পড়া তারা	৬১	স্ফুলিঙ্গ	২৭।১১৪
			৩৭৫।৭
কোন্ খেলা যে			
খেলব কখন	২৩১	গীতবিতান	গীতবিতান-গুচ্ছ
		(অনাদি দস্তিদার-	
		সংগ্রহ পুস্তিকায়	
		হস্তলিপিতে মুদ্রিত)	
কোন্ গহন অরণ্যে	সংযোজন-১০	শাপমোচন	১৮৫।৩৫
তারে এলেম হারায়ে	৩৭৮	গীতবিতান	
৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪			
কোন্ ছলনা এ যে		চিত্রাঙ্গদা	১৮২।২৮
নিয়েছে আকার	৬৯৫	গীতবিতান	
কোন্ ছায়াখানি	ছায়াসঙ্গিনী	বীথিকা	১০।২১
সঙ্গে তব ফেরে লয়ে			২৫।১
১ মাঘ ১৩৩৮			৫৪।২৬
জোড়াসাঁকো			

কোন্ তপে আমি তার মায়ের মতো (রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ)	(পদ-১৯)	(বিদ্যাপতি- পদাবলী)	৩০২।৭৯
কোন্ দেবতা সে কী পরিহাসে	 ৪০২	চিত্রাঙ্গদা গীতবিতান	১৮২।৩১
কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে ১৩ শ্রাবণ ১৩৩৬ শান্তিনিকেতন	বর্ষামঙ্গল ৪৪৯	বনবাণী গীতবিতান	১১।৭ ১৫৪।৩
	দ্র. কোন্ পুরাতন নাড়ির টানে		১৫৪।৮
তু. আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে	মাটির ডাক	পূরবী	
কোন্ বনে মোর মহেশ বসে (রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ)	(পদ-৭)	(বিদ্যাপতি- পদাবলী)	৩০২।৬৬
কোন্ বাণী মোর জাগল, যাহা রাখব স্মরণে ৭ শ্রাবণ ১৩৪১। স্বাক্ষরিত	জীবন বাণী	বীথিকা	বীথিকা-গুচ্ছ
কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি বাঁধিল	 ৩৫৮	পরিশোধ/শ্যামা গীতবিতান	১৭৩।৩
কোন্ বারতা পাঠালে মোর পরানে ২৮ ভাদ্র, সুরুল	৩৫	গীতালি	২২৯।১৩৫
কোন্ বারতার করিল প্রচার ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪	আষাঢ়	নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা/ বনবাণী	৮।১২১ ২৪।১৬৬
কো ন ন বেলে, এ রী যঁহা মোরা			৪২৬(১)।৬৫
কোন্ ভাঙনের পথে এলে	ভাঙন	সানাই	২০৫।১১ সানাই-গুচ্ছ*

*১২।৭।৩৯ শ্রীনিকেতনে পুনর্লিখিত এবং শ্রীপ্রভাত গুপ্তকে প্রেরিত। তু. তুমি কোন্ ভাঙনের পথে···			
কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি	৮৪৮	গীতবিতান	৪৬৪।18 March 1923 Diary
কোন্ মহা চেতনায়			১৬০।১২৩
দ্র. মোর চেতনার	৯	জন্মদিনে	
আদি সমুদ্রের ভাষা	(জলচর মংপু ১০/২৩ বৈশাখ ১৩৪৭)	প্রবাসী ১৩৪৭ কার্তিক	
কোন্ সুদূর হতে আমার মনোমাঝে	৫৫৯	গীতবিতান	১১১।১৩৬
কোন্ সে কালের কণ্ঠ হতে আলমোড়া ২৫ মে ১৯৩৭	নতুন কাল	সেঁজুতি প্রবাসী ১৩৪৪ আশ্বিন	১৮৪।২৯
কোন্ সে ঝড়ের ভুল	৩৫৩	গীতবিতান	১৫৯।১৩৪
[৯।১২।১৩৩৮]	৯২২	মায়ার খেলা	২১০।৬১ গীতবিতান-গুচ্ছ
কোন্ সে সুদূর মৈত্রী International Railway··· [৩০ আশ্বিন ১৩৩৪]	সিয়াম-বিদায়কালে	পরিশেষ	৮।১০০ ২৪।১২৬ ১৬৩/১১
কোনো এক যক্ষ সে	ছন্দোহার-৯	ছন্দ	ছন্দ-গুচ্ছ
কোনোখানেই নেই মনে মোর··· ১১।৩।৩৭ দ্র. আমার মনে একটুও নেই বৈকুণ্ঠের আশা			২০২(খ)।৪০
কোনো দোষে দোষী নয় আমার সোয়ামী (মৈমনসিংহ গীতিকা থেকে উদ্ধৃতি)		বাংলাভাষা পরিচয়	১৭৬(২)।৬৫

কোনো লতাগুল্ম গোল গোল আঁকড়ি দিয়ে ২৬ চৈত্র [১৩১৫]	নমস্তেঽস্তু	শান্তিনিকেতন-১	৩৬০(৩)।৩০
কোপাই	পদ্মা কোথায় চলেছে [১৫ ভাদ্র ১৩৩৯]	পুনশ্চ	৪৯।৯ পুনশ্চ-গুচ্ছ
কোলাহল-ত বারণ হল ১৮ চৈত্র। শিলাইদা	৮	গীতিমাল্য	২২৯।২১৭ ৪২৯(২)।৫ (ইং অনুবাদসহ)
No more noisy loud words for me		*Gitanjali*	
কোলে ছিল সুরে বাঁধা বীণা ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০১ [১৯ মে ১৮৯৪] যোড়াসাঁকো	ব্যাঘাত	চিত্রা	১২৯।১৭৭
ক্যাণ্ডীয় নাচ আলমোড়া	সিংহলে সেই দেখেছিলাম ক্যাণ্ডিদলের নাচ	নবজাতক	১৮৪।৫২,৫৪ ২৬০।৪৮
ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী (অনাদি দস্তিদার -সংগ্রহ কর্তিকা)		গীতবিতান	গীতবিতান-গুচ্ছ
ক্লান্ত লেখনীরে মোর বৃথা খেলাচ্ছলে	দ্র. ক্লান্ত লেখনীরে মোর	স্ফুলিঙ্গ	৫।৩৯
ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু ১৬ আশ্বিন। শান্তিনিকেতন	৫৯	গীতালি	২২৯।১৬০
ক্ষ কাশে খ ক্ষ	দ্র. হ ক্ষ	সহজ পাঠ প্রথম ভাগ	৪২৬।৬৩
ক্ষণকালের গীতি The Song is for a few minutes	৬৩	স্ফুলিঙ্গ	৩৭৫।১৭
ক্ষণিক উদীচী ১৫।১।১৯৪০	এ চিকন তব লাবণ্য যবে দেখি	সানাই	১৬০।৪৮ সানাই-গুচ্ছ (প্রতি লিপি স্বাক্ষরিত)

	তু. চৈত্রের দিনে ফাগুন-রাতে (বর্জিত প্রাথমিক খসড়া)		১৮৫।১২
	২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪		
ক্ষণিক ধ্বনির স্বত উচ্ছ্বাসে	৬৪	স্ফুলিঙ্গ	১৯।২৮
My mind starts up at some flash			২৪৮A।28
ক্ষণিকার সাথে অসীমের পরিচয় (বর্জিত)			১৮৩।১৬
ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়	৩১	আরোগ্য	১৮৬।৫২
যাত্রার সময় বুঝি এল			১৮৭।৫৫
(অমিয় চক্রবর্তীর উদ্দেশে)			২৬২।৭৫
ক্ষণেক দেখা	চলেছিলে পাড়ার পথে ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ দার্জিলিং	ক্ষণিকা	১২০।১২
ক্ষত যত ক্ষতি তত মিছে		বৈকালী	২৭।২০১
হতে মিছে ২৫ নবেম্বর		গীতবিতান	২৮।৬১
পিরিউস [১৯২৬]			৪৩৭।১৭ (ফোটোকপি)
ক্ষমা করো ক্ষমা করো			
তু. ক্ষমা করো প্রভু			২৫১।৬
ক্ষমা করো	দ্র. ক্ষমা করো আমায়	চণ্ডালিকা গীতবিতান	
ক্ষমা কর তবে ক্ষমা কর			১২০।৯৩
ক্ষমা কর মোরে সখি		রবিচ্ছায়া	
		ভগ্নহৃদয়	৯৩।১৩
		গীতবিতান	২৩১।২৬
ক্ষমা কোরো যদি গর্বভরে	ভাবীকাল	পূরবী	১০২।৮৭
৬ নভেম্বর ১৯২৪/আণ্ডেস			
ক্ষমিতে পারিলাম না যে		শ্যামা	২৮৩(২)।৩৬
		গীতবিতান	শ্যামা-গুচ্ছ

ক্ষান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে	২৫	উৎসর্গ	৪২৬(২)।১৪৩-(?)-
ক্ষমৈকা শান্তিরুত্তমা ১৯।৪ মদন মিত্রের লেন [জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণের গলি] (বিচ্ছিন্ন পুস্তানির উপর পিঠে লেখা)			৫৩।১
ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির পাঁচ বোন থাকে কালনায় (মুকুলের জন্য)		খাপছাড়া	১৭০।২৬ খাপছাড়া-গুচ্ছ
ক্ষান্ত হও ধীরে কহ কথা ৯ ফাল্গুন সন্ধ্যা পতিসর ১৩০০ [২০ ফেব্রু. ১৮৯৪]			১২৯।১৫৩
দ্র. ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা	সন্ধ্যা	চিত্রা	
ক্ষিতি	বক্ষের ধন হে ধরণী	বৃক্ষরোপণ/ বনবাণী	২৮।১৮৯
ক্ষিদে পায় খুকী ঞ			২৮।২১৮
দ্র. খিদে পায় খুকি ঞ	প্রথমভাগ	সহজপাঠ	
ক্ষুদ্র আপন মাঝে	৬৫	স্ফুলিঙ্গ	২৭।৩৪
ক্ষুধাতুর প্রেম তার নাই দয়া			২৫১।৩৭
দ্র. ক্ষুধার্ত প্রেম তার নাই দয়া		গীতবিতান	
ক্ষুব্ধ চিহ্ন এঁকে দিয়ে শান্ত সিন্ধু বুকে দ্র. অশান্তির ক্ষুব্ধ চিহ্ন···	ছবি	পূরবী	
ক্ষুভিত সাগরে নিভৃত তরীর গেহ Quiet cabin of the ship (অনু.)	৬৬	স্ফুলিঙ্গ	৩৭৫।২২

ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে			১২৯।৩৫
পরশ পাথর			
১৯ জ্যৈষ্ঠ শান্তিনিকেতন			
দ্র. ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে	পরশ পাথর	সোনার তরী	
ক্ষ্যাপা তুই আছিস আপন			
খেয়াল ধরে			
৫০ পার্ক স্ট্রীট			
২২ আশ্বিন [১২৯১ ?]			
৭ অক্টোবর ১৮৯২	দ্র. খেপা তুই আছিস্ আপন	গীতবিতান	১২৯।৬৪
ক্ষ্যাপানির ছোঁয়াচ			২৫৮।২৭
লেগেছে ২২।২।১৯৩৯			
শ্যামলী, শান্তিনিকেতন			
দ্র. পোড়োবাড়ি, শূন্যদালান	২৪	জন্মদিনে	জন্মদিনে-গুচ্ছ
খড়দয়ে যেতে যদি			
সোজা এস খুলনা	৯২	খাপছাড়া	খাপছাড়া-গুচ্ছ (বাদামী রঙ খামের পিছনে লেখা) [Postmark 3 Sep. 36]
খনা ডেকে বলে যান	বাংলা প্রাকৃত ছন্দ	ছন্দ	২৪।৩
(উদ্ধৃতি)			১৭৬।৮৪
খবর পেলেম কল্য	৪৫	খাপছাড়া	১৭৪।২৯ খাপছাড়া-গুচ্ছ
খবরের কাগজের			১৫৯।৩৪১…
এডিটার ধমকায়			
দ্র. ঝিনেদার জমিদার			
কালাচাঁদ রায়রা	৩	ছড়া	
খরচপত্রের হিসাব			৪২৬(১)।১৯

খরবায়ু বয় বেগে		তাসের দেশ	২৪।১৩৫
O & E Hotel		গীতবিতান	১৬৩।৯৬
পিনাঙ			১৯৫।২২
১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৭			(১ ছত্র পত্র)
খাঁচার পাখী ছিল	দুই পাখি	সোনার তরী	১২৯।৪৫
সোনার খাঁচাটিতে			১৪৬(১)।৬
১৯ আষাঢ়/সাহাজাদপুর			১৪৬(২)।১৩
[১২৯৯] ২ জুলাই ১৮৯২			১৪৬(৩)।৭
			৪২৬(২)।১৯
খাটুলি	একলা হোথায়···	ছড়ার ছবি	১৭৮(ক)।৪১
	আলমোড়া [জুন ১৯৩৭]		১৭৮(খ)।৩৯
			১৭৮(গ)।৪১
খাতা ভরা পাতা তুমি ভোজে			
দিলে পেতে ৩০।৩।[৩৯]			৩৮৭(গ)।৫২
(তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের			
পুত্র সনৎকুমারের অটোগ্রাফ খাতায়)			
[খাবার কোথায় পাবি বাছা]	রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা		২৩১।৯(ক)
(প্রথম পঙ্‌ক্তিটি খণ্ডিত)	প্রথম খণ্ড		
খাবার খুঁটে খুঁটে এই যে			১৫৯।৩৯৮
নেচে বেড়ায় ওরা			
দ্র. ভোরে উঠেই···	পাখির ভোজ	আকাশপ্রদীপ	
খাদ্য সামগ্রীর একটি তালিকা			৪২৬(২)।১৮১
খুকী তোমার কিচ্ছু	বিজ্ঞ	শিশু	১১৫।৩২
বোঝে না মা			
খুঁজতে যখন এলাম সেদিন			
২৬ অক্টোবর ১৯২৪	প্রকাশ	পূরবী	১০২।৪৯
স্টীমার এণ্ডিস			
খুদিরাম ক'সে টান দিল	৯৭	খাপছাড়া	খাপছাড়া-গুচ্ছ
খুব তার বোলচাল সাজ	ছন্দের হসন্ত হলন্ত-২	ছন্দ	৫।৩২
ফিটফাট (উদ্‌ধৃতি)			ছন্দ-গুচ্ছ

খুলে আজ বলি ওগো নব্য ১ পৌষ ১৩৪৫ শান্তিনিকেতন (শিশু অভিজিৎ চন্দকে উদ্দেশ করে লেখা)	অটোগ্রাফ	প্রহাসিনী	১৫৯/১৫১ প্রহাসিনী-গুচ্ছ
খুলে দাও দ্বার উদয়ন ২৮।১১।৪০	২৭	রোগশয্যায়	১৮৩।৮০ রোগশয্যায়-গুচ্ছ
খুসি হ তুই আপন মনে ৮ই আশ্বিন সন্ধ্যা সুরুল	গ্রন্থপরিচয় ৫১	গীতালি	২২৯।১৫১
[খৃষ্ট] (অমিয় চক্রবর্তী- কৃত অনু- লিখনে রবীন্দ্রনাথের সংশোধন)	যাঁকে আমরা পরম মানব বলে স্বীকার করি···		খৃষ্ট-গুচ্ছ
খৃষ্টের মৃত্যু দ্র. মৃত্যুর পাত্রে যেদিন··· ১১ শ্রাবণ ১৩৩৯	মৃত্যুর পাত্রে মৃত্যুহীন প্রাণ··· মানবপুত্র	পুনশ্চ	৫৫।১৬৫
খেঁদুবাবুর এঁধোপুকুর মাছ উঠেছে ভেসে উদয়ন ১৭।২।৪০	৬ দ্র. শ্রাদ্ধ	ছড়া প্রবাসী চৈত্র ১৩৪৬	১৬০।৬৪ ১৬৬।৮৫ ১৬৭।৪৭
খেয়েছ যে শালগম/ না করিয়া কালগম (সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলির অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের লেখা ফরমায়েশি কবিতা)			সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলির পত্রগুচ্ছ
খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে উদয়ন ৩ মার্চ ১৯৪১ সকাল	রাজার বাড়ি	গল্পসল্প	১৮৭।৬৫ ২১৬।৭ গল্পসল্প-গুচ্ছ
খেলনার মুক্তি	এক আছে মণিদিদি ১৩ই আষাঢ় (স্বাক্ষরিত)	পুনশ্চ	৫৫।৩৯ ৫৫।৫৩ পুনশ্চ-গুচ্ছ

খেলা	এই জগতের শক্ত মনিব সয় না একটু ক্রটি	ছড়ার ছবি	১৭৮(ক)।৫৩ ১৭৮(খ)।৬০ ১৭৮(গ)।৮১ ছড়ার ছবি -গুচ্ছ
খেলা	মনে পড়ে সেই আষাঢ়ে	ক্ষণিকা	১২০।৫৭
[খেলা]	সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ ৭ অক্টোবর [১৯২৪]	পূরবী	১০৯(২)।৩১
খেলার খেয়াল বশে কাগজের তরী		লেখন	৮।৫৩ ২৭।১৪
খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি (ফোটোকপি)		গীতবিতান	৪৬৪/2Jan.192[illegible] ডায়ারি-পৃষ্ঠা
খেলাভাঙার খেলা খেলবি আয় (১ পঙ্‌ক্তি মাত্র)		নবীন গীতবিতান	নবীন-গুচ্ছ
খেলার বেলা হয়েছে সারা দ্র. এবার বুঝি ভোলার বেলা হল		গীতবিতান	৩০।৫
খোকা	খোকার চোখে যে ঘুম আসে	শিশু	১১৫।১
খোকা থাকে জগৎমায়ের অন্তঃপুরে	ভিতরে ও বাহিরে	শিশু	১১৫।৩৫
'খোকাবাবু' থেকে আদর্শ প্রশ্ন			২৬৭।৬৬
খোকা মাকে শুধায় ডেকে	জন্মকথা	শিশু	১১৫।৬১
খোকার চোখে যে ঘুম আসে	দ্র. খোকা		
খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে	খোকার রাজ্য	শিশু	১১৫।৩৩
খোকার রাজ্য	দ্র. খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে		

খোঁড়া করে দিয়ে তারে			
২৫ সেপ্টেম্বর			
ভারতসাগর			২২৯।১৭১
দ্র. আগে খোঁড়া করে দিয়ে		লেখন	
খোয়াই	পশ্চিমে বাগান-চষা খেত	পুনশ্চ	১২।২১···
	১৫ অগস্ট ১৯৩২		২৯।৩৩···
খোলো খোলো দ্বার,		রাজা	১৪৩।৪
রাখিয়ো না আর		অরূপরতন	১৪৮।৩৭
(বীণার সহিত সুরঙ্গমার গান)		গীতবিতান	অরূপরতন-গুচ্ছ
খোলো খোলো হে আকাশ		রাজা	১৪৮।৩৭
স্তব্ধ তব নীল যবনিকা	ক্ষণিকা	পূরবী	৪৬৪।8 June 1923
			ডায়ারি-পৃষ্ঠা
খ্যাতি	ভাই নিশি	পুনশ্চ	৫৫।৭৯
	৮ জুলাই ১৯৩২		৫৬।৮৩
খ্যাতি আছে	৩৪	খাপছাড়া	১৮৭(ঘ)।৪···
সুন্দরী বলে তার			খাপছাড়া-গুচ্ছ
খ্যাতি নিন্দা পার হয়ে			
জীবনের ৮।১।৪১	১৫	আরোগ্য	১৮৬।৫৭
[উদয়ন। শান্তিনিকেতন			১৮৭।(ঘ)।৩৫···
৯ জানুয়ারি ১৯৪১ সকাল]			আরোগ্য-গুচ্ছ
খ্যাপামির ছোঁয়াচ লেগেছে···			২৫৮।৩৭···
শান্তিনিকেতন,		কবিতা,	
শ্যামলী, ২২-২-৩৯		আষাঢ় ১৩৪৬	
দ্র. পোড়ো বাড়ি, শূন্যদালান	২৪	জন্মদিনে	
(সর্বমোট দশটি পাঠ দেখা			
যায়। কবি-কর্তৃক সংশোধিত		দ্র. রবীন্দ্রবীক্ষা-১	
দশম পাঠে লিপিবদ্ধ		পৃ. ৫-১১	
তারিখ ২৫।২।৩৯)			

খ্রীষ্ট	আমাদের এই ভূলোককে বেষ্টন করে আছে ভুবর্লোক… ২৫ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতন পুলিনবিহারী সেন-কৃত অনুলিখনে রবীন্দ্রনাথের সংশোধন		খৃষ্ট-গুচ্ছ
খ্রীষ্টদিবসের বাণী (গান) উদীচী, শান্তিনিকেতন ২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯			২০৫।৩৫
দ্র. (১) যারা একদিন তোমারে মেরেছে গিয়ে (২) একদিন যারা মেরেছিল তারে গিয়ে		গীতবিতান	২০৫।৩৭
	বড়োদিন	খৃষ্ট	
গগন ঢাকা ঘন মেঘে ২৩ ফাল্গুন অপরাহ্ণ খালপথে ঝড়বৃষ্টি [৫ মার্চ ১৮৯৩]	নদীপথে	সোনার তরী	১২৯।১০৭…
গগনে গগনে আপনার মনে ১৫ ফাল্গুন (১৩৩৩)	লীলা	নটরাজ ঋতুরঙ্গ- শালা/বনবাণী	২৪।৫ ২৭।২১৯
	৪৬২	গীতবিতান	
[গগনে গগনে ধায় হাঁকি]		তাসের দেশ	
	৫৬৬	গীতবিতান	
দ্র. যখনি কালবৈশাখী/ যায় হাঁকি			১৫৯।১০৮ ১৯২।১ (মলাট-ভিতর দিকে-বর্জিত লেখায় চিত্রাঙ্কন)

[ক্রমশ

ঘটনাপ্রবাহ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবন আয়োজিত প্রদর্শনী ॥

২২— ৩১ জুন ১৯৮৬ ॥

রবীন্দ্রনাথের প্রাক্তন একান্তসচিব কবি অমিয় চক্রবর্তী-স্মরণে আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয় তাঁর প্রণীত গ্রন্থ; বিভিন্ন উপলক্ষে গৃহীত তাঁর আলোকচিত্র, এবং তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী।

৭— ১৯ অগস্ট ১৯৮৬ ॥

রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের দিন 'বাইশে শ্রাবণ'-উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীটিকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করা হয় রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত শোকসংবাদ-জ্ঞাপক সংবাদপত্র-কর্তিকা এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাপ্ত সমবেদনাসূচক পত্রাদির মাধ্যমে।

২১— ৩১ অগস্ট ১৯৮৬ ॥

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহধন্য— শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তীর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন-উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে রাখা হয় তাঁর প্রণীত গ্রন্থাদি, তাঁর আলোকচিত্র এবং তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী।

২৫— ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ ॥

সদ্যপ্রয়াত বিশ্বভারতীর প্রথম রবীন্দ্র-অধ্যাপক ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের স্মরণে আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ নিদর্শন, তাঁর আলোকচিত্র, এবং তাঁর প্রণীত কয়েকখানি গ্রন্থ দেখানো হয়।

১০— ২২ জানুয়ারি ১৯৮৭ ॥

বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উপলক্ষে আয়োজিত একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনাথের আঁকা বিয়াল্লিশটি চিত্র প্রদর্শিত হয়।

অন্যত্র আয়োজিত প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রভবনের সহযোগিতা ॥

১৭— ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ ॥

ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের উদ্যোগে আগরতলায় আয়োজিত রবীন্দ্রমেলায় রবীন্দ্রনাথের আঁকা পঁয়ত্রিশটি ছবির প্রতিমুদ্রণ, এবং ত্রিপুরা ও রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত কিছু গ্রন্থ ও ফোটোগ্রাফ-সহ রবীন্দ্রভবন থেকে দুইজন এবং বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগ থেকে একজন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংগৃহীত সামগ্রী

১। পুলিনবিহারী সেনের উপহার :

অনাথনাথ দাস, অধ্যাপক মারফত প্রাপ্ত :

(ক) অগস্ট, ১৯৩১ থেকে মে ১৯৪০ পর্যন্ত সময়ে পুলিনবিহারী সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১৮খানি পত্র—মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫

(খ) পুলিনবিহারী সেনের নাম লেখা ১৩টি খালি খাম

২। বিশ্বরঞ্জন সর্বাধিকারীর উপহার :
অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু মারফত প্রাপ্ত :
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে লেখা (কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩২০) রবীন্দ্রনাথের ৩ খানি পত্র—মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮

৩। রোসানা দাশগুপ্তর উপহার :
অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু মারফত প্রাপ্ত :
স্টপফোর্ড ব্রুককে (৫/১/১৯১৩) রবীন্দ্রনাথের ১ খানি পত্র—মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩

৪। শ্রীমতী অমিতা সেন (শান্তিনিকেতন)-এর উপহার :
শ্রীমতী অমিতা সেনকে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের একটি স্বাক্ষর কবিতা—১ পৃষ্ঠা

৫। বিশ্বভারতী কলাভবনের উপহার :
অধ্যাপক দিনকর কৌশিক মারফত প্রাপ্ত :

(ক) রবীন্দ্রনাথকে লেখা স্টার্জ মুরের (৮/৬/১৯২০) ১ খানি পত্র—১ পৃষ্ঠা

(খ) রমণীরঞ্জন রায়কে লেখা উইলি পিয়ারসনের (১৩/৯/১৯১৩) ১ খানি পত্র—১ পৃষ্ঠা

(গ) নন্দলাল বসুকে (১৯২০-১৯২৪) বিভিন্ন গুণগ্রাহীর লেখা ১০ খানি পত্র—মোট ১২ পৃষ্ঠা

(ঘ) ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মাকে লেখা উইলি পিয়ারসনের ১ খানি পত্র—১ পৃষ্ঠা

(ঙ) বিশ্বরূপ বসুকে (৩০/৫/১৯২৪) লেখা নন্দলাল বসুর ১ খানি পত্র—১ পৃষ্ঠা

(চ) বিভিন্ন গুণগ্রাহীকে লেখা (২১-২৯/৯/১৯২৭) সুরেন্দ্রনাথ করের ৫ খানি পত্র—৫ পৃষ্ঠা

(ছ) আঁদ্রে কারপ্লেকে (৫/১০/১৯২৩) লেখা ৩ খানি পত্র—৩ পৃষ্ঠা

(জ) রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (২৯/১২/১৯২৯) লেখা ২ খানি পত্র—২ পৃষ্ঠা

(ঝ) রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমাদেবীকে (২৬/২/১৯২৫) লেখা ১ খানি পত্র—১ পৃষ্ঠা

(ঞ) রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবীকে লেখা আঁদ্রে কারপ্লের ১ খানি পত্র—১ পৃষ্ঠা

(ট) অসিতকুমার হালদারের লেখা ১ খানি পত্র—১ পৃষ্ঠা

(ঠ) অসিতকুমার হালদারকে লেখা ১ খানি পত্র—১ পৃষ্ঠা

৬। বিশ্বভারতীর পুরনো সংগ্রহ থেকে
প্রাক্তন উপাচার্য অম্লান দত্ত মারফত প্রাপ্ত উপহার :
কাপড়ের উপর মুদ্রিত চীনা প্রাকৃতিক দৃশ্য—১

৭। রেভারেণ্ড জে. ই. মার্টিন (ইংল্যাণ্ড)-এর উপহার : একটি আংটি

৮। অসওয়াল্ড মালুরার উপহার :
কাগজের উপর পেন্সিলে আঁকা রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি।

রবীন্দ্রবীক্ষা

অপ্রকাশিত বা বিরলপ্রচারিত রবীন্দ্ররচনা, রবীন্দ্ররচনার পাঠবৈচিত্র্য ও পাঠপরিবর্তন, রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ প্রণালীবদ্ধ আলোচনা, এ-সবের ষাণ্মাসিক সংকলন। পূর্ব-প্রকাশিত পনেরোটি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচী :—

সংকলন ১ ॥ 'শিল্পী' (তুলনীয় 'জন্মদিনে' সংখ্যা ২৪) কবিতার পাঠ-বিবর্তন, ঠাকুর-বাড়ির 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র (প্রচ্ছদ) ও অন্যান্য।

সংকলন ২ ॥ 'অরূপরতনে'র সম্পূর্ণ রূপান্তর ও সম্পূর্ণ প্রেস-কপির সংরক্ষিত অংশ— উভয়ই অ-পূর্ব-প্রচারিত ও নূতন আবিষ্কার বলা চলে— আনুপূর্বিক মুদ্রিত। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত রেখাবদ্ধ অপরূপ প্রতিকৃতি : রচনাকাল '২৩ চৈত্র ১৩৪৭'। প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র।

সংকলন ৩ ॥ ইংরেজিতে শিশুদের অভিনয়যোগ্য মৌলিক নাটিকা King and Rebel ও তৎসম্পর্কিত তথ্য। পুনশ্চ-ধৃত 'বালক' কবিতার গদ্যে প্রথম 'খসড়া'। তা ছাড়া 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ', রাজা-অরূপরতনের গানের তালিকা ও অন্যান্য। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত মুখোষ ও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লিপিচিত্র বা লেখাঙ্কন।

সংকলন ৪ ॥ 'বলাকা'য় ছন্দোবিবর্তন, 'তাসের দেশ'-পাণ্ডুলিপির বহিরঙ্গবিবরণ, বঙ্কিমপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি।

সংকলন ৫ ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস-এর নাট্যরূপ। টীকা, নাট্যরূপ-প্রসঙ্গ ও পাণ্ডুলিপি-বিবরণ— শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক -কৃত।

সংকলন ৬ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত উপন্যাস : 'ললাটের লিখন'। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ (পাণ্ডুলিপি-ধৃত রবীন্দ্র-রচনার শিরোনাম, প্রথম ছত্র প্রভৃতির বর্ণানুক্রমিক অখণ্ড সূচী)।

সংকলন ৭ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা : বাংলা কবিতার কবি-কৃত ইংরেজি রূপান্তর। দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য পত্র। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ৮ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা : 'পলায়নী'র প্রাথমিক খসড়া। দার্শনিক প্রবন্ধ : ব্যক্তিস্বরূপ ও বিশুদ্ধসত্তা। শ্রীকানাই সামন্ত -কৃত 'মালতীপুঁথিপর্যালোচনা'। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব -সংকলিত 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ৯ ॥ রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা 'দুর্বল'। রবীন্দ্রনাথের মুকুট নাটকের অপ্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ 'The Crown'। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র। রবীন্দ্র-অপ্রকাশিত চিত্রলিপি। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব -সংকলিত 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১০ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা, অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লেখা বিশেষ মূল্যবান আটটি চিঠি, সন্ত কবীরের তেরোটি দোঁহার ইংরেজি রূপান্তর, দুটি চিত্রলিপি এবং 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১১ ॥ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার প্রাথমিক খসড়া, অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী, পদাবলী, বাউল ও প্রাচীন হিন্দি গানের ইংরেজি রূপান্তর, দুটি চিত্রলিপি এবং 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১২ ॥ বাল্যসুহৃদ অক্ষয়কুমার মিত্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের বারোখানি পত্র এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অক্ষয়কুমারের একখানি পত্র (প্রতিলিপিচিত্রসহ), সুন্দর : নাট্যগীতি (প্রতিলিপিচিত্রসহ), Sohrab and Rustum : Prose-rendering & Exercise : Rabindranath (দুইটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপিচিত্রসহ) এবং 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' (পূর্বানুবৃত্তি)।

সংকলন ১৩ ॥ 'জীবনস্মৃতি' প্রথম পাণ্ডুলিপি : রচনাপ্রসঙ্গসহ এবং রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রসহ।

সংকলন ১৪ ॥ রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহে রক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি থেকে ৮২টি টুক্‌রো কবিতার সংকলন ; গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত ১৫ খানি এবং অতুলপ্রসাদ সেনকে লিখিত ৩ খানি রবীন্দ্রনাথের পত্র ও পত্র-প্রসঙ্গ ; 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ' পূর্বানুবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র ও পাণ্ডুলিপি-চিত্র সংবলিত।

সংকলন ১৫ ॥ সরলা রায় (মিসেস পি. কে. রায়)কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের সাতখানি পত্র : পত্র-প্রসঙ্গ ; 'গার্হস্থ্য নাট্য সমিতি'র খসড়া ; সংস্কৃত প্রবেশ : সংস্কৃত পাঠ্য রচনাদর্শের খসড়া ; রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ পূর্বানুবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র ও পাণ্ডুলিপিচিত্র-সংবলিত।

সংকলন ১৬ ॥ রবীন্দ্রভবন সংগ্রহে 'রক্তকরবী' নাটকের প্রথম খসড়া ; এ ছাড়া পরবর্তী পাঠপরিবর্তন সহ বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনা, পাঠ-পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জী সংকলন। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিচিত্র ও রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র সংবলিত।

সংকলন ১ থেকে ১৬ পর্যন্ত একত্র পাওয়া যায়। মূল্য— ১ দু টাকা ; ২, ৩, ৪, ৬ প্রতিটি চার টাকা ; ৫ আট টাকা ; ৭ ছয় টাকা এবং ৮, ৯, ১০, ১১ প্রতিটি দশ টাকা ; ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ প্রতিটি বারো টাকা ; ১৬ পনেরো টাকা।

প্রাপ্তিস্থান

রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলিকাতা ১৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠপঞ্জীকৃত গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ বহু রচনায় বহু ও বিচিত্র পাঠ-পরিবর্তন করেন, রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে তা অজানা নয়।

রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থের নূতন সংস্করণে এরূপ পাঠসংস্কারের আনুপূর্বিক বিবরণ প্রণালীবদ্ধভাবে সংকলন, এ দেশের গ্রন্থপ্রকাশ-ক্ষেত্রে এ কালের এক বিশেষ ঘটনা। রচনা সম্পর্কে আনুষঙ্গিক নানা তথ্যে আর কবির বহু লিপিচিত্রে প্রত্যেক গ্রন্থ বিশেষভাবে অলংকৃত ও সমৃদ্ধ।

সন্ধ্যাসংগীত

এই গ্রন্থমালায় এটি প্রথম গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের কথায়: 'সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়'। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠপরিবর্তনসহ, বিভিন্ন সময়ে এ থেকে বর্জিত কবিতা, সাময়িক পত্রে কবিতাগুলি প্রচারের সূচী, নানা উপলক্ষে সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে কবির নানা মন্তব্য— এ সবই সংকলিত। পুলিনবিহারী সেন ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় -সংকলিত ও সম্পাদিত।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

এই গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ। পাঠ-পরিবর্তন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবিতা বা কবিতাংশের বর্জন, নানা উপলক্ষে এই রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্য, আর ১২৯১ শ্রাবণের নবজীবন পত্রে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' নামে বিনা স্বাক্ষরে মুদ্রিত কবির বিদ্রূপাত্মক রচনা— এই সংস্করণে সবেরই একত্র সমাহার। তা ছাড়া প্রথম সংস্করণ -ধৃত রাগতালের সূচী ও শব্দার্থ-সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন: শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

এই গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় প্রথম দৃশ্যকাব্য। সাতটি সংস্করণের প্রণালীবদ্ধ পাঠপঞ্জীকরণ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর *Sanyasi or The Ascetic*-এর আদ্যন্ত পাঠের সহিত প্রচলিত বাংলা নাটকের বিস্তারিত তুলনা। প্রকৃতির প্রতিশোধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নানা মন্তব্য (পূর্বপ্রচারিত ও বিশেষভাবে পাণ্ডুলিপি-ধৃত), এ-সবের সমাহার। সংকলন ও সম্পাদন: শ্রীকানাই সামন্ত।

ভগ্নহৃদয়

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা

ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত ভগ্নহৃদয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত। অতঃপর রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান গ্রন্থ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-ভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বা পর্যালোচনা। পাণ্ডুলিপিচিত্র-সংবলিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীকানাই সামন্ত। মূল্য ২৫ টাকা।

চিত্রাঙ্গদা

পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ

এই গ্রন্থমালার চতুর্থ গ্রন্থ। ১৮৯২ সালে প্রথম প্রকাশ। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর ব্যতীত 'চিত্রাঙ্গদা'র রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর *Chitra*-র পাঠে গ্রহণ ও বর্জনের পূর্ণ তালিকা সংযোজিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীঅশ্রুকুমার সিকদার। মূল্য ১৮ টাকা।

রাজা ও রানী

এই গ্রন্থমালার পঞ্চম গ্রন্থ। ১৮৮৯ সালে প্রথম প্রকাশ। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠান্তর ব্যতীত পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথ-কৃত রূপান্তর 'ভৈরবের বলি' (১৯২৯)-র ইতিহাস সংযোজিত। সংকলন ও সম্পাদন : শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। মূল্য ১৮ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা ৭৩
২১০ বিধান সরণি। কলিকাতা ৬